স্তালিন রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

রচনাকাল

জানুয়ারী—নভেম্বর

১৯২৬

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
২২শে এপ্রিল, ১৯৭৫

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

প্রকাশকের নিবেদন

স্তালিন রচনাবলীর অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হল। আমাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খণ্ডটি যথাসময়ে প্রকাশ করতে পারায় আমরা আনন্দিত। আশা করা যায় গ্রাহক-দের সর্বাত্মক সহযোগিতায় পরবর্তী খণ্ডগুলিও যথাসময়ে তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারব। পরবর্তী খণ্ডগুলি দ্রুত প্রকাশের স্বার্থে গ্রাহকদের কাছে বিনীত অনুরোধ তাঁরা যেন খণ্ডগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। অভিনন্দনসহ!

২০শে এপ্রিল, ১৯৭৫ মজহারুল ইসলাম

বাঙলা সংস্করণের ভূমিকা

স্তালিন রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডটিতে ১৯২৬ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে কমরেড স্তালিনের লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধ ও তাঁর প্রদত্ত কতকগুলি বিশিষ্ট ভাষণ সংকলিত হয়েছে। এই নিবন্ধ ও ভাষণগুলির একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। বস্তুতঃ এই সময়কালেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের অগ্রগমন সূচিত হয়। সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে লেনিনবাদ-বিরোধী যে গোষ্ঠীগুলি সক্রিয় ছিল তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এই খণ্ডে বিশদ বক্তব্য রয়েছে। 'দক্ষিণপন্থী এবং "অতি বামপন্থী" বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম' শীর্ষক ভাষণে খুব সংক্ষেপে কিন্তু ঋজু ভঙ্গীতে কমরেড স্তালিন দক্ষিণ ও অতি-বাম বিচ্যুতির ধরন ও তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। 'লেনিনবাদের ওপর প্রশ্নাবলী সম্পর্কে' নিবন্ধমালায় কমরেড স্তালিন একাধারে লেনিনবাদের অন্তঃসারকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং জিনোভিয়েভ-কামেনেভ গোষ্ঠীর কার্যকলাপকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। 'আমাদের পার্টিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট 'বিচ্যুতি' রিপোর্টে কমরেড স্তালিন অত্যন্ত সারবান্‌ভাবে বিরোধীপক্ষের ক্রমিক অধঃপতন, ট্রটস্কিবাদের বিপ্লববিরোধী আত্মসমর্পণমূলক চরিত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন ও সেই সঙ্গে বিরোধীপক্ষের অবধারিত বিপর্যয়ের কথাও ঘোষণা করেছেন।

এই খণ্ডে ব্রিটেন ও পোল্যাণ্ডে তদানীন্তন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা আছে।

এই খণ্ডের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'চীনে

বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ' প্রসঙ্গে কমরেড স্তালিনের ভাষণ। কমরেড স্তালিন এখানে চীনা বিপ্লবের চারিত্র্য, চীনের কৃষকসমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। খণ্ডান্তরে চীন সম্বন্ধে স্তালিনের আরও কিছু বক্তব্য পাঠকরা পাবেন।

কমরেড স্তালিন তাঁর 'শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হিসেবে কৃষক-সমাজ' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীবন্ধনের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন।

এসব ছাড়াও বর্তমান খণ্ডে অন্যান্য ছোট-বড় লেখা স্তালিনের প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। আশা করি পাঠকবর্গ পূর্বের খণ্ডগুলির ন্যায় এই খণ্ডটিও সাগ্রহে গ্রহণ করবেন।

২০শে এপ্রিল, ১৯৭৫ সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

দক্ষিণপন্থী এবং 'অতি-বামপন্থী' বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

(১৯২৬ সালের ২২শে জানুয়ারি তারিখে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর এক অধিবেশনে প্রদত্ত দুটি বক্তৃতা)

(১)

আমার মনে হয় হ্যানসেন এবং রুথ ফিশারের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। তাঁদের দাবি হল, বলতে গেলে, সমতার নীতির ভিত্তিতে দক্ষিণপন্থী এবং 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে সব সময়ে এবং সর্বত্র, সমস্ত অবস্থাতেই সমান তীব্রতা নিয়ে সংগ্রাম চালাতে হবে। সমতার এই ধারণা, সমস্ত অবস্থাতেই এবং সমস্ত পরিবেশেই, সমান তীব্রতা নিয়ে দক্ষিণপন্থী এবং 'অতি-বামপন্থীদের' আঘাত করার ধারণা ছেলেমানুষি। এটি এমন একটি ধারণা যা কোন রাজনীতিবিদ্ পোষণ করতে পারেন না। দক্ষিণপন্থী এবং 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন, সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির দাবিসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে, কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে পার্টির রাজনৈতিক প্রয়োজনসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে, অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। ফরাসী পার্টিতে দক্ষিণপন্থী-দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বর্তমান মুহূর্তে আশু জরুরী করণীয় কাজ, অথচ জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম আশু করণীয় কাজ কেন? কারণ, ফরাসী এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি দুটিতে পরিস্থিতিসমূহ একরূপ নয়। কেননা, বর্তমান মুহূর্তে এই দুটি পার্টির রাজনৈতিক প্রয়োজন-সমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপের।

জার্মানি মাত্র সম্প্রতি একটা গভীর বৈপ্লবিক সংকট থেকে বেরিয়ে এসেছে—যখন পার্টি সরাসরি আক্রমণের পদ্ধতিতে তার সংগ্রাম পরিচালনা করছিল। এখন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি আসন্ন চূড়ান্ত সংগ্রামগুলির জন্য শক্তিসমূহের সমাবেশ এবং ব্যাপক জনসাধারণকে প্রস্তুত করার সময়কালের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে সরাসরি আক্রমণের পদ্ধতি পুরানো উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের ক্ষেত্রে আর কাজ করবে না। জার্মান

কমিউনিস্ট পার্টির এখন যা অবশ্যই করতে হবে, তা হল, জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগুরু অংশকে জয় করে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে পার্শ্বদেশ থেকে সংগ্রাম করার পদ্ধতিতে সরে যাওয়া। এটা স্বাভাবিক যে এই অবস্থাকে আমরা 'অতি-বামপন্থীদের' একটি দল দেখতে পাব যারা স্কুলের ছাত্রদের মত এ পুরানো শ্লোগান পুনরাবৃত্তি করে চলেছে এবং যারা সংগ্রামের নতুন অবস্থা যা কাজের নতুন পদ্ধতিসমূহ দাবি করে তার সাথে খাপ খাওয়াতে অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক। সেইহেতু আমরা 'অতি-বামপন্থীদের' দেখতে পাচ্ছি যারা তাদের নীতির দ্বারা পার্টিকে সংগ্রামের নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক জনগণের নিকট পৌঁছাবার পথ বের করার ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে। হয়, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির 'অতি বামপন্থী-দের' প্রতিরোধ ভাঙতে হবে এবং তখনই তা শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগুরু অংশকে জয় করে আনার রাজপথে উঠবে; অথবা, তা না করতে পারলে, তা বর্তমান সংকটকে পার্টির পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী ও বিপর্যয়মূলক করে তুলবে। সেইজন্য জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই পার্টির আশু করণীয় কাজ।

ফ্রান্সের পরিস্থিতি ভিন্নরূপ। এই দেশে এখনো পর্যন্ত কোন গভীর বৈপ্লবিক সংকট ঘটেনি। সেখানে সংগ্রাম বৈধতার সীমানার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, এবং সংগ্রামসমূহের পদ্ধতিসমূহ, ব্যতিক্রমহীনভাবে, অথবা প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে, বৈধ চরিত্রের হয়ে এসেছে। কিন্তু এখন ফ্রান্সে একটা সংকট দানা বাঁধতে শুরু করেছে। আমার মনে রয়েছে মরক্কোর ও সিরিয়ার যুদ্ধসমূহ এবং ফ্রান্সের আর্থিক কঠিন অবস্থাসমূহের কথা।[২] এই সংকট কত গভীর তা বর্তমানে বলা শক্ত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটা একটা সংকট যা পার্টির কাছ থেকে দাবি করে সংগ্রামের বৈধ এবং অবৈধ ধরনের সংযুক্তি এবং পার্টির সর্বাধিক বলশেভিকীকরণ। এই অবস্থাতে এটা স্বাভাবিক যে আমরা ফরাসী পার্টিতে এমন একটি গোষ্ঠীকে দেখতে পাব—আমি দক্ষিণপন্থীদের কথা উল্লেখ করছি—যা সংগ্রামের নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক এবং যা জড়তা থেকে সংগ্রামের পুরানো পদ্ধতিসমূহকে একমাত্র সঠিক পদ্ধতি হিসেবে মেনে নেবার জিদ্ ধরে চলেছে। অস্পষ্টই, এই অবস্থা ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির বলশেভিকীকরণকে ব্যাহত না করে পারে না। এইজন্য ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থা বিপদ হল আশু বিপদ। এইজন্য

দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির জরুরী করণীয় কাজ।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর ইতিহাস থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর, আমাদের পার্টিতেও 'অটজোভিস্ট' নামে পরিচিত একটি 'অতি-বামপন্থী' গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল, এই গোষ্ঠী সংগ্রামের নতুন নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ছিল এবং বৈধ সুবিধাসমূহের সদ্ব্যবহার করার পদ্ধতিকে স্বীকার করে নিতে অস্বীকৃত হল (ডুমা, শ্রমিকদের ক্লাব, বীমা, তহবিল ইত্যাদি)। আপনারা জানেন, লেনিন দৃঢ়ভাবে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সংগ্রাম করেন এবং এই গোষ্ঠীকে পরাস্ত করতে সফল হবার পর পার্টি সঠিক রাস্তা ধরতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরেও একটা ঘটনা ঘটে, যখন একটি 'অতি বামপন্থী' গোষ্ঠী ব্রেস্ট শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে। আপনারা জানেন, লেনিনের নেতৃত্বে আমাদের পার্টি এই গোষ্ঠীকেও চূর্ণবিচূর্ণ করে।

এই সমস্ত ঘটনা কি দেখায়?—দেখায় এই যে, দক্ষিণপন্থী এবং 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন বিমূর্তভাবে অবশ্যই রাখা চলবে না। রাখতে হবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে বাস্তবভাবে।

এটা কি আকস্মিক যে, ফরাসীরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্ম-পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে তাদের পার্টির দক্ষিণপন্থা অংশগুলির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব এবং জার্মানরা 'অতি-বামপন্থাদের' বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন? নিশ্চয়ই না। জিভ সব সময়ে ব্যথা দাঁতটার দিকেই যায়।

এইজন্য সমতার ধারণা, সমান তীব্রতা নিয়ে দক্ষিণপন্থা এবং 'অতি-বামপন্থাদের' বিরুদ্ধে আঘাত করার ধারণা অসমর্থনীয়।

এই যুক্তিতেই জার্মানিতে 'অতি-বামপন্থাদের' ওপর খসড়া প্রস্তাব থেকে, যে শব্দসমষ্টি বলছে যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থা ও 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে সমমাত্রায় সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন, আমি সেই শব্দসমষ্টিকে কেটে দেবার প্রস্তাব করতে চাই। আমি প্রস্তাব করছি যে, যে যুক্তিতে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থাদের ওপর প্রস্তাব থেকে 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করা সম্পর্কে শব্দসমষ্টিকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, সেই যুক্তিতেই এই শব্দসমষ্টিকে (জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে—অনুবাদক, বাং সং) কেটে বাদ দেওয়া হোক। দক্ষিণপন্থী

এবং 'অতি-বামপন্থীদের' সঙ্গে সর্বদা এবং সর্বত্রই সংগ্রাম করতে হবে, এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হল, একদিকে ফ্রান্সে বর্তমান মুহূর্তে কিসের ওপর, এবং অন্যদিকে জার্মানিতে কিসের ওপর সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত করতে হবে। আমি মনে করি, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে এখন দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে—কেননা বর্তমান মুহূর্তে রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার দাবি তাই-ই; তেমনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন, কেননা বর্তমান মুহূর্তে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রয়োজনসমূহ তাই দাবি করছে।

এখনই ব্যাখ্যাত দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটিকে দেখলে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর—রুথ ফিশার-মাস্‌লো গোষ্ঠীর—অবস্থা কি? আমার মতে এই গোষ্ঠী কূটনৈতিকভাবে স্কোলেমের 'অতি-বামপন্থী' গোষ্ঠীকে আড়াল করছে। রুথ ফিশার-মাস্‌লো গোষ্ঠী প্রকাশ্যভাবে স্কোলেম গোষ্ঠীর পক্ষ অবলম্বন করছে না, কিন্তু স্কোলেম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পার্টির আঘাতের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য তারা তাদের ক্ষমতায় যতদূর কুলোয় তা করছে। রুথ ফিশার মাস্‌লো গোষ্ঠী এইভাবে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির 'অতি বামপন্থী' সংস্কারসমূহকে পরাস্ত ও নির্মূল করার জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কঠিন প্রচেষ্টাসমূহকে ব্যাহত করছে। সুতরাং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে অবশ্যই এই গোষ্ঠীর—রুথ ফিশার-মাস্‌লো গোষ্ঠীর—বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালাতে হবে। হয়, রুথ ফিশার-মাস্‌লো গোষ্ঠী চূর্ণ হয়ে যাবে, এবং তাহলে পার্টি স্কোলেম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের বর্তমান সংকট জয় করতে সক্ষম হবে, না হয়, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি রুথ ফিশার-মাস্‌লো গোষ্ঠীর কূটনৈতিক ছলনায় প্রতারিত হবে এবং সংগ্রামে পরাজয় ঘটবে, যা স্কোলেমের স্বার্থ সাধন করবে।

(২)

আমাদের মনে হয়, অন্তঃপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রামে হ্যানসেন সাজ্জাদের এক ধরনের নৈতিকতা প্রচার করছেন, যা কিনা পুরোপুরি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে অনুপযুক্ত। বাহ্যতঃ তিনি মতাদর্শগত সংগ্রামের বিরোধী নন। কিন্তু তিনি চান যে, এই সংগ্রাম পরিচালিত হোক এমনভাবে যাতে বিরোধী পক্ষের

নেতাদের কারও সুনামহানি না হয়। আমি অবশ্যই বলব যে এরূপ কোন সংগ্রাম কখনো ঘটে না। আমি অবশ্যই বলব যে, যিনি এ সংগ্রাম সহ্য করতে প্রস্তুত কেবলমাত্র যদি কোন-না-কোন নেতার সুনাম সম্পর্কে সন্দেহ হতে পারে এরূপ কাজ না করা হয়, তিনি কিন্তু পার্টির ভেতর কোনরকমের মতাদর্শ-গত সংগ্রাম চালাবার সম্ভাবনাকে কার্যতঃ অস্বীকার করেন। পার্টি নেতাদের কৃত ভুলভ্রান্তি কি আমাদের ব্যক্ত করা উচিত? আমাদের কি ওইসব ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ্যে আনা উচিত যাতে নেতাদের ওই সমস্ত ভুলভ্রান্তির ভিত্তিতে পার্টির ভেতরকার ব্যাপক জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে? আমার মনে হয় আমাদের এরূপই করা উচিত। আমি মনে করি, ভুল সংশোধন করার আর কোন পথ নেই। আমি মনে করি, ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করার পদ্ধতি আমাদের পদ্ধতি নয়। কিন্তু এ থেকে এইটে বেরিয়ে আসে যে, কোন-না-কোন নেতার সুনাম সম্পর্কে কোনভাবে সন্দেহ জাগতে পারে এরূপ কাজ না করে কোন আন্তঃপার্টি সংগ্রাম বা ভুলভ্রান্তির সংশোধন হতে পারে না। এটা দুঃখজনক হতে পারে, কিন্তু এ সম্পর্কে কিছুই করার নেই, কেননা আমরা অনিবার্যতার বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন।

আমাদের কি 'অতি-বামপন্থী' এবং দক্ষিণপন্থী, উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত? হ্যানসেন জিজ্ঞাসা করছেন। অবশ্যই, আমাদের তা করা উচিত। অনেকদিন আগেই আমরা এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি করেছি। বিতর্কটা তা নিয়ে নয়। বিতর্ক হল এই নিয়ে যে, ফরাসী ও জার্মান এই দুটি পার্টি, যাদের পরিস্থিতি বর্তমানে ভিন্নরূপ, তাদের মধ্যে এই মুহূর্তে কোন্ বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত করব। এটা কি আকস্মিক যে ফরাসীরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর নিকট দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব নিয়ে এবং জার্মানরা 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন? সম্ভবতঃ ফরাসীরা দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত করায় ভুল করেছেন? সেই অবস্থায়, হ্যানসেন কেন ফ্রান্সের 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে সভাপতিমণ্ডলীর নিকট একটি পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন না? সম্ভবতঃ জার্মানরা 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত করায়ও ভুল করেছেন? সেই অবস্থায়, হ্যানসেন ও রুথ ফিশার কেন দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত করার একটি পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে সভাপতিমণ্ডলীর নিকট আসার চেষ্টা করলেন না? এখানে

ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা হল এই যে, আমরা সাধারণভাবে দক্ষিণপন্থী ও 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার বিমূর্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হইনি, আমরা সম্মুখীন হয়েছি বর্তমান মুহূর্তে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির আশু করণীয় কাজের বাস্তব প্রশ্নের। এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির আশু করণীয় কাজ হল, 'অতি-বামপন্থী' বিপদকে পরাস্ত করা, ঠিক যেমন ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির আশু করণীয় কাজ হল দক্ষিণপন্থী বিপদকে পরাস্ত করা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা এই সাধারণভাবে জানা ঘটনা কিভাবে ব্যাখ্যা করব যে, ব্রিটেন, ফরাসী এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ ইতিমধ্যেই তাদের স্ব স্ব দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, বিরাট ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের নিকট পৌছাবার পথ খুঁজে পেয়েছে, এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগুরু অংশের না হলেও, অন্ততঃ তাদের বেশ বড় ধরনের এক অংশের আস্থা অর্জন করতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তদ্বিপরীতে, জার্মানিতে এই ব্যাপারে তাদের অবস্থান এখনো দুর্বল? এটাকে সর্বোপরি এই ঘটনার দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে যে, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে এখনো 'অতি-বামপন্থীরা' শক্তিশালী, তারা এখনো সন্দেহপ্রবণ ট্রেড ইউনিয়ন-গুলিকে, যুক্তফ্রন্টের শ্লোগানকে, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে জয় করে আনার শ্লোগানকে বিবেচনা করে। প্রত্যেকেই জানে যে, সেদিন পর্যন্তও 'অতি-বামপন্থীরা' 'ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে বেরিয়ে যাও', এই শ্লোগান সমর্থন করত। প্রত্যেকেই জানে যে এই শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী শ্লোগানের অবশেষ এখনো 'অতি-বামপন্থীদের' মধ্য থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়নি। একটি কিংবা অন্যটি : হয়, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি স্লোলেম গোষ্ঠীকে চূর্ণ করে—মতাদর্শগতভাবে চূর্ণ করে—ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে কাজের পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে দ্রুত এবং চূড়ান্তভাবে 'অতি-বামপন্থীদের' অনিষ্টকর ধারণাসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে কৃতকার্য হবে; না হয়, তারা এটা করতে সফল হবে না, তাহলে সেই অবস্থায় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে সংকট একটি ভয়ংকর বিপজ্জনক মোড় নিতে পারে।

বলা হয় যে, 'অতি-বামপন্থীদের' মধ্যে সৎ বিপ্লবী কর্মী আছে এবং আমরা অবশ্যই তাদের হটিয়ে দেব না। এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং আমরা প্রস্তাব করছি না যে তাদের হটিয়ে দিতে হবে। সেইজন্য আমাদের খসড়া প্রস্তাবে আমরা এমন কিছু কথা ঢুকিয়ে দিচ্ছি না যে 'অতি-বামপন্থীদের' কাউকে—

শ্রমিকদের মধ্যে তো কাউকেই না—পার্টি থেকে হঠিয়ে বা তাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু কেমন করে এইসব কর্মীদের একটি লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক বোধের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে? তাদের 'অতি-বামপন্থী' নেতাদের ভুলভ্রান্তি ও ক্ষতিকর সংস্কারের জন্য তারা যে ভুল ধারণাসমূহ পোষণ করছে, কিভাবে তাদের সেগুলি থেকে মুক্ত করতে হবে? এটা অর্জন করার পক্ষে কেবলমাত্র একটিই পদ্ধতি আছে, তা হল 'অতি-বামপন্থী' নেতাদের রাজনীতিগতভাবে প্রত্যাখ্যান করবার পদ্ধতি, 'অতি-বামপন্থী' ভুলভ্রান্তি যা সৎ বিপ্লবী কর্মীদের বিপথে চালিত করছে, এবং তাদের প্রশস্ত রাজপথে পদার্পণ করা থেকে বাধা দিচ্ছে, সেইসব ভুলভ্রান্তিকে উন্মোচিত করার পদ্ধতি। পার্টিতে মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রশ্নে, ব্যাপক জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার প্রশ্নে আমরা কি বিকৃত কূটনীতিকে এবং ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করাকে সহ্য করতে পারি? না, আমরা তা পারি না। আমরা যদি তা করি, তাহলে আমরা শ্রমিকদের প্রতারিত করতে থাকব। তাহলে সমাধানটা কি? একটিমাত্র সমাধান আছে এবং তা হল 'অতি-বামপন্থী' নেতাদের ভুলভ্রান্তি উদ্ঘাটিত করা এবং এইভাবে সৎ বিপ্লবী শ্রমিকদের সঠিক পথ ধরতে সাহায্য করা।

এটা বলা হয় যে, 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে আঘাতের ফলে এই দোষারোপ ঘটতে পারে যে, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি দক্ষিণ দিকে ঝুঁকেছে। কমরেডস্, এটা হল একটা বাজে কথা। ১৯০৮ সালে সারা-রুশ পার্টি সম্মেলনে[৪] লেনিন যখন 'অতি-বামপন্থীদের' সঙ্গে সংগ্রাম করে তাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন, তখন আমাদের মধ্যেও এমন লোক ছিলেন, যাঁরা লেনিনকে দক্ষিণপন্থী মতবাদ অবলম্বন করার দোষে, দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে পড়ার দোষে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু সমস্ত জগৎ এখন জানে যে তখন লেনিনের নীতি ও মনোভাব ছিল সঠিক, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একমাত্র বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাশিয়ার 'অতি-বামপন্থীরা', যারা যখন 'বিপ্লবী' বুলির পসার জমিয়েছিল, তারা ছিল প্রকৃতপক্ষে সুবিধাবাদী।

এটা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে দক্ষিণপন্থী ও 'অতি-বামপন্থীরা' প্রকৃত-প্রস্তাবে যমজ, সেইজন্য উভয়েই সুবিধাবাদী নীতি ও মনোভাব গ্রহণ করে; তাদের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, যেখানে দক্ষিণপন্থীরা সব সময়ে তাদের সুবিধাবাদকে গোপন করে না, সেখানে বামপন্থীরা সর্বদাই তাদের সুবিধাবাদকে

'বিপ্লবী' বুলির দ্বারা প্রতারিত করার কৌশল অবলম্বন করে। কুৎসা রটনাকারী এবং অসাংস্কৃতিক, একান্ত বিষয়ী ব্যক্তিরা আমাদের সম্বন্ধে কি বলে তা দিয়ে তো আমরা আমাদের নীতি নির্ধারিত হতে দিতে পারি না। তুচ্ছ লোকেরা আমাদের সম্বন্ধে কি কাহিনী রচনা করে তার দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে আমাদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে এবং আস্থাসহকারে রাস্তায় চলতে হবে। রুশদের একটি যথার্থ উক্তি আছে: 'কুকুরেরা ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু যাত্রিদল এগিয়ে চলে।' আমাদের এই বক্তব্য মনে রাখতে হবে; অনেক ঘটনা উপলক্ষে এটা আমাদের উপকারে আসতে পারে।

রুথ ফিশার বলছেন যে পরবর্তীকালে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী বিপদ আশু প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেটা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব, এমনকি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু এ থেকে কি বেরিয়ে আসে? রুথ ফিশার এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত টানছেন যে, জার্মানিতে 'অতি-বামপন্থী', যারা **ইতিমধ্যেই** এই মুহূর্তে প্রকৃত বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আঘাতকে দুর্বল করতে হবে, এবং দক্ষিণপন্থীরা, যারা **ভবিষ্যতে** গুরুতর বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে আঘাতকে অবিলম্বে জোরদার করতে হবে। সহজেই দেখা যাবে যে, এটা প্রশ্নটাকে উপস্থাপিত করার বরং একটা হাস্যকর ও মূলগতভাবে ভ্রান্ত পদ্ধতি। 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রামকে দুর্বলতর করার প্রচেষ্টায় এবং এইভাবে স্কোলেম গোষ্ঠীকে আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য কেবলমাত্র রুথ ফিশার-মাস্লো গোষ্ঠীর মতো একটি মধ্যবর্তী কূটনৈতিক গোষ্ঠীই এরূপ হাস্যকর অবস্থার মধ্যে নিজেকে স্থাপন করতে পারে। কেননা তাই-ই হল রুথ ফিশারের প্রস্তাবের সামগ্রিক উদ্দেশ্য। আমার মনে হয়, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থী অংশগুলিকে আড়াল করার জন্য মধু-মাখা ভাষণ দেবার প্রচেষ্টারত এরকম একটি অনুরূপ মধ্যবর্তী কূটনৈতিক গোষ্ঠী অবশ্যই ফ্রান্সেও রয়েছে। সেইহেতু জার্মান এবং ফরাসী পার্টি, উভয়ের মধ্যে মধ্যবর্তী কূটনৈতিক গোষ্ঠীদের সাথে লড়াই করা আজকের দিনের আশু করণীয় কাজ।

রুথ ফিশার জোর দিয়ে বলছেন যে, যদি জার্মানিতে 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা কেবলমাত্র পার্টির পরিস্থিতির প্রকোপ বৃদ্ধি করবে। আমার মনে হয়, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সংকট বাড়ানোর জন্য, এই সংকটকে দীর্ঘস্থায়ী ও বিলম্বিত করার জন্য রুথ ফিশার

উদ্বিগ্ন। সেইহেতু, তাঁর সমস্ত কিছু কূটনীতি এবং পার্টিতে শান্তির জন্য তাঁর মধুমাখা কথাবার্তা সত্ত্বেও আমরা রুথ ফিশারের পথ অনুসরণ করতে পারি না।

কমরেডস্, আমি মনে করি জার্মান পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ মার্কসবাদী অংশসমূহ ইতিমধ্যেই দানা বেঁধেছে। আমি মনে করি, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বর্তমানে যে শ্রমিকশ্রেণীর অন্তঃসার রয়েছে, তা, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির যা প্রয়োজন, সেই মার্কসবাদী অন্তঃসার গঠন করেছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর করণীয় কাজ হল এই অন্তঃসারকে সমর্থন করা এবং সমস্ত বিচ্যুতি, সর্বোপরি 'অতি-বাম' বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে সাহায্য করা। সেইজন্য জার্মানিতে 'অতি-বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই একটা প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ৪০
১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬

'লেনিনবাদের প্রশ্নাবলী' সম্পর্কে সংকলনের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা[৫]

লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহ[৬] পুস্তিকাটিকে বর্তমান সংগ্রহের অন্যতম মূল অংশ হিসেবে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। এই পুস্তিকাটি, প্রায় দুবছর আগে, ১৯২৪ সালের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংগ্রহে তা একটি দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হচ্ছে। এই দুবছরে সেতুর তলা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে : পার্টি দুটি আলোচনার ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, লেনিনবাদ সম্পর্কে কতকগুলি পুস্তিকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সারগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের নতুন নতুন বাস্তব প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতঃই, এই দুবছরে যেসব প্রশ্ন উঠেছে, পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার পরে যেসব আলোচনা হয়েছে তাদের ফলাফল এই পুস্তিকাটিতে বিবেচনার বিষয়ীভূত করা যায়নি। স্বভাবতঃই, আরও, আমাদের গঠনকার্যের বাস্তব প্রশ্নগুলি (নেপ্, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, মাঝারি কৃষকের প্রশ্ন ইত্যাদি) একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, যা 'লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহের সংক্ষিপ্তসার বিন্যস্ত করে', তাতে পুরোপুরি আলোচনা করা যায়নি। এইগুলি এবং সদৃশ প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র পরবর্তী পুস্তিকাগুলিতে লেখক আলোচনা করতে পেরেছেন (**অক্টোবর বিপ্লব ও রাশিয়ার কমিউনিস্টদের রণকৌশল**,[৭] **রু. ক. পা (ব)-র চতুর্দশ সম্মেলনের কাজের ফলাফল**,[৮] **প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ**,[৯] ইত্যাদি), যে পুস্তিকাগুলি বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এগুলি মূল পুস্তিকা **লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহে** যে মৌলিক প্রবন্ধগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে, তাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই ঘটনা বর্তমান সংকলন প্রকাশের ন্যায্যতা পুরোপুরি প্রমাণ করেছে এবং তা এভাবে লেনিনবাদের সমস্যার ওপর এক একক ও অখণ্ড রচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের সর্বশেষ আলোচনা ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ কংগ্রেস পর্যন্ত সাম্প্রতিক সময়কালে পার্টির মতাদর্শগত এবং গঠনমূলক কার্যকলাপের মোটামুটি বর্ণনা দিয়েছে। 'নয়া বিরোধী শক্তির' মতামতের পরীক্ষা হিসেবেও

এই আলোচনা একভাবে কাজ করেছে। এই প্রশ্নটি তোলা যেতে পারে: এই পরীক্ষা কি দেখিয়েছে?

জে. ভি. স্তালিন: 'লেনিনবাদের ওপর প্রশ্নাবলী সম্পর্কে'
মস্কো ও লেনিনগ্রাদ, ১৯২৬

লেনিনবাদের ওপর প্রশ্নাবলী সম্পর্কে

(সি. পি. এস. ইউ (বি)-র লেনিনগ্রাদ
সংগঠনের অস্ত্র উৎসর্গীকৃত—জে. স্তালিন)

১। লেনিনবাদের সংজ্ঞা

লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহ পুস্তিকায় লেনিনবাদের একটি সংজ্ঞা আছে। এই সংজ্ঞাটি মনে হয় সাধারণ স্বীকৃতি পেয়েছে। সংজ্ঞাটি হল নিম্নরূপ :

'লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, লেনিনবাদ হল সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের, বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রণনীতি ও রণকৌশল।'[১০]

এই সংজ্ঞাটি কি সঠিক?

আমার মনে হয় সংজ্ঞাটি সঠিক। সংজ্ঞাটি সঠিক, প্রথমতঃ এই কারণে যে লেনিনবাদকে **সাম্রাজ্যবাদের যুগের** মার্কসবাদ বলে এর চরিত্র বর্ণনা করে, সংজ্ঞাটি সঠিকভাবে লেনিনবাদের ঐতিহাসিক উৎসগুলি নির্দেশ করছে, অপরদিকে লেনিনবাদের কিছু কিছু সমালোচক যাঁরা ভুলভাবে মনে করেন যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর লেনিনবাদের উদ্ভব হয়েছিল, সংজ্ঞাটি তাদের বক্তব্যের বিরোধী হিসেবে। সংজ্ঞাটি সঠিক, দ্বিতীয়তঃ, এই কারণে যে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি, যা মনে করে যে লেনিনবাদ কেবল রাশিয়ার জাতীয় পরিস্থিতি-সমূহেই প্রযোজ্য, তার বিরোধিতায় সংজ্ঞাটি লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক চরিত্র সূচিত করে। সংজ্ঞাটি সঠিক, তৃতীয়তঃ, এই কারণে যে, লেনিনবাদের কিছু কিছু সমালোচক, যাঁরা লেনিনবাদকে মার্কসবাদের অধিকতর মাত্রায় বিকাশ বলে মনে করেন না, কিন্তু মনে করেন যে লেনিনবাদ কেবলমাত্র মার্কসবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রাশিয়ার পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ, তাঁদের বক্তব্যের বিরোধিতায় সংজ্ঞাটি লেনিনবাদকে সাম্রাজ্যবাদী যুগের **মার্কসবাদ** বলে এর চরিত্র বর্ণনা করে লেনিনবাদ এবং মার্কসবাদের শিক্ষাসমূহের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্দেশ করে।

কারও কারও মনে হবে এসবের ওপর কোন বিশেষ মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, আমাদের পার্টিতে এমন লোক আছেন যাঁরা মনে করেন যে কিছুটা পৃথকভাবে লেনিনবাদের সংজ্ঞা নিরূপিত করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জিনোভিয়েভ মনে করেন :

'লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধসমূহ এবং বিশ্ব-বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ, **যে বিপ্লব সরাসরি শুরু হয়েছিল এমন একটি দেশে যেখানে কৃষকসমাজের প্রাধান্য রয়েছে।**'

জিনোভিয়েভ কর্তৃক মোটা হরফের কথাগুলির অর্থ কি হতে পারে? লেনিনবাদের সংজ্ঞার মধ্যে রাশিয়ার পশ্চাদ্‌পদতা, তার কৃষক চরিত্র ঢোকানোর অর্থ কি হতে পারে?

এর অর্থ হল, একটি আন্তর্জাতিক সর্বাহারার মতবাদ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে রাশিয়ার অবস্থার এক বস্তুতে লেনিনবাদকে রূপান্তরিত করা।

এর অর্থ হল, বওয়াব এবং কাউট্‌স্কির হাতে গিয়ে পড়া, যাঁরা স্বীকার করেন না যে লেনিনবাদ অন্যান্য দেশগুলির পক্ষে উপযোগী, সেই দেশগুলির পক্ষে যেখানে পুঁজিবাদ অধিকতর উন্নত।

এটা না বললেও চলে যে, রাশিয়ার পক্ষে কৃষকদের প্রশ্ন অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের দেশ হল একটি কৃষকপ্রধান দেশ। কিন্তু লেনিনবাদের ভিত্তি-সমূহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় এই ঘটনার কি তাৎপর্য থাকতে পারে? লেনিনবাদ কি কেবলমাত্র রাশিয়ার মাটির ওপর একমাত্র রাশিয়ার জন্য সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের মাটির ওপর ও সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলির জন্য কি লেনিনবাদ সম্প্রসারিত হয়নি? **সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়**[১১], **রাষ্ট্র ও বিপ্লব**[১২], **সর্বহারা বিপ্লব এবং দলত্যাগী কাউট্‌স্কি,**[১৩] **'বামপন্থী' কমিউনিজ্‌ম্‌, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা**[১৪] প্রভৃতি লেনিনের রচনাবলী কি শুধুমাত্র রাশিয়ার পক্ষে প্রযোজ্য, সাধারণভাবে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের পক্ষে নয়? লেনিনবাদ কি **সমস্ত** দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়? লেনিনবাদের তত্ত্ব এবং রণকৌশলের মূল সূত্রসমূহ কি **সমস্ত** দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উপযোগী নয়, বাধ্যতামূলক নয়? লেনিন কি সঠিক ছিলেন না যখন তিনি বলেছিলেন যে, 'বলশেভিকবাদ **সকলের পক্ষেই রণকৌশলের মডেলের কাজ করতে পারে**'? (২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬ দেখুন)। লেনিন কি সঠিক ছিলেন না যখন

তিনি সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার এবং বলশেভিক তত্ত্ব ও রণকৌশলগুলির মূল সূত্র-সমূহের **আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের** কথা বলেছিলেন? (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৭১ ৭২ দেখুন)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লেনিনের নিম্নলিখিত কথাগুলি কি সঠিক নয়?

'আমাদের দেশের খুব বেশি পশ্চাদ্‌পদতা এবং পেটি-বুর্জোয়া চরিত্রের জন্য, রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অগ্রসর দেশের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব থেকে কতকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে পৃথক হবে। কিন্তু মূল শক্তিগুলি এবং সামাজিক অর্থনীতির মূল রূপগুলি—যে-কোন পুঁজিবাদী দেশে যেমন, সেইরূপ রাশিয়াতেও একই রকমের; সুতরাং এই **সমস্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ** নয়, **তার সঙ্গেই কেবলমাত্র সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৫০৮)।

কিন্তু এসব কিছু যদি সত্য হয়, তাহলে কি এটা বেরিয়ে আসে না যে জিনোভিয়েভের লেনিনবাদের সংজ্ঞা সঠিক বলে গণ্য করা যেতে পারে না?

লেনিনবাদের এই জাতিগতভাবে সীমাবদ্ধ সংজ্ঞার কিভাবে আন্তর্জাতিকতা-বাদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে?

২। লেনিনবাদের প্রধান বস্তু

লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহ পুস্তিকায় বলা হয়েছে:

'কেউ কেউ মনে করেন, লেনিনবাদের মৌলিক বস্তু হল কৃষকদের প্রশ্ন, লেনিনবাদের ব্যতিক্রমের বিষয়টি হল কৃষকসমাজের প্রশ্ন, তার ভূমিকা, তার আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্ন। এ কথা পুরোদস্তুর ভুল। লেনিনবাদের মৌলিক প্রশ্ন, এর ব্যতিক্রমের বিষয় কৃষকদের প্রশ্ন নয়, বিষয়টি হল শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের, কি অবস্থায় এই একনায়কত্ব অর্জন করা যেতে পারে, কি অবস্থায় একে সংহত করা যেতে পারে তার প্রশ্ন। কৃষকদের প্রশ্নটি হল, ক্ষমতালাভের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে কৃষকদের তার মিত্র হবার প্রশ্ন হিসেবে একটি সিদ্ধান্তমূলক প্রশ্ন।'[১৫]

এই তত্ত্বটি কি সঠিক? আমার মনে হয়, এটি সঠিক। এই উপস্থাপিত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে লেনিনবাদের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বস্তুতঃপক্ষে, লেনিনবাদ যদি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের তত্ত্ব ও রণকৌশল হয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর

বিপ্লবের মূল সারবস্তু যদি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হয়, তাহলে এটা পরিষ্কার যে, লেনিনবাদের প্রধান বস্তু হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্ন, এই প্রশ্নটির সম্প্রসারণ, এই প্রশ্নটিকে মূর্ত এবং বাস্তবায়িত করা।

তৎসত্ত্বেও, জিনোভিয়েভ স্পষ্টতঃই এই বক্তব্য বিষয়ের সাথে একমত নন। তাঁর প্রবন্ধ, 'লেনিনের স্মৃতিতে' তিনি বলছেন :

> 'আমি যেমন বলেছি, কৃষকসমাজের ভূমিকার প্রশ্ন হল, বলশেভিকবাদ, লেনিনবাদের **মৌলিক প্রশ্ন**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

আপনারা দেখছেন, জিনোভিয়েভের তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে লেনিনবাদের ভুল সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাঁর লেনিনবাদের সংজ্ঞাও যেমন ভুল, তাঁর উপস্থাপিত বিষয়টিও তেমনি ভুল।

'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব' হল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের 'মূল সারবস্তু', লেনিনের এই তত্ত্ব কি সঠিক? (২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭ দেখুন।) এটা প্রশ্নাতীত-ভাবে সঠিক। লেনিনবাদ হল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের তত্ত্ব ও রণকৌশল, এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি কি সঠিক? আমার মনে হয়, এটি সঠিক। কিন্তু এ থেকে কি বেরিয়ে আসে? এ থেকে এইটেই বেরিয়ে আসে যে লেনিন-বাদের মূলগত প্রশ্ন, এর যাত্রাক্রমের বিষয়, এর ভিত্তি হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্ন।

এটা কি সত্য নয় যে, সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্ন, সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের আকস্মিক চরিত্রের প্রশ্ন, একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্ন, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রশ্ন, রাষ্ট্রের সোভিয়েত রূপের প্রশ্ন, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রথায় পার্টির ভূমিকার প্রশ্ন, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পথসমূহের প্রশ্ন—এই সমস্ত প্রশ্নগুলিই লেনিন ঠিকঠিক সম্প্রসারিত করেছিলেন? এটা কি সত্য নয় যে ঠিক এই প্রশ্নগুলিই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বনিয়াদ, তার ভিত্তি গঠন করে? এটা কি সত্য নয় যে এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নগুলির সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্নের সম্প্রসারণ অকল্পনীয় হবে?

এটা না বললেও চলে যে কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্নে লেনিন একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এটা না বললেও চলে যে, শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রের প্রশ্ন হিসেবে কৃষক-

সংক্রান্ত প্রশ্নটি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বিপুলভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মৌলিক প্রশ্নের একটি উপাদানমূলক অংশ গঠন করে। কিন্তু এটা কি স্পষ্ট নয় যে লেনিনবাদের যদি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হতো তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রের সিদ্ধান্তমূলক প্রশ্ন, কৃষকসমাজের প্রশ্ন, কোনটাই উঠত না? এটা কি স্পষ্ট নয় যে লেনিনবাদের যদি শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের বাস্তব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হতো, তাহলে কৃষকসমাজের সঙ্গে মৈত্রীর প্রশ্নও উঠত না?

লেনিন যদি কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্নটি, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্ব এবং রণকৌশলের ভিত্তিতে নয়, কিন্তু এই ভিত্তি থেকে স্বতন্ত্রভাবে, এই ভিত্তি থেকে পৃথকভাবে সম্প্রসারিত করতেন, তাহলে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর মহান মতাদর্শগত নেতা,—যা তিনি প্রশ্নাতীতভাবে ছিলেন—হতেন না, হতেন কেবলমাত্র একজন 'কৃষক-সংক্রান্ত বিষয়ের দার্শনিক' যেমন তাঁকে বিদেশী অসাংস্কৃতিক সাহিত্যিকরা অনেক সময় অংকন করে।

হয় এটি, নয় অন্যটি :

হয়, কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্নটি লেনিনবাদে প্রধান বস্তু নয়, এবং সেক্ষেত্রে লেনিনবাদ পুঁজিবাদের দিক থেকে উন্নত দেশগুলির পক্ষে, যেগুলি কৃষকপ্রধান দেশ নয় সেগুলির পক্ষে উপযোগী নয়, বাধ্যতামূলকও নয়।

অথবা, লেনিনবাদে প্রধান বস্তু হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, এবং সেই অবস্থায় লেনিনবাদ হল সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক মতবাদ, পুঁজিবাদের দিক থেকে উন্নত দেশগুলি সহ ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত দেশের পক্ষেই উপযোগী ও বাধ্যতামূলক।

এখানে এর একটিকে অবশ্যই বাছাই করে নিতে হবে।

৩। 'নিরন্তর' বিপ্লবের প্রশ্ন

লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহ পুস্তিকায় কৃষকসমাজের ভূমিকাকে ছোট করে দেখে এইরকম একটি 'তত্ত্ব' হিসেবে 'নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের' মূল্যায়ন করা হয়েছে। পুস্তিকাটিতে বলা হয়েছে :

> 'সুতরাং লেনিন "নিরন্তর" বিপ্লবের অনুগামীদের সঙ্গে লড়াই করলেন, ধারাবাহিকতার প্রশ্নের ব্যাপারে নয়, কেননা লেনিন নিজেই ধারাবাহিক বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গিকে পোষণ করতেন. তিনি লড়াই করলেন এইজন্য যে,

শ্রমিকশ্রেণীর বিপুল মজুতবাহিনী কৃষকসমাজের ভূমিকাকেই তারা খাটো করে দেখেছে।[১৬]

রাশিয়ার 'নিরন্তরবাদীদের' এই মূল্যায়ন সেদিন পর্যন্তও সাধারণভাবে গৃহীত বলে বিবেচিত হতো। তৎসত্ত্বেও, যদিও সাধারণভাবে সঠিক, তবুও এই মূল্যায়নকে সম্পূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে না। একদিকে ১৯২৪ সালের আলোচনা, অন্যদিকে লেনিনের রচনাবলীর সযত্ন বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে রাশিয়ার 'নিরন্তরবাদীদের' ভুলভ্রান্তি কৃষকসমাজের ভূমিকার কম গুরুত্ব দেবার মধ্যেই শুধুমাত্র নিহিত ছিল না, তা নিহিত ছিল শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি এবং কৃষকসমাজকে নেতৃত্ব দেবার তার ক্ষমতাকে ছোট করে দেখার মধ্যে, এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ধারণায় অবিশ্বাসের মধ্যেও।

এইজন্য **অক্টোবর বিপ্লব ও রাশিয়ার কমিউনিস্টদের রণকৌশল** (ডিসেম্বর, ১৯২৪), আমার এই পুস্তিকাটিতে এই মূল্যায়ন সম্প্রসারিত করি এবং তার বদলে আর একটি, অধিকতর সুসম্পূর্ণ একটি মূল্যায়ন উপস্থিত করি। এই পুস্তিকাটিতে বলা হয়েছে :

> 'এ পর্যন্ত "নিরন্তর বিপ্লবের" তত্ত্বের শুধুমাত্র **একটি** দিকের সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয়েছে—তা হল কৃষক-আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সম্পর্কে আস্থার অভাব। এখন, ন্যায়সঙ্গতভাবে, **আর একটা** দিক দিয়ে এটা পরিপূরণ করতে হবে—তা হল, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি ও ক্ষমতায় আস্থার অভাব।'[১৭]

অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, লেনিনবাদ, উদ্ধৃতি চিহ্ন ছাড়া, নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের ধারণার বিরোধিতা করে এসেছে বা বিরোধী রয়েছে—যে বিপ্লবের কথা গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে মার্কস ঘোষণা করেছিলেন।[১৮] পক্ষান্তরে লেনিন ছিলেন একমাত্র মার্কসবাদী, যিনি নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের ধারণাটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকে বিকশিত করেছিলেন। এই প্রশ্নে লেনিনের সঙ্গে 'নিরন্তরবাদীদের' পার্থক্য এই যে, তারা নিরন্তর বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসের ধারণাকে বিকৃত করেছিল এবং ধারণাটিকে একটি নীরস, কেতাবীজ্ঞানে রূপান্তরিত করেছিল, তদ্বিপরীতে লেনিন এটিকে তার বিশুদ্ধ রূপে গ্রহণ করেন এবং বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর নিজের তত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে প্রবর্তন করেন। এটা মনে রাখতে হবে যে, ১৯০৫ সালের মতো দূরবর্তীকালে লেনিন দ্বারা

উপস্থাপিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করার ধারণা মার্কসের বাস্তবরূপে রূপায়িত নিরন্তর বিপ্লবের অন্যতম রূপ। ১৯০৫ সালের মতো দূরবর্তীকালে লেনিন লিখেছিলেন :

'গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আমরা অবিলম্বে, আমাদের শক্তি শ্রেণী-সচেতন এবং সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর শক্তির ঠিক পরিমাণ অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করব। **আমরা নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের পক্ষে**। (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।) আমরা মাঝ-পথে থামব না।...

'দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টার অধীন না হয়ে অথবা আমাদের বৈজ্ঞানিক বিবেকের বিরুদ্ধে না গিয়ে, শস্তা জনপ্রিয়তার জন্য সচেষ্ট না হয়ে, আমরা **কেবল একটিমাত্র** জিনিস বলতে পারি এবং বলছি : গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমরা সমগ্র কৃষকসমাজকে সাহায্য করার ব্যাপারে আমাদের সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করব, **যাতে তার দ্বারা** আমাদের পক্ষে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির পক্ষে, যত শীঘ্র সম্ভব, নতুন এবং উচ্চতর করণীয় কাজ—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অতিক্রান্ত হওয়া **সহজতর হয়**' (৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬-১৮৭)।

এবং ১৬ বছর পরে, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর লেনিন এই ব্যাপারে যা লিখেছিলেন, তা হল :

"আড়াই" মার্কসবাদের বীরেরা—কাউট্‌স্কি, হিলফারডিং, মার্তভ, চেরনভ, হিলকুইট, লংগোয়েট, ম্যাকডোনাল্ড এবং তুরাতিস প্রভৃতিরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিলেন...। **প্রথমটি দ্বিতীয়টিতে পরিণতিলাভ করে**। দ্বিতীয়টি, অগ্রগমনকালে, প্রথমটির প্রশ্নগুলির সমাধান করে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির কাজ সংহত করে। সংগ্রাম, এবং একমাত্র সংগ্রামই, স্থির করে দ্বিতীয়টির বিকাশ প্রথমটিকে অতিক্রম করতে কতদূর পর্যন্ত সফলতালাভ করবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ২৬)।

১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত, 'কৃষক-আন্দোলনের প্রতি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দৃষ্টিভঙ্গি' নামক লেনিনের প্রবন্ধ থেকে গৃহীত

উপরোক্ত প্রথম উদ্ধৃতির দিকে আমি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যারা এখনো দৃঢ়রূপে বলে চলেছে যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়ার ধারণায়, অর্থাৎ নিরন্তর বিপ্লবের ধারণায়, লেনিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরে পৌঁছিয়েছিলেন, তাদের অবগতির জন্য আমি এই উদ্ধৃতিটির ওপর জোর দিচ্ছি। এই উদ্ধৃতি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখে না যে, এই সমস্ত ব্যক্তি নিদারুণ ভ্রান্ত।

৪। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব

বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলি কি কি ?

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য পাঁচটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণে পর্যবসিত করা যেতে পারে।

(১) বুর্জোয়া বিপ্লব সাধারণতঃ শুরু হয় তখন, যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রূপগুলি কমবেশি তৈরী অবস্থায় আগে থেকেই বিদ্যমান রয়েছে, এমন সব রূপ যেগুলি প্রকাশ্য বিপ্লবের আগেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জঠরে উদ্ভূত এবং পরিপক্ক হয়েছে, অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব শুরু হয়, যখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তৈরী অবস্থার রূপসমূহ হয় অনুপস্থিত, না হয় প্রায় অনুপস্থিত থাকে।

(২) বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রধান করণীয় কাজ নিহিত রয়েছে ক্ষমতা দখল করা এবং তাকে আগে থেকেই বিদ্যমান বুর্জোয়া অর্থনীতির সঙ্গতিপূর্ণ করার ভেতরে; অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রধান করণীয় কাজ নিহিত রয়েছে ক্ষমতা দখলের পর, একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার ভেতরে।

(৩) বুর্জোয়া বিপ্লব সাধারণতঃ ক্ষমতা দখলের দ্বারা সম্পূর্ণ সম্পাদিত হয়; অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে ক্ষমতা দখল সবে শুরু এবং পুরানো অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করা ও নয়া অর্থনীতিকে সংগঠিত করার জন্য ক্ষমতা লিভার (চাপ দেবার যন্ত্র—অনুবাদক, বাং সং) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৪) ক্ষমতাসীন শোষকদের এক গোষ্ঠীর বদলে আর এক গোষ্ঠীকে বসানোর মধ্যে বুর্জোয়া বিপ্লব নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। যার জন্য একে পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রয়োজন হয় না; অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণীর

বিপ্লব সমস্ত শোষণকারী গোষ্ঠীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে এবং সমস্ত মেহনতী মানুষ ও শোষিতদের নেতা, শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে, যার জন্য এই বিপ্লব পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস না করে এবং তার বিকল্প একটি নয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্থলাভিষিক্ত না করে পারে না।

(৫) বুর্জোয়া বিপ্লব লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী এবং শোষিত ব্যাপক জনগণকে কোন দীর্ঘ সময়ের জন্য বুর্জোয়াদের চারিপাশে সামিল করতে পারে না ঠিক এই কারণে যে, তারা মেহনতী এবং শোষিত মানুষ; অপরদিকে শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব যদি শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাকে সংহত করা এবং একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রধান করণীয় কাজ সম্পাদন করতে চায় তাহলে এই বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর সাথে মেহনতী ও শোষিত মানুষের একটি স্থায়ী মৈত্রীতে সংযুক্ত করতে পারে এবং অবশ্যই করবে, ঠিক এই কারণে যে তারা মেহনতী ও শোষিত। এই বিষয়ের ওপর লেনিনের প্রধান প্রধান কয়েকটি তত্ত্ব এখানে দেওয়া হল:

লেনিন বলছেন, 'বুর্জোয়া বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে অন্যতম মৌলিক পার্থক্য হল এই যে, বুর্জোয়া বিপ্লব, যা সামন্ততন্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়, তার ক্ষেত্রে নতুন নতুন অর্থনৈতিক সংগঠন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সমস্ত দিক ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করে পুরানো ব্যবস্থার জঠরে ক্রমশঃ সৃষ্ট হয়। বুর্জোয়া বিপ্লব মাত্র একটি করণীয় কাজের সম্মুখীন হয়েছিল—পূর্বতন সমাজের সমস্ত শিকল ছেঁটিয়ে ফেলা, দূরে নিক্ষেপ করা, ধ্বংস করার কাজ। এই করণীয় কাজ সম্পূর্ণ করে প্রত্যেকটি বুর্জোয়া বিপ্লব তার যা প্রয়োজন তা সম্পাদন করে, এই বিপ্লব পুঁজি-বাদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে।'

'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একেবারে পৃথক অবস্থায় রয়েছে। একটি দেশ, যা ইতিহাসের আঁকাবাঁকা পথের জন্য, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করার পক্ষে নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণিত করেছে, যে দেশটি যত পশ্চাদ্‌পদ, পুরানো পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলি থেকে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কে অতিক্রান্ত হওয়া তার পক্ষে ততই কঠিন। ধ্বংস করার কর্তব্যকাজসমূহের সঙ্গে যুক্ত হয় অভূত-পূর্ব কঠিন নতুন নতুন কর্তব্যকাজ—সাংগঠনিক কর্তব্যসমূহ' (২২শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৫)।

লেনিন বলে চলেছেন, 'রুশ বিপ্লব, যা ১৯০৫ সালের বিপুল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, তার জনপ্রিয় সৃজনশীল নীতি ও মনোভাব যদি ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মতো গোড়ার দিকে সোভিয়েতসমূহের উদ্ভব না ঘটাত, তাহলে তারা কোন অবস্থাতেই অক্টোবর মাসে ক্ষমতা দখল করতে পারত না, কেননা লক্ষ লক্ষ জনগণকে অন্তর্ভুক্ত-করা সংগ্রামের হাতে-হাতে পাওয়া সাংগঠনিক রূপগুলির অস্তিত্বের ওপরেই সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। এই হাতে-হাতে পাওয়া রূপগুলি ছিল সোভিয়েতসমূহ এবং সেজন্যই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ওই সমস্ত চমৎকার চমৎকার সাফল্যগুলি, অপেক্ষা করছিল নিরবচ্ছিন্ন জয়দৃপ্ত অভিযান, যার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল; কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতার নতুন রূপ হাতের কাছেই প্রস্তুত ছিল, এবং আমাদের যা কিছু করতে হয়েছিল, তা হল কতকগুলি আইন পাশ করে, সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা, যা বিপ্লবের প্রথম কয়মাসে প্রাথমিক অবস্থার মধ্যে অবস্থিত ছিল, তাকে একটি আইনসঙ্গতভাবে স্বীকৃতরূপে, যেরূপ রাশিয়ার রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে রূপান্তরিত করা—অর্থাৎ রাশিয়ার সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের রূপে রূপান্তরিত করা' (২২শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৫)।

লেনিন লিখছেন, 'কিন্তু প্রভূতরূপে দুরূহ দুটি সমস্যা এখনও থেকে গেল, যাদের সমাধান আমাদের বিপ্লবের প্রথম মাসগুলিতে যে জয়দৃপ্ত অভিযানের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সম্ভবতঃ তা হতে পারল না…' (ঐ)।

'প্রথমতঃ ছিল আভ্যন্তরীণ সংগঠনের সমস্যাসমূহ, প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যার সম্মুখীন হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য ঠিক এই ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে যে শেষোক্তটি পুঁজিবাদী সম্পর্কসমূহের রূপ তৈরী অবস্থায় পেয়ে যায়; অপরদিকে সোভিয়েত ক্ষমতা—শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা—এরূপ কোন তৈরী সম্পর্ক উত্তরাধিকার সূত্রে পায় না, যদি কিনা আমরা পুঁজিবাদের সর্বাধিক উন্নত রূপসমূহ হিসেবের বাইরে রাখি; যথাযথভাবে বলতে গেলে, যা বিস্তৃত হয়েছিল শিল্পের শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র শীর্ষ স্তরে, এবং যা কৃষিকে স্পর্শও করেনি। আয়ব্যয়ের হিসেব করার সংগঠন, বৃহৎ বৃহৎ কর্মসংস্থার নিয়ন্ত্রণ, সমগ্র রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক যন্ত্রকে একটিমাত্র বিরাট সুসংগঠিত

ব্যবস্থায়, একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরণ যা এমনভাবে কাজ করবে যাতে লক্ষ কোটি জনগণ একটি মাত্র পরিকল্পনার দ্বারা পরিচালিত হয়—এরূপই ছিল বিরাট সাংগঠনিক সমস্যা যা আমাদের ঘাড়ের ওপর বর্তাল। শ্রমের বর্তমান অবস্থায় যে "হৈ হৈ করা" পদ্ধতিসমূহের দ্বারা আমরা গৃহযুদ্ধের সমস্যাগুলি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলাম সেই পদ্ধতি-সমূহের দ্বারা সম্ভবতঃ এই সমস্যার সমাধান করা যেত না' (ঐ, পৃঃ ৩১৬)।

'দ্বিতীয় বিরাট অসুবিধা···ছিল আন্তর্জাতিক প্রশ্ন। কেন আমরা এত সহজে কেরেনস্কির দুর্বৃত্ত দলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারলাম, কেন আমরা এত সহজে আমাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলাম এবং বিন্দুমাত্র অসুবিধা ব্যতিরেকে জমির সামাজিকীকরণ ও শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আইন পাশ করলাম, কেন আমরা এত সহজে এই সমস্ত অর্জন করতে পারলাম—এসবের একমাত্র কারণ হল, ঘটনাসমূহের একটি সৌভাগ্যজনক সংযোগ কিছু সময়ের জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য-বাদ থেকে রক্ষা করেছিল। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ তার পুঁজির সমগ্র শক্তি নিয়ে, তার অত্যন্ত সংগঠিত সামরিক কৌশল, যা একটি প্রকৃত শক্তি, আন্তর্জাতিক পুঁজির একটি খাঁটি দুর্গ, তা নিয়ে কোন ক্ষেত্রেই, কোন অবস্থাতেই, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের পাশাপাশি বাস করতে পারে না, তার বাস্তব অবস্থান এবং এর মধ্যে বাস্তবরূপে রূপায়িত পুঁজিবাদী শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহ, উভয় কারণে—আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বাণিজ্যিক সম্পর্কসমূহ, আন্তর্জাতিক আর্থিক সম্বন্ধসমূহের জন্য তা করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে একটি সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। সেখানেই রয়েছে রুশ বিপ্লবের বৃহত্তম অসুবিধা, তার সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমস্যা: আন্তর্জাতিক কর্তব্যকাজ সমাধানের প্রয়োজনীয়তা, একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লব উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা' (২২শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৭)।

এরূপই হল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের স্বকীয় চরিত্র ও মূলগত অর্থ।

একটা সহিংস বিপ্লব ছাড়া, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়া পুরানো বুর্জোয়া ব্যবস্থার এরূপ মৌলিক রূপান্তরণ কি অর্জন করা যেতে পারে?

স্পষ্টতঃই না। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামো, যা বুর্জোয়াদের শাসনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেই কাঠামোর মধ্যে এরূপ একটি বিপ্লব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পাদন করা যেতে পারে, এরকমটি ভাবার অর্থ হল, হয় কারও মাথা খারাপ হয়ে

গেছে এবং সে স্বাভাবিক মানবিক বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে অথবা সে মোটামুটি ও প্রকাশ্যভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব পরিত্যাগ করেছে।

এই তত্ত্বের ওপর আরও জোরালোভাবে ও সুনিশ্চিতভাবে জোর দিতে হবে এইজন্য যে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করছি, যা আপাততঃ মাত্র একটি দেশে বিজয়ী হয়েছে এবং বিজয়ী হয়েছে এমন একটি দেশে যা শত্রুতাপূর্ণ পুঁজিবাদী দেশগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত, যে দেশগুলির বুর্জোয়ারা আন্তর্জাতিক পুঁজির সমর্থন পাবার ব্যাপারে ব্যর্থ হতে পারে না।

সেইজন্যই লেনিন বলছেন :

'কেবলমাত্র একটি সহিংস বিপ্লব ব্যতিরেকে নয়, শাসকশ্রেণী যে রাষ্ট্র-ক্ষমতার হাতিয়ার সৃষ্টি করেছিল তাকে **ধ্বংস করা ব্যতিরেকেও** নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তিলাভ অসম্ভব' (২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩)।

'যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তির এখনো অস্তিত্ব রয়েছে অর্থাৎ, পুঁজির শাসন ও জোয়াল এখনো বিদ্যমান, সেইহেতু জনসমষ্টির অধিকাংশ তারা যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সপক্ষে রয়েছে তা প্রকাশ করুক এবং একমাত্র তখনই পার্টি ক্ষমতা দখল করতে পারবে এবং দখল করবে—**এইরকমই বলে পেটি-বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটরা, যারা নিজেদের "সোশ্যালিষ্ট" বলে, কিন্তু যারা প্রকৃতপ্রস্তাবে বুর্জোয়াদের পরিচারক**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭)।

'**আমরা বলি :** বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী প্রথমে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করুক, পুঁজির জোয়াল ভেঙে এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করে দিক, তখন বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী শোষকদের ক্ষতিসাধন করে ব্যাপক মেহনতী অশ্রমিক-সাধারণের সংখ্যাগুরু অংশের প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন দ্রুত অর্জন করতে সক্ষম হবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ঐ)।

লেনিন আরও বলছেন, 'জনসমষ্টির অধিকাংশকে নিজের দিকে জয় করে আনার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে, প্রথমতঃ, বুর্জোয়াদের উৎখাত করে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করতে হবে ; দ্বিতীয়তঃ, তাকে অবশ্যই সোভিয়েত ক্ষমতা প্রবর্তন করতে হবে এবং পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে, যার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী মেহনতী ব্যাপক অশ্রমিকশ্রেণীর ওপর অচিরাৎ বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়া আপোষপন্থীদের শাসন, মর্যাদা ও প্রভাব খর্ব করবে।

তৃতীয়তঃ, তাকে অবশ্যই **শোষকদের ক্ষতিসাধন করে বিপ্লবী পদ্ধতিতে** মেহনতী ব্যাপক অশ্রমিকশ্রেণীর **অধিকাংশের** অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটিয়ে তাদের ওপর বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া আপোষপন্থীদের প্রভাব **সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে**' (ঐ, পৃঃ ৬৪১)।

এরূপই হল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ।

একবার যদি এটা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের মূলগত সারবস্তু, তাহলে এই সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি ?

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের লেনিনের দেওয়া সর্বাধিক সাধারণ সংজ্ঞা হল :

> 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব শ্রেণী-সংগ্রামের পরিসমাপ্তি নয়, তা হল নতুন নতুন পদ্ধতিতে শ্রেণী-সংগ্রামের ধারাবাহিকতা। যে বুর্জোয়ারা পরাজিত হলেও ধ্বংস হয়নি, অন্তর্হিত হয়নি, তাদের প্রতিরোধ থেকে বিরত হয়নি, বরং প্রতিরোধ বাড়িয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে যে শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল সেই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রাম' (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩১১)।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে 'সকলের দ্বারা নির্বাচিত' 'জনপ্রিয়' সরকার—'অ-শ্রেণী' সরকারের তালগোল পাকানোর বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে লেনিন বলছেন :

> 'যে শ্রেণী তার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিল, সে যে সেই ক্ষমতা **একাকী** দখল করেছে তা জেনেই সে ক্ষমতা নিয়েছে। তা হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণার একটি অংশ। এই ধারণা অর্থপূর্ণ হয় একমাত্র তখন, যখন এই একটি শ্রেণী জানে যে সে একাকীই তার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিচ্ছে এবং "সকলের দ্বারা নির্বাচিত, সমগ্র জনসাধারণ দ্বারা পবিত্রীকৃত," "জনপ্রিয়" সরকারের কথা বলে সে নিজেকে বা অন্যকে প্রতারিত করে না' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৮৬)।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, একটি শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী, যা অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেয় না এবং নিতে পারে না, তার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য, তার ক্ষমতার জন্য অন্যান্য শ্রেণীসমূহের ব্যাপক মেহনতী ও শোষিত জনসাধারণের নিকট থেকে সাহায্য এবং তাদের সঙ্গে মৈত্রীর প্রয়োজন হয় না।

এর বিপরীতে। শ্রমিকশ্রেণীর এবং পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীসমূহের ব্যাপক মেহনতী জনগণ, প্রধানতঃ কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতী অংশের মধ্যে মৈত্রীর একটি বিশেষ ধরন দ্বারা এই ক্ষমতা, একটি শ্রেণীর ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মৈত্রীর এই বিশেষ ধরন কি? এটি কিসের মধ্যে নিহিত? অন্যান্য অশ্রমিকশ্রেণীসমূহের ব্যাপক মেহনতী জনগণের সঙ্গে এই মৈত্রী কি একটি শ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে না?

মৈত্রীর এই বিশেষ ধরন এরই মধ্যে নিহিত যে এই মৈত্রীর চালিকাশক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী। মৈত্রীর এই বিশেষ ধরন এরই মধ্যে নিহিত যে, রাষ্ট্রের নেতা, শ্রমিকশ্রেণীর একনাকত্বের প্রথায় নেতা হল **একটিমাত্র** পার্টি—শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, কমিউনিস্টদের পার্টি যা অন্যান্য পার্টির সাথে নেতৃত্ব ভাগ করে **নেয় না এবং নিতে পারে না**। তাহলে আপনারা দেখছেন, এই বিরোধিতা হল একটি আপাতঃ, আপাতঃদৃষ্টিতে প্রতীয়মান বিরোধিতা।

> লেনিন বলছেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমিক-সাধারণের অগ্রবাহিনী এবং শ্রমজীবী জনগণের বহুসংখ্যক অশ্রমিকশ্রেণীর স্তর (পেটি-বুর্জোয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিক, কৃষকসমাজ এবং বুদ্ধিজীবিগণ ইত্যাদি) অথবা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে **শ্রেণী-মৈত্রীর একটি বিশেষ ধরন**। এটি হল পুঁজির বিরুদ্ধে মৈত্রী, পুঁজির পরিপূর্ণ উচ্ছেদ, বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ এবং তাদের পক্ষে পুনরভ্যুদয়ের যে-কোনরকম প্রচেষ্টা দমন করা এই মৈত্রীর লক্ষ্য, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা এবং সংহতিসাধন এই মৈত্রীর লক্ষ্য। এটি মৈত্রীর একটি বিশেষ ধরন যা বিশেষ অবস্থা, অর্থাৎ ভীষণ গৃহযুদ্ধের অবস্থার মধ্যে গড়ে উঠছে; এটি হল সমাজতন্ত্রের দৃঢ় সমর্থকদের সঙ্গে তাদের দোদুল্যমান মিত্রসমূহের এবং কখনো কখনো "নিরপেক্ষদের" মৈত্রী (তখন সংগ্রামের জন্য চুক্তির পরিবর্তে মৈত্রী হয়ে পড়ে নিরপেক্ষতার জন্য চুক্তি); এটি হল **সেইসব শ্রেণীর মধ্যে মৈত্রী যারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং মতাদর্শের দিক** থেকে পৃথক' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩১১)।

কামেনেভ তাঁর নির্দেশমূলক একটি রিপোর্টে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের এই ধারণার সঙ্গে বিতর্ক তুলে বলছেন:

'একনায়কত্ব একটি শ্রেণীর সঙ্গে আর একটি শ্রেণীর মৈত্রী **নয়** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

আমার মনে হয় কামেনেভের এখানে বিবেচনার মধ্যে রয়েছে, প্রধানতঃ, **অক্টোবর বিপ্লব ও রাশিয়ায় কমিউনিস্টদের রণকৌশল** নামক আমার পুস্তিকার একটি অংশ, যেখানে বলা হয়েছে :

'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব একজন "অভিজ্ঞ রণনীতিবিদের" সযত্ন হাতের দ্বারা "দক্ষতার সঙ্গে" "মনোনীত" এবং জনসমষ্টির এক বা অন্য অংশের ওপর "বিচক্ষণভাবে আস্থাশীল" শাসন-সংক্রান্ত শুধুমাত্র একটি শীর্ষস্তর নয়। পুঁজি উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতী কৃষকদের মধ্যে একটা মৈত্রী, এই শর্তে যে এই মৈত্রীর চালিকাশক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী।'[১৯]

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের এই সূত্রায়ন আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, কেননা আমি মনে করি এই সূত্রায়ন সবেমাত্র উদ্ধৃত লেনিনের সূত্রায়নের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে এবং সামগ্রিকভাবে সদৃশ।

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, 'একনায়কত্ব একটি শ্রেণীর সঙ্গে আর একটি শ্রেণীর মৈত্রী **নয়**,' কামেনেভের এই বিবৃতি যেভাবে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে তার সাথে লেনিনের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বের কোন সম্পর্কই নেই।

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, কেবলমাত্র সেইসব লোকেরাই এরকম বিবৃতি দিতে পারেন, যাঁরা শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মধ্যে সম্পর্কের ধারণা, তাদের মধ্যে মৈত্রীর ধারণা, এই মৈত্রীর ভেতর শ্রমিকশ্রেণীর **নেতৃত্বের** ধারণা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এরূপ বিবৃতি কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তিরাই দিতে পারেন, যাঁরা লেনিনের এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন :

'যে পর্যন্ত অন্যান্য দেশে বিপ্লব না ঘটছে, সে পর্যন্ত **কেবলমাত্র কৃষক-সমাজের সাথে চুক্তি** রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করতে পারে' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৩৮)।

এরূপ বিবৃতি কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তিরাই দিতে পারেন, যাঁরা লেনিনের এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন :

'একনায়কত্বের সর্বোচ্চ মূলনীতি হল শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক-সমাজের মধ্যে মৈত্রী বজায় রাখা যাতে শ্রমিকশ্রেণী তার নেতৃত্বের ভূমিকা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রাখতে পারে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন (ঐ, পৃঃ ৪৬০)।

একনায়কত্বের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, শোষকদের দমন করার লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে লেনিন বলছেন :

'একনায়কত্বের বৈজ্ঞানিক ধারণার অর্থ হল, আইন বা নিয়ন্ত্রণসমূহ দ্বারা পুরোদস্তুর অব্যাহত এবং সরাসরি শক্তির ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল, সম্পূর্ণরূপে অবাধ ক্ষমতার বেশি বা কম কিছু নয়' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৪৪১)।

'একনায়কত্বের অর্থ হল—ক্যাডেট মহোদয়রা, চিরদিনের মতো লক্ষ্য করুন—আইনের ভিত্তির ওপর নয়, শক্তির ভিত্তির ওপর স্থাপিত অবাধ ক্ষমতা। গৃহযুদ্ধের সময় যে-কোন বিজয়ী ক্ষমতা শুধুমাত্র একটি একনায়কত্ব হতে পারে' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৬)।

কিন্তু অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অর্থ শুধু শক্তির ব্যবহার নয়, যদিও শক্তির ব্যবহার ব্যতিরেকে কোন একনায়কত্ব নেই।

লেনিন বলছেন, 'একনায়কত্বের অর্থ শুধু শক্তির ব্যবহার নয়, যদিও শক্তির ব্যবহার ব্যতিরেকে একনায়কত্ব অসম্ভব ; এর অর্থ হল পূর্বতন সংগঠনের তুলনায় উচ্চতর স্তরে শ্রমের সংগঠন' (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৫)।

'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল, শুধু শোষকদের বিরুদ্ধে শক্তির ব্যবহার নয়, এবং এমনকি প্রধানতঃ শক্তির ব্যবহারও নয়। শক্তির এই বৈপ্লবিক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ভিত্তি, তার কার্যকারিতা এবং সাফল্যের গ্যারান্টি হল এই ঘটনা যে, শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদের সঙ্গে তুলনায় শ্রমের সামাজিক সংগঠনের একটি উচ্চতর আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে, তাকে সৃষ্টি করে। এটাই হল সারকথা। এটাই হল কমিউনিজ্‌ম্‌-এর অবশ্যম্ভাবী পূর্ণ বিজয়ের শক্তির উৎস এবং গ্যারান্টি' (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬)।

এর সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য অংশ (অর্থাৎ একনায়কত্বের—জে. স্তালিন) মেহনতী জনগণের অগ্রসর বাহিনীর, তার অগ্রবাহিনীর, তার একমাত্র নেতার, শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও শৃংখলা, যার লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র গঠন করা, সমাজের শ্রেণীসমূহে বিভাজনকে বিলুপ্ত করা, সমাজের সমস্ত

সদস্যকেই মেহনতী লোক করে তোলা, মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণের জন্য ভিত্তি দুরীভূত করা। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বেশ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, যেহেতু উৎপাদনের পুনঃসংগঠন একটি দুরূহ ব্যাপার, যেহেতু জীবনের সর্বক্ষেত্রে মূলগত পরিবর্তনের জন্য সময়ের দরকার হয়, এবং যেহেতু একমাত্র একটি দীর্ঘ ও অনমনীয় সংগ্রাম দ্বারা পেটি-বুর্জোয়াদের অভ্যাসের প্রভূত শক্তি এবং বুর্জোয়াদের অর্থনীতি পরিচালনা পরাস্ত করা যেতে পারে। এর জন্যই মার্কস শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একটি সমগ্র সময়পর্বকে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সময়পর্ব বলে উল্লেখ করেছিলেন' (ঐ, পৃঃ ৩১৪)।

এগুলিই হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণসমূহ।

সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তিনটি দিক হল :

(১) শোষকদের দমন করার জন্য, দেশের প্রতিরক্ষার জন্য, অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বন্ধন সংহত করার জন্য, এবং সমস্ত দেশে বিপ্লবের বিকাশ ও বিজয়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর শাসনের সদ্ব্যবহার।

(২) বুর্জোয়াদের নিকট থেকে ব্যাপক মেহনতী ও শোষিত জনগণকে চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে, এই সমস্ত ব্যাপক জনগণের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী সংহত করার জন্য, এই সমস্ত ব্যাপক জনগণকে সমাজতন্ত্রের নির্মাণযজ্ঞে টেনে আনার জন্য এবং এই সমস্ত ব্যাপক জনগণের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর শাসনের সদ্ব্যবহার।

(৩) সমাজতন্ত্র সংগঠিত করার জন্য, শ্রেণীসমূহ বিলুপ্ত করার জন্য, শ্রেণী-হীন সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর শাসনের সদ্ব্যবহার।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল এই তিনটি দিকের সমষ্টি। এই সমস্ত দিকের কোন একটিকেও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একমাত্র বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যায় না। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনের অবস্থায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণের একটিরও অনুপস্থিতি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একনায়কত্ব হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। সেইজন্য শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণাকে বিকৃত করার ঝুঁকি না নিয়ে এই তিনটি দিকের একটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। কেবলমাত্র এই তিনটি দিকের

সবগুলিকেই একত্রে নিলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একটি সম্পূর্ণ ও নিখুঁত ধারণা পাওয়া যায়।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের নিজস্ব সময়পর্ব তার বিশেষ রূপ, কাজের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ। গৃহযুদ্ধের সময়কালে বলপ্রয়োগের দিকটাই সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট থাকে। কিন্তু তা থেকে কোনভাবেই এটা বেরিয়ে আসে না যে গৃহযুদ্ধের সময়কালে কোন গঠনমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া হয় না। গঠনমূলক কাজ ছাড়া গৃহযুদ্ধ চালানো অসম্ভব। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সময়কালে একনায়কত্বের শান্তিপূর্ণ, সাংগঠনিক এবং সাংস্কৃতিক কাজ, বৈপ্লবিক আইনকানুন প্রভৃতিই সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যমূলক হয়। কিন্তু, আবার, তা থেকে এটা কখনোই বেরিয়ে আসে না যে গঠনকার্যের সময়কালে একনায়কত্বের বল-প্রয়োগের দিকটা বিদ্যমান থাকতে বিরত হয়েছে বা বিরত হতে পারে। দমনমূলক সংস্থাসমূহ, সৈন্যবাহিনী এবং অন্যান্য সংগঠনসমূহ এখন তেমনই প্রয়োজনীয় যেমন প্রয়োজনীয় ছিল গৃহযুদ্ধের সময়পর্বে। এই সমস্ত সংস্থা ব্যতিরেকে নিরাপত্তার কোন মাত্রা নিয়ে একনায়কত্বের মাধ্যমে গঠনকার্য অসম্ভব হবে। এটা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে আপাততঃ বিপ্লব বিজয়ী হয়েছে একটিমাত্র দেশে। এটা ভোলা উচিত হবে না যে যতদিন পুঁজিবাদীদের পরিবেষ্টন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত হস্তক্ষেপের বিপদ এবং তার সঙ্গে এই বিপদ থেকে যেসব ফলাফল ঘটতে পারে, সে সবকিছুই বিদ্যমান থাকবে।

৫। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রথায় পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণী

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতার দৃষ্টিকোণ, তার শ্রেণী আধেয়ের দৃষ্টিকোণ। তার রাষ্ট্র প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ এবং, সর্বশেষে, যে ধ্বংসকর ও সৃজনশীল কর্তব্যকাজগুলি যা সমগ্র ঐতিহাসিক সময়পর্বে, যাকে বলা হয় পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্ব, সেই সমগ্র সময়পর্ব ধরে সম্পাদন করে, সে সবের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ওপরে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

এখন আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে অবশ্যই কিছু বলতে হবে, তার কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে, তার 'যান্ত্রিক কাঠামোর' দৃষ্টিকোণ থেকে, 'ট্রান্সমিশন বেল্ট', 'লিভার' এবং 'নির্দেশক শক্তির' ভূমিকা এবং তাৎপর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে—যারা সব একত্রে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের

ব্যবস্থা' গঠন করে (লেনিন), এবং যাদের সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের দৈনন্দিন কাজ সম্পাদিত হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থায় এইসব 'ট্রান্সমিশন বেল্ট' বা 'লিভার' কি কি? এই 'নির্দেশক শক্তিই-বা' কি? কেন তাদের প্রয়োজন হয়?

লিভার ও ট্রান্সমিশন বেল্টগুলি হল শ্রমিকশ্রেণীর সেই সমস্ত গণ-সংগঠন যাদের সাহায্য ছাড়া একনায়ত্বকে বাস্তবে পরিণত করা যায় না।

নির্দেশক শক্তি হল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসরবাহিনী, তার অগ্রবাহিনী, যা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রধান চালিকাশক্তি।

শ্রমিকশ্রেণীর এই সমস্ত ট্রান্সমিশন বেল্ট, লিভার ও এই নির্দেশক শক্তির প্রয়োজন, কেননা বিজয়লাভের জন্য সংগ্রামে এগুলি ছাড়া সংগঠিত ও সশস্ত্র পুঁজির সামনে শ্রমিকশ্রেণী হয়ে পড়বে হাতিয়ারহীন বাহিনী। শ্রমিকশ্রেণীর এই সমস্ত সংগঠনের প্রয়োজন, কেননা এগুলি ছাড়া, বুর্জোয়াদের উৎখাত করার সংগ্রামে, তার শাসন সংহত করার সংগ্রামে, সমাজতন্ত্র নির্মাণ করার সংগ্রামে, শ্রমিকশ্রেণীর হবে অবশ্যম্ভাবী পরাজয়। এই সমস্ত সংগঠনের সুসম্বদ্ধ সাহায্য এবং অগ্রবাহিনীর নির্দেশক শক্তির প্রয়োজন, কেননা এই সমস্ত অবস্থার অনুপস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে আদৌ স্থায়ী এবং দৃঢ় হওয়া অসম্ভব।

এই সংগঠনগুলি কি কি?

প্রথমতঃ, উৎপাদন, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত সংগঠনসমূহের এক সমগ্র সারির আকারে তাদের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক শাখাসমূহ সহ আছে শ্রমিকদের **ট্রেড ইউনিয়নসমূহ**। এইগুলি সমস্ত ট্রেডের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে। এগুলি হল পার্টি-নিরপেক্ষ সংগঠন। যে শ্রমিকশ্রেণী আমাদের দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাদের সর্বদিক-অন্তর্ভুক্তকারী সংগঠন বলা যেতে পারে। সেগুলি হল সাম্যবাদের স্কুল। প্রশাসনের সমস্ত শাখার নেতৃত্বের কাজে তারা তাদের মধ্য থেকে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের উন্নীত করে সেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ স্তরের পশ্চাদ্‌পদ অংশসমূহের সঙ্গে অগ্রসর অংশসমূহের সংযোগ সাধন করে। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর সঙ্গে সেগুলি ব্যাপক শ্রমিক সাধারণকে সংযুক্ত করে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংগঠনের আকারে তাদের বহুসংখ্যক কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাখাসমূহ সহ

রয়েছে **সোভিয়েতগুলি**, তাদের সাথে যুক্ত রয়েছে মেহনতী জনগণের অসংখ্য গণ-সমিতি, যেগুলি স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হয়েছে এবং যেগুলি এই সমস্ত সংগঠনকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং জনসমষ্টির সঙ্গে তাদের সংযুক্ত করে। সোভিয়েত-গুলি হল শহর ও গ্রামের সমস্ত মেহনতী জনগণের একটি গণ-সংগঠন। সেগুলি হল পার্টি-নিরপেক্ষ সংগঠন। সোভিয়েতগুলি হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সোভিয়েতগুলির মাধ্যমেই একনায়কত্ব শক্তিশালী করা এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সমস্ত উপায়গুলি সম্পাদিত হয়। সোভিয়েত-গুলির ভেতর দিয়েই কৃষকসমাজের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব খাটানো হয়। সোভিয়েতগুলি শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর সঙ্গে বিশাল ব্যাপক মেহনতী জনগণকে সংযুক্ত করে।

তৃতীয়তঃ, তাদের সমস্ত শাখাসমূহ সহ রয়েছে সমস্ত রকমের **সমবায়-সমূহ**। এইগুলি হল মেহনতী জনগণের একটি সংগঠন, একটি পার্টি-নিরপেক্ষ সংগঠন, যা মেহনতী জনগণকে প্রথমতঃ ভোগকারী হিসেবে এবং কালক্রমে উৎপাদক হিসেবে (কৃষি সমবায়গুলি) ঐক্যবদ্ধ করে। শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্ব সংহত হবার পর, বিস্তৃত নির্মাণকার্যের সময়পর্বে সমবায়গুলি বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে। তারা শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী ও ব্যাপক কৃষকসমাজের মধ্যে সংযোগ সহজতর করে এবং শেষোক্তদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের প্রবাহে টেনে আনা সম্ভব করে তোলে।

চতুর্থতঃ, রয়েছে **যুব লীগ**। এটি হল যুব শ্রমিক ও কৃষকদের গণ-সংগঠন; এটি একটি পার্টি-নিরপেক্ষ সংগঠন, কিন্তু পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত। সমাজতন্ত্রের নীতি ও মনোভাবে নতুন বংশধরদের যুব প্রজন্মকে শিক্ষিত করার কাজে পার্টিকে সাহায্য করা এর কর্তব্যকাজ। প্রশাসনের সমস্ত শাখার শ্রমিকদের অন্য সমস্ত গণ-সংগঠনকে যুব লীগ যুব মজুতবাহিনী সরবরাহ করে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সংহত হবার পর থেকে, শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা সম্পাদিত বিস্তৃত সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজের সময়পর্বে যুব লীগ বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করেছে।

সর্বশেষে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর **পার্টি**, তার অগ্রবাহিনী। পার্টির শক্তি এই ঘটনার মধ্যে রয়েছে যে তা শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত গণ-সংগঠন থেকে সর্বোৎ-কৃষ্ট অংশসমূহকে তার সাধারণ স্তরের সদস্যদের মধ্যে টেনে আনে। পার্টির কর্তব্যকর্ম হল, ব্যতিক্রমহীনভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত গণ-সংগঠনের কার্যকলাপকে

সংযুক্ত করা এবং তাদের কার্যকলাপকে একটিমাত্র লক্ষ্য, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির লক্ষ্য অভিমুখে **পরিচালিত** করা। সমস্ত কার্যকলাপকে সংযুক্ত করে একটিমাত্র লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত করা সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন, কেননা, অন্যথায় শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে ঐক্য অসম্ভব, কেননা, অন্যথায় শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতালাভের সংগ্রামে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সংগ্রামে ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণকে পরিচালনা করা অসম্ভব কিন্তু কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী, তার পার্টিই শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগঠনসমূহের কাজকর্ম সংযুক্ত ও পরিচালিত করতে সক্ষম। কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টিই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থায় প্রধান নেতার ভূমিকা পূরণ করতে সক্ষম।

কেন?

'… কারণ, প্রথমতঃ, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অংশসমূহ, যাদের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি-নিরপেক্ষ সংগঠনগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এবং প্রায় সময়েই তাদের নেতৃত্ব দেয়, তা (পার্টি—অনুবাদক, বাং সং) হল তাদের সমবেত করার কেন্দ্র; কারণ, দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট সদস্যদের সমবেত-করা কেন্দ্র হিসেবে পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের প্রশিক্ষিত করার উৎকৃষ্টতম বিদ্যালয়, শ্রমিকশ্রেণীর সকল ধরনের সংগঠনকে পরিচালিত করতে সক্ষম; কারণ, তৃতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের প্রশিক্ষিত করার উৎকৃষ্টতম বিদ্যালয় হিসেবে, পার্টি, তার অভিজ্ঞতা ও মর্যাদার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম, তদ্দ্বারা পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যেকটি পার্টি-নিরপেক্ষ সংগঠনকে একটি সহায়ক সংস্থায় এবং শ্রেণীর সঙ্গে পার্টিকে সংযুক্ত করার ট্রান্সমিশন বেল্টে রূপান্তরিত করে' (**লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহ**[২*] দেখুন)।

পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রথায় প্রধান চালিকাশক্তি।

'পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ' (**লেনিন**)।

সংক্ষেপে বলতে গেলে: প্রধানতঃ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পার্টিকে শ্রেণীর সাথে সংযুক্ত করে শ্রমিকদের গণ-সংগঠন হিসেবে **ট্রেড ইউনিয়নসমূহ**; প্রধানতঃ রাষ্ট্র প্রশাসনের ক্ষেত্রে পার্টিকে মেহনতী জনগণের সাথে সংযুক্ত করে মেহনতী জনগণের গণ-সংগঠন হিসেবে **সোভিয়েতসমূহ**; প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কৃষকসমাজকে সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজে টেনে আনার ক্ষেত্রে মুখ্যতঃ কৃষকসমাজের গণ-সংগঠন হিসেবে **সমবায়সমূহ**, যুব শ্রমিক

ও কৃষকদের গণ-সংগঠন হিসেবে **যুব লীগ,** যার নির্দিষ্ট কাজ হল নতুন বংশধরদের সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা এবং যুব মজুতবাহিনীকে প্রশিক্ষিত করার ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে সাহায্য করা ; এবং সর্বশেষে, শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থায় প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে **পার্টি,** যার নির্দিষ্ট কাজ হল এইসব গণ-সংগঠনের নেতৃত্ব দেওয়া—এরূপই হল, সাধারণভাবে, একনায়কত্বের 'যন্ত্র-কাঠামোর' চিত্র, 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থার' চিত্র।

প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে পার্টি ব্যতিরেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে আদৌ স্থায়ী ও দৃঢ় হওয়া অসম্ভব।

এইরূপে, লেনিনের কথায়, 'সামগ্রিকভাবে দেখলে, আমাদের আছে একটি আনুষ্ঠানিকভাবে অ-কমিউনিস্ট, নমনীয় এবং আপেক্ষিকভাবে বিস্তৃত ও অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রমিক-হাতিয়ার যার সাহায্যে পার্টি **শ্রেণী** এবং **ব্যাপক জনসাধারণের** সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং যার সাহায্যে পার্টির নেতৃত্বে **শ্রেণীর একনায়কত্ব** খাটানো হয়' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৯২)।

অবশ্য, এটা এই অর্থে বুঝতে হবে না যে, পার্টি ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, সোভিয়েতসমূহ এবং অন্যান্য গণ-সংগঠনগুলির স্থান নিতে পারে বা তাকে তা নিতে হবে। পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ব্যবহার করে। কিন্তু, পার্টি তা সরাসরি ব্যবহার করে না. ব্যবহার করে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাহায্যে. এবং সোভিয়েতসমূহ ও তাদের শাখাগুলির মাধ্যমে। এই সমস্ত 'ট্রান্সমিশন বেল্ট' ব্যতীত একনায়কত্বের পক্ষে আদৌ দৃঢ় হওয়া অসম্ভব হবে।

> লেনিন বলছেন, 'অগ্রবাহিনীর নিকট থেকে অগ্রসর শ্রেণীর ব্যাপক জনসাধারণের নিকট, এবং শেষোক্তদের নিকট থেকে ব্যাপক মেহনতী জনগণের নিকট পৌঁছে দেবার জন্য "ট্রান্সমিশন বেল্ট" না থাকলে একনায়কত্ব ব্যবহার করা অসম্ভব' (২৬শ খণ্ড. পৃঃ ৬৫)।
>
> 'বলতে গেলে, পার্টি তার সাধারণ কর্মীস্তরে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে টেনে আনে এবং এই অগ্রবাহিনী শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ব্যবহার করে। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মতো একটি ভিত্তি ব্যতিরেকে একনায়কত্বকে ব্যবহার করা যায় না, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপসমূহ সম্পাদন করা যায় না। এবং এই সমস্ত কার্যকলাপ ব্যবহার করতে হবে একটি নতুন ধরনের ও কিছু-সংখ্যক বিশেষ প্রতিষ্ঠানের **মাধ্যমে,** অর্থাৎ সোভিয়েত যন্ত্রের **মাধ্যমে'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৬৪)।

উদাহরণস্বরূপ, এখানে, সোভিয়েত ইউনিয়নে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশে, পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হল এই ঘটনা যে, কোন একটিও রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক প্রশ্ন পার্টি থেকে নেতৃত্বদায়ী নির্দেশ ছাড়া আমাদের সোভিয়েত ও গণ-সংগঠনগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। **এই অর্থে** বলা যেতে পারে যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, **মূলতঃ**, অগ্রবাহিনীর 'একনায়কত্ব', শ্রমিকশ্রেণীর মুখ্য পথনির্দেশক শক্তি হিসেবে পার্টির 'একনায়কত্ব'। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে[১১]এই বিষয়বস্তুর ওপর লেনিন যা বলেছিলেন তা হল এই:

'ট্যানার বলছেন, তিনি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে, কিন্তু আমরা যেভাবে চিন্তা করি, সম্পূর্ণরূপে ঠিক সেইভাবে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে চিন্তা করেন না। তিনি বলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে আমরা যেভাবে মনে করি, তা, **মূলতঃ**, হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত এবং শ্রেণী-সচেতন সংখ্যালঘু অংশের একনায়কত্ব। (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

'এবং, বস্তুতঃ, পুঁজিবাদের যুগে, যখন ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণ নিরবচ্ছিন্নভাবে শোষিত হয় এবং তাদের মানবিক সম্ভাবনাসমূহ বিকশিত করতে পারে না, তখন শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টিসমূহের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ হল এই যে, তারা তাদের শ্রেণীর মাত্র একটি সংখ্যালঘু অংশকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। একটি রাজনৈতিক পার্টি শ্রেণীর মাত্র একটি সংখ্যালঘু অংশকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, একইভাবে যেরূপে প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী সমাজে সত্যিকারের শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকেরা সমস্ত শ্রমিকদের মাত্র একটি সংখ্যালঘু অংশ গঠন করে। এইজন্যই আমাদের অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে কেবলমাত্র এই শ্রেণী-সচেতন সংখ্যালঘু অংশ ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণকে পরিচালনা করতে পারে, তাদের নেতৃত্ব দিতে পারে। এবং যদি কমরেড ট্যানার বলেন যে, তিনি পার্টিগুলির বিরোধী, কিন্তু একই সময়ে সর্বোৎকৃষ্টভাবে সংগঠিত এবং সর্বাধিক বিপ্লবী শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত সংখ্যালঘু অংশ যা সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে পথ দেখাচ্ছে তার পক্ষে, তাহলে আমি বলছি যে আমাদের মধ্যে সত্যিকারের কোন পার্থক্য নেই' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭)।

কিন্তু এটিকে অবশ্যই এই অর্থে বোঝা ঠিক হবে না যে, শ্রমিকশ্রেণীর এক-

নায়কত্ব এবং পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা (পার্টির 'একনায়কত্ব')—এর মধ্যে একটি **সমতার চিহ্ন** বসানো যেতে পারে, প্রথমোক্তকে শেষোক্তের **সঙ্গে অভিন্নরূপে** গণ্য করা যেতে পারে, শেষোক্তটিকে প্রথমোক্তের **স্থলাভিষিক্ত করা** যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সোরিন বলেন, **'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল আমাদের পার্টির একনায়কত্ব'**। আপনারা দেখছেন, এই যুক্তিরূপে উপস্থাপিত বিষয়ে 'পার্টির একনায়ত্বকে' শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করা হচ্ছে। আমরা কি এই অভিন্নরূপে জ্ঞান করাকে সঠিক বলে গণ্য করতে পারি এবং তারপরেও লেনিনবাদের জমিনের ওপর অবস্থান করতে পারি? না, পারি না। এবং তা নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য :

প্রথমতঃ। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতার উপরে উদ্ধৃত অংশে লেনিন কোনভাবেই পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকাকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করছেন না। তিনি শুধুমাত্র বলছেন যে, 'কেবলমাত্র এই শ্রেণী-সচেতন সংখ্যালঘু অংশ (অর্থাৎ পার্টি—জে. স্তালিন) ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণকে পরিচালনা করতে পারে, তাদের নেতৃত্ব দিতে পারে,' **ঠিকঠিক এই অর্থেই** লেনিন বলছেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে আমরা যা মনে করি, তা **মূলতঃ** (মোটা হরফ আমার দেওয়া —জে. স্তালিন) হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত এবং শ্রেণী-সচেতন সংখ্যালঘু অংশের একনায়কত্ব।

'মূলতঃ' বলার অর্থ 'সম্পূর্ণরূপে' নয়। আমরা অনেক সময় বলি, জাতিগত প্রশ্নের অর্থ, মূলতঃ কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্ন। এবং এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, জাতিগত প্রশ্ন কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত, কৃষক সংক্রান্ত প্রশ্ন পরিধিতে জাতিগত প্রশ্নের সঙ্গে সমান, কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং জাতিগত প্রশ্ন অভিন্ন। এটা প্রমাণ করার দরকার নেই যে, কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্নের তুলনায় জাতিগত প্রশ্ন পরিধিতে প্রশস্ততর এবং সমৃদ্ধতর। উপমার দ্বারা পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে একই কথা অবশ্যই বলতে হবে। যদিও পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়ত্বকে সম্পন্ন করে, এবং এই অর্থে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, মূলতঃ, হল পার্টির 'একনায়কত্ব', এর অর্থ এই নয় যে, 'পার্টির একনায়কত্ব' (এর নেতৃত্বের ভূমিকা) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে **অভিন্ন**, প্রথমোক্ত শেষোক্তের সঙ্গে পরিধিতে **সমান**।

এটা প্রমাণ করার দরকার পড়ে না যে, পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকার তুলনায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব পরিধিতে প্রশস্ততর এবং সমৃদ্ধতর। পার্টি শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পন্ন করে, কিন্তু তা **শ্রমিকশ্রেণীরই** একনায়কত্বকে সম্পন্ন করে, একনায়কত্বের অন্য কোন কিছুকে সম্পন্ন করে না। যে কেউই পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করে সে-ই পার্টির একনায়কত্বকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্থলাভিষিক্ত করে।

দ্বিতীয়ত:। শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগঠনগুলি পার্টির নেতৃত্বদায়ী নির্দেশ ছাড়া কোনও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না। এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব পার্টি কর্তৃক প্রদত্ত নেতৃত্বদায়ী নির্দেশগুলি দ্বারা **পুরোপুরি গঠিত**? তার অর্থ কি এই যে, তারজন্য পার্টির নেতৃত্বদায়ী নির্দেশসমূহকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে একরূপ গণ্য করা যেতে পারে? অবশ্যই না। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগঠনগুলি দ্বারা এই সমস্ত নির্দেশগুলি সম্পাদন করা এবং জনসমষ্টি দ্বারা সেগুলি সম্পন্ন করা সহ পার্টির নেতৃত্বদায়ী নির্দেশগুলি দ্বারা গঠিত। এখানে আপনারা দেখছেন, আমাদের উত্তরণের একটি সমগ্র ধারার এবং মধ্যবর্তী পদক্ষেপের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে, যেগুলি কোনভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের গুরুত্বহীন অংশ নয়। সুতরাং, পার্টির নেতৃত্বদায়ী নির্দেশসমূহ এবং সেগুলি সম্পাদনের মধ্যে থাকে যারা পরিচালিত হয় তাদের ইচ্ছা ও কার্যাবলী, থাকে শ্রেণীর ইচ্ছা ও কার্যাবলী, থাকে এইসব নির্দেশকে সমর্থন করার তার ইচ্ছা (অথবা অনিচ্ছা), থাকে এইসব নির্দেশ পালন করার তার সমতা (অথবা অক্ষমতা), থাকে কঠোরভাবে পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী সেগুলিকে সম্পাদন করার তার ক্ষমতা (অথবা অক্ষমতা)। এটা প্রমাণ করার বড় একটা প্রয়োজন হয় না যে, পার্টি তার হাতে নেতৃত্ব নিয়ে, যারা পরিচালিত হয় তাদের ইচ্ছা, অবস্থা এবং তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার স্তরের মূল্য বিচার না করে পারে না, হিসেবের বাইরে রাখতে পারে না তার শ্রেণীর ইচ্ছা, অবস্থা এবং তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার স্তরকে। সেইহেতু, যে-কেউই পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করে, সে-ই পার্টির প্রদত্ত নির্দেশগুলিকে শ্রেণীর ইচ্ছা ও কার্যাবলীর স্থলাভিষিক্ত করে।

তৃতীয়ত:। লেনিন বলছেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল সেই শ্রমিক-

শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রাম, যে শ্রমিকশ্রেণী বিজয়লাভ করেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে,' (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩১১)। এই **শ্রেণী** সংগ্রাম কিভাবে প্রকাশ পেতে পারে? উৎখাত বুর্জোয়াদের সবেগে আক্রমণ অথবা বিদেশী বুর্জোয়াদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ধারাবাহিক সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এই শ্রেণী-সংগ্রাম প্রকাশ পেতে পারে। যদি শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা তখনো পর্যন্ত সংহত না হয়ে থাকে, তাহলে এই শ্রেণী-সংগ্রাম গৃহযুদ্ধের ভেতর প্রকাশ পেতে পারে। ক্ষমতা আগেই সংহত হয়ে যাবার পর, এই শ্রেণী সংগ্রাম প্রকাশ পেতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর বিস্তৃত সাংগঠনিক এবং গঠনমূলক কাজের ভেতর, যে কাজে ব্যাপক জনসাধারণ নিজেদের নিযুক্ত করবে। এই সমস্ত ঘটনায় সংগ্রামী শক্তি হল **শ্রেণী** হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী। এটা কখনো ঘটেনি যে কেবল নিজের শক্তি নিয়ে, শ্রেণীর সমর্থন ব্যতিরেকে পার্টি, পার্টি একাকীই এই সমস্ত কার্যাবলীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সচরাচর পার্টি শুধুমাত্র এই সমস্ত কার্যাবলীর নির্দেশ দেয়, এবং নির্দেশ দিতে পারে তত পরিমাণে যত পরিমাণে তার পক্ষে শ্রেণীর সমর্থন থাকে। কেননা, পার্টি শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করে না, শ্রেণীর স্থানাপন্ন হতে পারে না। কেননা, পার্টির সমস্ত নেতৃত্বের ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও, পার্টি তথাপি শ্রেণীর একটি **অংশ** থেকে যায়। সেইহেতু, যে কেউ পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করে, সে-ই পার্টিকে শ্রেণীর স্থলাভিষিক্ত করে।

চতুর্থতঃ। পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ব্যবহার করে। 'পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণকারী অগ্রবাহিনী, পার্টি হল নেতা' (**লেনিন**)[২২]। এই অর্থে পার্টি ক্ষমতা **গ্রহণ করে,** পার্টি **দেশ শাসন করে।** কিন্তু এটিকে এই অর্থে বুঝলে চলবে না যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে পৃথকভাবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতিরেকেই পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ব্যবহার করে; এই অর্থে বুঝলে চলবে না যে, পার্টি দেশ শাসন করে সোভিয়েতসমূহ থেকে স্বতন্ত্রভাবে, সোভিয়েতসমূহের মাধ্যমে নয়। এর অর্থ এই নয় যে, পার্টিকে সোভিয়েত-সমূহের সঙ্গে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করা যেতে পারে। পার্টি হল এই ক্ষমতার অন্তঃসার, কিন্তু পার্টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে অভিন্নরূপ হতে পারে না, পার্টিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করা যেতে পারে না।

লেনিন বলছেন, 'শাসক পার্টি হিসেবে, পার্টির "শীর্ষ নেতৃত্বের" সঙ্গে সোভিয়েত "শীর্ষ নেতৃত্বকে" না মিশিয়ে পারলাম না—আমাদের দেশে তারা

মিশে রয়েছে এবং এইরকমই থাকবে' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ২০৮)। এটা সম্পূর্ণ-রূপে সত্য। কিন্তু এর দ্বারা লেনিন কোনভাবেই এই অর্থ প্রকাশ করতে চান না যে, সমগ্রভাবে আমাদের সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলি, উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সৈন্যবাহিনী, আমাদের যানবাহন, আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহ প্রভৃতি হল পার্টি প্রতিষ্ঠান, এটা বলতে চান না যে পার্টি সোভিয়েতসমূহ এবং তাদের শাখাগুলির স্থানাপন্ন হতে পারে, বলতে চান না যে পার্টিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করা যেতে পারে। লেনিন বারবার বলেছিলেন, 'সোভিয়েতসমূহের ব্যবস্থা হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র', বলে-ছিলেন, 'সোভিয়েতের রাষ্ট্রক্ষমতা হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব' (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৫, ১৪); কিন্তু তিনি কখনো বলেননি যে, পার্টি হল রাষ্ট্রক্ষমতা, বলেননি যে, সোভিয়েতসমূহ এবং পার্টি একেবারে এক বস্তু। কয়েক শত হাজার সদস্য নিয়ে পার্টি সোভিয়েতসমূহ এবং তাদের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাখাগুলি পরি-চালনা করে; এইগুলির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পার্টি এবং পার্টি-নিরপেক্ষ কোটি কোটি জনগণ, কিন্তু পার্টি সেগুলির স্থান অধিকার করতে পারে না, এবং উচিতও নয়। এর জন্যই লেনিন বলছেন, 'সোভিয়েতসমূহে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা একনায়কত্ব ব্যবহৃত হয়, শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত হয় বলশেভিকদের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা; বলছেন যে, 'পার্টির সমস্ত কাজ পরিচালিত হয় সোভিয়েতসমূহের **মাধ্যমে**, যাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পেশা নির্বিশেষে ব্যাপক মেহনতী জনগণ' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৯২, ১৯৩); এবং বলছেন, একনায়কত্বকে 'ব্যবহার করতে হবে... সোভিয়েত যন্ত্রের **মাধ্যমে**' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৬৪)। সেইজন্য যে-কেউ পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করে, সেই পার্টিকে সোভিয়েতসমূহ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্থলাভিষিক্ত করে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

পঞ্চমতঃ। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণা অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি রাষ্ট্রিক ধারণা। শ্রমিকশ্রেণীর ধারণার মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শক্তি ব্যবহারের ধারণা। যদি একনায়কত্ব শব্দটিকে যথাযথ অর্থে বুঝতে হয়, তাহলে শক্তির ব্যবহার ছাড়া কোন একনায়কত্ব নেই। লেনিন 'প্রত্যক্ষ **শক্তি ব্যবহারের ওপর** স্থাপিত ক্ষমতা' হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন (১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৫)। এই কারণে, **শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কে** পার্টির একনায়কত্বের কথা বলা এবং তাকে শ্রমিকশ্রেণীর এক-

নায়কত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করার অর্থ হল পার্টি তার শ্রেণী সম্পর্কে শুধুমাত্র একটি পথনির্দেশক হবে না, শুধু একটি নেতা ও শিক্ষক হবে না, হবে শ্রেণীর বিরুদ্ধে শক্তি-নিয়োগকারী এক ধরনের একনায়কত্ব; এই কথা বলার সমান—যা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে ভুল। সেইহেতু যে-কেউ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে 'পার্টির একনায়কত্ব' অভিন্নরূপে গণ্য করে, সে-ই নীরবে এই অনুমান থেকে অগ্রসর হয় যে, পার্টির মর্যাদা শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত শক্তির ওপর গড়ে তোলা যেতে পারে—যা হল অযৌক্তিক এবং লেনিনবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। পার্টির মর্যাদা শ্রমিকশ্রেণীর আস্থার দ্বারা পুষ্ট হয়। এবং শ্রমিক-শ্রেণীর আস্থা অর্জিত হয় শক্তির দ্বারা নয়—শক্তি তাকে শুধুমাত্র বিনষ্ট করে—অর্জিত হয় পার্টির সঠিক তত্ত্ব, পার্টির সঠিক নীতি, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি পার্টির আনুগত্য, শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তার শ্লোগান-সমূহের সঠিকতা সম্পর্কে ব্যাপক জনগণের **প্রত্যয় উৎপাদন করার** পার্টির তৎপরতা এবং ক্ষমতার দ্বারা।

তাহলে এসব থেকে কি বেরিয়ে আসে?

এ থেকে এইটেই বেরিয়ে আসে যে:

(১) লেনিন পার্টির **একনায়কত্ব** শব্দটি ব্যবহার করেছেন শব্দটির কঠোর অর্থে নয় ('শক্তির ব্যবহারের ওপর স্থাপিত ক্ষমতা'), শব্দটি ব্যবহার করেছেন বিশিষ্ট অর্থে, তার অখণ্ড নেতৃত্বের অর্থে।

(২) যে-কেউ পার্টির নেতৃত্বকে শ্রমিকশ্রেণীর **একনায়কত্বের** সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করে, সে-ই সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শক্তি নিয়োগ করার কার্য-সম্পাদন পার্টির ওপর ভুলভাবে আরোপ করে লেনিনবাদকে বিকৃত করে।

(৩) যে-কেউ সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শক্তি নিয়োগ করার কার্য-সম্পাদন পার্টির ওপর আরোপ করে—পার্টি যার অধিকারী নয়—সে-ই অগ্রবাহিনী এবং শ্রেণীর মধ্যে, পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সঠিক পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের প্রাথমিক দাবিসমূহ লংঘন করে।

এইরূপে, আমরা পার্টি এবং শ্রেণীর ভেতর, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি-সদস্য এবং পার্টি-বহির্ভূত সদস্যদের ভেতর পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের প্রশ্নে একেবারে এসে পড়েছি।

লেনিন 'শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী এবং ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে

পারস্পরিক আস্থা' হিসেবে এই সমস্ত পারস্পরিক সম্পর্কের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৩৫।)

এর অর্থ কি?

প্রথমতঃ, এর অর্থ হল পার্টি অবশ্যই ব্যাপক জনগণের ব্যক্ত ইচ্ছা বা ধারণার দিকে ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দেবে; ব্যাপক জনগণের বৈপ্লবিক প্রেরণার প্রতি পার্টিকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে; পার্টি অবশ্যই ব্যাপক জনগণের সংগ্রামের বাস্তব কাজকর্ম অনুধাবন করবে এবং তার ভিত্তিতে নিজের নীতির সঠিকতা পরীক্ষা করবে; সুতরাং পার্টি ব্যাপক জনগণকে শুধু শিক্ষাই দেবে না, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবেও।

দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হল পার্টিকে দিনের পর দিন অবশ্যই ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের আস্থা অর্জন করতে হবে; তার কাজ ও নীতির দ্বারা পার্টিকে অবশ্যই ব্যাপক জনগণের সমর্থন অর্জন করতে হবে; পার্টি অবশ্যই ব্যাপক জনগণকে হুকুম করবে না, তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পার্টির নীতির সঠিকতা উপলব্ধি করতে ব্যাপক জনগণকে সাহায্য করে পার্টি প্রধানতঃ তাদের প্রত্যয় উৎপাদন করবে; সুতরাং পার্টি অবশ্যই হবে তার শ্রেণীর পথনির্দেশক, নেতা এবং শিক্ষক।

এই সমস্ত শর্তগুলি লংঘন করার অর্থ হল, অগ্রবাহিনী ও শ্রেণীর মধ্যে সঠিক পারস্পরিক সম্পর্কে বিশৃংখলা ঘটানো, 'পারস্পরিক আস্থা' ধ্বংস করা, শ্রেণী এবং পার্টি-শৃংখলা দুই-ই চূর্ণ করা।

লেনিন বলেছেন, 'নিশ্চিতরূপে, প্রায় প্রত্যেকেই এখন উপলব্ধি করছে—আমাদের পার্টিতে কঠোরতম সত্যিকারের লৌহদৃঢ় শৃংখলা ব্যতিরেকে, এবং পার্টিকে **ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক পূর্ণতম এবং অকপট সাহায্যদান ব্যতিরেকে,** অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত চিন্তাশীল, সৎ, আত্মোৎসর্গকারী এবং প্রভাবশালী অংশ, যাঁরা পশ্চাদ্‌পদ স্তরকে নেতৃত্ব দিতে অথবা তাদের সাথে নিয়ে চলতে সক্ষম, তাঁদের পূর্ণতম এবং অকপট সাহায্য ব্যতিরেকে, আড়াই বছর তো দূরের কথা, আড়াই মাসও বলশেভিকরা নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে পারত না' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৩)।

লেনিন আরও বলেছেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব পুরানো সমাজের

শক্তি ও ঐতিহ্যসমূহের বিরুদ্ধে একটি কঠিন সংগ্রাম—রক্তাক্ত এবং রক্তশূন্য, সহিংস এবং শান্তিপূর্ণ, সামরিক এবং অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সংক্রান্ত এবং প্রশাসনিক। লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি জনগণের অভ্যাসের শক্তি একটি ভয়ংকর শক্তি। সংগ্রামের ময়দানে শাণ দেওয়া একটি লৌহদৃঢ় পার্টি ছাড়া, **নির্দিষ্ট শ্রেণীতে যাঁরাই সৎ তাঁদের আস্থা উপভোগ করে** এমন একটি পার্টি ছাড়া, ব্যাপক জনগণের মেজাজের ওপর নজর রাখতে এবং তাদের মেজাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এমন একটি পার্টি ছাড়া, এরূপ একটি সংগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে চালানো অসম্ভব' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৯০)।

কিন্তু পার্টি কিভাবে শ্রেণীর এই আস্থা এবং সমর্থন লাভ করে? শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গড়ে ওঠা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে লৌহদৃঢ় শৃংখলা কিভাবে অপরিহার্য; কোন্ মাটিতে এই শৃংখলা বেড়ে ওঠে?

এই বিষয়ে লেনিন যা বলেছেন তা হল এই:

'শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির শৃংখলা কিভাবে বজায় রাখা হয়? কিভাবে তা পরীক্ষিত হয়? কিভাবে তার শক্তিবৃদ্ধি করা হয়? প্রথমতঃ, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর শ্রেণী-সচেতনতা এবং বিপ্লবের প্রতি তার আনুগত্যের দ্বারা, তার সহনশক্তি, আত্মোৎসর্গ এবং বীরত্বের দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক মেহনতী জনগণের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করা, ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা এবং, যদি পছন্দ করেন, কিছুদূর পর্যন্ত **ব্যাপক মেহনতী জনগণের**—প্রধানতঃ শ্রমিকশ্রেণীর, কিন্তু **অ-শ্রমিকশ্রেণীরও** মেহনতী ব্যাপক জনগণের সঙ্গে মিশে যাবার তার সামর্থ্যের দ্বারা। তৃতীয়তঃ, এই অগ্রবাহিনীর দ্বারা, ব্যবহৃত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঠিকতার দ্বারা, তার রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিকতার দ্বারা, অবশ্য যদি **তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে** এই সঠিকতা সম্পর্কে ব্যাপকতম জনগণের প্রত্যয় উৎপাদিত হয়ে গিয়ে থাকে। এই সমস্ত অবস্থা ব্যতিরেকে একটি বিপ্লবী পার্টি, যা অগ্রসর শ্রেণীর পার্টি হবার পক্ষে সত্যসত্যই সক্ষম, যার উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়াদের উৎখাত করা এবং সমগ্র সমাজকে রূপান্তরিত করা, সেই পার্টিতে শৃংখলা অর্জন করা যেতে পারে না। এই সমস্ত অবস্থা ছাড়া শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাসমূহ অপরিহার্যভাবে হয়ে পড়ে শূন্য, একটি ফাঁকা বুলি, শুধুমাত্র একটি ভান। অন্যদিকে,

একেবারে অকস্মাৎ এইসব অবস্থার অভ্যুদয় হয় না। শুধুমাত্র দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টা এবং কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা দ্বারা এইগুলির সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব দ্বারা তাদের সৃষ্টি সহজতর হয়; এই বিপ্লবী তত্ত্ব, যা আবার একটি আপ্তবাক্য নয়, কিন্তু একটি সত্যিকারের গণ- এবং সত্যিকারের বিপ্লবী আন্দোলনের বাস্তব কার্যকলাপের সাথে শুধুমাত্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেই চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৭)।

এবং আরও:

'পুঁজিবাদের ওপর বিজয়ের জন্য প্রয়োজন হয়, নেতৃত্বদানকারী, কমিউনিস্ট পার্টি, বিপ্লবী শ্রেণী—শ্রমিকশ্রেণী—এবং ব্যাপক জনগণ, অর্থাৎ মেহনতী জনগণ এবং সামগ্রিকভাবে শোষিত জনগণের মধ্যে সঠিক পারস্পরিক সম্পর্ক। কেবলমাত্র সেই কমিউনিস্ট পার্টি, যদি তা প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী শ্রেণীর অগ্রবাহিনী হয়, সম্পূর্ণরূপে শ্রেণী-সচেতন এবং একান্তভাবে বিপ্লবী কাজে নিযুক্ত কমিউনিস্ট, যারা কঠোর বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষিত এবং ইস্পাত-দৃঢ় হয়েছে। যদি তা তাদের দ্বারা গঠিত হয়, যদি এই পার্টি তার শ্রেণীর সমগ্র জীবনের সঙ্গে এবং, শ্রেণীর মাধ্যমে, সমস্ত ব্যাপক শোষিতদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিজেকে সংযুক্ত করতে সফল হয়ে থাকে। যদি তা এই শ্রেণী এবং **এই ব্যাপক জনগণের সম্পূর্ণ আস্থা** উদ্বুদ্ধ করতে সাফল্য অর্জন করে থাকে—একমাত্র এরূপ একটি পার্টিই পুঁজিবাদের সমস্ত শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সর্বাধিক নির্মম, দৃঢ়পণ এবং চূড়ান্ত সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, শুধু এরূপ একটি পার্টির নেতৃত্বাধীনে শ্রমিকশ্রেণী তার বিপ্লবী আক্রমণের পরিপূর্ণ শক্তি বিকশিত করতে পারে, পুঁজিবাদ দ্বারা দুর্নীতিগ্রস্ত শ্রমিক-অভিজাতদের ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশের এবং পুরানো ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় নেতা ইত্যাদির অপরিহার্য ঔদাস্য এবং, অংশতঃ, প্রতিরোধ অকার্যকর করতে পারে—কেবলমাত্র তখনই শ্রমিকশ্রেণী তার পরিপূর্ণ শক্তি দেখাতে সক্ষম হবে, যে শক্তি পুঁজিবাদী সমাজের প্রকৃত অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য, যে জনসমষ্টি নিয়ে এই সমাজ গঠিত তার শক্তির অনুপাত অপেক্ষা অপরিমেয়ভাবে অধিকতর' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫৭)।

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে :

(১) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় পার্টির সেই মর্যাদা এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সেই লৌহদৃঢ় শৃংখলা ভীতির ওপর বা পার্টির 'অবাধ' অধিকারের ওপর গঠিত হয় না, গঠিত হয় পার্টির প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর আস্থার ওপর, গঠিত হয় পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে যে সমর্থন পায় তার ওপর।

(২) পার্টির ওপর শ্রমিকশ্রেণীর আস্থা এক আঘাতেই অর্জিত হয় না, অর্জিত হয় না শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শক্তি ব্যবহারের সাহায্যে, কিন্তু অর্জিত হয় ব্যাপক জনগণের মধ্যে পার্টির দীর্ঘস্থায়ী কাজের দ্বারা, পার্টির সঠিক নীতির দ্বারা, ব্যাপক জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পার্টির নীতি সম্পর্কে তাদের প্রত্যয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে পার্টির সক্ষমতার দ্বারা, শ্রমিক-শ্রেণীর সমর্থন অর্জন করতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক জনগণের নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রে পার্টির সামর্থ্যের দ্বারা।

(৩) ব্যাপক জনগণের সংগ্রামে অভিজ্ঞতার দ্বারা বলীয়ান সঠিক পার্টি নীতি ব্যতীত, এবং শ্রমিকশ্রেণীর আস্থা ব্যতীত পার্টির দ্বারা প্রকৃত নেতৃত্ব দেওয়া হয় না এবং হতে পারে না।

(৪) পার্টি যদি শ্রেণীর আস্থা উপভোগ করে এবং এই নেতৃত্ব যদি সত্যিকারের নেতৃত্ব হয়, তাহলেও পার্টি এবং তার নেতৃত্বকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে রেখে সমভার করা যায় না, কেননা শ্রমিকশ্রেণীর আস্থা উপভোগকারী পার্টির নেতৃত্ব (পার্টির 'একনায়কত্ব') ব্যতিরেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে আদৌ দৃঢ় হওয়া অসম্ভব।

এই সমস্ত অবস্থা ব্যতিরেকে পার্টির মর্যাদা এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে লৌহ-দৃঢ় শৃংখলা হয় ফাঁকা বুলি, না হয় দাম্ভিকতা এবং দুঃসাহসিকতা।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে পার্টির নেতৃত্ব ('একনায়কত্ব')-এর বিরুদ্ধে রেখে সমভার করা অসম্ভব। তা অসম্ভব এইজন্য যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে পার্টির নেতৃত্ব হল প্রধান বস্তু, যদি কিনা আমরা এমন একটি একনায়কত্বের কথা মনে রাখি যা পুরোপুরি দৃঢ় এবং সম্পূর্ণ এবং যা, উদাহরণস্বরূপ, প্যারি কমিউনের মতো নয়; প্যারি কমিউন সম্পূর্ণ বা দৃঢ় কোনরূপ একনায়কত্ব ছিল না। তা অসম্ভব এই জন্য যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এবং পার্টির নেতৃত্ব ঠিক যেন কর্মতৎপরতার একই লাইনে অবস্থান করে, একই দিকে কার্যকলাপ চালায়।

লেনিন বলেছেন, 'পার্টির একনায়ত্ব **অথবা** শ্রেণীর একনায়কত্ব? নেতাদের একনায়কত্ব (পার্টি) **অথবা** ব্যাপক জনগণের একনায়কত্ব (পার্টি)?—কেবলমাত্র এই প্রশ্নটি উপস্থাপিত করা চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অবিশ্বাস্য এবং ব্যর্থ তালগোল পাকানোর সাক্ষ্য দেয়।...প্রত্যেকেই জানে যে ব্যাপক জনগণ শ্রেণীসমূহে বিভক্ত · জানে যে, সচরাচর, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অন্ততঃ আধুনিক সভ্য দেশসমূহে, শ্রেণীসমূহ রাজনৈতিক পার্টিগুলির দ্বারা চালিত হয়; জানে যে, সাধারণ নিয়ম হিসেবে, রাজনৈতিক পার্টিগুলি, সর্বাপেক্ষা কর্তৃত্বপূর্ণ, প্রভাবশালী এবং অভিজ্ঞ সদস্য যাঁরা সর্বাধিক দায়িত্বপূর্ণ অবস্থানে নির্বাচিত হন এবং যাঁদের নেতা বলা হয়, ও তাঁদের দ্বারা গঠিত কম বা বেশি স্থায়ী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়।...অতদূর যাওয়া... যেখানে, সাধারণভাবে ব্যাপক জনগণের একনায়কত্বকে নেতাদের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সমতায় স্থাপন করা হাস্যকরভাবে অযৌক্তিক এবং বোকামি' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭-১৮৮)।

এটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কিন্তু সেই সঠিক বক্তব্য এই সূত্র থেকে বের হয়ে আসে যে সঠিক পারস্পরিক সম্পর্ক অগ্রবাহিনী এবং ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে, পার্টি এবং শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এই বক্তব্য এটি মেনে নেওয়া থেকে বেরিয়ে এসেছে যে অগ্রবাহিনী এবং শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, বলতে গেলে, 'পারস্পরিক আস্থার' সীমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অবস্থান করে।

কিন্তু যদি অগ্রবাহিনী এবং শ্রেণীর মধ্যে সঠিক পারস্পরিক সম্পর্কে, পার্টি এবং শ্রেণীর মধ্যে 'পারস্পরিক আস্থার' সম্পর্কে বিশৃংখলা ঘটে তাহলে কি হবে?

যদি পার্টি নিজেই কোন-না-কোনভাবে নিজেকে শ্রেণীর বিরুদ্ধে রেখে সমভার করতে আরম্ভ করে, এইভাবে শ্রেণীর সঙ্গে সঠিক পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিসমূহে, 'পারস্পরিক আস্থার' ভিত্তিসমূহে বিশৃংখলা ঘটায়, তাহলে কি হবে?

এরূপ ঘটনাসমূহ কি আদৌ সম্ভব?

হাঁ, এরূপ ঘটনা আছে।

এরূপ ঘটনা সম্ভব:

(১) যদি পার্টি তার কাজের এবং ব্যাপক জনগণের আস্থার ওপরে নয়,

পক্ষান্তরে তার 'অবাধ' অধিকারসমূহের ওপর ব্যাপক জনগণের মধ্যে তার মর্যাদা গড়ে তুলতে আরম্ভ করে ;

(২) যদি পার্টির নীতি সুস্পষ্টভাবে ভুল হয় এবং পার্টি তার ভুল পুনর্বিবেচনা বা সংশোধন করতে অনিচ্ছুক থাকে ;

(৩) যদি পার্টির নীতি মোটের ওপর সঠিক হয়, এবং ব্যাপক জনগণ এই নীতিকে তাদের নিজেদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে তখনো পর্যন্ত প্রস্তুত না থাকে এবং পার্টির নীতি যে সঠিক, সে বিষয়ে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যাপক জনগণের প্রত্যয় জন্মানোর জন্য যাতে তাদের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, তার জন্য প্রতীক্ষা করতে পার্টি যদি অনিচ্ছুক অথবা অক্ষম হয় এবং পার্টি যদি তার নীতি ব্যাপক জনগণের ওপর চাপাতে চায়।

আমাদের পার্টির ইতিহাসে এরূপ অনেক ঘটনা রয়েছে। আমাদের পার্টির বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপদল দুঃখ-বিপত্তিতে পড়ে অন্তর্হিত হয়েছে, যেহেতু তারা এই তিনটি শর্তের একটিকে লংঘন করেছিল এবং কখনো কখনো একত্রে তিনটিকেই লংঘন করেছিল।

কিন্তু তা থেকে এইটি বেরিয়ে আসে যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে পার্টির 'একনায়কত্ব' (নেতৃত্ব)-এর পাল্টাভাবে স্থাপন করা ভুল নীতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, শুধুমাত্র :

(১) যদি শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কে পার্টির একনায়কত্বের দ্বারা একনায়কত্ব কথাটির যথাযথ অর্থে ('শক্তির ব্যবহারের ওপর স্থাপিত ক্ষমতা') আমরা মনে না করি, কিন্তু মনে করি পার্টির এরূপ নেতৃত্ব যা সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, তার সংখ্যাগুরু অংশের বিরুদ্ধে শক্তির ব্যবহার নিবারণ করে, ঠিক যেভাবে লেনিন এটিকে মনে করতেন ;

(২) যদি শ্রেণীর প্রকৃত নেতা হবার পক্ষে পার্টির গুণ ও যোগ্যতা থাকে, অর্থাৎ পার্টির নীতি সঠিক হয়, যদি এই নীতি শ্রেণীর স্বার্থসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি-পূর্ণ হয় ;

(৩) যদি শ্রেণী, শ্রেণীর সংখ্যাগুরু অংশ, সেই নীতি গ্রহণ করে, নীতিটিকে তার নিজের নীতি হিসেবে গ্রহণ করে, পার্টির কাজের ফলশ্রুতিতে, নীতির সঠিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়, পার্টির ওপর আস্থা রাখে এবং পার্টিকে সমর্থন করে।

এই সমস্ত শর্তের লংঘন পার্টি এবং শ্রেণীর মধ্যে অপরিহার্যভাবে সংঘর্ষ,

তাদের মধ্যে ভাঙন ঘটায়, পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে স্থাপন করে।

পার্টির নেতৃত্ব কি শ্রেণীর ওপর সবলে চাপানো যেতে পারে? না তা পারে না। যে কোন অবস্থাতেই **এরূপ** একটি নেতৃত্ব আদৌ স্থায়ী হতে পারে না। যদি পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি থাকতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই জানতে হবে যে তা, প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ, শ্রমিকশ্রেণীর **পথনির্দেশক, নেতা** এবং **শিক্ষক**। লেনিন তাঁর **রাষ্ট্র ও বিপ্লব** পুস্তিকাটিতে এই বিষয়ে যা বলেছিলেন আমাদের অবশ্যই তা ভুললে চলবে না:

> 'মার্কসবাদ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে শিক্ষিত ক'রে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে শিক্ষিত করে, যে বাহিনী ক্ষমতা হাতে নিতে এবং **সমগ্র জনগণকে** সমাজতন্ত্রের দিকে **পরিচালিত করতে** সক্ষম, সক্ষম নতুন ব্যবস্থাকে পথ দেখাতে এবং সংগঠিত করতে, সক্ষম বুর্জোয়াদের বাদ দিয়ে এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সমস্ত মেহনতী মানুষ ও শোষিতদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে তাদের **শিক্ষক, পথনির্দেশক** এবং **নেতা** হতে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬)।

পার্টির নীতি যদি ভুল হয়, যদি তার নীতি শ্রেণীর স্বার্থসমূহের সঙ্গে সংঘর্ষে আসে, তাহলে পার্টিকে কি কেউ শ্রেণীর প্রকৃত নেতা মনে করতে পারে? অবশ্যই না। এইসব ঘটনায়, যদি পার্টি নেতা থাকতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই তার নীতির পুনর্বিবেচনা করতে হবে, তার নীতিকে সংশোধন করতে হবে এবং ভুল স্বীকার করে তাকে শুদ্ধ করতে হবে। যুক্তিরূপে উপস্থাপিত এই বিষয়ের অনুমোদনে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের পার্টির ইতিহাস থেকে উদ্বৃত্ত আত্মসাতের ব্যবস্থা বিলুপ্ত করার সময়কালের ঘটনা উল্লেখ করা যায়; এই সময় ব্যাপক কৃষক ও শ্রমিক-সাধারণ আমাদের নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অসন্তুষ্ট ছিল এবং পার্টি তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে খোলাখুলিভাবে এবং সততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সেই সময়, দশম পার্টি কংগ্রেসে, উদ্বৃত্ত **আত্মসাতের ব্যবস্থা** বিলুপ্ত করা এবং নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করার প্রশ্নে লেনিন যা বলেছিলেন, তা হল:

> 'আমরা অবশ্যই কিছু গোপন করবার চেষ্টা করব না, পক্ষান্তরে আমরা নিশ্চিতরূপে অকপটে বলব যে, কৃষকসমাজের সঙ্গে যেসব সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তার পদ্ধতিতে কৃষকসমাজ সন্তুষ্ট নয়, তারা সম্পর্কের এই পদ্ধতি

চায় না এবং তারা এইভাবে জীবনযাপন করতে চায় না। এটা তর্কাতীত। তারা নির্দিষ্টরূপে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। মেহনতী জনসমষ্টির বিরাট ব্যাপক অংশের ইচ্ছা হল এইটাই। আমরা অবশ্যই এটা বিবেচনা করব; এবং আমরা সোজাসুজি এটা বলার মতো যথেষ্ট সংযত রাজনীতিবিদ্: **কৃষকসমাজের প্রতি আমাদের নীতির পুনর্বিবেচনা করা যাক'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৩৮)।

কেউ কি মনে করতে পারে যে পার্টির নীতি মোটের ওপর সঠিক, শুধুমাত্র এই কারণে ব্যাপক জনগণের দ্বারা চূড়ান্ত সংগ্রাম সংগঠিত করতে পার্টির উদ্যোগ এবং নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে—যদি কিনা, ধরা যাক, শ্রেণীর রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতার জন্য, পার্টির সেই নীতি এখনো শ্রেণীর আস্থা ও সমর্থন অর্জন করেনি; যদি কিনা, ধরা যাক, ঘটনাসমূহ এখনো পরিপক্ক না হবার জন্য তার নীতির সঠিকতা সম্পর্কে শ্রেণীর প্রত্যয় উৎপাদন করতে পার্টি এখনো সফল হয়নি? না, এরকম মনে করা যায় না। এরূপ সব ঘটনার ক্ষেত্রে, পার্টি যদি সত্যিকারের নেতা হতে চায়, তাহলে পার্টিকে অবশ্যই জানতে হবে কিভাবে প্রতীক্ষা করতে হয়, তার নীতি যে সঠিক সে সম্পর্কে ব্যাপক জনগণের বিশ্বাস পার্টিকে অবশ্যই জন্মাতে হবে, এই নীতি যে সঠিক সে সম্পর্কে ব্যাপক জনগণ যাতে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুনিশ্চিত হতে পারে সে ব্যাপারে পার্টি অবশ্যই তাদের সাহায্য করবে।

লেনিন বলেছেন, 'বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের অগ্রসর বাহিনীসমূহের মধ্যে এবং দেশে যদি বিপ্লবী পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে, তা হলে অভ্যুত্থানের প্রশ্নই ওঠে না' (২১শ খণ্ড, পৃঃ ২৮২)।

'শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতে পরিবর্তন ব্যতীত বিপ্লব অসম্ভব, এবং ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এই পরিবর্তন ঘটায়' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২২১)।

'শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে মতাদর্শগতভাবে জয় করা গেছে। এটাই হল প্রধান কথা। এইটি ছাড়া জয়ের দিকে এমনকি প্রথম পদক্ষেপও নেওয়া যায় না। কিন্তু জয় এখনো মোটের ওপর যথেষ্ট দূরে। একমাত্র অগ্রবাহিনী নিয়ে জয়লাভ করা যায় না। সমগ্র শ্রেণী, ব্যাপক জনগণের অগ্রবাহিনীকে হয় সরাসরি সাহায্য করা, নাহয় তার প্রতি সদিচ্ছা-

প্রণোদিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার আগে, এবং এমন একটি যুদ্ধ যাতে তারা সম্ভাব্যরূপে শত্রুকে সাহায্য করতে পারে না, সেখানে কেবলমাত্র অগ্রবাহিনীকে চূড়ান্ত যুদ্ধে নিক্ষেপ করা শুধু নির্বুদ্ধিতাই হবে না, অপরাধও হবে। এবং যাতে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র শ্রেণী, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক মেহনতী জনগণ এবং পুঁজির দ্বারা শোষিতরা এরূপ একটি অবস্থান গ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রচার-আন্দোলন এবং বিক্ষোভ প্রকাশই যথেষ্ট নয়। এর জন্য অবশ্যই ব্যাপক জনগণের নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে' (ঐ, পৃঃ ২২৮)।

আমরা জানি, লেনিনের এপ্রিল মাসের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি থেকে অক্টোবরের অভ্যুত্থান পর্যন্ত সময়কালে ঠিক কিভাবে আমাদের পার্টি তার কাজকর্ম চালিয়েছিল এবং লেনিনের এইসব নির্দেশ অনুযায়ী পার্টি যথাযথ কাজ করেছিল বলেই পার্টি অভ্যুত্থানে সফলতা লাভ করে।

অগ্রবাহিনী এবং শ্রেণীর মধ্যে সঠিক পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের জন্য, মূলতঃ, এরূপই হল শর্তাবলী।

যখন পার্টির নীতি সঠিক এবং অগ্রবাহিনী ও শ্রেণীর মধ্যে সঠিক সম্পর্কে বিশৃংখলা না ঘটে, তখন **নেতৃত্বের** অর্থ কি?

এই অবস্থায় নেতৃত্বের অর্থ হল, পার্টির নীতির সঠিকতা সম্পর্কে ব্যাপক জনগণের প্রত্যয় উৎপাদন করার ক্ষমতা, এরূপ সব শ্লোগান উপস্থাপিত এবং পালন করার ক্ষমতা, যেগুলি ব্যাপক জনগণকে পার্টির নীতি ও মনোভাবের দিকে নিয়ে আসে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পার্টির নীতির সঠিকতা উপলব্ধি করতে তাদের সাহায্য করে; ব্যাপক জনগণকে পার্টির রাজনৈতিক সচেতনতার স্তরে উন্নীত করার ক্ষমতা এবং এইভাবে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য ব্যাপক জনগণের সমর্থন ও তাদের সম্মতি অর্জন করা।

সুতরাং, প্রত্যয় উৎপাদন করার পদ্ধতি হল পার্টির শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রধান পদ্ধতি।

লেনিন বলেছেন, 'রাশিয়া এবং আঁতাতের বুর্জোয়াদের ওপর অভূতপূর্ব বিজয়লাভের আড়াই বছর পরে, আমরা যদি আজ রাশিয়ায় "একনায়কত্বের স্বীকৃতিকে" ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদের শর্ত করতে যাই, তাহলে আমরা একটা বোকামির কাজ করতে থাকব, ব্যাপক জনগণের

ওপর আমাদের প্রভাবের ক্ষতিসাধন করতে থাকব, মেনশেভিকদের সাহায্য করতে থাকব। কেননা কমিউনিস্টদের সমগ্র করণীয় কাজ হল, পশ্চাদ্‌পদ অংশসমূহের **প্রত্যয় উৎপাদন করতে,** তাদের **ভেতর** কাজ করতে এবং কৃত্রিম ও লঘুপ্রকৃতি বালসুলভ "বামপন্থী" শ্লোগানসমূহের দ্বারা তাদের নিকট থেকে **নিজেদের সরিয়ে না রাখতে** সক্ষম হওয়া' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৯৭)।

অবশ্য, এটাকে নিশ্চিতরূপে এই অর্থে বুঝতে হবে না যে পার্টিকে একেবারে শেষ মানুষটি পর্যন্ত সমস্ত শ্রমিকদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে এবং একমাত্র তারপরেই কার্যকলাপ শুরু করা সম্ভব হবে। মোটেই তা নয়! এর একমাত্র অর্থ হল এই যে, চূড়ান্ত রাজনৈতিক সংগ্রামে নেমে পড়ার আগে, পার্টিকে অবশ্যই, দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী কাজের দ্বারা, নিজের জন্য অর্জন করতে হবে ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের সংখ্যাগুরু অংশের সমর্থন, অথবা অন্ততঃ শ্রেণীর সংখ্যাগুরু অংশের সদিচ্ছা-প্রণোদিত নিরপেক্ষতা। নচেৎ, বিজয়ী বিপ্লবের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হল যে পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগুরু অংশকে জয় করে আনতে হবে—লেনিনের এই তত্ত্বের বিন্দুমাত্র অর্থ থাকবে না।

ভাল কথা, এখন সংখ্যালঘু অংশ যদি ইচ্ছা না করে, যদি তা সংখ্যাগুরু অংশের ইচ্ছার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে স্বেচ্ছায় সম্মত হতে না চায়, তাহলে তাদের ব্যাপারে কি হবে? সংখ্যাগুরু অংশের আস্থাভাজন পার্টি কি সংখ্যাগুরু অংশের ইচ্ছার কাছে সংখ্যালঘু অংশের বশ্যতা স্বীকারে তাদের বাধ্য করতে পারে, না কি অবশ্যই তাদের বাধ্য করবে? হাঁ, পার্টি তা পারে এবং পার্টিকে তা অবশ্যই করতে হবে। যে প্রধান পদ্ধতির দ্বারা পার্টি ব্যাপক জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করে, ব্যাপক জনগণকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করার সেই পদ্ধতির দ্বারা নেতৃত্ব সুনিশ্চিত হয়। যাই হোক, শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পক্ষে পার্টির ওপর আস্থা স্থাপন এবং পার্টিকে সমর্থন করার ভিত্তির ওপর বাধ্য করার ব্যবস্থা যদি স্থাপিত হয় এবং পার্টি কর্তৃক সংখ্যাগুরু অংশের প্রত্যয় উৎপাদন করার পর যদি সংখ্যালঘু অংশের ওপর এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয়, তাহলে তা বাধ্য করার ব্যবস্থাকে নিবারিত করে না, বরং পূর্বাহ্নেই মেনে নেয়।

ট্রেড ইউনিয়ন প্রশ্নের ওপর আলোচনাকালে এই প্রশ্নকে ঘিরে আমাদের পার্টিতে যেসব বিতর্ক হয়েছিল সেগুলি স্মরণ করা সঙ্গত হবে। সে সময়ে

বিরোধীপক্ষের কি ভুল, ৎসেকত্রানের[২৩] কি ভুল হয়েছিল? এটাই কি ছিল যে বিরোধী পক্ষ তখন বাধ্য করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর বিবেচনা করেছিল? না, তা ছিল না। সেই সময়ে বিরোধী পক্ষের এই ভুল ছিল যে, তার অবস্থানের সঠিকতা সম্পর্কে সংখ্যাগুরু অংশের প্রত্যয় উৎপাদন করতে সক্ষম না হয়ে, সংখ্যাগুরু অংশের আস্থা হারিয়ে, তা, তৎসত্ত্বেও, বাধ্য করার ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে লাগল, যারা সংখ্যাগুরু অংশের আস্থা ভোগ করত তাদের 'ঝাকানি দেবার' জন্য জিদ ধরতে লাগল।

সে সময়ে পার্টির দশম কংগ্রেসে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ওপর তাঁর ভাষণে লেনিন যা বলেছিলেন তা হল এই:

> 'শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী এবং ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক আস্থা স্থাপনের জন্য ৎসেকত্রান যদি ভুল করে থাকে, তাহলে প্রয়োজন ছিল সেই ভুল সংশোধন করা। কিন্তু লোকে যখন এই ভুলকে সমর্থন করতে থাকে তখনই তা হয়ে পড়ে রাজনৈতিক বিপদের উৎস। কুতুজোভ এখানে যে ধরনের মেজাজ প্রকাশ করেছেন তাতে কর্ণপাত করার গণতান্ত্রিক পথে যদি সম্ভাব্য যথাসাধ্য না করা হতো, তাহলে আমাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ঘটত। **প্রথমতঃ আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস জাগাতে হবে, এবং তারপর বাধ্য করার ব্যবস্থা নিতে হবে। যে-কোন মূল্যে আমাদের প্রথমতঃ বিশ্বাস জাগাতে হবে, এবং তার পরে বাধ্য করার ব্যবস্থা নিতে হবে।** আমরা ব্যাপক জনসাধারণের বিশ্বাস উৎপাদন করতে সক্ষম হইনি এবং আমরা অগ্রবাহিনী ও ব্যাপক জনগণের মধ্যে সম্পর্কসমূহে বিশৃংখলা ঘটিয়েছি' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ২০৫)।

ট্রেড ইউনিয়নের প্রশ্নে[২৪] নামক তাঁর পুস্তিকায় লেনিন সেই একই কথা বলছেন:

> 'যখন আমরা আগেই তারজন্য বিশ্বাস জন্মানোর একটা ভিত্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হলাম, কেবলমাত্র তখনই আমরা সঠিক এবং সফলভাবে বাধ্য করার ব্যবস্থা প্রয়োগ করলাম' (ঐ, পৃঃ ৭৪)।

এবং তা সম্পূর্ণ সত্য, কেননা এই সমস্ত শর্ত ছাড়া কোন নেতৃত্ব সম্ভবপর

নয়। কেবলমাত্র এই পথেই, আমরা যদি পার্টির কথা বলি, তাহলে পার্টিতে কাজকর্মে ঐক্য নিশ্চিত করতে পারি, আর যদি সামগ্রিকভাবে শ্রেণীর কথা বলি, তাহলে শ্রেণীর মধ্যে কাযকলাপে ঐক্য নিশ্চিত করতে পারি। এইটি ব্যতিরেকে শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ স্তরের মধ্যে ভাঙন ধরে যায়, বিশৃংখলা ঘটে এবং মনোবল ভেঙে যায়।

পার্টি দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর সঠিক নেতৃত্বের সাধারণভাবে এরূপই হল মূলসূত্র-সমূহ।

নেতৃত্বের অন্য যে-কোন ধারণা হল শ্রমিকতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, আমলা-তান্ত্রিকতা—যা কিছু আপনার মর্জিমতো আপনি বলতে পারেন, কিন্তু তা বলশেভিকবাদ নয়, লেনিনবাদও নয়।

যদি সঠিক পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, অগ্র-বাহিনী এবং ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে পার্টির নেতৃত্বের ('একনায়কত্ব') পাল্টা হিসেবে স্থাপন করা যায় না। কিন্তু এ থেকে এইটেই বেরিয়ে আসে যে, পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে, পার্টির নেতৃত্বকে ('একনায়কত্ব') শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করা আরও বেশি অনুমতি দানের অযোগ্য। 'একনায়কত্বকে' শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পাল্টা হিসেবে স্থাপন করা যায় না, **তার জন্যই** সোরিন এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, **'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল আমাদের পার্টির একনায়কত্ব।'**

কিন্তু লেনিন শুধু পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে স্থাপন করার কথা বলছেন না, তিনি 'ব্যাপক জনগণের একনায়কত্বকে নেতাদের একনায়কত্বের পাল্টা হিসেবে স্থাপন করাকেও' অনুমতি দানের অযোগ্য বলেছেন। **এই কারণেই** শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে নেতাদের একনায়কত্বকে আপনারা আমাদের অভিন্নরূপে গণ্য করার কথা বলবেন কি? আমরা যদি সেই নীতি গ্রহণ করতাম, তাহলে আমাদের বলতে হতো, **'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল আমাদের নেতাদের একনায়কত্ব।'** কিন্তু, যথার্থভাবে বলতে গেলে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে পার্টির 'একনায়কত্ব' অভিন্নরূপে গণ্য করার নীতির দ্বারা আমরা যথার্থই এই অযৌক্তিকতার দিকেই পরিচালিত হই।...

এই বিষয়বস্তুর ওপর জিনোভিয়েভের নীতি ও মনোভাব কি?

মূলতঃ, জিনোভিয়েভ পার্টির 'একনায়কত্বকে' শ্রমিকশ্রেণীর একনায়ক-

ত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত—কিন্তু পার্থক্য এই যে যেখানে সোরিন আরও খোলাখুলিভাবে নিজেকে প্রকাশ করছেন, সেখানে জিনোভিয়েভ 'ছলনা করছেন'। এ সম্পর্কে প্রত্যয়িত হবার প্রয়োজনের পক্ষে, উদাহরণস্বরূপ, জিনোভিয়েভের **লেনিনবাদ** নামীয় পুস্তকের নিম্নলিখিত অংশ দেখলেই চলবে।

> জিনোভিয়েভ বলেছেন, 'শ্রেণীগত বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে ইউ. এস. এস. আর-এ কি প্রথা বিদ্যমান রয়েছে? বিদ্যমান রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। ইউ. এস. এস. আর-এ ক্ষমতার প্রত্যক্ষ চালিকাশক্তি কি? শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা কে প্রয়োগ করে? প্রয়োগ করে কমিউনিস্ট পার্টি। এই অর্থে, **আমাদের রয়েছে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) **পার্টির একনায়কত্ব।** ইউ. এস. এস. আর-এ ক্ষমতার আইনগত রূপ কি? অক্টোবর বিপ্লব কর্তৃক সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নতুন ধরন কি? নতুন ধরন হল, সোভিয়েত ব্যবস্থা। একটি অন্যটির বিন্দুমাত্র বিরোধী নয়।'

অবশ্য, একটা যে আর একটার বিরোধী নয় এটা সঠিক, যদি সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কে পার্টির একনায়কত্ব অর্থে আমরা বুঝি পার্টির নেতৃত্ব। কিন্তু, **এই কারণে** শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এবং পার্টির 'একনায়কত্বের' মধ্যে, সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং পার্টির 'একনায়কত্বের' মধ্যে সমতার চিহ্ন টানা কিভাবে সম্ভব? লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে সোভিয়েতসমূহের ব্যবস্থাকে অভিন্নরূপে গণ্য করেছিলেন, এবং তিনি সঠিকই ছিলেন, কেননা সোভিয়েতসমূহ, **আমাদের** সোভিয়েতসমূহ হল এমন সংগঠন, যেগুলি ব্যাপক মেহনতী জনগণকে পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে সমাবেশ করে। কিন্তু কখন, কোথায় এবং তাঁর কোন্ রচনায় লেনিন পার্টির 'একনায়কত্ব' এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে পার্টির 'একনায়কত্ব' এবং সোভিয়েত ব্যবস্থার মধ্যে সমতার চিহ্ন টেনেছিলেন—জিনোভিয়েভ এখন যেমন করছেন? পার্টির নেতৃত্ব ('একনায়কত্ব') অথবা নেতাদের নেতৃত্ব ('একনায়কত্ব'), কিছুই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরোধী নয়। **এই কারণে,** আমাদের কি ঘোষণা করতে বলা হবে যে, আমাদের দেশ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশ, **বনাম** পার্টির এক-

নায়কত্বের দেশ, বনাম নেতাদের একনায়কত্বের দেশ? এবং তথাপি পার্টির 'একনায়কত্বকে' শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করার 'নীতি', যা জিনোভিয়েভ গুপ্তভাবে এবং সাহসহীনতার সঙ্গে সূত্রায়িত করছেন, ঠিকঠিক এই অযৌক্তিক বক্তব্যেই গিয়ে পৌঁছায়।

লেনিনের অসংখ্য রচনাবলীর মধ্যে আমি মাত্র পাঁচটি ঘটনা দেখেছি, যাতে তিনি, প্রসঙ্গক্রমে, পার্টির একনায়কত্বের প্রশ্ন স্পর্শ করে গেছেন।

প্রথম ঘটনা হল, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের সময়, যেখানে তিনি বলেছেন:

> 'যখন আমাদের একটি পার্টির একনায়কত্ব নিয়ে তিরস্কার করা হয়, আপনারা যেমন শুনেছেন, একটি ঐক্যবদ্ধ সোশ্যালিষ্ট ফ্রণ্ট স্থাপন করবার প্রস্তাব করা হয়, তখন আমরা জবাব দিই: "হাঁ, একটি পার্টির একনায়কত্ব! আমরা তা সমর্থন করি, এ থেকে সরে যেতে পারি না, কেননা সেই পার্টিই, কয়েক দশকের মধ্যে সমস্ত কারখানা এবং শিল্প শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর স্থানলাভ করেছে"' (২৪শ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)।

দ্বিতীয় ঘটনা হল, 'কলচাকের ওপর বিজয়লাভ সম্পর্কে শ্রমিক ও কৃষকদের নিকট চিঠি', যাতে তিনি বলেছেন:

> 'কিছু কিছু লোক (বিশেষ করে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সকলেই—এমনকি তাদের মধ্যে "বামপন্থীরাও") "একটি পার্টির", বলশেভিকদের, কমিউনিস্টদের পার্টির "একনায়কত্বের" ভূতের ভয় দেখিয়ে কৃষকদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে।
>
> 'কলচাকের' উদাহরণ থেকে কৃষকেরা এই ভূতের ভয়ে ভীত না হবার শিক্ষা পেয়েছে।
>
> 'হয়, জমিদার এবং পুঁজিবাদীদের একনায়কত্ব (অর্থাৎ লৌহদৃঢ় শাসন), না হয়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব' (২৪শ খণ্ড, পৃ: ৪৩৬)।

তৃতীয় ঘটনা হল, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ট্যানারের সঙ্গে বিতর্কে লেনিনের ভাষণ। আমি এটি আগেই উপরে উদ্ধৃত করেছি।

চতুর্থ ঘটনা হল, তাঁর পুস্তিকা **'বামপন্থী' কমিউনিজম্, একটি শিশু-সুলভ বিশৃংখলা**-এর কয়েকটি লাইন।

আলোচ্য অংশগুলি এর আগেই উদ্ধৃত হয়েছে।

পঞ্চম ঘটনা হল, **লেনিন মিসলেলেনির** তৃতীয় খণ্ডে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের খসড়া রূপরেখায় প্রকাশিত, যেখানে 'একটি পার্টির একনায়কত্ব' দিয়ে একটি উপ-শিরোনামা আছে।

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, পাঁচটি ঘটনার মধ্যে দুটিতে—সর্বশেষ এবং দ্বিতীয়টিতে—লেনিন 'একটি পার্টির একনায়কত্ব', এই কথাগুলি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রেখেছেন, এতে এই সূত্রের অযথার্থ আলঙ্কারিক অর্থের ওপর পরিষ্কার-ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, কাউট্‌স্কি ও তাঁর অনুচরবর্গের কুৎসামূলক মিথ্যা উদ্ভাবনের বিপরীতে, এই ঘটনাসমূহের প্রত্যেকটিতে 'পার্টির একনায়কত্বের' দ্বারা লেনিন অর্থ করেছিলেন জমিদার এবং পুঁজিপতিদের ওপরে একনায়কত্ব ('লৌহদৃঢ় শাসন'), শ্রমিকশ্রেণীর ওপরে একনায়কত্ব নয়।

এটি বৈশিষ্ট্যসূচক যে তাঁর মুখ্য কিংবা গৌণ যে রচনাবলীসমূহে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এবং পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে লেনিন আলোচনা অথবা শুধুমাত্র পরোক্ষে উল্লেখ করেছেন, তার **কোনটাতেই** লেনিন 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল আমাদের পার্টির একনায়কত্ব'—এরকম বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও **দেননি**। পক্ষান্তরে, এই সমস্ত রচনা-বলীর প্রতিটি পাতা, প্রতিটি লাইন এরূপ সূত্রায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে (**রাষ্ট্র ও বিপ্লব, সর্বহারার বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্‌স্কি, 'বামপন্থী' কমিউনিজ্‌ম্, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা** প্রভৃতি তাঁর রচনা দেখুন)।

এর চেয়েও বৈশিষ্ট্যসূচক হল এই ঘটনা যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের একটি রাজনৈতিক পার্টির ভূমিকার প্রশ্নে গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহে, যেগুলি লেনিনের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় রচিত হয়েছিল এবং পার্টির ভূমিকা ও করণীয় কাজসমূহের সঠিক সূত্রায়নের আদর্শ হিসেবে তাঁর ভাষণসমূহ লেনিন যেগুলির বারবার উল্লেখ করতেন, সেই প্রবন্ধসমূহে পার্টির একনায়কত্ব সম্পর্কে **একটি শব্দও**, আক্ষরিক অর্থে **একটি শব্দও**, আমরা দেখতে **পাই না**।

এসব কি সূচিত করে?

এসব সূচিত করে:

(ক) লেনিন 'পার্টির একনায়কত্ব' সূত্রটিকে অনিন্দনীয় ও যথাযথ মনে করতেন না, যে কারণে লেনিনের রচনাবলীতে সূত্রটির ব্যবহার অতি বিরল

এবং কখনো কখনো সূত্রটিকে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে ,

(খ) বিরোধীদের সঙ্গে বিতর্কে সামান্য যে কয়েকটি উপলক্ষে লেনিন পার্টির একনায়কত্ব সম্পর্কে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেগুলিতে তিনি সাধারণতঃ '**একটি** পার্টির একনায়কত্বের' কথা উল্লেখ করেছিলেন, অর্থাৎ এই ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন যে আমাদের পার্টি **এককভাবে** ক্ষমতা ধারণ করে, **অন্যান্য** পার্টিগুলির সঙ্গে ক্ষমতা **ভাগ করে নেয় না**। অধিকন্তু, তিনি সব সময়ে এটি স্পষ্টভাবে রেখেছিলেন যে, **শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কে** পার্টির একনায়কত্বের অর্থ হল পার্টির নেতৃত্ব, তার নেতৃত্বের ভূমিকা ;

(গ) যে সমস্ত ঘটনায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থায় পার্টির ভূমিকার একটি বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন, সেগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কে তিনি **কেবলমাত্র** পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকার কথাই বলেছিলেন (এরূপ হাজার হাজার ঘটনা আছে) ;

(ঘ) এইজন্যই পার্টির ভূমিকার ওপর মূল প্রস্তাবে 'পার্টির একনায়কত্ব' সূত্রটি অন্তর্ভুক্ত করতে কখনো লেনিনের 'স্মরণপথে উদয়' হয়নি—কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের কথা মনে করেই আমি এ কথা বলছি ;

(ঙ) যে সমস্ত কমরেড পার্টির 'একনায়কত্বকে' এবং সেইহেতু 'নেতাদের একনায়কত্বকে' শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করেন, তাঁরা লেনিনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল করছেন এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অদূরদর্শী, কেননা তাঁরা তদ্দ্বারা অগ্রবাহিনী এবং শ্রেণীর মধ্যে সঠিক পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের জন্য শর্তগুলি লংঘন করছেন।

এটা ছাড়াও 'পার্টির একনায়কত্ব' সূত্রটি যখন উপরিউক্ত শর্তগুলি ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হয় তখন তা আমাদের বাস্তব কাজে বেশ কতকগুলি বিপদ এবং রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটাতে পারে। শর্তগুলি ছাড়া এই সূত্র গ্রহণ করলে যেন বলা হয় :

(ক) **ব্যাপক পার্টি-নিরপেক্ষ জনসাধারণের প্রতি :** প্রতিবাদ করতে সাহস কর না, তর্ক করতে সাহস কর না, কেননা পার্টি সবকিছুই করতে পারে, কেননা আমাদের রয়েছে পার্টির একনায়কত্ব ;

(খ) **পার্টি ক্যাডারদের প্রতি :** আরও সাহসের সঙ্গে কাজ কর, স্ক্রু আরও দৃঢ় কর, ব্যাপক পার্টি-নিরপেক্ষ জনগণ যা বলে তাতে কর্ণপাত করার

কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের আছে পার্টির একনায়কত্ব ;

(গ) **পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি :** কতকটা পরিমাণ আত্মসন্তুষ্টির বিলাসে তোমরা প্রবৃত্ত হতে পার, এমনকি আত্মগর্বীও হতে পার, কারণ আমাদের আছে পার্টির একনায়কত্ব এবং 'সুতরাং' আছে নেতাদের একনায়কত্ব।

ঠিক ঠিক এই মুহূর্তে, এই সময়পর্বে যখন ব্যাপক জনসাধারণের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বাড়ছে, যখন ব্যাপক জনগণের কথায় মনোযোগ দেবার ব্যাপারে পার্টির তৎপরতা আমাদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান, যখন ব্যাপক জনগণের প্রয়োজনসমূহের দিকে মনোযোগ দেওয়া আমাদের পার্টির একটি কর্মবিধি, যখন পার্টির নীতিতে বিশেষ সতর্কতা এবং বিশেষ নমনীয়তা দেখানো পার্টির পক্ষে কর্তব্যকাজ, যখন ব্যাপক জনসাধারণকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেবার করণীয় কাজে আত্মগর্বী হবার বিপদ হল পার্টির সম্মুখে অবস্থিত সর্বাধিক গুরুতর বিপদের অন্যতম, তখন এইসব বিপদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সময়োচিত।

আমাদের পার্টির একাদশ কংগ্রেসে লেনিনের মহা মূল্যবান কথাগুলি কেউ স্মরণ না করে পারে না :

> 'ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে আমরা (কমিউনিস্টরা—জে. স্তালিন) মোটের ওপর হলাম মহাসাগরে এক বিন্দু জলমাত্র, এবং আমরা শাসন চালাতে পারি একমাত্র তখনই যখন জনগণ যে-বিষয় সম্বন্ধে সচেতন তা আমরা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারি। যদি আমরা তা না করি, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে পরিচালিত করবে না, শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপক জনগণকে নেতৃত্ব দেবে না, এবং সমস্ত যন্ত্রটি ধ্বসে পড়বে' (২৭শ খণ্ড, পৃ: ২৫৬)।

'জনগণ যার সম্বন্ধে সচেতন তাই যথাযথভাবে প্রকাশ করা'—এটাই হল যথার্থ প্রয়োজনীয় শর্ত যা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থায় পার্টির পক্ষে প্রধান চালিকাশক্তির সম্মানীয় ভূমিকা নিশ্চিত করে।

৬। একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্ন

লেনিবাদের ভিত্তিসমূহ পুস্তিকাটিতে (১৯২৪ সালের মে মাস, প্রথম সংস্করণ) একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নে দুটি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপদান আছে। এদের প্রথমটিতে বলা হয়েছে :

'বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য অগ্রসর দেশের সবগুলি, অন্ততঃ তাদের অধিকাংশের, শ্রমিকশ্রেণীসমূহের যৌথ সংগ্রামের প্রয়োজন হবে, এটি ধরে নিয়ে, পূর্বে, একটিমাত্র দেশে বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব বিবেচনা করা হতো। এই দৃষ্টিভঙ্গি এখন আর তথ্যসমূহের সঙ্গে খাপ খায় না। এখন নিশ্চিতরূপে এরূপ বিজয়ের সম্ভাবনা থেকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে, কেননা সাম্রাজ্যবাদের অবস্থাসমূহের অধীনে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের বিকাশের অসম ও আকস্মিক চরিত্র, সাম্রাজ্যবাদের ভেতরে বিপর্যয়মূলক বিরোধিতার অগ্রগতি, যার ফলে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ ঘটে, বিশ্বের সমস্ত দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশ—এ সমস্তই একক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়লাভের শুধু সম্ভাবনার দিকে নয়, প্রয়োজনীয়তার দিকেও পরিচালিত করে' (**লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহ**[২৬] দ্রষ্টব্য)।

এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ সঠিক এবং এর ওপর কোন মন্তব্যের দরকার হয় না। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা, যারা অন্যান্য দেশের বিপ্লবের যুগপৎ বিজয় ব্যতিরেকে, একটিমাত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল কাল্পনিক বলে মনে করে, তাদের তত্ত্বের বিরুদ্ধে এই বক্তব্য পরিচালিত।

কিন্তু **লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহ** পুস্তিকাটিতে একটি দ্বিতীয় সূত্রায়ন আছে, যা বলছে :

'কিন্তু একটিমাত্র দেশে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অর্থ এখনোও এই নয় যে, সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রের প্রধান করণীয় কাজ—সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন—এখনো সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু কয়েকটি উন্নত দেশের শ্রমিকশ্রেণীসমূহের যুক্ত প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে, এই কর্তব্যকাজ কি সম্পাদন করা যায়, যায় কি একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা? না, তা যায় না। বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করতে একটি দেশের শক্তি প্রয়োগই যথেষ্ট; এটি আমাদের বিপ্লবের ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠনের জন্য একটিমাত্র দেশ, বিশেষ করে রাশিয়ার মতো কৃষকপ্রধান দেশের কঠোর প্রচেষ্টাসমূহ যথেষ্ট নয়; তার জন্য কয়েকটি উন্নত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কঠোর প্রচেষ্টা প্রয়োজন' (**লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহ**, প্রথম সংস্করণ[২৭] দ্রষ্টব্য)।

এই দ্বিতীয় সূত্রায়নটি পরিচালিত হয়েছিল লেনিনবাদের সমালোচকদের দৃঢ় ঘোষণার বিরুদ্ধে, ট্রটস্কিপন্থীদের বিরুদ্ধে, যারা ঘোষণা করেছিল যে, অন্যান্য দেশসমূহে বিজয়লাভের অনুপস্থিতিতে একটিমাত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব 'রক্ষণশীল ইউরোপের সরাসরি বিরোধিতার সম্মুখে স্থায়ী হতে' পারে না।

এতদূর পর্যন্ত—কিন্তু কেবলমাত্র এতদূর পর্যন্তই—এই সূত্রায়ন তখন (১৯২৪ সালের মে মাসে) পর্যাপ্ত ছিল এবং নিঃসন্দেহে এটা কিছুটা কাজে এসেছিল।

পরবর্তীকালে কিন্তু পার্টিতে যখন এই ক্ষেত্রে লেনিনবাদের সমালোচনা আগেই কাটিয়ে ওঠা গেছে, যখন একটি নতুন প্রশ্ন সামনে এসে পড়েছে—বিদেশ থেকে সাহায্য ব্যতিরেকে, একটি দেশের কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা একটি পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনার প্রশ্ন—দ্বিতীয় সূত্রায়নটি স্পষ্টতঃই অপূর্ণাঙ্গ হয়ে পড়ল, এবং সেজন্য তা সঠিক নয়।

এই সূত্রায়নটির ত্রুটি কি?

এর ত্রুটি হল এই যে, এটি দুটি বিভিন্ন প্রশ্নকে সংযুক্ত করে; একটি দেশের কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার **সম্ভাবনার** প্রশ্নটিকে—যার জবাব অবশ্যই হাঁ-সূচক বাক্যে দিতে হবে—সংযুক্ত করছে এই প্রশ্নটির সঙ্গে যে, একটি দেশ যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বিরাজ করছে, হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং সেইহেতু পুরানো ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অন্য কতকগুলি দেশে বিজয়ী বিপ্লব ব্যতিরেকে, সেই দেশটি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গ্যারান্টিপ্রাপ্ত মনে করতে পারে কিনা—যার জবাব নিশ্চিতরূপে না-সূচক বাক্যে দিতে হবে। এটি এই ঘটনা থেকে পৃথক যে, এই সূত্রায়ন এইরকম চিন্তা করার সুযোগ দিতে পারে যে, একটিমাত্র দেশের কঠোর প্রচেষ্টাসমূহের দ্বারা একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংগঠন অসম্ভব—যা, অবশ্য, সঠিক নয়।

এই যুক্তিতে **অক্টোবর বিপ্লব ও রাশিয়ার কমিউনিস্টদের রণকৌশল** (ডিসেম্বর, ১৯২৪), আমার পুস্তিকাটিতে আমি এই সূত্রায়নটিকে পরিবর্তন ও সংশোধন করেছিলাম; প্রশ্নটিকে দুভাগে ভাগ করেছিলাম—**বুর্জোয়া ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ গ্যারান্টির** প্রশ্ন এবং একটিমাত্র দেশে **একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনার** প্রশ্ন। এটা করা হয়, প্রথমতঃ, 'সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়কে', 'পুরানো ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ গ্যারান্টি' হিসেবে ব্যবহার করে, যেটি সম্ভব শুধুমাত্র 'কতকগুলি দেশের শ্রমিকশ্রেণীসমূহের যুক্ত প্রচেষ্টার'

মাধ্যমে; এবং, দ্বিতীয়তঃ, **সমবায় প্রসঙ্গে**[২৮] নামক লেনিনের পুস্তিকার ভিত্তিতে এই অকাট্য সত্য ঘোষণা করে যে একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়বার পক্ষে প্রয়োজনীয় যা কিছু সমস্তই আমাদের আছে (**অক্টোবর বিপ্লব ও রাশিয়ার কমিউনিস্টদের রণকৌশল** দেখুন)*।

প্রশ্নটির এই নতুন সূত্রায়নই, 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং রু. ক. পা (ব)-র করণীয় **কাজসমূহ**,'[২৯] চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের এই সুবিদিত প্রস্তাবের ভিত্তি গঠন করেছিল; প্রস্তাবটি পুঁজিবাদের সুস্থিতি সম্পর্কে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্ন পরীক্ষা করে (এপ্রিল, ১৯২৫), 'বিবেচনা করে যে আমাদের দেশের কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়।

চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই, ১৯২৫ সালের মে মাসে প্রকাশিত **রু. ক. পা (ব)-র চতুর্দশ সম্মেলনের কাজের ফলাফলসমূহ** নামক পুস্তিকাটির ভিত্তি হিসেবে এই নতুন সূত্রায়নটি কাজ করেছিল।

একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্ন উপস্থাপিত করা সম্পর্কে, এই পুস্তিকাটি বলছে:

'আমাদের দেশে দুই ধরনের বিরোধিতা রয়েছে। একটি ধরন শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা রয়েছে সেগুলি নিয়ে গঠিত (এটি একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের বিষয় নিয়ে উল্লিখিত—জে. স্তালিন)। অন্য ধরনটি সমাজতন্ত্রের দেশ হিসেবে আমাদের দেশ এবং পুঁজিবাদের দেশ হিসেবে অন্য সমস্ত দেশের মধ্যে যে বহিঃস্থ বিরোধিতাসমূহ রয়েছে, সেগুলি নিয়ে গঠিত (এটি সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের বিষয় নিয়ে উল্লিখিত—জে. স্তালিন)।'... 'বিরোধিতাসমূহের প্রথম ধরনটি যেগুলি একটিমাত্র দেশের কঠোর প্রচেষ্টাসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে ওঠা যায়, বিরোধিতাসমূহের দ্বিতীয় ধরন, যাদের সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় কতকগুলি দেশের শ্রমিকশ্রেণী-সমূহের প্রচেষ্টা—এই দুই ধরনের মধ্যে যে-কেউ তালগোল পাকিয়ে ফেলে, সে-ই লেনিনবাদের বিরুদ্ধে বিরাট ভুল করে। হয় সে একজন জড়বুদ্ধি, না হয় সংশোধনের অসাধ্য একজন সুবিধাবাদী (**রু. ক. পা (ব)-র**

---

* **লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহ** পুস্তিকার পরবর্তী সংস্করণসমূহের প্রশ্নটির এই নতুন সূত্রায়ন পুরানোটির বদলী হিসেবে লিখিত হয়।

চতুর্দশ সম্মেলনের কাজের ফলাফলসমূহ[৩০] দ্রষ্টব্য)।

একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের **বিজয়ের** প্রশ্নে পুস্তিকাটি বলছে :

'আমরা সমাজতন্ত্র গঠন করতে পারি এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক-সমাজকে একত্রে নিয়ে আমরা তা গঠন করব'···কেননা 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে আমাদের আছে···সমস্ত আভ্যন্তরীণ অসুবিধাসমূহ অতিক্রম করে একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ করার পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয় সে সমস্তই, যেহেতু আমাদের নিজেদের কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা সেগুলি আমরা অতিক্রম করতে পারি এবং অবশ্যই করব' (ঐ[৩১])।

সমাজতন্ত্রের **চূড়ান্ত** জয়ের প্রশ্নে পুস্তিকাটি বলছে :

হস্তক্ষেপের চেষ্টার বিরুদ্ধে, অতএব পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে, 'সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়, পরিপূর্ণ গ্যারান্টি। কেননা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন গুরুতর প্রচেষ্টা শুধুমাত্র বাইরে থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনে, শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পুঁজির সমর্থনেই ঘটতে পারে। সেইজন্য সমস্ত দেশের শ্রমিকদের দ্বারা আমাদের বিপ্লবকে সমর্থন, এবং আরও বেশি, অন্ততঃ কয়েকটি দেশে শ্রমিকদের বিজয়, হস্তক্ষেপ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়ী দেশকে সম্পূর্ণরূপে গ্যারান্টি দেবার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, একটি প্রয়োজনীয় শর্ত সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের পক্ষেও' (ঐ[৩২])।

কেউ হয়তো ভাববেন, বক্তব্যটি পরিষ্কার।

এটি সুবিদিত যে এই প্রশ্নটি একই অর্থে আলোচিত হয়েছিল আমার পুস্তিকা **প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ**-এ (জুন, ১৯২৫) এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)-র চতুর্দশ কংগ্রেসের (ডিসেম্বর, ১৯২৫) নিকট কেন্দ্রীয় কমিটির প্রদত্ত রাজনৈতিক রিপোর্টে[৩৩]।

এরূপই হল তথ্যসমূহ।

আমি মনে করি, এই সমস্ত তথ্য জিনোভিয়েভ সহ সমস্ত কমরেডেরই জানা।

যদি এখন, পার্টিতে মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রায় দু'বছর পরে এবং চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনে (এপ্রিল, ১৯২৫) যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল তার পরে, চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে (ডিসেম্বর, ১৯২৫) আলোচনায় তাঁর জবাবে যদি জিনোভিয়েভ ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে লিখিত স্তালিনের পুস্তিকার পুরানো এবং একেবারেই অপূর্ণাঙ্গ সূত্রায়ন খুঁড়ে বের করা এবং একটিমাত্র দেশে

সমাজতন্ত্রের বিজয় সংক্রান্ত আগেই মীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য তাকে ভিত্তি করা সমীচীন মনে করেন—তাহলে তাঁর এই বিশেষ চাতুরি এটাই দেখায় যে, এই প্রশ্নে তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। পার্টি সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পর তাকে পেছনের দিকে টানা, চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনামের[৩৪] দ্বারা অনুমোদিত হবার পর প্রস্তাবটিকে কৌশলে এড়ানোর অর্থ হল, বিরোধসমূহের মধ্যে হতাশভাবে জড়িয়ে পড়া, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার আদর্শে কোন বিশ্বাস না রাখা, লেনিনের পথ পরিত্যাগ করা এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া।

একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের **সম্ভাবনার** অর্থ কি?

এর অর্থ হল, আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মধ্যে বিরোধগুলি সমাধান করার সম্ভাবনা, এর অর্থ হল শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল এবং অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সহানুভূতি ও সমর্থন সহ, কিন্তু অন্যান্য দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রাথমিক বিজয়লাভ ব্যতিরেকে, ক্ষমতা ব্যবহার করে আমাদের দেশে একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা।

এরূপ সম্ভাবনা ব্যতীত সমাজতন্ত্র গঠন করা হল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ ছাড়াই গঠন করা, সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা হবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে গঠন করা। আমরা যে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে, আমাদের দেশের প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা আমাদের দেশে একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে একটি **অনতিক্রম্য** বাধা নয়, সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে সমাজতন্ত্র গঠনে প্রবৃত্ত হওয়া কোন কাজে লাগে না। এরূপ সম্ভাবনা অস্বীকার করার অর্থ হল সমাজতন্ত্র গঠনের ব্যাপারে অবিশ্বাস, লেনিনবাদ থেকে ভিন্নপথে গমন।

অন্যান্য দেশে বিপ্লবের বিজয় ব্যতীত একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ চূড়ান্ত বিজয়লাভের **অসম্ভাব্যতার** অর্থ কি?

এর অর্থ হল অন্ততঃ কিছুসংখ্যক দেশে বিপ্লবের বিজয় ব্যতীত, হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং সেইহেতু বুর্জোয়া ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ গ্যারান্টি পাওয়ার অসম্ভাব্যতা। এই তর্কাতীত তত্ত্ব অস্বীকার করার অর্থ হল আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে ভিন্ন পথে যাওয়া, লেনিনবাদ থেকে সরে যাওয়া।

লেনিন বলেছেন, 'আমরা শুধু একটি রাষ্ট্রে বাস করছি না। বাস করছি রাষ্ট্রসমূহের একটি ব্যবস্থার মধ্যে, এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি দীর্ঘকাল ধরে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব অচিন্তনীয়। পরিণামে একটি বা অন্যটি বিজয়লাভ করবে। এবং সেই পরিণতি আসার আগে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ধারাবাহিক ভয়াবহ সংঘর্ষসমূহ অপরিহার্য। এর অর্থ হল, যদি শাসকশ্রেণী—শ্রমিকশ্রেণী—শাসন করতে চায়, এবং শাসন করবে, তাহলে তার সামরিক সংগঠন দ্বারা তা প্রমাণ করতে হবে' (২৩শ খণ্ড, পৃঃ ১২২)।

বইয়ের আর একটি অংশে লেনিন বলেছেন, 'আমাদের সামনে রয়েছে একটি নিশ্চিত ভারসাম্য, যা সর্বোচ্চ মাত্রায় অস্থায়ী, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ভারসাম্য প্রশ্নাতীত, তর্কাতীত। এটি কি দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে? আমি জানি না, এবং আমি মনে করি, তা জানা অসম্ভব। এবং সেইজন্য আমাদের অত্যন্ত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের নীতির প্রথম বিধি, গত বছরে আমাদের সরকারের কাযকলাপ থেকে শিক্ষণীয় প্রথম শিক্ষা, যে শিক্ষাটি সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক অবশ্যই শিখবে, তা হল আমাদের নিশ্চিতরূপে সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, আমরা সেই সমস্ত মানুষ, শ্রেণীসমূহ এবং সরকারগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত যারা আমাদের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে। আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, আমরা সব সময়েই প্রত্যেক ধরনের আক্রমণ থেকে মাত্র স্বল্প ব্যবধানে রয়েছি' (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ১১৭)।

বক্তব্যটি পরিষ্কার, একজন ভাববেন।

একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্ন সম্পর্কে জিনোভিয়েভ কি বলেন?

শুনুন :

'সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের অর্থ হল, অন্ততঃপক্ষে : (১) শ্রেণী-সমূহের বিলোপ, এবং সেইজন্য (২) একটি শ্রেণীর একনায়কত্বের বিলোপ, এইক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব'...জিনোভিয়েভ আরও বলছেন, 'এখানে, ইউ. এস. এস. আর'-এ। ১৯২৫ সালে প্রশ্নটি কিভাবে রয়েছে সে সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা পেতে হলে, আমাদের দুটি বস্তুর মধ্যে অবশ্যই

পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে : (১) সমাজতন্ত্র গড়ে তোলায় প্রবৃত্ত হবার নিশ্চিত **সম্ভাবনা**—এরূপ একটি সম্ভাবনা যুক্তিসঙ্গতরূপে একটি দেশের সীমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে কল্পনীয়, এবং (২) সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত গঠন ও সংহতি অর্থাৎ একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ অর্জন করা।'

এ সমস্ত কি অর্থ বোঝায় ?

এটি এই অর্থ বোঝায় যে, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় দ্বারা জিনোভিয়েভ বোঝেন যে, তা হস্তক্ষেপ এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি নয়, কিন্তু তা সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এবং একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দ্বারা জিনোভিয়েভ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সেই ধরন বোঝেন যার ফলে সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা যায় না এবং যাবে না। এলোমেলোভাবে, সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ছাড়াই সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা, যদিও একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা অসম্ভব—এরূপই হল জিনোভিয়েভের অবস্থা।

সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায় না, এ কথা জেনে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার **সম্ভাবনা ছাড়া**, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলায় প্রবৃত্ত হওয়া—এরূপই হল অস্বাভাবিকতা যাতে জিনোভিয়েভ নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন।

কিন্তু এটা হল প্রশ্নটিকে নিয়ে বিদ্রূপ করা ; তার কোন সমাধান নয়।

চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে আলোচনায় জিনোভিয়েভের জবাব থেকে একটি উদ্ধৃত অংশ হল :

> 'দৃষ্টান্তস্বরূপ, কমরেড ইয়াকোভ্লেভ গত কুরস্ক, গুবেনিয়া পার্টি সম্মেলনে যে কথা বলেছিলেন সেদিকে দৃষ্টি দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : "আমরা যেভাবে চারিদিকেই পুঁজিবাদী দেশগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছি, এরূপ অবস্থায় আমাদের পক্ষে একটিমাত্র দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গঠন করা কি সম্ভব?" এবং তিনি জবাব দিচ্ছেন : "যা কিছু বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছি, আমাদের শুধু এ কথা বলার অধিকার নেই, এ কথা বলারও অধিকার আছে যে, আপাততঃ আমরা একাকী রয়েছি, এ ঘটনা সত্ত্বেও, আপাততঃ আমরা একমাত্র সোভিয়েত দেশ, বিশ্বে একমাত্র সোভিয়েত রাষ্ট্র এ ঘটনা

সত্ত্বেও আমরা সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলব" (**কুরস্কায়া প্রাভদা,** সংখ্যা ২৭৯, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৫)। জিনোভিয়েভ জিজ্ঞাসা করছেন, '**প্রশ্নটি উপস্থাপিত করার এটি কি লেনিনবাদী পদ্ধতি? এটি কি জাতিগত সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দেয় না?**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

অতএব, জিনোভিয়েভের বক্তব্য অনুযায়ী একটিমাত্র দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা স্বীকার করার অর্থ হল, জাতিগত সংকীর্ণ মানসিকতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। বিপরীতে, এরূপ সম্ভাবনা অস্বীকার করার অর্থ হল, আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা।

কিন্তু তা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী অংশগুলির ওপর বিজয়লাভের জন্য সংগ্রাম করা কি উপযুক্ত? এর থেকে কি এটা বেরিয়ে আসে না যে এরূপ বিজয় অসম্ভব?

আমাদের দেশের পুঁজিবাদী অংশগুলির নিকট আত্মসমর্পণ—জিনোভিয়েভের তর্কের লাইনের অন্তর্নিহিত যুক্তি আমাদিগকে এইদিকেই পরিচালিত করে।

এবং এই অযৌক্তিকতা, যার সাথে লেনিনবাদের কোন সম্পর্ক নেই, তাকেই জিনোভিয়েভ 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' বলে, 'শতকরা ১০০ ভাগ লেনিনবাদ' বলে আমাদের নিকট উপস্থিত করছেন!

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে জিনোভিয়েভ লেনিনবাদকে ত্যাগ করছেন এবং মেনশেভিক সুখানভের দৃষ্টিভঙ্গিতে পিছলিয়ে পড়ছেন।

লেনিনের বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। এমনকি অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে, ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন:

> 'অসম অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের একটি চূড়ান্ত নিয়ম। এইজন্য সমাজতন্ত্রের বিজয় প্রথমে কয়েকটি অথবা এমনকি পৃথকভাবে ধরে নেওয়া একটিমাত্র পুঁজিবাদী দেশে সম্ভব। ওই দেশের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদীদের সম্পত্তি থেকে দখলচ্যুত করে এবং **সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া —জে. স্তালিন) অন্যান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণীসমূহকে তার স্বার্থের দিকে

আকৃষ্ট করে, ওই সমস্ত দেশে পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলে, এবং প্রয়োজনে শোষকশ্রেণীসমূহ এবং তাদের রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এমনকি সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে এসে অবশিষ্ট দুনিয়া, পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করবে' (১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২-৩৩)।

লেনিনের কথাগুলি, 'পুঁজিবাদীদের···সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করে', যার ওপর আমি জোর দিয়েছি, তার অর্থ কি? তার অর্থ হল এই যে, বিজয়ী দেশের শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত **করতে পারে** এবং **অবশ্যই** করবে। এবং 'সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করার' অর্থ কী? এর অর্থ হল, একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা। এটা প্রমাণ করার বড় একটা দরকার পড়ে না যে লেনিনের এই স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট বক্তব্যের ওপর আর কোন মন্তব্যের প্রয়োজন হয় না। নচেৎ ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখলের জন্য লেনিনের আহ্বান উপলব্ধির অতীত হতো।

আপনারা দেখছেন, জিনোভিয়েভের তালগোল পাকানো এবং লেনিনবাদ-বিরোধী 'তত্ত্ব' যে, 'একটি দেশের সীমার মধ্যে' আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত হতে পারি, যদিও সম্পূর্ণরূপে তা গড়ে তোলা **অসম্ভব**, তার তুলনায় লেনিনের এই স্পষ্ট তত্ত্বের পার্থক্য পৃথিবী থেকে স্বর্গের পার্থক্যের মতোই।

শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পূর্বে ১৯১৫ সালে, লেনিন ওপরে উদ্ধৃত বিবৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ ক্ষমতা দখলের অভিজ্ঞতার পর, ১৯১৭ সালের পরে, লেনিন তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন? ১৯২৩ সালে লিখিত লেনিনের পুস্তিকা **সমবায় প্রসঙ্গে**-এর দিকে নজর দেওয়া যাক:

> লেনিন বলছেন, 'বাস্তবিকপক্ষে, উৎপাদনের সমস্ত বৃহদায়তন উপায়-সমূহের ওপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, বহু লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র কৃষকদের সঙ্গে এই শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী, কৃষকসমাজের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নিশ্চিত নেতৃত্ব ইত্যাদি—সমবায় এবং একমাত্র সমবায়সমূহ থেকে একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য যা সব প্রয়োজন এগুলিই কি তা নয়?—এই সমবায়-গুলিকে আমরা পূর্বে দরাদরি করার সংস্থা হিসেবে তাচ্ছিল্য করতাম

এবং এখন নেপ্-এর অধীনে, একটি নিশ্চিত দিক থেকে তাদের এভাবে তাচ্ছিল্য করার আমাদের অধিকার আছে। **একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য যা সব প্রয়োজন, এগুলিই কি সেসব নয়?** এটা এখনো সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা নয়। কিন্তু **এই গড়ে তোলার পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন এবং পর্যাপ্ত এটা হল তাই**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া —জে. স্তালিন) (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২)।

অন্য কথায়, আমরা একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে পারি এবং আমাদের অবশ্যই তা গড়ে তুলতে হবে, কেননা এই গড়ে তোলার পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন এবং পর্যাপ্ত তা আমাদের আয়ত্তে আছে।

আমি মনে করি, অধিকতর স্পষ্টভাবে কারও নিজেকে প্রকাশ করা দুরূহ হবে।

লেনিনের এই চিরায়ত তত্ত্বের সঙ্গে জিনোভিয়েভ যে ইয়াকোভ্লেভকে লেনিনবাদ-বিরোধী তিরস্কার করেছিলেন, তার তুলনা করুন, তাহলে আপনারা উপলব্ধি করবেন যে একটিমাত্র দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা সম্পর্কে লেনিনের কথাগুলিকে ইয়াকোভ্লেভ মাত্র পুনরাবৃত্তি করছিলেন, উল্টোদিকে, জিনোভিয়েভ এই গবেষণামূলক প্রবন্ধকে আক্রমণ করে এবং ইয়াকোভ্লেভকে ভর্ৎসনা পূর্বক লেনিনকে ত্যাগ করে মেনশেভিক সুখানভের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন—এই দৃষ্টিভঙ্গি যে, প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতার জন্য আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব।

একজন শুধু বিস্মিত হতে পারে কেন আমরা ১৯১৭ সালে ক্ষমতা দখল করেছিলাম, যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ভরসা না করতাম। **১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের ক্ষমতা দখল করা উচিত হয়নি**—এটিই হল সিদ্ধান্ত যার দিকে জিনোভিয়েভের তর্কের লাইনের অন্তর্নিহিত যুক্তি আমাদের পরিচালিত করে।

আমি দৃঢ়ভাবে আরও ঘোষণা করছি যে, সমাজতন্ত্রের বিজয়ের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনাম সম্পর্কে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং রু. ক. পা (ব)-র করণীয় কাজসমূহ'—জিনোভিয়েভ চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের এই সুবিদিত প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ আমাদের পার্টির নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধেই গেছেন।

এই প্রস্তাবটির দিকে নজর দেওয়া যাক। একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে প্রস্তাবটিতে রয়েছে :

'দুটি সরাসরি বিরোধী সামাজিক প্রথার অস্তিত্ব পুঁজিবাদী অবরোধ, অর্থনৈতিক চাপের অন্যান্য রূপ, সশস্ত্র হস্তক্ষেপ, পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্রমাগত ভীতিপ্রদর্শনের উদ্ভব ঘটায়। সেইহেতু, **সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের গ্যারান্টি**, অর্থাৎ **পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি** হল কতকগুলি দেশে একটি বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।…' 'লেনিনবাদ শেখায় যে, বুর্জোয়া **পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ গ্যারান্টির অর্থে** সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক-সমূহের **চূড়ান্ত** বিজয় একমাত্র একটি আন্তর্জাতিক পরিধিতে সম্ভব।…' কিন্তু তা থেকে এটা **বেরিয়ে আসে না** যে, প্রযুক্তিগতভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর উন্নত দেশের "রাষ্ট্রীয় সাহায্য" (ট্রট্স্কি) ব্যতিরেকে রাশিয়ার মতো অনগ্রসর দেশে **একটি সম্পূর্ণরূপে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ** গড়ে তোলা অসম্ভব' (মোটা হরফ আমার দেওয়া —জে. স্তালিন) (প্রস্তাবটি দেখুন[৩৫])।

তাহলে আপনারা দেখছেন, জিনোভিয়েভ তাঁর বই **লেনিনবাদ**-এ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার **সম্পূর্ণ বিপরীতে** প্রস্তাবটিতে হস্তক্ষেপ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি হিসেবে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তাহলে আপনারা দেখছেন, চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের আলোচনার জবাবে ইয়াকোভ্লেভকে ভর্ৎসনা করার সময় জিনোভিয়েভ যা বলেছিলেন, **তার সম্পূর্ণ বিপরীতে**, প্রস্তাবটিতে প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর উন্নত দেশসমূহের 'রাষ্ট্রীয় সাহায্য' ছাড়াই রাশিয়ার মতো অনগ্রসর দেশে একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা স্বীকার করা হয়েছে।

একে অন্য কিভাবে বর্ণনা করা যায় যদি না তা চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাবের **বিরুদ্ধে** জিনোভিয়েভের পক্ষে সংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করা হয়?

অবশ্য, পার্টির প্রস্তাবসমূহ কখনো কখনো ভুল থেকে মুক্ত নয়। কখনো কখনো তাদের মধ্যে ভুল থাকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কেউ ধরে নিতে পারেন যে, চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাবেও কতকগুলি ভুল আছে। সম্ভবতঃ জিনোভিয়েভ মনে করেন যে, এই প্রস্তাবে ভুল রয়েছে। কিন্তু তাহলে তাঁকে

তা স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বলতে হবে, যা একজন বলশেভিকের পক্ষে শোভন। কিন্তু জিনোভিয়েভ, যে-কোন কারণেই হোক, সেরকম কিছু করছেন না। তিনি অন্য পথ বেছে নিতে পছন্দ করলেন, প্রস্তাবটি সম্পর্কে নীরব থেকে, প্রস্তাবের কোন প্রকাশ্য সমালোচনা করা থেকে বিরত থেকে, চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাবটিকে পেছন থেকে আক্রমণ করার পথ বেছে নিলেন। জিনোভিয়েভ স্পষ্টতঃই মনে করেন, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এইটিই প্রকৃষ্টতম পদ্ধতি হবে। এবং তাঁর মাত্র একটিই উদ্দেশ্য আছে অর্থাৎ—প্রস্তাবটির 'উন্নতিসাধন করা', লেনিনকে 'সামান্য একটু মাত্র' সংশোধন করা। এর জন্য বড় একটা প্রমাণের দরকার হয় না যে, জিনোভিয়েভ তাঁর হিসেবে ভুল করেছেন।

জিনোভিয়েভের ভুলের কারণ কি? এই ভুলের উৎস কি?

আমার মতে, এই ভুলের মূল জিনোভিয়েভের এই নিশ্চিত বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত আছে যে, আমাদের দেশের প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার পথে একটি **অনতিক্রমণীয়** বাধা, মূল নিহিত তাঁর এই বিশ্বাসের মধ্যে যে আমাদের দেশের প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতার জন্য শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলতে পারে না। এপ্রিল মাসের পার্টি সম্মেলনের পূর্বে[৩৬] পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ একবার এই তর্ক ওঠাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু একটা ধমক খেয়ে তাঁরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিতে তাঁরা **আনুষ্ঠানিকভাবে** রাজী হলেন। কিন্তু যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তা মেনে নিতে রাজী হলেন, তথাপি সব সময়ে জিনোভিয়েভ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। লেনিনগ্রাদ গুবেনিয়া পার্টি সম্মেলনের চিঠির 'জবাবে' আমাদের পার্টির মস্কো কমিটি রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটিতে[৩৭] সংঘটিত এই 'ঘটনা' সম্পর্কে যা বলছে তা হল:

'সম্প্রতি পলিটব্যুরোতে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ এই দৃষ্টিভঙ্গির ওকালতি করেন যে, যদি একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লব আমাদের উদ্ধারে না আসে, তাহলে আমাদের প্রযুক্তিগত এবং অনগ্রসরতার জন্য আমরা আভ্যন্তরীণ অসুবিধাগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারব না। কেন্দ্রীয় কমিটির বেশির ভাগ সদস্যের সাথে একত্রে, আমরা মনে করি, আমরা

সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারি, গড়ে তুলছি, এবং সম্পূর্ণরূপে তা গড়ে তুলব, আমাদের প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা আছে, তবুও এবং তৎসত্ত্বেও। অবশ্য, আমরা মনে করি, বিশ্ব বিজয়ের পরিস্থিতিসমূহের তুলনায়, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ অনেক বেশি মন্থরগতিতে চলবে; তৎসত্ত্বেও আমরা উন্নতিলাভ করছি এবং তা করতেই থাকব। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ যে মত পোষণ করেন, তা আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর এবং ব্যাপক কৃষকসাধারণ যারা তার নেতৃত্ব অনুসরণ করে, তাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের ওপর অবিশ্বাস প্রকাশ করে। আমরা বিশ্বাস করি যে, লেনিনবাদী নীতি ও মনোভাব থেকে এটা একটা ভিন্নপথে গমন' ('জবাব' দেখুন)।

চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনগুলির সময় এই দলিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। নিঃসন্দেহে কংগ্রেসে এই দলিলকে আক্রমণ করার জিনোভিয়েভের সুবিধা ছিল। এটা বৈশিষ্ট্যমূলক যে, আমাদের মস্কো কমিটির দ্বারা তাঁদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই গুরুতর অভিযোগের বিরুদ্ধে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ কোন যুক্তি খুঁজে পেলেন না। এটা কি আকস্মিক ছিল? আমি তা মনে করি না। স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, এই অভিযোগ ঠিক জায়গায় আঘাত করেছিল। জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ 'নীরবতার' দ্বারা এই অভিযোগের জবাব দিলেন, কেননা এই অভিযোগকে 'বাতিল করার মতো তাঁদের হাতে তাস' ছিল না।

আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে অনাস্থার জন্য জিনোভিয়েভকে অভিযুক্ত করা হয়েছে বলে 'নয়া বিরোধীশক্তি' অসন্তুষ্ট। কিন্তু যদি আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নের ওপর একটি সমগ্র বছরের আলোচনার পর, জিনোভিয়েভের দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো দ্বারা বাতিল করার পর (এপ্রিল, ১৯২৫), এই প্রশ্নে পার্টি একটা নির্দিষ্ট মতে উপনীত হবার পর, চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের সুবিদিত প্রস্তাবে (এপ্রিল, ১৯২৫) যা লিপিবদ্ধ হয়েছে—যদি এই সবের পরেও জিনোভিয়েভ তাঁর পুস্তকে **লেনিনবাদ**-এ পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করার সাহস করেন, তারপরে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে তিনি তাঁর এই বিরোধিতার পুনরাবৃত্তি করেন তাহলে এই সমস্তের, তাঁর একগুঁয়েমির, তাঁর ভুলে নাছোড়বান্দা থাকার ব্যাখ্যা আর কিভাবে করা যেতে পারে, যদি তা ব্যাখ্যা না করা হয় এই ঘটনার দ্বারা যে জিনোভিয়েভ আমাদের

দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের বিজয় সম্পর্কে অবিশ্বাসের দ্বারা সংক্রামিত, হতাশজনকভাবে সংক্রামিত ?

তাঁর এই অবিশ্বাসকে আন্তর্জাতিকতাবাদ হিসেবে গণ্য করা জিনোভিয়েভের মর্জি। কিন্তু কখন থেকে আমরা লেনিনবাদের একটি মৌলিক প্রশ্নে লেনিন-বাদ থেকে সরে যাওয়াকে আন্তর্জাতিকতাবাদ হিসেবে গণ্য করতে আরম্ভ করেছি ?

এটা বলা কি আরও সঠিক হবে না যে পার্টি নয়, জিনোভিয়েভই আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে অপরাধ করছেন ? কেননা আমাদের দেশটি, যে দেশ 'সমাজতন্ত্র গঠন করছে,' সেই দেশ যদি বিশ্ব-বিপ্লবের ঘাঁটি না হয়, তাহলে আর কি হবে ? কিন্তু যদি তা একটি সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ সম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলতে অক্ষম হয়, তাহলে তা কি বিশ্ব-বিপ্লবের প্রকৃত ঘাঁটি হতে পারে ? যদি তা (আমাদের দেশ—অনুবাদক) আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী অংশসমূহের ওপর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিজয়, সমাজ-তান্ত্রিক গঠনকর্মে বিজয় অর্জনে অসমর্থ হয় তাহলে তা কি সমস্ত দেশের শ্রমিকদের শক্তিশালী আকর্ষণ-কেন্দ্র থাকতে পারে, যা সে এখন নিঃসন্দেহে রয়েছে ? আমি মনে করি, না। কিন্তু এ থেকে কি এটি বেরিয়ে আসে না যে, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বিজয়ে অবিশ্বাসের, এরূপ অবিশ্বাসের প্রচারের ফলে বিশ্ব-বিপ্লবের ঘাঁটি হিসেবে আমাদের দেশের সুনামহানি হবে ? এবং আমাদের দেশের যদি সুনামহানি হয়, তাহলে বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলন দুর্বলতর হবে। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট মশাইরা শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে আমাদের নিকট থেকে কিভাবে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল ? এইটা প্রচার করে যে 'রাশিয়ানরা কোন কিছু অর্জন করবে না'। এখন যখন আমরা শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সমগ্র স্তরকে আকর্ষণ করছি এবং তার দ্বারা সারা বিশ্বে কমিউ-নিজ্‌মের অবস্থান শক্তিশালী করছি, তখন আমরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কি দিয়ে পর্যুদস্ত করছি ? সমাজতন্ত্র গড়ে তোলায় আমাদের সাফল্যগুলির দ্বারা। তাহলে এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে, যে-কেউই সমাজতন্ত্র গঠনে আমাদের সাফল্যগুলি সম্পর্কে অবিশ্বাস প্রচার করে, সে-ই পরোক্ষভাবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সাহায্য করে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংগ্রামের দ্রুতগতিকে হ্রাস করে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে ভিন্ন-পথে যায় ?…

আপনারা দেখছেন, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্নে তাঁর

'শতকরা ১০০ ভাগই লেনিনবাদ'-এর তুলনায় তাঁর 'আন্তর্জাতিকতাবাদ'-এ জিনেভিয়েভের অবস্থান খুব বেশি ভাল নয়।

এরজন্যই চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস 'সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ব্যাপারে অবিশ্বাস' হিসেবে, 'লেনিনবাদের বিকৃতি'[৩৮] হিসেবে সংজ্ঞা দিয়ে 'নয়া বিরোধীশক্তি' মতামতের সঠিক সংজ্ঞাই নিরূপণ করেছিলেন।

৭। সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বিজয়ের জন্য সংগ্রাম

আমি মনে করি, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বিজয়ে অবিশ্বাস 'নয়া বিরোধীশক্তির' প্রধান ভুল। আমার মতে, এটাই হল প্রধান ভুল, যা থেকে 'নয়া বিরোধীশক্তির' অন্য সমস্ত ভুল নির্গত হয়েছে। নেপ্, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের প্রকৃতি, পুঁজিবাদের একনায়কত্বের অধীনে সমবায়সমূহের ভূমিকা, কুলাকদের সঙ্গে লড়াই করার পদ্ধতিসমূহ, মাঝারি কৃষকসমাজের ভূমিকা ও গুরুত্বের প্রশ্নসমূহে 'নয়া বিরোধীশক্তির' ভুল—এই সমস্ত ভুলই বিরোধীদের প্রধান ভুল, আমাদের দেশের কঠোর প্রচেষ্টাসমূহের দ্বারা একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার সম্ভাবনায় অবিশ্বাস অনুসরণ করেই উদ্ভূত হয়েছে।

আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বিজয়ে অবিশ্বাসের অর্থ কি?

প্রথমতঃ, এই অবিশ্বাসের অর্থ হল, আমাদের দেশে বিকাশের কতকগুলি অবস্থার জন্য কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক অংশকে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের কাজে **টেনে আনা যায়**, এতে আস্থার অভাব।

দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হল, আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে যে মূল অবস্থানসমূহ অধিকার করে আছে, সে সমাজতান্ত্রিক গঠনক্রিয়ায় কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষক-সাধারণকে টেনে আনতে **সক্ষম**, এতে আস্থার অভাব।

এই সমস্ত যুক্তিরূপে উপস্থাপিত বিষয়গুলি থেকে বিরোধীরা অকথিতভাবে আমাদের বিকাশের পথগুলি সম্পর্কে তাদের যুক্তিতর্কে অগ্রসর হয়—সচেতনভাবেই করুক বা অচেতনভাবেই করুক, তাতে কিছু এসে যায় না।

সোভিয়েত কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক অংশকে কি সমাজতান্ত্রিক গঠনক্রিয়ায় টেনে আনা যায়?

লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহ পুস্তিকাটিতে এই বিষয়বস্তুর ওপর প্রধান দুটি তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ আছে :

(১) 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষকসমাজের সাথে পশ্চিমের কৃষকসমাজের অবশ্যই তালগোল পাকানো চলবে না। একটি কৃষকসমাজ, যে তিনটি বিপ্লবের শিক্ষার ভেতর দিয়ে গিয়েছে, যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রমিকশ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে জার এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, একটি কৃষকসমাজ, যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের হাত থেকে জমি ও শান্তি পেয়েছে এবং এজন্য শ্রমিকশ্রেণীর মজুতবাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে—এরূপ একটি কৃষকসমাজ, যে কৃষকসমাজ বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়কালে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে লড়াই করেছিল, যে সেই বুর্জোয়াদের হাত থেকে জমি পেয়েছিল এবং সেইজন্য বুর্জোয়াদের মজুতবাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার থেকে পৃথক না হয়ে পারে না। এটা প্রমাণ করার বড় একটা দরকার হয় না যে, সোভিয়েত কৃষকসমাজ, যে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব এবং রাজনৈতিক সহযোগিতার মর্ম উপলব্ধি করতে শিখেছে, যে তার স্বাধীনতার জন্য এই বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার কাছে ঋণী, সে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য ব্যতিক্রমহীনভাবে অনুকূল বস্তুর অনুরূপ না হয়ে পারে না।'

(২) 'রাশিয়ার কৃষিকার্যকে পশ্চিমের কৃষিকার্যের সঙ্গে অবশ্যই তালগোল পাকানো চলবে না। সেখানে কৃষি, কৃষকসমাজের মধ্যে গভীর পৃথকীকরণের অবস্থাসমূহের অধীনে, একপ্রান্তে বৃহৎ বৃহৎ ভূ-সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক জমিদারী এবং অন্যপ্রান্তে নিঃস্বতা, চরম দারিদ্র্য এবং মজুরি দাসত্ব নিয়ে পুঁজিবাদের সাধারণ পথে অগ্রসর হচ্ছে। এইজন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং ধ্বংস সেখানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রাশিয়াতে সেরকম নয়। এখানে কৃষি সেরূপ পথে বিকশিত হতে পারে না, অন্য কোন কারণে না হলেও, এই কারণে যে, সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিত্ব এবং উৎপাদনের প্রধান প্রধান হাতিয়ার ও উপায়সমূহের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এরূপ বিকাশকে বাধা দেয়। একটি পৃথক পথে, সমবায়সমূহে লক্ষ লক্ষ ছোট এবং মাঝারি কৃষককে সংগঠিত করার পথে, গ্রামাঞ্চলে অগ্রাধিকারমূলক ঋণদানের সাহায্যে রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত একটি

ব্যাপক সমবায় আন্দোলন বিকশিত করার পথে, রাশিয়াতে কৃষির বিকাশ এগিয়ে যাবে। লেনিন সমবায় সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধসমূহে সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছিলেন যে, আমাদের দেশে কৃষির বিকাশ অবশ্যই এগিয়ে যাবে একটি নতুন পথে, সমবায়সমূহের মাধ্যমে কৃষকদের অধিকাংশকে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের মধ্যে টেনে আনার পথে, প্রথমে কেনাবেচা করার ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীকালে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষিকার্যে যৌথ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রবর্তন করার পথে।...

'এটা প্রমাণ করার বড় একটা প্রয়োজন হয় না যে, ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী জমিদারী এবং মজুরি দাসত্বের, দারিদ্র্য ও ধ্বংসের পথ অগ্রাহ্য করে কৃষকসমাজের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ আগ্রহ সহকারে বিকাশের এই নতুন পথকে গ্রহণ করবে।'[৩৯]

এইসব তত্ত্ব কি সঠিক?

আমি মনে করি দুটি তত্ত্বই সঠিক এবং নেপ্-এর অবস্থাধীনে আমাদের গঠনকার্যের সমগ্র সময়কালে তর্কাতীত।

উভয় তত্ত্বই শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নে, আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক বিকাশের প্রথায় কৃষি খামারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নে লেনিনের সুবিদিত তত্ত্বসমূহের শুধুমাত্র অভিব্যক্তি; তাঁর এই মর্মের প্রবন্ধসমূহ যে, শ্রমিকশ্রেণী কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক অংশের সঙ্গে একত্রে অবশ্যই সমাজতন্ত্রের দিকে অভিযান করবে, যে, কৃষকসমাজের বিরাট ব্যাপক অংশকে সমবায়সমূহে সংগঠিত করাই হল গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের রাজপথ, যে, আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে 'আমাদের পক্ষে, কেবলমাত্র সমবায় প্রথার অগ্রগতি হল...সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সমরূপ' (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬), দুটি বিষয়ই সেই প্রবন্ধসমূহের শুধুমাত্র অভিব্যক্তি।

বস্তুতঃ কোন্ পথ ধরে আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতির বিকাশ অগ্রসর হবে এবং অবশ্যই অগ্রসর হবে?

কৃষি অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয়। যদি কৃষি-খামারসমূহের সংখ্যায় অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠকে ধরা যায়, তাহলে কৃষি অর্থনীতি হল ক্ষুদ্র পণ্য অর্থনীতি। এবং কৃষি ক্ষুদ্র পণ্য অর্থনীতি কি? এটি হল পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত অর্থনীতি। এই অর্থনীতি পুঁজিবাদের

অভিমুখে বিকশিত হতে পারে, যেমন তা বিকশিত হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশ-গুলিতে, অথবা বিকশিত হতে পারে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে, যা তাকে আমাদের দেশে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে অবশ্যই করতে হবে।

কৃষি অর্থনীতির এই অস্থায়িত্ব, এই স্বনির্ভরতার অভাব কোথা থেকে আসে? কিভাবে এর ব্যাখ্যা করতে হবে?

এর ব্যাখ্যা করতে হবে কৃষি খামারসমূহের বিক্ষিপ্ত চরিত্র, তাদের সংগঠনের অভাব, শহরের ওপর, শিল্পের ওপর, ঋণদান প্রথার ওপর, দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার চরিত্রের ওপর নির্ভরতার দ্বারা, এবং সর্বশেষে এই সুবিদিত ঘটনার দ্বারা যে গ্রামাঞ্চল বস্তুগত এবং সাংস্কৃতিক উভয় ব্যাপারেই শহরকে অনুসরণ করে এবং অপরিহার্যভাবে অবশ্যই অনুসরণ করবে।

কৃষি অর্থনীতির বিকাশের ধনতান্ত্রিক পথের অর্থ হল একপ্রান্তে বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী, অন্যপ্রান্তে গণ-দারিদ্র্য সহ, কৃষকসমাজের মধ্যে গভীর পার্থক্যের মধ্য দিয়ে বিকাশ। পুঁজিবাদী দেশসমূহে বিকাশের এরূপ পথ অবশ্যম্ভাবী, কেননা গ্রামাঞ্চল, কৃষি অর্থনীতি শহর, শিল্প, শহরগুলিতে কেন্দ্রীভূত ঋণদান, রাষ্ট্রক্ষমতার চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল—এবং শহরগুলিতে বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী শিল্প, পুঁজিবাদী ঋণদান প্রথা এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রক্ষমতা প্রভাবসম্পন্ন ক্ষমতা ধারণ করে।

কৃষি খামারসমূহের বিকাশের এই পথ কি আমাদের দেশের পক্ষে বাধ্যতামূলক, যেখানে শহরগুলির রয়েছে একটি সম্পূর্ণ পৃথক চেহারা, যেখানে শিল্প রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে, যেখানে যানবাহন, ঋণদান প্রথা, রাষ্ট্রক্ষমতা ইত্যাদি শ্রমিকশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত, যেখানে জমির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ দেশের একটি সার্বজনীন আইন? অবশ্যই না। বরং অন্য কিছু। ঠিক যেহেতু শহরগুলি গ্রামাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেয় সেই সাথে আমাদের শহরগুলিতে রয়েছে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত মূল অবস্থানগুলিতে অধিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর শাসন,—ঠিক ঠিক এই কারণে কৃষি খামারগুলি তাদের বিকাশে একটি পৃথক পথ, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের পথ ধরে অবশ্যই অগ্রসর হবে।

এই পথটি কি?

এই পথটি হল সহযোগিতার সমস্ত ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ কৃষি খামারের সমবায়ে ব্যাপক সংগঠনের পথ, সমাজতান্ত্রিক শিল্পের চারিপাশে বিক্ষিপ্ত কৃষি খামার-গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ, প্রথমে কৃষিজাত দ্রব্যের **কেনাবেচা করা**

এবং কৃষি খামারগুলিকে শহরের শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য সরবরাহ করা এবং পরবর্তীকালে কৃষি-সংক্রান্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকদের মধ্যে সমবায় প্রথার উপাদানসমূহ ঢোকানোর পথ।

এবং আমরা যতই অগ্রসর হব, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে অবস্থাসমূহের অধীনে এই পথ ততই অপরিহার্য হয়ে পড়বে যেহেতু সমবায়ভিত্তিক কেনাবেচা, সমবায়ভিত্তিক সরবরাহ, এবং সর্বশেষে সমবায়ভিত্তিক ঋণদান এবং উৎপাদন ব্যবস্থা (কৃষি সমবায়সমূহ) হল গ্রামাঞ্চলের কল্যাণসাধনে উন্নতির একমাত্র পথ, একমাত্র পথ দারিদ্র্য এবং ধ্বংস থেকে কৃষকসমাজের বিরাট ব্যাপক অংশকে বাঁচানোর।

বলা হয়, আমাদের কৃষকসমাজ, তাদের অবস্থানের হেতু, সমাজতান্ত্রিক নয়, এবং, সেজন্য সমাজতান্ত্রিক বিকাশে অক্ষম। নিঃসন্দেহে, এটা সত্য যে, কৃষকসমাজ, তাদের অবস্থানের হেতু, সমাজতান্ত্রিক নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পথে কৃষি খামারগুলির বিকাশের বিরুদ্ধে এটা কোন যুক্তি নয়, একবার যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে যে, গ্রামাঞ্চল শহরকে অনুসরণ করে, এবং শহরগুলিতে সমাজতান্ত্রিক শিল্পই প্রভাবসম্পন্ন ক্ষমতা ধারণ করে। অক্টোবর বিপ্লবের সময়েও কৃষকসমাজ, তাদের অবস্থানের হেতু, সমাজতান্ত্রিক ছিল না এবং তা কোনভাবেই আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। সে সময় কৃষকসমাজ জমিদারদের ক্ষমতা বিলোপ, যুদ্ধের অবসান, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানতঃ সংগ্রাম করে। তৎসত্ত্বেও, তা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব অনুসরণ করে। কেন? যেহেতু বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখল সে সময়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার, শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র পথ ছিল। যেহেতু সে সময়ে আর কোন পথ ছিল না, থাকার সম্ভাবনাও ছিল না। যেহেতু আমাদের পার্টি কৃষকসমাজের নির্দিষ্ট স্বার্থসমূহ (জমিদারদের উচ্ছেদ, শান্তি প্রতিষ্ঠা)-এর সঙ্গে দেশের সাধারণ স্বার্থসমূহ (শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব)-এর—এবং কৃষক-সমাজের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের নিকট বশ্যতা স্বীকারও—সংযুক্তির সেই মাত্রা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছিল, যা কৃষকসমাজের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছিল। এবং সেজন্য কৃষকসমাজ, তার অ-সমাজ-তান্ত্রিক চরিত্র সত্ত্বেও, সে সময় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব অনুসরণ করল।

আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য সম্পর্কে এবং এই গঠনকার্যের খাতে কৃষকসমাজকে টেনে আনা সম্পর্কেও একই কথা বলতে হবে। কৃষক-সমাজ তার অবস্থানের হেতু অ-সমাজতান্ত্রিক। কিন্তু তাকে অবশ্যই সমাজ-তান্ত্রিক বিকাশের পথ নিতে হবে এবং তা নিশ্চিতরূপে সেই পথই নেবে, কেননা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া, সমবায়সমূহে কৃষকসমাজের ব্যাপক সংগঠন দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সাধারণ খাতে কৃষি অর্থনীতির অন্তর্ভুক্তি ছাড়া কৃষকসমাজকে দারিদ্র্য ও ধ্বংস থেকে বাঁচাবার আর কোন পথ নেই, আর কোন পথ থাকতে পারে না।

কিন্তু ঠিক ঠিক সমবায়সমূহে কৃষকসমাজের ব্যাপক সংগঠন দ্বারা কেন?

যেহেতু, সমবায়সমূহে ব্যাপক সংগঠনের মধ্যে 'আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থের সঙ্গে এই স্বার্থের রাষ্ট্রীয় তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের সংযুক্তির সেই মাত্রাটি দেখেছি, দেখেছি সাধারণ স্বার্থসমূহের কাছে বশ্যতার সেই মাত্রা' (লেনিন)[৪০], যা কৃষকসমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং সুবিধাজনক এবং যা কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক অংশকে সমাজতান্ত্রিক গঠনযজ্ঞের কাজের মধ্যে টেনে আনার সম্ভাবনার নিশ্চিতি শ্রমিকশ্রেণীকে দেয়। ঠিক যেহেতু সমবায়সমূহের মাধ্যমে কৃষকসমাজের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের বিক্রয় এবং তার খামারগুলির জন্য মেশিন ক্রয় সংগঠিত করা তার পক্ষে সুবিধাজনক, ঠিক সেই কারণেই সমবায়সমূহে ব্যাপক সংগঠনের পথ ধরে তাকে যেতে হবে এবং সে যাবে।

যখন আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সর্বোচ্চ প্রাধান্য রয়েছে, তখন সমবায়সমূহে কৃষি খামারগুলির ব্যাপক সংগঠনের অর্থ কি?

তার অর্থ এই যে, কৃষি ক্ষুদ্র পণ্য অর্থনীতি পুঁজিবাদী পথ **পরিত্যাগ করে**, যে পথ কৃষকসমাজের জন্য ব্যাপক ধ্বংস-সংবলিত, এবং বিকাশের নতুন পথে, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের পথে **অতিক্রান্ত** হয়।

সেইজন্যই আমাদের পার্টির সম্মুখে জরুরী করণীয় কাজ হল কৃষি অর্থনীতির বিকাশের নতুন পথের জন্য সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক গঠনযজ্ঞের কাজে কৃষক-সমাজের প্রধান ব্যাপক অংশকে টেনে আনার সংগ্রাম।

সেইহেতু সি. পি. এস. ইউ (বি)-র চতুর্দশ কংগ্রেস এই ঘোষণায় সঠিক ছিল:

'গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রধান পথের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শিল্প, রাষ্ট্রের ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সমবায় সংগঠনে কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক অংশকে টেনে আনার পক্ষে শ্রমিক-শ্রেণীর হাতে অন্যান্য মূল অবস্থানসমূহের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক নেতৃত্ব ব্যবহার করা এবং এই সংগঠনের জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক বিকাশ নিশ্চিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পুঁজিবাদী উপাদানসমূহকে কাজে লাগানো, পরাজিত করা এবং উচ্ছেদ করা' (কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের ওপর কংগ্রেসের প্রস্তাব[৪১] দেখুন)।

'নয়া বিরোধীশক্তির' বিরাট ভুল এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে, কৃষক-সমাজের বিকাশের এই নতুন পথের ওপর তার আস্থা নেই, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অবস্থাসমূহের অধীনে এই পথের নিশ্চিত অবশ্যম্ভাবিতা তা দেখে না বা উপলব্ধি করে না। এবং এটা তা উপলব্ধি করে না এইজন্য যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ওপর তার আস্থা নেই, আস্থা নেই কৃষক-সমাজকে পরিচালিত করার পক্ষে আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতার ওপর।

এখান থেকেই এসেছে নেপ্-এর দ্বৈত চরিত্র উপলব্ধি করার ব্যর্থতা, নেপ্-এর নঞর্থক দিকগুলির অতিরঞ্জন এবং প্রধানতঃ একটি পশ্চাদপসরণ হিসেবে নেপ্-এর প্রতি আচরণ।

এখান থেকেই এসেছে আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের অতিরঞ্জন এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লিভারসমূহের ভূমিকা খর্ব করা (সমাজতান্ত্রিক শিল্প, ঋণদান প্রথা, সমবায়সমূহ এবং শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ইত্যাদি)।

এখান থেকেই এসেছে আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্পের সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতি উপলব্ধি করার ব্যর্থতা, লেনিনের সমবায়-পরিকল্পনার সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহরাজি।

এখান থেকেই এসেছে গ্রামাঞ্চলে পার্থক্যসমূহের স্ফীত হিসেব। কুলাকের সম্মুখে আতংক, মাঝারি কৃষকের সঙ্গে দৃঢ়মৈত্রী অর্জনের পার্টি-নীতিকে ব্যাহত করা, এবং সাধারণভাবে, গ্রামাঞ্চলে পার্টি-নীতির প্রশ্নে একদিক থেকে অন্যদিকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চলা।

এখান থেকেই এসেছে, শিল্প এবং কৃষিকে গড়ে তোলার কাজে বিরাট ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীকে টেনে আনা, সমবায় এবং সোভিয়েতসমূহকে পুনঃসঞ্জীবিত করা, দেশকে শাসন করা, আমলাতান্ত্রিকতার সাথে লড়াই করা,

আমাদের রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে উন্নত এবং পুনর্গঠন করায় পার্টির প্রচণ্ড কাজ উপলব্ধি করার ব্যর্থতা—এই কাজ বিকাশের একটি নতুন পর্যায়কে চিহ্নিত করে এবং এই কাজ ব্যতীত কোন সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য কল্পনাসাধ্য নয়।

এখান থেকেই এসেছে আমাদের গঠনকার্যের অসুবিধাসমূহের সামনে নিরাশা ও আতংক, আমাদের দেশকে শিল্পায়িত করার সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহরাজি, পার্টির অধঃপতন সম্পর্কে হতাশাপূর্ণ বাজে বক্‌বকানি প্রভৃতি।

ওখানে, বুর্জোয়াদের মধ্যে সবকিছুই বেশ ভালভাবেই চলছে, কিন্তু এখানে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অবস্থা মোটের ওপর খারাপ; পশ্চিমে যদি বিপ্লব অতি শীঘ্রই না ঘটে, তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে—এরূপই হল 'নয়া বিরোধীশক্তির' সাধারণ বক্তব্য, যা, আমার মতে, বিলুপ্তিবাদীদের বক্তব্য, কিন্তু যাকে কোন-না-কোন কারণে (সম্ভবতঃ মজা করে) বিরোধীরা 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' হিসেবে চালাতে চেষ্টা করে।

বিরোধীরা বলছে, নেপ্ হল পুঁজিবাদ। নেপ্ প্রধানতঃ একটি পশ্চাদপসরণ, বলছেন জিনোভিয়েভ। নিঃসন্দেহে, এসব অসত্য। বাস্তব ঘটনা হল নেপ্ হচ্ছে পার্টির নীতি যা সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিতান্ত্রিক উপাদান-সমূহের মধ্যে লড়াইকে অনুমোদন করে এবং যার লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের ওপর সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহের বিজয়। বাস্তব ঘটনায়, নেপ্ আরম্ভ হয়েছিল শুধুমাত্র পশ্চাদপসরণ হিসেবে কিন্তু এর লক্ষ্য ছিল পশ্চাদপসরণকালে আমাদের শক্তিসমূহকে পুনর্বিন্যস্ত করে আক্রমণ চালু করা।

প্রকৃতপক্ষে, এখন আমরা কয়েক বছর ধরে আক্রমণাত্মক অবস্থায় রয়েছি, সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ করছি, আমাদের শিল্প বিকশিত করছি, সোভিয়েত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করছি এবং ব্যক্তিগত পুঁজিকে উচ্ছেদ করছি।

কিন্তু নেপ্ হল পুঁজিবাদ, নেপ্ প্রধানতঃ একটি পশ্চাদপসরণ, এই তত্ত্বের অর্থ কি? কোথা থেকে এই তত্ত্ব বেরিয়ে এসেছে?

এটা বেরিয়ে এসেছে এই ভ্রান্ত অনুমান থেকে যে, আমাদের দেশে এখন যা ঘটছে, তা হল শুধুমাত্র পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুঁজিবাদে শুধুমাত্র 'প্রত্যাবর্তন'। একমাত্র এই অনুমানই আমাদের শিল্পের সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতি সম্পর্কে বিরোধীদের সন্দেহকে ব্যাখ্যা করতে পারে। একমাত্র এই অনুমানই কুলাকের সামনে বিরোধীদের আতংককে ব্যাখ্যা করতে পারে। কৃষক-সমাজের মধ্যে পার্থক্যের বেঠিক পরিসংখ্যানসমূহকে বিরোধীরা যে দ্রুতগতিতে

আঁকড়ে ধরেছিল, তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে মাত্র এই অনুমানই। আমাদের কৃষিতে মাঝারি কৃষক যে কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিরোধীদের এই ঘটনার বিশেষ বিস্মৃতি ব্যাখ্যা করতে পারে মাত্র এই অনুমানই। একমাত্র এই অনুমানই মাঝারি কৃষকের গুরুত্বকে ছোট করে দেখা, এবং লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা সম্পর্কে সন্দেহের ব্যাখ্যা করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে বিকাশের নতুন পথ, সমাজতন্ত্রের গঠনযজ্ঞের কাজে তাকে টেনে আনার পথে 'নয়া বিরোধী-শক্তির' অবিশ্বাসকে 'সপ্রমাণ করা'র ক্ষেত্রে এই অনুমানই কাজ করতে পারে।

বাস্তবিকপক্ষে, এখন আমাদের দেশে যা ঘটেছে তা পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার একতরফা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া নয়, ঘটছে পুঁজিবাদের বিকাশ এবং সমাজতন্ত্রের বিকাশের যুগ্ম ধারাবাহিক প্রক্রিয়া—সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজি-বাদী উপাদানসমূহের মধ্যে সংগ্রামের একটি পরস্পর-বিরোধী প্রক্রিয়া, এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহ পুঁজিবাদী উপাদানসমূহকে পরাস্ত করছে। শহরগুলি সম্পর্কে এটি সমভাবে তর্কাতীত, শহরগুলিতে রাষ্ট্রীয় শিল্প হল সমাজতন্ত্রের ভিত্তি এবং গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে, সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে মুখ্য পাদপীঠ হল সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যাপক সমবায় প্রথা।

পুঁজিবাদের সহজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল অসম্ভব, যদি কেবলমাত্র এই যুক্তিতেই যে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, বৃহদায়তন শিল্প রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে এবং যানবাহন ও ঋণদান শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের অধিকারে, তা হলেও।

গ্রামাঞ্চলে পার্থক্য তার পূর্বেকার আয়তন ধারণ করতে পারে না, এখনো কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক অংশ মাঝারি কৃষকদের দ্বারা গঠিত এবং কুলাক তার পূর্বেকার শক্তি পুনরায় অর্জন করতে পারে না, যদি কেবলমাত্র এই যুক্তিতেই যে জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে এবং এই বিলিব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তাহলেও এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যবসা, ঋণদান, কর এবং সমবায়-নীতি, কুলাকদের শোষণ করার স্বাভাবিক ঝোঁককে সীমাবদ্ধ করা, কৃষক-সমাজের বিরাট ব্যাপক অংশের কল্যাণ বৃদ্ধি করা এবং গ্রামাঞ্চলে চরম সীমাকে সমান করার দিকে পরিচালিত, তাহলেও। এটা এই ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যে, কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখন কুলাকদের বিরুদ্ধে গরিব কৃষকদের সংগঠিত করার শুধুমাত্র পুরানো কর্মনীতির পথে এগোচ্ছে না, এগোচ্ছে কুলাকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী এবং

গরিব কৃষকদের মৈত্রী জোরদার করার নতুন কর্মনীতির পথেও। বিরোধীরা যে কুলাকদের বিরুদ্ধে এই দ্বিতীয় কর্মনীতির পথে সংগ্রামের অর্থ এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করে না, এই ঘটনা আর একবার দৃঢ়তরভাবে প্রতিপন্ন করে যে বিরোধীরা গ্রামাঞ্চলে বিকাশের পুরানো পথের দিকে বিপথগামী হচ্ছে—পুঁজিবাদী বিকাশের পথে, যখন গ্রামাঞ্চলে প্রধান শক্তিসমূহ কুলাক এবং গরিব কৃষকদের দ্বারা গঠিত ছিল, পক্ষান্তরে মাঝারি কৃষক 'অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল'।

বিরোধীরা বলছে, সমবায় প্রথা হল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের একটি ধরন, এই সম্পর্কে তারা লেনিনের পুস্তিকা **পণ্যের মাধ্যমে কর**[৪২] থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছে; এবং, সেইহেতু, তারা সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে মুখ্য পাদপীঠ হিসেবে সমবায়গুলিকে কাজে লাগানো যে সম্ভবপর, তা বিশ্বাস করে না। এখানেও বিরোধীরা একটি বিরাট ভুল করছে। ১৯২১ সালে, যখন **পণ্যের মাধ্যমে কর** লেখা হয়েছিল, যখন আমাদের কোন উন্নত সমাজতান্ত্রিক শিল্প ছিল না, যখন লেনিন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে আমাদের অর্থনীতি পরিচালনা করার সম্ভাব্য মূল পদ্ধতি হিসেবে কল্পনা করেছিলেন এবং যখন তিনি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সংযোগে সমবায় প্রথাকে বিবেচনা করেছিলেন, তখন সমবায় প্রথা সম্পর্কে এরূপ ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত এবং সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু এই ব্যাখ্যা এখন অপর্যাপ্ত এবং ইতিহাসের দ্বারা অপ্রচলিত হিসেবে পরিণত হয়েছে, কেননা তখনকার তুলনায় সময় বদল গেছে: আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্প বিকশিত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ কখনো প্রত্যাশিত মাত্রায় অধিকার-সম্পন্ন হয়নি, বিপরীতে, সমবায়সমূহের সদস্য এখন এক কোটির ওপরে, তারা সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত হতে শুরু করেছে।

অন্য কিভাবে এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে যে ১৯২৩ সালেই, **পণ্যের মাধ্যমে কর** লিখিত হবার দুবছর পরে লেনিন সমবায় প্রথাকে একটি পৃথক মর্মে গণ্য করতে লাগলেন এবং বিবেচনা করলেন যে, 'আমাদের অবস্থা-সমূহের অধীনে, সমবায় প্রথা প্রায় সময়েই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সমগ্রভাবে সদৃশ হয়' (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬)।

এই ঘটনার দ্বারা ব্যতীত আর কিভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে ওই দু বছরে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের অগ্রগতি ঘটেছে, তদ্বিপরীতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রয়োজনীয় পরিমাণে অধিকারসম্পন্ন হতে ব্যর্থ হয়েছে, যার জন্য

লেনিন, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সংযোগে নয়, সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সংযোগে সমবায় প্রথাকে বিবেচনা করতে লাগলেন ?

সমবায় প্রথার বিকাশের অবস্থাসমূহ বদলে গেছে। সুতরাং সমবায় প্রথার প্রশ্ন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন করতে হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, **সমবায় প্রসঙ্গে** নামক লেনিনের পুস্তিকা থেকে একটি লক্ষণীয় অংশ এখানে দেওয়া হল, যা এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করবে :

> '**রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের অধীনে** সমবায় কর্মসংস্থাসমূহ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী কর্মসংস্থাসমূহের সঙ্গে ভিন্নরূপ হয়, প্রথমতঃ, এইজন্য যে তারা ব্যক্তিগত কর্মসংস্থা, এবং দ্বিতীয়তঃ, এইজন্য যে তারা যৌথ কর্মসংস্থা, **আমাদের বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে** সমবায় কর্মসংস্থাসমূহ ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী কর্মসংস্থাসমূহ থেকে ভিন্নরূপ হয়, যেহেতু তারা যৌথ কর্মসংস্থা, কিন্তু যদি যে জমির ওপর তারা অবস্থিত সেই জমি এবং উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক হয় রাষ্ট্র, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী, তাহলে তারা সমাজতান্ত্রিক কর্মসংস্থাসমূহ থেকে **ভিন্নরূপ হয় না**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬)।

এই সংক্ষিপ্ত অংশে দুটি বড় বড় প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে। প্রথমতঃ, 'আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা' রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ নয়। দ্বিতীয়তঃ, 'আমাদের ব্যবস্থার' সংযোগে গৃহীত সমবায় সংস্থাগুলি সমাজতান্ত্রিক সংস্থাগুলির সঙ্গে 'ভিন্নরূপ হয় না'।

আমি মনে করি, এর চেয়ে স্পষ্টভাবে কারও পক্ষে নিজেকে প্রকাশ করা দুরূহ হবে।

লেনিনের একই পুস্তিকা থেকে আর একটি অংশ :

> '...আমাদের পক্ষে সমবায় প্রথার শুধুমাত্র উদ্ভব (উপরে উল্লিখিত 'সামান্য' ব্যতিক্রম সহ) সমাজতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে অভিন্ন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সমাজতন্ত্রের প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে' (ঐ)।

স্পষ্টতঃ, **সমবায় প্রসঙ্গে** পুস্তিকাটিতে সমবায়গুলি সম্পর্কে একটি নতুন মূল্যায়ন করা হয়েছে যা 'নয়া বিরোধীশক্তি' স্বীকার করতে চায় না, এবং যা

সে ঘটনাসমূহের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতায়, স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান সত্যের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতায়, লেনিনবাদের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতায় সযত্নে গোপন করছে।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সংযোগে গৃহীত সমবায় প্রথা এক জিনিস এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে গৃহীত সমবায় প্রথা আর এক জিনিস।

কিন্তু, এ থেকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত করা চলবে না যে, **পণ্যের মাধ্যমে কর** এবং **সমবায় প্রসঙ্গে**-এর মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। নিঃসন্দেহে, তা ভুল হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সমবায়সমূহের মূল্যায়ন সম্পর্কে **পণ্যের মাধ্যমে কর** পুস্তিকার নিম্নলিখিত অংশ উল্লেখ করলে **পণ্যের মাধ্যমে কর** এবং **সমবায় প্রসঙ্গে** পুস্তিকার মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে তা আশু উপলব্ধি করার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে। অংশটি হল :

> বিশেষ সুবিধা-সুযোগ প্রদানসমূহ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হল বৃহদায়তন উৎপাদনের এক ধরন থেকে বৃহদায়তন উৎপাদনের অন্য ধরনে উত্তরণ। খুদে-মালিক সমবায়সমূহ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হল ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন থেকে বৃহদায়তন উৎপাদনে উত্তরণ, অর্থাৎ এটি হল আরও জটিল উত্তরণ, কিন্তু, যদি তা সফল হয় তাহলে তা জনসমষ্টির বিস্তৃততর ব্যাপক অংশকে অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়, পুরানো **প্রাক্ সমাজতান্ত্রিক** এবং এমনকি প্রাক্-পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কসমূহ যা চরম একগুঁয়েমির সঙ্গে সমস্ত নতুনের প্রবর্তনকে প্রতিরোধ করে, তাদের গভীরতর এবং অধিকতর দৃঢ়সংলগ্ন শিকড়গুলিকে উপড়ে ফেলতে সক্ষম হয়' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭)।

এই উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এমনকি **পণ্যের মাধ্যমে কর**-এর সময়কালে, যখন তখনো আমাদের উন্নত সমাজতান্ত্রিক শিল্প হয়নি, লেনিন তখনো এই মত পোষণ করতেন যে, **যদি সফল হয়,** তাহলে 'প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক' এবং, সেইহেতু **পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কগুলির** বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমবায়কে একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। আমি মনে করি, ঠিক **ঠিক** এই ধারণাই পরবর্তীকালে **সমবায় প্রসঙ্গে,** তাঁর এই পুস্তিকার ক্ষেত্রে ভিন্ন পথে যাবার বিষয় হিসেবে কাজ করেছিল।

কিন্তু এ সমস্ত থেকে কি বেরিয়ে আসে?

এসব থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে 'নয়া বিরোধীশক্তি', মার্কসবাদী পদ্ধতিতে নয়, অধিবিদ্যাগতভাবে, সমবায়ের প্রশ্নটি দেখছে। তা সমবায়কে বিবেচনা করে, অন্যান্য ঘটনার সংযোগে, ধরা যাক, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সংযোগে (১৯২১), অথবা সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সংযোগে (১৯২৩) ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে নয়, বিবেচনা করে শাশ্বত এবং পরিবর্তনাতীত কিছু হিসেবে, 'স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা' হিসেবে।

এখান থেকে এসেছে সমবায়ের প্রশ্নে বিরোধীদের ভুলভ্রান্তি, এখান থেকে এসেছে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে তাদের অবিশ্বাস, এখান থেকে এসেছে তাদের পুরানো পথে—গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী বিকাশের পথে—ফিরে-যাওয়া।

সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ব্যবহারিক প্রশ্নগুলির ওপর, সাধারণভাবে, এরূপই হল 'নয়া বিরোধীশক্তির' অবস্থান।

একমাত্র সিদ্ধান্ত: বিরোধীদের কর্মনীতি হল যতদূর পর্যন্ত তাদের কর্মনীতি আছে, তাদের সংকল্পে দৃঢ়তার অভাব এবং দোদুল্যমানতা, আমাদের আদর্শে তাদের অবিশ্বাস, অসুবিধাসমূহের সম্মুখে তাদের আতংক, যা আমাদের অর্থনীতির পুঁজিবাদী অংশসমূহের নিকট আত্মসমর্পণের দিকে পরিচালিত করে।

কেননা, নেপ্ যদি কেবলমাত্র একটি পশ্চাদপসরণ হয়, যদি রাষ্ট্রীয় শিল্পের সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতি সম্পর্কে সন্দেহ করা হয়, কুলাক যদি প্রায় সর্বশক্তিমান হয়, যদি সমবায়গুলির ওপর খুব সামান্য আস্থাই স্থাপন করা হয়, যদি মাঝারি কৃষকের ভূমিকার ক্রমেই বেশি বেশি করে অবনতি হতে থাকে, যদি গ্রামাঞ্চলে বিকাশের নতুন পথ সন্দেহভাজন হয়, পার্টির যদি প্রায় অধঃপতন হতে থাকে, অন্যদিকে পশ্চিমে বিপ্লব-সংঘটন খুব সন্নিকটে না হয়—তাহলে বিরোধীদের অস্ত্রাগারে আর কি অবশিষ্ট থাকে, আমাদের পুঁজিবাদী অংশসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা কিসের ওপর ভরসা রাখতে পারে? শুধু 'যুগের দর্শন'-এ[৪৩] সশস্ত্র হয়ে তো আর যুদ্ধে যাওয়া চলে না।

এটা সুস্পষ্ট যে 'নয়া বিরোধীশক্তির' অস্ত্রাগার, যদি অবশ্য তাকে অস্ত্রাগার বলে আদৌ অভিহিত করা যায়, ঈর্ষার অতীত একটি অস্ত্রাগার। এটি যুদ্ধের জন্য অস্ত্রাগার নয়। আরও কম তা বিজয়লাভের জন্য।

এটি সুস্পষ্ট যে, পার্টি যদি এরূপ একটি অস্ত্রাগারে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে

প্রবেশ করত, তাহলে 'অচিরেই' তার সর্বনাশ হতো ; পার্টিকে কেবলমাত্র আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী অংশসমূহের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হতো।

এরজন্যই পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস পুরোপুরি সঠিক ছিল এইসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে: 'ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বিজয়ের জন্য সংগ্রাম হল পার্টির প্রধান করণীয় কাজ'; এই করণীয় কাজ সম্পাদনে অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত হল, 'আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবং আমাদের কর্মসংস্থাগুলি, যারা হল "দৃঢ়ভাবে সমাজতান্ত্রিক ধরনের" (লেনিন), তাদের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী কর্মসংস্থা হিসেবে বর্ণনা করার প্রচেষ্টাসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করা'; 'এরূপ মতাদর্শগত ঝোঁকগুলি, যা সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র এবং বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক শিল্প গড়ে তোলার দিকে একটি সচেতন মনোভাব গ্রহণ করা থেকে ব্যাপক জনগণকে ব্যাহত করে, তারা আমাদের অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহের উদ্ভবকে বাধা দেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত পুঁজির সংগ্রাম সহজতর করার পক্ষে উপযোগী হয়'; 'কংগ্রেস সেইহেতু মনে করে যে, লেনিনবাদের এই সমস্ত বিকৃতিসমূহ পরাস্ত করার জন্য ব্যাপক শিক্ষাসংক্রান্ত কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হবে' (সি. পি. এস. ইউ-(বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের ওপর প্রস্তাব[৪৪] দেখুন)।

সি. পি. এস. ইউ (বি)-র চতুর্দশ কংগ্রেসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এই ঘটনায় নিহিত যে, 'নয়া বিরোধীশক্তির' ভুলভ্রান্তিসমূহ সমূলে উদ্‌ঘাটিত করতে এই কংগ্রেস সক্ষম হয়েছিল, তাদের অবিশ্বাস এবং নাকীকান্নাকে বাতিল করেছিল, সমাজতন্ত্রের জন্য অধিকতর সংগ্রামের পথকে স্পষ্ট এবং ঠিক ঠিকভাবে নির্দেশিত করেছিল, পার্টির সম্মুখে বিজয়লাভের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছিল এবং এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বিজয়ে অজেয় বিশ্বাসে সজ্জিত করেছিল।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯২৬

জে. ভি. স্তালিন, 'লেনিনবাদের ওপর প্রশ্নাবলী সম্পর্কে'
মস্কো ও লেনিনগ্রাদ, ১৯২৬

শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হিসেবে কৃষকসমাজ

(কমরেড পি. এফ. বোলুশুনেভ, ভি. আই. এফ্রেমভ
এবং ভি. আই. আইভোলেভের নিকট উত্তর)

আরও শীঘ্র আপনাদের চিঠির জবাব না দিতে পারার জন্য আমি অপরাধ স্বীকার করছি।

আমার বক্তৃতায়[৪৫] আমি কোথাও বলিনি যে, শুধুমাত্র বর্তমান সময়ে কৃষকসমাজকে মিত্র হিসেবে পাবার শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন।

আমি সেই বক্তৃতায় বলিনি যে, ইউরোপীয় দেশসমূহের একটিতে বিপ্লবের বিজয়লাভের পরে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মৈত্রী অনাবশ্যক হবে। আমার মনে হয়, মস্কো সম্মেলনে আমার বক্তৃতা আপনারা বিশেষ যত্ন সহকারে পড়েননি।

সেখানে যা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র হল: '**এখন এই মুহূর্তে**, কৃষকসমাজ আমাদের বিপ্লবে প্রত্যক্ষ সাহায্য করতে পারে।' এ থেকে কি এটা বেরিয়ে আসে যে ইউরোপে সফল বিপ্লবের পর কৃষকসমাজ আমাদের দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়তে পারে? অবশ্যই না।

আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন: 'যখন বিশ্ব-বিপ্লব ঘটবে, যখন চতুর্থ মিত্র—কৃষকসমাজের—আর প্রয়োজন থাকবে না, তখন কি হবে? তখন একে কিভাবে গণ্য করা হবে?'

প্রথমতঃ, 'বিশ্ব-বিপ্লবের' পরে কৃষকসমাজের আর প্রয়োজন হবে না, এ কথা বলা অসত্য। অসত্য এই কারণে যে, 'বিশ্ব-বিপ্লবের পরে' আমাদের অর্থ-নৈতিক গঠনমূলক কাজ বিশাল পদক্ষেপে অগ্রসর হবে, এবং কৃষকসমাজ যেমন শ্রমিকশ্রেণী ব্যতিরেকে তার দারিদ্র্য থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না, তেমনি কৃষকসমাজ ব্যতীত সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায় না। সুতরাং, পাশ্চাত্ত্যে একটি বিজয়ী বিপ্লবের পর শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী দুর্বলতর হওয়া দূরে থাক, এই মৈত্রী আরও জোরদার হবে।

দ্বিতীয়তঃ, 'বিশ্ব-বিপ্লবের পর', যখন আমাদের গঠনমূলক কার্য শতগুণ তীব্রতর হবে, তখন শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষে দুটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অর্থনৈতিক

গোষ্ঠী হিসেবে অন্তর্হিত হওয়া, জমি ও কারখানাগুলির মেহনতী জনগণ হিসেবে পরিণত হওয়া, অর্থনৈতিক মর্যাদায় সমান হবার ঝোঁক আসবে। এবং তার অর্থ কি? তার অর্থ হল, শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী ধীরে ধীরে একটি একীভবনে, একটি সম্পূর্ণ মিলনে, পূর্বকালীন শ্রমিকদের ও পূর্বকালীন কৃষকদের একটি একক সমাজতান্ত্রিক সমাজে এবং পরবর্তীকালে শুধুমাত্র একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের মেহনতী জনগণে পরিণত হবে।

'বিশ্ব-বিপ্লবের বিজয়লাভের পরে' কৃষকসমাজ সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই।

আমার বক্তৃতায় বিতর্কের বিষয়ীভূত বস্তু এটা ছিল না যে ভবিষ্যতে আমাদের পার্টি কৃষকসমাজকে কি হিসেবে গণ্য করবে, বস্তু ছিল এইটা যে, বর্তমান মুহূর্তে, বর্তমান সংকটকালে, যখন পশ্চিমের পুঁজিবাদীরা কিছুটা সামলে নিতে শুরু করেছে, তখন শ্রমিকশ্রেণীর চারটি মিত্রের কোন্‌টি তার সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ মিত্র, কোন্‌টি তার আশু সহযোগী।

আমার বক্তৃতায় ঠিক এই মর্মে আমি আমার প্রশ্নটি কেন উপস্থিত করেছিলাম? কেননা, আমাদের পার্টিতে এমন সব লোক আছে, যারা তাদের স্থূলবুদ্ধি ও বোকামির জন্য বিশ্বাস করে যে কৃষকসমাজ আমাদের মিত্র নয়। আমাদের পার্টিতে এরূপ ব্যক্তিদের থাকা ভাল কি মন্দ তা হল অন্য ব্যাপার, কিন্তু ঘটনা এই যে এরূপ ব্যক্তি আছে। এরূপ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেই আমার বক্তৃতার লক্ষ্য নিদিষ্ট ছিল এবং সেজন্য আমি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলি যে, বর্তমান সংকটকালে কৃষকসমাজ হল শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাধিক প্রত্যক্ষ মিত্র এবং যারা কৃষকসমাজের প্রতি অবিশ্বাস বপন করে, তারা নিজেরা উপলব্ধি না করলেও, আমাদের বিপ্লবের স্বার্থ ধ্বংস করতে পারে, অর্থাৎ তারা শ্রমিকদের স্বার্থ তথা কৃষকদের স্বার্থ, দুই-ই ধ্বংস করতে পারে।

আমি এই সম্বন্ধেই আলোচনা করেছিলাম।

আমার মনে হয়, কৃষকসমাজকে অত্যন্ত দৃঢ় মিত্র আমি না বলায়, পুঁজি-তান্ত্রিকভাবে উন্নত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী যতটা নির্ভরযোগ্য মিত্র, কৃষক-সমাজকে ততটা নির্ভরযোগ্য মিত্র না বলায় আপনারা কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমি বুঝতে পারছি যে আপনারা এতে চটেছেন। কিন্তু আমি কি সঠিক নই? আমি কি স্পষ্টভাবে সত্য নিশ্চিতরূপে বলব না? এটা কি সত্য নয় যে, কলচাক ও ডেনিকিনের আক্রমণসমূহের সময়কালে কৃষকসমাজ কি প্রায় সময়েই কখনো

শ্রমিকদের পক্ষ অবলম্বন করে, কথনো জেনারেলদের পক্ষ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল না? এবং কলচাক ও ডেনিকিনের সৈন্যবাহিনীসমূহে কি প্রচুর কৃষক স্বেচ্ছাসেবক ছিল না?

আমি কৃষকদের দোষ ধরছি না, কেননা তাদের অপর্যাপ্ত রাজনৈতিক উপলব্ধির জন্যই তাদের এই দ্বিধাগ্রস্ততা। কিন্তু, যেহেতু আমি একজন কমিউনিস্ট, আমাকে অবশ্যই স্পষ্টভাবে সত্য বলতে হবে। লেনিন আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। এবং সত্য হল এই যে, শ্রমিকেরা যখন কলচাক ও ডেনিকিনের দ্বারা বিষম বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হিসেবে কৃষকসমাজ তাদের সমর্থনে একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা সর্বদা দেখায়নি।

তার অর্থ কি এই যে কৃষকসমাজের ব্যাপারে আমরা হাত ধুয়ে ফেলতে পারি, যেমন কিছু কিছু অভিজ্ঞ কমরেড এখন করছেন, যাঁরা তাদের শ্রমিক-শ্রেণীর মিত্র আদৌ মনে করেন না? কৃষকসমাজের ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলা হবে শ্রমিক ও কৃষক উভয়ের প্রতি অপরাধ করা। কৃষকদের রাজনৈতিক উপলব্ধি বাড়াবার জন্য, তাদের জ্ঞানোন্নত করার জন্য, আমাদের বিপ্লবের নেতা, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতর করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য আমরা করব—এবং আমরা এদিকে নজর দেব যে, আমাদের দেশে কৃষকসমাজ ক্রমেই যেন শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ়তর এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য মিত্র হয়ে উঠতে পারে।

এবং যখন পাশ্চাত্ত্যে বিপ্লব ঘটবে, তখন আমাদের দেশে কৃষকসমাজ শ্রমিকশ্রেণীর পুরোপুরি দৃঢ় এবং সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত মিত্রদের অন্যতম হয়ে উঠবে।

এইভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হিসেবে কৃষকসমাজের প্রতি কমিউনিস্টদের মনোভাব উপলব্ধি করতে হবে।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬

কমরেডসুলভ অভিনন্দন সহ,

জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা

(কমরেড পোকোইয়েভের নিকট উত্তর)

কমরেড পোকোইয়েভ,

জবাব দিতে আমার দেরী হয়ে গেল, এর জন্য আপনার ও আপনার কমরেডদের নিকট অপরাধ স্বীকার করছি।

দুর্ভাগ্যক্রমে, চতুর্দশ কংগ্রেসে আমাদের মতানৈক্যের কথা আপনারা উপলব্ধি করেননি। বিষয়টা আদৌ এরকম ছিল না যে, বিরোধীরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিল আমরা সমাজতন্ত্রে উপনীত হইনি, বিপরীতে কংগ্রেস এই মত পোষণ করেছিল যে আমরা আগেই সমাজতন্ত্রে পৌঁছে গেছি। এটা সত্য নয়। আপনি আমাদের পার্টিতে এমন একজন সদস্যকেও পাবেন না, যিনি বলবেন যে, আমরা ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্র অর্জন করেছি।

কংগ্রেসে এটা বিতর্কের বিষয় আদৌ ছিল না। বিতর্কের বিষয়টি ছিল এই। কংগ্রেসের অভিমত ছিল এই যে, এমনকি পাশ্চাত্যের কোন বিজয়ী বিপ্লব যদি সাহায্যে নাও আসে, তাহলেও মেহনতী কৃষকসমাজের মৈত্রীর সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণী আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের চূড়ান্ত আঘাত হানতে পারে, পারে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে। অন্যদিকে বিরোধীরা এই মত পোষণ করেন যে, যতদিন না পাশ্চাত্যে শ্রমিকেরা বিজয়ী হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের পুঁজিপতিদের চূড়ান্ত আঘাত হানতে পারি না, পারি না একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে। বেশ, তাহলে যেহেতু পাশ্চাত্যে বিপ্লবের বিজয় আসতে দেরী হচ্ছে, সেইহেতু, আপাতঃ, অলসভাবে সময় কাটানো ছাড়া আমাদের আজ কিছুই করার থাকে না। কংগ্রেসের অভিমত ছিল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের[৪৬] ওপরে প্রস্তাবে কংগ্রেস তা বলেও ছিল যে বিরোধীদের এইসব মতামতের মধ্যে নিহিত আছে আমাদের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভে তাদের অবিশ্বাস।

প্রিয় কমরেডস্, এই-ই ছিল বিতর্কের বিষয়।

অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকদের

সাহায্যের প্রয়োজন নেই। ধরে নেওয়া যাক, পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকেরা আমাদের সহানুভূতি দেখাল না, আমাদের নৈতিক সমর্থন দিল না। ধরে নেওয়া যাক, পশ্চিম ইউরোপে শ্রমিকেরা আমাদের সাধারণতন্ত্রের ওপর তাদের পুঁজিবাদীদের আক্রমণ করা থেকে তাদের ব্যাহত করল না। তার পরিণতি কি হবে? পরিণতি হবে এই যে, পুঁজিপতিরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করবে এবং যদি আমাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস নাও করে, তাহলেও তারা আমাদের গঠনকার্য একান্তভাবে তছনছ করে দেবে। পুঁজিপতিরা যে এইদিকে সচেষ্ট হচ্ছে না, তার কারণ এই যে, তারা এই ভয়ে ভীত যে যদি তারা আমাদের সাধারণতন্ত্রকে আক্রমণ করে, তাহলে পেছন থেকে শ্রমিকেরা তাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানবে। আমরা যখন বলি যে, পশ্চিম এশিয়ার শ্রমিকেরা আমাদের বিপ্লবকে সমর্থন করছে, তখন আমরা এই কথাই মনে করে বলি।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিকদের সমর্থন থেকে পাশ্চাত্ত্যে বিপ্লবের বিজয়লাভের মধ্যে সুদীর্ঘ পথের ব্যবধান রয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিকদের সমর্থন ছাড়া আমাদের পরিবেষ্টনকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধ করে চলতে পারতাম না। পরবর্তীকালে এই সমর্থন যদি পাশ্চাত্ত্যে একটি বিজয়ী বিপ্লবে বিকশিত হয়, খুব ভাল কথা। তখন আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় চূড়ান্ত হবে। কিন্তু যদি এই সমর্থন পাশ্চাত্ত্যে একটি বিজয়ী বিপ্লবে বিকশিত না হয়, তাহলে কি হবে? পাশ্চাত্ত্যে এরূপ কোন বিজয় না ঘটলে, আমরা কি একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে পারি এবং এই গড়ে তোলা সম্পূর্ণ করতে পারি? কংগ্রেসের জবাব ছিল, আমরা তা পারি। তা না হলে, ১৯১৭ সালের অক্টোবরে আমাদের ক্ষমতা দখল করার কোন হেতুই ছিল না। আমাদের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানবার আমরা যদি ভরসা না করতাম, তাহলে প্রত্যেকেই বলবে যে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে ক্ষমতা দখল করার আমাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিরোধীরা দৃঢ়তাসহকারে বলে যে আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের পুঁজিপতিদের ধ্বংস করতে পারি না।

আমাদের মধ্যে এই হল মতপার্থক্য।

কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছিল। তার অর্থ কি? তার অর্থ হল, আমাদের দেশের ওপর বিদেশী পুঁজিপতিদের

হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং এইসব বিদেশী পুঁজিপতিদের সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে আমাদের দেশে পুরানো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা পরিপূর্ণ গ্যারান্টি। আমরা কি আমাদের কঠোর প্রচেষ্টায় এই গ্যারান্টি সুনিশ্চিত করতে পারি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পুঁজির পক্ষে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ অসম্ভব করে তুলতে পারি? না, আমরা তা পারি না। এটা এমন কিছু যা আমাদের এবং সমগ্র পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলিতভাবে করতে হবে। সমস্ত দেশের, অন্ততঃ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশের কঠিন প্রচেষ্টার দ্বারা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পুঁজিকে চূড়ান্তভাবে খর্ব করা যায়। তার জন্য কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে বিপ্লবের বিজয় অপরিহার্য—তা ছাড়া সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় অসম্ভব।

তাহলে উপসংহারে কি বেরিয়ে আসে?

এইটে বেরিয়ে আসে যে আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় এবং পাশ্চাত্যের বিপ্লবের বিজয় ব্যতিরেকে আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম, কিন্তু কেবলমাত্র তার দ্বারা, আন্তর্জাতিক পুঁজির অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আমাদের দেশ নিজেকে সুনিশ্চিত মনে করতে পারে না—তার জন্য কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে বিপ্লবের বিজয় প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা এক জিনিস, আর আন্তর্জাতিক পুঁজির দ্বারা অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আমাদের দেশকে সুনিশ্চিত করার সম্ভাবনা অন্য জিনিস।

আমার মতে, আপনার ও আপনার কমরেডদের ভুল হল এইখানে যে, আপনারা এ বিষয়ে কোন পথ খুঁজে পাননি, তাই এই প্রশ্ন দুটির মধ্যে তাল-গোল পাকিয়ে ফেলেছেন।

কমরেডসুলভ অভিনন্দন সহ,

জে. স্তালিন

পুনশ্চ: আপনাদের ৩ নং **বলশেভিক**[৪৭] সংবাদপত্রটি (মস্কো) সংগ্রহ করে আমার প্রবন্ধটি পড়তে হবে। তাতে বিষয়টি বোঝা আপনাদের পক্ষে সহজতর হবে।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬ **জে. স্তালিন**

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

কমরেড কটোভস্কি

একজন আদর্শস্থানীয় পার্টি-সদস্য, একজন অভিজ্ঞ সামরিক সংগঠক এবং দক্ষ সেনানায়ক হিসেবে আমি কমরেড কটোভস্কিকে জেনে এসেছি।

১৯২০ সালে পোলিশ ফ্রন্টে তাঁর একটি বিশেষভাবে অত্যুজ্জ্বল চিত্র আমার স্মরণে আছে ; সেই সময় কমরেড বুদিয়োন্নি পোলিশ সৈন্যবাহিনীর পেছনে পেছনে ঝিতোমিরের দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটছিলেন এবং কটোভস্কি পোলদের কিয়েভ সৈন্যবাহিনীর ওপর তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর ব্রিগেড চালনা করে বেপরোয়া হানা দিচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন পোলিশ শ্বেতদের কাছে একটি আতংকস্বরূপ। কেননা তাদের 'কুচি কুচি করে কাটায়' তাঁর মতো সক্ষম আর কেউ ছিল না—আমাদের লালফৌজের লোকজনেরা এইরকমই বলত।

আমাদের বিনম্র সেনানায়কদের মধ্যে সর্বাধিক সাহসী এবং সাহসীদের মধ্যে সর্বাধিক বিনম্র সেনানায়ক হিসেবে আমি কমরেড কটোভস্কিকে স্মরণ করি।

তাঁর স্মৃতি শাশ্বত যশোমণ্ডিত হোক !

জে. স্তালিন

'কমিউনিস্ট' (খারকভ)
সংখ্যা ৪৩ (১৮২৮), ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের ষষ্ঠ বর্ধিত প্লেনামের ফরাসী কমিশনে প্রদত্ত বক্তৃতা[৪৮]

৬ই মার্চ, ১৯২৬

কমরেডস্, দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ফরাসী ঘটনাসমূহের সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত নই। সেইহেতু এখানে যতটা প্রয়োজন ততটা বিস্তারিতভাবে আমি বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারছি না। তৎসত্ত্বেও, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আমি যেসব ভাষণ শুনেছি, সেসব থেকে ফরাসী ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আমার একটি নির্দিষ্ট মত গঠিত হয়েছে এবং এই সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে এই কমিশনে কতকগুলি মন্তব্য করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

আমাদের সামনে কতকগুলি প্রশ্ন রয়েছে।

প্রথম প্রশ্ন হল, ফ্রান্সের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কমরেডদের বক্তৃতায় যে আত্মসন্তুষ্টি দেখা গেছে, তাতে আমি কিছুটা উদ্বেগ বোধ করছি। তাঁদের বক্তৃতা থেকে এই অনুভূতি জাগে যে ফ্রান্সের পরিস্থিতিতে কমবেশি ভারসাম্য রয়েছে—সাধারণভাবে, ঘটনাসমূহ খুব ভালও নয়, খুব মন্দও নয়, এইভাবে চলছে ; কিছু কিছু অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু সেগুলি খুব সম্ভবতঃ কোন সংকটের দিকে নিয়ে যাবে না, ইত্যাদি। আমি বলতে চাই না যে ফ্রান্স তার ১৯২৩ সালের সংকটের[৪৯] দোরগোড়ায় পৌছেছে। তৎসত্ত্বেও আমার বিশ্বাস ফ্রান্স একটি সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই সম্পর্কে কমিশনের তত্ত্বসমূহ ও কয়েকজন কমরেডের মন্তব্যকে আমি সঠিক বলে মনে করি।

এটি বিশেষ ধরনের সংকট, কেননা ফ্রান্সে কোন বেকারি নেই। সংকট এই ঘটনার দ্বারা উপশমিত হয়েছে যে এই মুহূর্তে ফ্রান্সকে জার্মানি থেকে আসা সোনার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু এগুলি হল সাময়িক ব্যাপার—প্রথমতঃ, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ঘাটতিসমূহ এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছে তার ঋণসমূহ মেটাবার পক্ষে জার্মান সোনা পর্যাপ্ত হবে না ; এবং দ্বিতীয়তঃ,

ফ্রান্সে বেকারি অপরিহার্য। যতদিন পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি আছে, যা রপ্তানী উদ্দীপিত করে, ততদিন হয়তো কোন বেকারি ঘটবে না ; কিন্তু তারপর, যখন কারেন্সি স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে এবং আন্তর্জাতিক ঋণ নিষ্পত্তিসমূহের ফলাফল অনুভূত হবে, তখন ফ্রান্সে শিল্পের কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং বেকারি এড়ানো যাবে না। ফ্রান্স যে একটি সংকটের দিকে এগোচ্ছে তার নিশ্চিততম লক্ষণ হল, ফরাসী শাসকমহলের আতংক এবং মন্ত্রিত্বের পদসমূহে বারবার পরিবর্তন, যা সেখানে ঘটছে।

একটি সংকটের বিবর্ধনকে কখনো ক্রমবর্ধমান ধ্বসে পড়ার আরোহমান লাইনে অংকন করা চলে না। এরকম সংকট কখনো ঘটে না। সাধারণতঃ একটি বিপ্লবী সংকট আঁকাবাঁকা পথে বিকশিত হয় : প্রথমে একটু ছোটখাটো ধ্বসে-পড়া, তারপর একটু উন্নতি, তারপর আরও গুরুতরভাবে ধ্বসে-পড়া, তারপর আবার কিছুটা উন্নতি, এইভাবে। এই সর্পিল পথের অস্তিত্ব এই বিশ্বাস যেন পরিচালিত না করে যে বুর্জোয়াদের ব্যাপারগুলিতে উন্নতিই ঘটছে।

সেইজন্য, এই ব্যাপারে আত্মতুষ্টি বিপজ্জনক। বিপজ্জনক এইজন্য যে, পূর্বে যেরকমটি আভাসিত হয়েছে তার তুলনায় সংকট আরও দ্রুতবেগে এগোতে পারে, তখন ফরাসী কমরেডরা অতর্কিত অবস্থায় পড়ে যেতে পারেন। এবং একটা পার্টি, যে অতর্কিত অবস্থায় পড়ে যায়, সেই পার্টি অগ্রগতির পথনির্দেশ করতে পারে না। তদনুযায়ী, আমি মনে করি, ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বগামী হওয়া বৈপ্লবিক সংকট পূর্বাহ্ণেই বিবেচনা করে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিকে তার গতিপথ পরিচালনা করতে হবে। এবং ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের আন্দোলন ও প্রচার অবশ্যই এমনভাবে চালাতে হবে যাতে এই সংকটের জন্য শ্রমিকদের মন ও হৃদয় প্রস্তুত থাকে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পার্টির ভেতরে দক্ষিণপন্থীদের নিকট থেকে ক্রমবর্ধমান বিপদ। আমার বিশ্বাস, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে ও চারিপাশে উভয়তঃ পার্টি কর্তৃক বহিষ্কৃত অথবা বহিষ্কৃত নয় এমন সব ব্যক্তিমানুষদের নেতৃত্বে আগে থেকে ভালভাবেই সংহত দক্ষিণপন্থীদের জঙ্গী গোষ্ঠী রয়েছে, এমন গোষ্ঠী যা সব সময়েই পার্টির শক্তি নিঃশেষ করতে থাকবে। আমি এইমাত্র ক্রিমেটের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি আমাকে নতুন কিছু বললেন : তিনি বললেন যে, শুধু পার্টিতে নয়, ট্রেড ইউনিয়নসমূহেও, দক্ষিণপন্থীদের গোষ্ঠীসমূহ রয়েছে

যারা গোপনভাবে কাজ করছে এবং এখানে-সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী শাখার ওপর সরাসরি আক্রমণ চালাচ্ছে। এমনকি এংলারের আজকের বিবৃতিটি এ সম্পর্কে তাৎপর্যমূলক এবং এই ঘটনার প্রতি কমরেডদের গুরুতর মনোযোগ অবশ্যই আকৃষ্ট করতে হবে।

দক্ষিণপন্থীরা ক্রমবর্ধমান সংকটের সময়কালে সর্বদাই তাদের মাথা জাগায়। বৈপ্লবিক সংকটসমূহের এটি একটি সাধারণ নিয়ম। দক্ষিণপন্থীরা তাদের মাথা জাগায় এইজন্য যে, তারা বৈপ্লবিক সংকটের ভয়ে ভীত এবং সেইজন্য তারা পার্টিকে পেছন দিকে টানতে এবং ক্রমবর্ধমান সংকট যাতে বিবর্ধিত না হয় তার জন্য তাদের যথাসাধ্য করতে সব সময়ে তারা প্রস্তুত। এইজন্য আমি মনে করি, যেহেতু ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিকে নতুন নতুন বিপ্লবী ক্যাডার গড়ে তুলতে হবে এবং সংকটের জন্য ব্যাপক জনসাধারণকে প্রস্তুত করতে হবে, সেইহেতু তার আশু করণীয় কাজ হল দক্ষিণপন্থীদের পরাজিত করে বিচ্ছিন্ন করা।

এইরকম পরাজিত করে বিচ্ছিন্ন করতে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি কি প্রস্তুত?

আমি **তৃতীয় প্রশ্নে** যাচ্ছি—ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীর পরিস্থিতি। এরূপ বক্তব্য শোনা যাচ্ছে যে, দক্ষিণপন্থীদের যদি বিচ্ছিন্ন করতে হয়, তাহলে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী থেকে দুজন কমরেড, যাঁরা দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, কিন্তু যাঁরা গুরুতর ভুল করেছেন, তাঁদের বাদ দিতে হবে। আমি ত্রেইণ্ট এবং সুজান্নে গিরল্টের কথা উল্লেখ করছি। আমি খোলাখুলি বলব, কেননা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে না বলে স্পষ্ট ভাষায় বলাই ভাল।

আমি জানি না, যাঁরা দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে লড়াই করছেন, নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী থেকে তাঁদের সরিয়ে দক্ষিণপন্থীদের ওপর আক্রমণ শুরু করা কিভাবে যুক্তিযুক্ত হবে। পক্ষান্তরে, আমি ভেবেছিলাম যে একটি ভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ এইরকম একটা কিছু : যেহেতু দক্ষিণপন্থীরা উদ্ধত হয়ে উঠেছে, যেহেতু তারা তাদের মুখপত্র **বুলেটিন কমিউনিস্ট**[50] বন্ধ করে দেবার সময় এমন একটি ঘোষণা প্রকাশ করে যা পার্টির ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে, সেইহেতু পার্টি থেকে একেবারে বহিষ্কার না করে, কিছু কিছু দক্ষিণপন্থীদের রাজনৈতিকভাবে মুখোস খুলে দেওয়া বিবেচনা করা কি সম্ভব

হবে না ? আমি ভেবেছিলাম দক্ষিণপন্থী বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটি সেইভাবে উপস্থাপিত হবে। আমি ভেবেছিলাম, এখানে ঠিক সেইরকম বক্তব্য শুনতে পাব। পরিবর্তে, আমাদের বলা হচ্ছে যে, দুজন অ-দাক্ষিণপন্থীকে বিচ্ছিন্ন করে দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করা শুরু করতে হবে। কমরেডস্, আমি তার কোন যৌক্তিকতা দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত আছে আর একটি প্রশ্ন, অর্থাৎ, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর মধ্যে একটি ঘন-সন্নিবিষ্ট সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর অভাব। এটি সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, একটি বিষয়ের ওপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম পার্টির নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীতে এমন একটি ঘন-সন্নিবিষ্ট সংখ্যাগুরু অংশ না থাকলে পার্টি কি দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী, কি 'অতি-বাম' গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে পারে না। তা সম্পূর্ণরূপে সঠিক। আমি মনে করি, এরূপ একটি গোষ্ঠী নির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে বাধ্য, এবং আমি বিশ্বাস করি, এরূপ একটি আকার পূর্বেই ধারণ করেছে অথবা সেমার্দ, ক্রিমেট, থোরেজ এবং মনমাউসৌ প্রভৃতি কমরেডদের চারিপাশে শীঘ্রই এরূপ একটি গোষ্ঠী আকার ধারণ করবে। এরূপ একটি গোষ্ঠী স্থাপন করা অথবা, উল্লেখ করতে হলে, একটিমাত্র নেতৃস্থানীয় সংস্থায় এই সমস্ত কমরেডদের মধ্যে যৌথ-কাজ প্রবর্তন করার অর্থ হল, দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তিসমূহকে কেন্দ্রীভূত করা। দক্ষিণপন্থীদের আপনারা পরাস্ত করতে পারবেন না—কেননা দক্ষিণপন্থীরা সংখ্যায় বাড়ছে, এবং বাহ্যতঃ প্রতীয়মান যে, ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তাদের কিছু কিছু শিকড় আছে—আমি বলছি আপনারা দক্ষিণপন্থীদের পরাস্ত করতে পারেন না, যদি না আপনারা সমস্ত বিপ্লবী কমিউনিস্টদের নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন, যা শেষ পর্যন্ত দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত। আপনাদের শক্তিসমূহকে বিভক্ত করে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করা হল অযৌক্তিক এবং অবিজ্ঞজনোচিত। যদি শক্তিসমূহকে কেন্দ্রীভূত না করা হয়, তাহলে আপনারা নিজেদের দুর্বল করবেন এবং দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হেরে যাবেন।

অবশ্য, এটা সম্ভব যে ফরাসী কমিউনিস্টরা ট্রেইন্ট এবং স্যুজান্নে গিরল্ট উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে সমস্ত শক্তিসমূহকে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব মনে করেন না, এটা সম্ভব যে তাঁরা এটিকে চিন্তার বহির্ভূত মনে করেন। সে অবস্থায় ফরাসী কমিউনিস্টরা তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে,

অথবা তাঁদের কংগ্রেসে, তাঁদের পলিটব্যুরোর গঠনে যথাযথ পরিবর্তন করতে পারেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদ ছাড়াই তাঁরা এটা নিজেরাই করুন। এটা করবার তাঁদের অধিকার আছে।

অতি সাম্প্রতিককালে, পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে আমরা, রাশিয়ান কমরেডরা, এই মর্মে এক প্রস্তাব পাশ করি যে সেকশনগুলি যাতে নিজেদের পরিচালনা করতে পারে, তার জন্য তাদের অধিকতর সুবিধা দেওয়া উচিত। আমরা যেভাবে বুঝেছিলাম, তা হল এই যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদ সেকশনগুলির ব্যাপারাদিতে, বিশেষ করে আমাদের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সেকশনগুলির নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীগুলির গঠনের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ-ভাবে হস্তক্ষেপ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকবে। কমরেডস্, আমরা সবেমাত্র পার্টি কংগ্রেসে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তা লংঘন করতে আমাদের বাধ্য করবেন না। নিঃসন্দেহে এমন ঘটনা রয়েছে যখন ব্যক্তি-কমরেডদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তার কোন প্রয়োজন দেখছি না।

সেইহেতু, আমি মনে করি, আমাদের কমিশনের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় তা হল নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়পণ সংগ্রাম দাবি করে এবং যেসব কমরেড ভুল করেছেন, তাঁদের ভুলত্রুটি উল্লেখ করে ফরাসী প্রশ্নের ওপর একটি দ্ব্যর্থহীন প্রস্তাবের খসড়া রচনা করা।

দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই প্রস্তাবের চারিপাশে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীকে জড়ো করতে ফরাসী কমরেডদের পরামর্শ দেওয়া, অর্থাৎ তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় নৈতিক চেতনা নিয়ে এই প্রস্তাব কার্যকর করতে ওই গোষ্ঠীর সদস্যদের বাধ্য-বাধকতার অধীন করা।

তৃতীয়তঃ, ফরাসী কমরেডদের এই পরামর্শ দেওয়া যে তাঁদের ব্যবহারিক কাজে পার্টি থেকে ব্যবচ্ছেদ করার পদ্ধতি, নিপীড়নমূলক উপায় অবলম্বনের পদ্ধতির প্রতি কোন মোহ থাকবে না।

চতুর্থ প্রশ্ন হল, ফ্রান্সে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের প্রশ্ন। আমার এই অনুভূতি হয়েছে যে, কিছু কিছু ফরাসী কমরেড এই বিষয়টিকে অত্যন্ত হল্‌কাভাবে দেখেন। আমি স্বীকার করি যে, ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের

প্রতিনিধিরা ভুলত্রুটি করেছেন, কিন্তু আমি এটাও স্বীকার করি যে, কনফেডারেশনের সম্পর্কে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিও ভুলত্রুটি করেছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে কমরেড মনমাউসো চাইবেন যে পার্টি আরও কম অভিভাবকত্ব প্রয়োগ করুক। এটি হল স্বাভাবিক ঘটনা, কেননা তুটি সমান্তরাল সংগঠন রয়েছে—পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন—এবং সময়ে সময়ে তাদের মধ্যে কিছুটা পরিমাণ বিরোধ ঘটতে বাধ্য। এটা আমাদের, রাশিয়ানদের ক্ষেত্রেও ঘটে, ঘটে সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে—এটা অপরিহার্য। কিন্তু ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়গুলির প্রতিটি বিশদ ক্ষেত্রে যত কম অনধিকার প্রবেশ করবে, তত কম বিরোধ ঘটবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে থাকবেন কমিউনিস্টরা, যাঁরা স্থায়ীভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কাজ করেন এবং তাঁদের বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি পরিচালিত হবে না। আমাদের পার্টি, রুশ পার্টিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অত্যধিক জয়ের উদাহরণসমূহ রয়েছে। আমাদের পার্টির রেকর্ডসমূহে, পার্টি ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর অভিভাবকত্ব খাটাবে না—পার্টি তাদের পরিচালিত করবে, তাদের ওপর অভিভাবকত্ব খাটাবে না, এই মর্মে রচিত আমাদের পার্টি কংগ্রেসসমূহ কর্তৃক গৃহীত বেশ কতকগুলি প্রস্তাব আপনারা দেখতে পাবেন। আমার ভয় হয় যে, ফরাসী পার্টি—আমার বিশ্বাস, এইভাবে বলার জন্য কমরেডরা আমাকে ক্ষমা করবেন—এই ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে কিছুটা অপরাধও করেছেন। আমি মনে করি, পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ এবং ঠিক এই কারণেই পার্টির কাছ থেকে আরও অনেক কিছু অবশ্যই দাবি করতে হবে। সুতরাং সর্বপ্রথমে কেন্দ্রীয় কমিটির ভুলভ্রান্তিসমূহ নির্মূল করতে হবে, যাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত ও জোরদার হতে পারে এবং যাতে কমরেড মনমাউসো এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় পথে কাজ করতে সক্ষম হতে পারেন।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও তাদের নেতাদের আকারে পার্টির যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তুর্গ-প্রাকার না থাকে, তাহলে পার্টি আর বেশি বিকাশলাভ করতে পারে না, বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্যে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, পার্টি আর বেশি শক্তিশালী হতে পারে না। শুধুমাত্র যে পার্টি জানে কিভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আর সেগুলির নেতাদের সঙ্গে ব্যাপক সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, যে পার্টি জানে

তাদের সঙ্গে কিভাবে প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণীসুলভ সংযোগ স্থাপন করতে হয়—একমাত্র সেই পার্টিই পাশ্চত্ত্যে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগুরু অংশকে নিজের দিকে জয় করে আনতে পারে। আপনারা নিজেরাই জানেন, শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশকে নিজের দিকে জয় করে না আনতে পারলে, বিজয়লাভের ওপর ভরসা করা অসম্ভব।

বেশ, তাহলে আমরা কি দেখছি ?

আমরা দেখছি যে :

(ক) ফ্রান্স একটি সংকটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ;

(খ) এই সংকট অনুভব করে এবং এতে ভীত হয়ে দক্ষিণপন্থী অংশসমূহ তাদের মাথা জাগাচ্ছে এবং পার্টিকে পেছনের দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করছে ;

(গ) পার্টির আশু করণীয় কাজ হল, দক্ষিণপন্থী বিপদকে নির্মূল করা এবং দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করা ;

(ঘ) দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য, যে খাঁটি কমিউনিস্ট নেতারা দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে সক্ষম, তাঁদের পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন,

(ঙ) দাক্ষণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তিসমূহকে কেন্দ্রীভূত করা যাতে প্রত্যাশিত ফল প্রদান করতে পারে এবং বৈপ্লবিক সংকটের জন্য শ্রমিকদের প্রস্তুত করার নিমিত্ত, এইটি প্রয়োজন যে, নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীর পেছনে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমর্থন থাকবে এবং এই নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও তাদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীসুলভ সংযোগ বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

(চ) ব্যবহারিক কাজে ব্যক্তি-কমরেডদের বিরুদ্ধে পার্টি থেকে ব্যবচ্ছেদ করার পদ্ধতি, নিপীড়নমূলক উপায়সমূহ অবলম্বন করার প্রতি কোন মোহ থাকবে না এবং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নির্দিষ্ট মতে আনার পদ্ধতি প্রধানতঃ ব্যবহার করতে হবে।

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহিলা দিবস

সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মহিলা এবং মহিলা মেহনতকারিণীগণ, যাঁরা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে একটি সাধারণ শ্রম-পরিবারে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, তাঁদের প্রদীপ্ত অভিনন্দন জানাই।

আমি তাঁদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি:

(১) সমস্ত দেশের শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক বন্ধন জোরদার করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজয় অর্জন করার ক্ষেত্রে;

(২) বুর্জোয়াদের নিকট বুদ্ধিগত এবং অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মহিলা মেহনতকারিণীদের পশ্চাদ্‌পদ অংশসমূহের মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে;

(৩) বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনযজ্ঞের নেতা, শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে কৃষক রমণীদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে,

(৪) সমস্ত অসমতা এবং সমস্ত অত্যাচার-নিপীড়নের বিলুপ্তি, শ্রমিক-শ্রেণীর বিজয় এবং আমাদের দেশে একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য, নিপীড়িত ব্যাপক জনগণের দুটি অংশ, যারা এখনো মর্যাদায় অসমান, তাদের সংগ্রামীদের একটি একক বাহিনী গঠন করার ক্ষেত্রে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহিলা দিবস দীর্ঘজীবী হোক!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৫৫
৭ই মার্চ, ১৯২৬

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের ষষ্ঠ বর্ধিত প্লেনামের জার্মান কমিশনে প্রদত্ত বক্তৃতা

৮ই মার্চ, ১৯২৬

কমরেডস্, আমার মাত্র সামান্য কয়েকটি মন্তব্য করার আছে।

(১) কিছু কিছু কমরেডের এই মত যে ইউ. এস. এস. আর-এর স্বার্থ দাবি করলে, পাশ্চাত্যের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের কর্তব্য হবে দক্ষিণপন্থী নীতি গ্রহণ করা। আমি এর সঙ্গে একমত নই, কমরেডস্। আমি অবশ্যই বলব যে, আমরা রাশিয়ার কমরেডরা আমাদের কাজে যে নীতিগুলির দ্বারা পরিচালিত হই, তাদের সঙ্গে এই ধরে নেওয়াটা নিশ্চিতরূপে সঙ্গতিহীন। আমি কখনো এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব কল্পনা করতে পারি না, যে ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থসমূহের প্রয়োজন হবে আমাদের ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টিসমূহের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি। কেননা একটি দক্ষিণপন্থী মত অনুসরণের অর্থ কি? এর অর্থ হল, একভাবে না হয় অন্যভাবে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। আমি কল্পনাই করতে পারি না যে, আমাদের ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টিদের পক্ষে, এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা ইউ. এস. এস. আর-এর স্বার্থসমূহের প্রয়োজন হতে পারে। আমি কল্পনা করতে পারি না যে আমাদের সাধারণতন্ত্র, যা কিনা বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ঘাঁটি, তার প্রয়োজন হবে না পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের সর্বাধিক বিপ্লবী মানসিকতা এবং তাদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা, কিন্তু তার প্রয়োজন হবে তাদের কর্মতৎপরতার অবনতি, তাদের বিপ্লবী মানসিকতার ভোঁতা হওয়া। এরূপ মনোভাব আমাদের কাছে, রাশিয়ার কমরেডদের কাছে অপমানজনক। কাজেই এরূপ একটি অযৌক্তিক এবং নিশ্চিতরূপে গ্রহণের অযোগ্য অনুমান থেকে নিজেকে সামগ্রিকভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

(২) জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পর্কে। আমরা কিছু কিছু বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য শুনতে পাই, যাঁরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে,

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দুর্বল, তার নেতৃত্ব দুর্বল, কেন্দ্রীয় কমিটিতে বুদ্ধিজীবী লোকজনের অভাবের দরুণ কাজকর্মের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে, কেন্দ্রীয় কমিটির অস্তিত্বই নেই, ইত্যাদি। কমরেডস্, এ সমস্তই অসত্য। আমি এরকম কথাবার্তা বুদ্ধিজীবীদের কিম্ভূতকিমাকার বক্তব্য হিসেবে বিবেচনা করি, যা কমিউনিস্টদের পক্ষে অযোগ্য। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠেনি। দক্ষিণপন্থী ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এই কমিটি জন্মলাভ করেছে। 'অতি-বামপন্থী' ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এই কমিটি শক্তিলাভ করেছে। সুতরাং এই কমিটি দক্ষিণপন্থীও নয়, 'অতি-বামপন্থী'ও নয়। এই কমিটি হল একটি লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটি। বর্তমান মুহূর্তে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির যেরকম প্রয়োজন, এই কমিটি হল সঠিকভাবে সেই নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী।

বলা হয় যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষেত্রে তত্ত্বগত জ্ঞান বলিষ্ঠ নয়। তাতে কি এসে যায়?—যদি নীতি সঠিক থাকে, তত্ত্বগত জ্ঞান যথা-সময়ে এসে যাবে। জ্ঞান হল এমন একটি বস্তু, যা অর্জনীয়; আজ যদি আপনার তা না থাকে, আগামীকাল আপনি তা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু একটি সঠিক নীতি, যেরকমটি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এখন অনুসরণ করছেন, তা কয়েকজন দাম্ভিক বুদ্ধিজীবীর দ্বারা অত সহজে আয়ত্ত করা যায় না। বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির শক্তি এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে এই কমিটি একটি সঠিক লেনিনবাদী নীতি অনুসরণ করছে, এবং এটা এমন কিছু, পুঁচকে বুদ্ধিজীবীরা, যারা তাদের 'জ্ঞান' সম্পর্কে গর্ব করে, তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। কিছু কিছু কমরেডের মতে একজন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে দুখানা বা তিনখানা বই পড়া বা এক জোড়া পুস্তিকা লেখাই যথেষ্ট, যার জন্য সে পার্টিকে নেতৃত্ব দেবার অধিকার দাবি করতে পারে। কমরেডস্, এটা ভুল। এটা হাস্যকরভাবে ভুল। দর্শন সম্পর্কে আপনি মোটা মোটা সমগ্র বই লিখতে পারেন, কিন্তু আপনি যদি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নীতি আয়ত্ত না করে থাকেন, তাহলে আপনাকে পার্টির নেতৃত্বের আসনে বসানো যায় না।

কমরেড গেলম্যান, এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা যদি প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে চায়, তাহলে তাদের কার্যক্ষমতা ব্যবহার করুন, অথবা যদি

যে-কোন মূল্যেই আদেশ দিতে তারা দৃঢ়পণ হয়, তাহলে তাদের জাহান্নমে যেতে দিন।...বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটিতে শ্রমিকেরা যে সংখ্যায় অধিক, এই ঘটনা জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে একটা বিরাট সম্পত্তি।

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির করণীয় কাজ কি?

যে ব্যাপক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শ্রমিক-জনগণ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিভ্রান্তির জন্য উষর ও নির্জন প্রান্তরের বিপথে গিয়ে পড়েছে তাদের কাছে পৌঁছাবার পথ খুঁজে বের করা এবং এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশকে কমিউনিস্ট পার্টির দিকে জয় করে আনা হল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কাজ। এই পার্টির করণীয় কাজ হল, এর যেসব ভাইরা বিপথে গেছে তাদের সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত হবার ব্যাপারে সেইসব ভাইদের সাহায্য করা। ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর কাছে পৌঁছাবার দুটি সম্ভাব্য পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতি হল, বুদ্ধিজীবীদের বৈশিষ্ট্যসূচক; পদ্ধতিটি হল শ্রমিকদের দিকে তেড়ে যাওয়া. বলতে গেলে, বেত হাতে নিয়ে তাদের 'জয় করে আনার' পদ্ধতি। কোন প্রমাণের দরকার হয় না যে এই পদ্ধতির সঙ্গে কমিউনিস্ট পদ্ধতির কোন সম্পর্ক নেই, কেননা এই পদ্ধতি শ্রমিকদের আকৃষ্ট করার পরিবর্তে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়। আমাদের যে ভাইরা বিপথে গেছে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের শিবিরে গিয়ে পড়েছে, তাদের সঙ্গে একটি সাধারণ ভাষা খুঁজে পাওয়া, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক উষর ও নির্জন প্রান্তর থেকে তাদের নিজেদের মুক্ত করতে তাদের সাহায্য করা এবং কমিউনিজমের পক্ষে তাদের চলে আসা সহজতর করার মধ্যে অন্য পদ্ধতিটি নিহিত আছে। কাজের এই পদ্ধতিটিই হল একমাত্র কমিউনিস্ট পদ্ধতি। বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি যে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক গঠিত, এই ঘটনা শেষোক্ত পদ্ধতির প্রয়োগকে সহজতর করে। একটি যুক্তফ্রন্টের গঠনে ওই সমস্ত সাফল্য নিশ্চিতরূপে এই পদ্ধতির প্রয়োগের ওপর আরোপ করতে হবে; জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিঃসন্দেহে এই যুক্তফ্রন্ট গঠনের সুনামের ভাগী।

(৩) মেয়ার সম্পর্কে। আমি মনোযোগ সহকারে তাঁর বিচক্ষণ বক্তৃতা শুনছিলাম। কিন্তু আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, তাঁর বক্তৃতার একটি বিষয়ের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। মেয়ার যা বলছেন তা থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তিনি

আসেননি, বরং, পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীয় কমিটিই তাঁর কাছে এসেছে। কমরেডস্, এটা সত্য নয়। তিনি স্পষ্টভাবে এরূপ বলেননি, কিন্তু তাঁর সমস্ত বক্তৃতার মাঝে এই ধারণা গূঢ়ভাবে নিহিত ছিল। এটা সত্য নয়, এটা একটা বিরাট ভুল। দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি জন্মগ্রহণ করেছিল, সেদিন পর্যন্ত মেয়ার এইসব কর্মীদের সারিতে সক্রিয় ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি যদি তার নিজস্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে না যেতে চায়, যদি তা জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে না চায়, তাহলে তা দক্ষিণপন্থী হতে পারে না। তা সত্ত্বেও, মেয়ার যদি কেন্দ্রীয় কমিটির দিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে এগিয়ে এসে থাকেন, তা থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, তিনি বামপন্থার দিকে এগিয়ে আসতে, দক্ষিণপন্থীদের ভুলত্রুটি উপলব্ধি করতে, তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সরে আসতে শুরু করেছেন। সুতরাং, কেন্দ্রীয় কমিটি মেয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না, বরং, পক্ষান্তরে মেয়ারই কেন্দ্রীয় কমিটির দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির দিকে এগিয়ে আসছেন বটে, কিন্তু এখনো সেখানে এসে পৌঁছাননি। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের অবস্থানে সম্পূর্ণভাবে এসে পৌঁছাতে তাঁর এখনো দক্ষিণপন্থীদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমুখে আরও দু-তিনটি পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি মেয়ারকে কুষ্ঠরোগী হিসেবে কখনোই মনে করি না, আমি সুপারিশ করছি না যে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, আমি যা কিছু বলছি তা হল, যদি তিনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির অবস্থানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে একাত্ম হতে চান, তাহলে তাঁকে আরও দু-তিনটি পদক্ষেপ এগিয়ে আসতে হবে।

(৪) স্কোলেম সম্পর্কে। জার্মান 'উগ্রপন্থীদের' এবং স্কোলেমের নীতির ওপর আমি দীর্ঘ আলোচনা করব না। এখানে সে সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হয়েছে। আমি শুধু তাঁর ভাষণের একটি অংশের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে চাই। স্কোলেম এখন আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের অনুকূলে। সেইজন্য তিনি প্রস্তাব করছেন যে, একটি সাধারণ আলোচনা শুরু করা হোক—যে ব্র্যাণ্ডলার ও রাদেক এবং প্রত্যেককেই, দক্ষিণপন্থী থেকে 'উগ্র বামপন্থীদের' পর্যন্ত আমন্ত্রণ করা হোক, একটি ব্যাপক ক্ষমা ঘোষণা করা হোক, এবং একটি সাধারণ আলোচনা চালু করা হোক। কমরেডস্, সেটা ভুল হবে। পূর্বে স্কোলেম আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। এখন তিনি একেবারে অন্যপ্রান্তে

গিয়ে সীমাহীন এবং পুরোদস্তুর অনিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের অনুকূলে ঘোষণা করছেন। ঈশ্বর আমাদের এরকমের গণতন্ত্রের হাত থেকে বাঁচান! রাশিয়ানদের একটি যথার্থ বক্তব্য আছে, 'একটা নির্বোধকে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে বল এবং সে কপাল ঠুকে কপাল ফাটিয়ে ফেলবে।' (হাস্য।) না, আমরা এ ধরনের গণতন্ত্র চাই না। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই দক্ষিণপন্থী মনোভাবের রোগ থেকে মুক্তিলাভ করেছে। কৃত্রিমভাবে তাকে এই রোগে এখন সংক্রামিত করার কোন অর্থ হবে না। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এখন যে রোগে ভুগছে তা হল 'উগ্র বামপন্থা'। এই রোগকে তীব্রতর করার কোন অর্থ থাকবে না —একে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে, তীব্রতর করা চলবে না। ঠিক যে-কোন রকমের আলোচনা বা যে-কোন রকমের গণতন্ত্রের আমাদের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন এমন আলোচনার ও এমন গণতন্ত্রের, যা জার্মানিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে লাভজনক হবে। এইজন্য আমি স্কোলেমের ব্যাপক ক্ষমার বিরোধী।

(৫) রুথ ফিশার গোষ্ঠী সম্পর্কে। এই গোষ্ঠী সম্পর্কে এখানে এত বেশি বলা হয়েছে যে আমার পক্ষে বলার আর কয়েকটি কথাই মাত্র আছে। আমি মনে করি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে সমস্ত অবাঞ্ছিত ও আপত্তিজনক গোষ্ঠী-গুলির মধ্যে এই গোষ্ঠীটিই হল সর্বাধিক অবাঞ্ছিত ও আপত্তিজনক। একজন 'উগ্র বামপন্থী' শ্রমিক এখানে মন্তব্য করেছিলেন যে, শ্রমিকেরা নেতাদের ওপর আস্থা হারাচ্ছে। তা যদি সত্য হয়, তাহলে খুবই দুঃখের কথা। কেননা, যেখানে নেতাদের ওপর আস্থা থাকে না, সেখানে সত্যিকারের কোন পার্টি থাকতে পারে না। কিন্তু এর জন্য দোষী কে? রাজনীতিতে তার শঠতাপূর্ণ আচরণ, এক কথা বলা এবং অন্য কাজ করার অভ্যাস এবং কথা ও কাজের মধ্যে যে শাশ্বত বৈপরীত্য এই কূটনৈতিক গোষ্ঠীর অভ্যস্ত কাজকে বৈশিষ্ট্য-প্রদান করে—এইসব নিয়ে রুথ ফিশার গোষ্ঠীই দোষী। নেতারা যখন কূট-নৈতিক খেলার মধ্য দিয়ে অসৎ হয়ে পড়ে, যখন তাদের কথা কাজের দ্বারা সমর্থিত হয় না, যখন তারা বলে এক কথা, করে অন্য কাজ, তখন নেতাদের ওপর শ্রমিকদের কোন আস্থা থাকতে পারে না।

লেনিনের ওপর রুশ শ্রমিকদের এত অসীম আস্থা ছিল কেন? কেবল কি এইজন্য যে, তাঁর নীতি ছিল সঠিক? না, কেবলমাত্র সেজন্য নয়। তাদের লেনিনের ওপর আস্থা ছিল এজন্যও যে তারা জানত, লেনিনের কথায় ও কাজে

কোন বৈসাদৃশ্য নেই, তারা জানত যে লেনিন 'প্রয়োজনকালে তাদের ফেলে যাবেন না।' অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এর ওপর লেনিনের মর্যাদার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। এই পদ্ধতির দ্বারাই লেনিন শ্রমিকদের শিক্ষিত করেছিলেন, এই-ভাবেই তিনি তাদের মধ্যে নেতাদের ওপর আস্থা অনুপ্রবিষ্ট করেছিলেন। রুথ ফিশার গোষ্ঠীর পদ্ধতি, পচা-গলা কূটনীতির পদ্ধতি লেনিনের পদ্ধতির ঠিক সরাসরি বিরোধী। আমি বরদিগাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতে পারি, যদিও তাঁকে আমি একজন লেনিনবাদী বা একজন মার্কসবাদী মনে করি না; আমি তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি এইজন্য যে তিনি যা ভাবেন, তা তিনি বলেন। এমনকি আমি স্কোলেমকেও বিশ্বাস করতে পারি; স্কোলেম যা ভাবেন সব সময়ে তা বলেন না (হাস্য), কিন্তু তিনি যা বলতে চান কখনো কখনো তার চেয়ে বেশি কিছু বলেন। (হাস্য।) কিন্তু পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট সদিচ্ছা নিয়েও আমি এক মুহূর্তের জন্যও রুথ ফিশারকে বিশ্বাস করতে পারি না, কেননা তিনি যা ভাবেন, তা কখনো বলেন না। এর জন্যই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সমস্ত আপত্তিজনক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রুথ ফিশার গোষ্ঠীকেই আমি সর্বাধিক আপত্তিজনক মনে করি।

(৬) আরবানস সম্পর্কে। বিপ্লবী হিসেবে আরবানসের ওপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। আদালতের বিচারকালে তিনি এমন সুন্দরভাবে নিজেকে পরিচালনা করেছিলেন, যার জন্য আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, আরবানসের একমাত্র এই গুণগুলি নিয়ে খুব বেশিদূর যাওয়া চলে না। বিপ্লবী নীতি ও মনোভাব ভাল জিনিস। নীতিতে একনিষ্ঠতা আরও ভাল। কিন্তু আপনার কৃতিত্বের পক্ষে যদি এই সমস্ত গুণগুলিই হয় সবকিছু, তাহলে, কমরেডস্, তা অত্যন্ত কম, ভয়ংকরভাবে কম। এরূপ কৃতিত্বসমূহ দু-একমাস আপনাকে টিঁকিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু তারপর যদি সেগুলি একটি সঠিক নীতির দ্বারা বলীয়ান না হয়, তাহলে তারা ব্যর্থ হবে, অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হবে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কাট্‌ঝ দুর্বৃত্তদলের মধ্যে এখন একটি অপ্রশম্য সংগ্রাম চলছে। আরবানসের অবস্থান কোথায়? কাট্‌ঝ দুর্বৃত্তদলের সঙ্গে, না কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে? পেটি-বুর্জোয়া দার্শনিক করশের সঙ্গে, অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে? এই বিবদমান শক্তিসমূহের মাঝপথে ত্রিশংকু হয়ে তিনি থাকতে পারেন না। কোথায় তাঁর অবস্থান তা খোলাখুলি ও সৎভাবে বলার সাহস আরবানসের

নিশ্চিতরূপে থাকতে হবে : কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে, না তার ক্ষিপ্ত বিরোধীদের সঙ্গে। এখানে চূড়ান্ত দ্ব্যর্থহীনতার প্রয়োজন। আরবানসের দুর্ভাগ্য এই যে, আপাতঃদৃষ্টিতে, তাঁর এই দ্ব্যর্থহীনতার অভাব রয়েছে এবং তিনি রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা দ্বারা প্রভাবিত। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাকে একবার ক্ষমা করা যেতে পারে, দুবারও ক্ষমা করা যেতে পারে; কিন্তু অদূরদর্শিতা যদি একটি নীতি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা অপরাধের নিকটবর্তী পর্যায়ে পড়ে। সেইজন্য আমি মনে করি, আরবানসকে তাঁর অবস্থানকে খোলাখুলি ও সৎভাবে বর্ণনা করতে হবে, যদি অবশ্য পার্টিতে তাঁর প্রভাবের শেষ চিহ্ন তিনি স্বেচ্ছায় না হারাতে চান। আদালতের বিচারকালে আরবানস কিরকম সুষ্ঠুভাবে নিজেকে পরিচালনা করেছিলেন ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণী তাই মনে করে বসে থাকতে পারে না। ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণী চায় একটি সঠিক নীতি। যদি আরবানস প্রমাণিত হন যে তাঁর কোন স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতি নেই, তাহলে তাঁর মর্যাদার এমনকি স্মৃতিটুকুও যে থাকবে না, সেই ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য একজনের ভবিষ্যদ্বক্তা হতে হবে না।

'কমিউনিস্টিচেস্কি ইনটারন্যাশনাল' পত্রিকা
সংখ্যা ৩ (৫২), মার্চ, ১৯২৬

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্টির নীতি

(সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কাজের ওপর লেনিনগ্রাদ পার্টি-সংগঠনের সক্রিয় কর্মীদের নিকট প্রদত্ত রিপোর্ট,[৫১] ১৩ই এপ্রিল, ১৯২৬)

কমরেডস্, আমার রিপোর্ট শুরু করতে অনুমতি দিন।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এপ্রিল প্লেনামে আলোচ্য বিষয়সূচীতে চারটি দফা ছিল।

প্রথম দফা ছিল, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমাদের পার্টির অর্থনৈতিক নীতি।

দ্বিতীয় দফা ছিল, আমাদের শস্য সংগ্রহের এজেন্সিগুলিকে সহজতর এবং অধিকতর শস্তা করার উদ্দেশ্যে সেগুলির পুনঃসংগঠন।

তৃতীয় দফা ছিল, আমাদের অর্থনৈতিক গঠনকার্যের প্রধান প্রধান মূল প্রশ্নগুলি রচনা করার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এবং ১৯২৬ সালের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কাজের পরিকল্পনা।

চতুর্থ দফা ছিল, কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হিসেবে য়েভদোকিমভের বদলে অন্য একজন প্রার্থী—কমরেড শ্ভার্নিককে নির্বাচিত করা।

শেষ দফাটি দূরে সরিয়ে রেখে—একজন সম্পাদকের বদলে আর একজন সম্পাদক নির্বাচন—বলা যেতে পারে যে, অন্য সমস্তগুলি, যারা সেই প্রধান অক্ষরেখাটিকে গঠন করেছিল যার চারিপাশে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে আলোচনা আবর্তিত হয়েছিল, তাদের একটিমাত্র মূলগত প্রশ্নে পর্যবসিত করা যায়—দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্টির নীতি। সেইজন্য আমার রিপোর্টে এই একটিমাত্র মূলগত প্রশ্ন আলোচনা করব—আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।

১। নেপ্-এর দুটি সময়পর্ব

আমাদের নীতি-নির্ধারক প্রধান উপাদান হল, আমাদের দেশ তার

অর্থনৈতিক বিকাশের গতিপথে নেপ্-এর একটি নতুন সময়পর্বে, নয়া অর্থনৈতিক নীতির একটি নতুন সময়পর্বে, প্রত্যক্ষ শিল্পায়নের পর্বে প্রবেশ করেছে। ভ্লাদিমির ইলিচের দ্বারা নয়া অর্থনৈতিক নীতি ঘোষিত হবার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। সেই সময় আমাদের পার্টির সম্মুখে যে প্রধান করণীয় কাজ উপস্থিত হয়েছিল তা হল, নয়া অর্থনৈতিক নীতির পরিস্থিতিসমূহের, সম্প্রসারিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিস্থিতিসমূহের অধীনে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন করা। সেই সময়ে, ১৯২১ সাল থেকে শুরু করে নেপ্-এর প্রথম সময়পর্বে, প্রধানতঃ কৃষি-সংক্রান্ত বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এই প্রধান কর্তব্যকাজকে গ্রহণ করেছিলাম। কমরেড লেনিন বলেছিলেন যে আমাদের কর্তব্যকাজ হল জাতীয় অর্থনীতির জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন করা, কিন্তু এরূপ একটি ভিত্তি স্থাপন করতে হলে একটি উন্নত শিল্প থাকা প্রয়োজন, কেননা শিল্প হল সমাজতন্ত্রের, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ভিত্তি, আদি ও অন্ত এবং শিল্পকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে কৃষি দিয়ে শুরু করা প্রয়োজন।

কেন?

কেননা, আমরা তখন অর্থনৈতিক দিক থেকে যে ছত্রভঙ্গ অবস্থা ভোগ করছিলাম, তাতে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন ছিল বাজার, কাঁচামাল ও খাদ্যের আকারে শিল্পের জন্য কতকগুলি পূর্বাহ্নেই অবশ্য পূরণীয় প্রয়োজন সৃষ্টি করা। আদৌ কিছু না থাকলে শিল্পকে বিকশিত করা যায় না; দেশে যদি কাঁচামাল না থাকে, শ্রমিকদের জন্য যদি খাদ্য না থাকে এবং আমাদের শিল্পের জন্য প্রধান বাজারের প্রতিনিধিত্বকারী কৃষি যদি অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে বিবর্ধিত না হয়, তাহলে শিল্পকে বিকশিত করা যায় না। সুতরাং শিল্পকে বিকশিত করার জন্য পূর্বাহ্নেই অবশ্য পূরণীয় অন্ততঃ তিনটি শর্তের প্রয়োজন ছিল: প্রথমতঃ একটি আভ্যন্তরীণ বাজার—এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজারে এ পর্যন্ত থেকে এসেছে একটি কৃষক বাজারের প্রাধান্য; দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন ছিল কৃষিজাত কাঁচামালের (বীট চিনি, শন, তুলা ইত্যাদি) কমবেশি উৎপাদন; তৃতীয়তঃ, প্রয়োজন ছিল শিল্পকে সরবরাহ করা, শ্রমিকদের সরবরাহ করার জন্য গ্রামাঞ্চলের পক্ষে কোন একটি সর্বনিম্ন পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য জোগান দিতে সক্ষম হওয়া। এইজন্যই লেনিন বলেছিলেন, আমাদের অর্থনীতির

জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন করার জন্য, শিল্প গড়ে তোলার জন্য আমাদের কৃষি দিয়ে শুরু করতে হবে।

সে সময়ে অনেকেই ছিলেন যাঁরা এটা বিশ্বাস করেননি। এই ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল বিশেষ করে তথাকথিত 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষ'। কেমন করে তা হতে পারে? বলল এই পক্ষ: আমাদের পার্টি নিজেকে বলে শ্রমিক-দের পার্টি, তথাপি পার্টি কৃষি দিয়ে অর্থনৈতিক বিকাশ শুরু করছে। বলল, এটাকে কিভাবে বুঝতে হবে? এবং অন্যান্য বিরোধীরা, যারা বিশ্বাস করত, যে-কোন অবস্থায় শিল্প গড়ে তোলা যায়, এমনকি শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করেও, এবং বাস্তব সম্ভাবনাসমূহ হিসেবের বিষয়ীভূত না করা ব্যতিরেকেও, তারাও সে সময়ে আপত্তি তুলল। কিন্তু সেই সময়পর্বে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে পার্টি ছিল সঠিক, দেখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন করা, শিল্প বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল কৃষি দিয়ে শুরু করার।

নয়া অর্থনৈতিক নীতির সেইটি ছিল প্রথম পর্ব।

এখন আমরা নেপ্-এর দ্বিতীয় সময়পর্বে প্রবেশ করেছি। আজ আমাদের অর্থনীতির সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সবাধিক বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল এই যে, মাধ্যাকর্ষণ বিন্দু শিল্পে স্থানান্তরিত হয়েছে। যেখানে সেই সময়ে, নয়া অর্থ-নৈতিক নীতির প্রথম পর্বে, আমাদের কৃষি নিয়ে শুরু করতে হয়েছিল, কারণ এর ওপরেই সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ নির্ভরশীল ছিল, তদ্বিপরীতে এখন আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন করার কাজ চালিয়ে যেতে হলে, সমগ্রভাবে আমাদের অর্থনীতির উন্নতিবর্ধনে শিল্পের ওপরেই আমাদের মনোযোগ অবশ্যই কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এখন কৃষি নিজের থেকেই কোন উন্নতিলাভ করতে পারে না, যদি না একে কৃষি-সংক্রান্ত মেশিন, ট্রাক্টর, যন্ত্রযোগে উৎপাদিত জিনিসপত্র তৎপরতার সঙ্গে সরবরাহ করা হয়। সুতরাং, যেখানে সেই সময়ে, নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রথম সময়পর্বে, সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ কৃষি-নির্ভর ছিল, তদ্বিপরীতে এখন তা নির্ভর করছে, এবং ইতিমধ্যেই নির্ভর করেছে, শিল্পের প্রত্যক্ষ সম্প্রসারণের ওপর।

২। শিল্পায়নের দিকে অগ্রগতি

চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে শিল্পায়িত করার দিকে অগ্রগতির যে শ্লোগান

ঘোষিত হয়েছিল, এটাই হল তার সারবস্তু ও মূল তাৎপর্য, এবং তাই-ই এখন কার্যে রূপায়িত হচ্ছে। এই বছরের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামেও এই মূল শ্লোগানটি তার কাজের আরম্ভবিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। সুতরাং এখনকার আশু ও মৌলিক কর্তব্যকাজ হল, আমাদের শিল্প বিকাশের বেগমাত্রা ত্বরান্বিত করা, আমাদের আয়ত্তে যে সম্পদসমূহ রয়েছে সেগুলির সদ্ব্যবহার করে আমাদের শিল্পের যথাসম্ভব উন্নতিবর্ধন করা এবং তার দ্বারা সমগ্রভাবে আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা।

এখন এই সংকটমুহূর্তে, এই করণীয় কাজটি বিশেষভাবে জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে এইজন্য যে, অন্যান্য কারণের মধ্যে, যেভাবে আমাদের অর্থনীতি বিকশিত হয়েছে তাতে শহরে ও গ্রামে যন্ত্রযোগে উৎপাদিত জিনিসপত্রের দাবি এবং শিল্প দ্বারা সেই সমস্ত জিনিসপত্র সরবরাহের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য উদ্ভূত হয়েছে, এইজন্য যে, শিল্পোৎপাদিত জিনিসপত্রের দাবি শিল্পের নিজের চেয়ে অধিকতর দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, এইজন্য যে, জিনিসপত্রের যে ঘাটতি তার সমস্ত আনুষাঙ্গিক ফলাফল সহ আমরা এখন ভোগ করছি, তা হল এই অসামঞ্জস্যের প্রতিফলন ও পরিণতি। এটা প্রমাণ করবার বড় একটা দরকার হয় না যে, আমাদের শিল্পের দ্রুত বিকাশ এই অসামঞ্জস্য দূরীভূত করা এবং জিনিসপত্রের এই ঘাটতি অবসান করার নিশ্চিততম পথ।

কিছু কিছু কমরেড মনে করেন যে, শিল্পায়ন যে-কোন রকমের শিল্পের বিকাশ সূচিত করে। এমনকি এমন অদ্ভুত লোকজনও আছে যারা বিশ্বাস করে যে, ভয়ংকর আইভ্যান (আইভ্যান দি টেরিব্‌ল্) একজন শিল্পকর্তা ছিলেন, যেহেতু তাঁর সময়ে তিনি কতকগুলি প্রাথমিক শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা যদি যুক্তির এই ধারা অনুসরণ করি, তাহলে মহান পিটারকে (পিটার দি গ্রেট) প্রথম শিল্পকর্তা বলে অভিহিত করতে হয়। নিঃসন্দেহে, তা অসত্য। প্রত্যেক ধরনের শিল্পগত বিকাশই শিল্পায়ন নয়। শিল্পায়নের কেন্দ্র, তার ভিত্তি হল ভারি শিল্পের (ধাতু, জ্বালানিদ্রব্য ইত্যাদি) বিকাশ, শেষ বিশ্লেষণে হল উৎপাদনের উপায়সমূহের উৎপাদন, আমাদের নিজেদের মেশিন তৈরীর শিল্পের বিকাশ। সমগ্রভাবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে যন্ত্রযোগে উৎপাদনকারী শিল্পের ভাগ বাড়ানোই শুধু শিল্পায়নের কাজ নয়, এর কাজ হল, এই বিকাশের অভ্যন্তরে, যেহেতু আমাদের দেশ পুঁজিবাদী দেশগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও সুনিশ্চিত করা, বিশ্ব

পুঁজিবাদের লেজুড়ে পরিণত হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করাও। 'যেহেতু শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের দেশ পুঁজিবাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেইহেতু তা অর্থনৈতিক-ভাবে স্বনির্ভর থাকতে পারে না, যদি না তা নিজেই তার নিজের দেশে যন্ত্র ও উৎপাদনের উপায়সমূহ উৎপাদন করে, যদি তা বিকাশের এমন একটা স্তরে এঁটে থাকে যেখানে তাকে যে সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিকভাবে উন্নত দেশ যন্ত্র ও উৎপাদনের উপায়সমূহ উৎপাদন করে, তাদের সাথে তার অর্থনীতিকে আবদ্ধ রাখতে হয়। সেই স্তরে এঁটে-থাকা হবে বিশ্ব পুঁজিবাদের অধীনে নিজেদের স্থাপন করা।

ভারতবর্ষের কথাই ধরুন। প্রত্যেকেই জানেন, ভারতবর্ষ একটা উপনিবেশ। ভারতবর্ষের কি শিল্প আছে? নিঃসন্দেহে তার শিল্প আছে। এই শিল্প কি বিকশিত হচ্ছে? হাঁ, হচ্ছে! কিন্তু সেখানে যে ধরনের শিল্প বিকশিত হচ্ছে তা এমন শিল্প নয় যা যন্ত্র এবং উৎপাদনের উপায়সমূহ উৎপাদন করে। ভারতবর্ষ ব্রিটেন থেকে তার উৎপাদনের যন্ত্রপাতি আমদানী করে। এইজন্য (অবশ্য, যদিও কেবলমাত্র এইজন্য নয়) ভারতবর্ষের শিল্প ব্রিটিশ শিল্পের সম্পূর্ণ অধীন। সাম্রাজ্যবাদের এটা হল একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি—উপ-নিবেশগুলিতে শিল্প এমনভাবে বিকশিত করা যাতে তা শাসক দেশ, সাম্রাজ্যবাদের কাছে আবদ্ধ থাকে।

কিন্তু এ থেকে এইটে বেরিয়ে আসে যে, আমাদের দেশের শিল্পায়ন কেবলমাত্র যে-কোন ধরনের শিল্প বিকাশের অন্তর্ভুক্ত থাকে না—ধরা যাক হাল্কা শিল্প—যদিও হাল্কা শিল্প এবং তার বিকাশ আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, শিল্পায়নকে সর্বোপরি বুঝতে হবে আমাদের দেশে ভারি শিল্পের বিকাশ হিসেবে, এবং বিশেষ করে আমাদের নিজস্ব মেশিন তৈরী করার শিল্প হিসেবে, যা হল সাধারণভাবে শিল্পের প্রধান স্নায়ু। এটি ব্যতিরেকে, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

৩। সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয় সম্পর্কে প্রশ্নাবলী

কিন্তু কমরেডস্, শিল্পায়ন যাতে অগ্রসর হতে পারে, তারজন্য আমাদের কারখানাসমূহের সরঞ্জাম পুনর্নবীকরণ করতে, নতুন নতুন কারখানা গড়তে হবে। আমাদের শিল্প বিকাশের বর্তমান সময়কালের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল,

জারতন্ত্রের সময়কালের পুঁজিবাদীদের দ্বারা আমাদের জন্য রেখে-যাওয়া কল ও কারখানাগুলির কাজকর্ম ইতিমধ্যেই তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, পূর্ণ সামর্থ্য-অনুযায়ী চলছে এবং এখন আরও উন্নতিসাধন করতে হলে, প্রযুক্তিগত সরঞ্জামকে অবশ্যই উন্নত করতে হবে, পুরানো কারখানাগুলিকে পুনর্সজ্জিত করতে হবে এবং নতুন নতুন কারখানা গড়তে হবে। এটা যদি না করা হয়, তাহলে এখন এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে।

কিন্তু, কমরেডস্, নতুন প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জামের ভিত্তিতে আমাদের শিল্পকে পুনরায় নতুন করতে হলে, আমাদের প্রচুর, অতি প্রচুর পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন। এবং আপনারা সকলেই জানেন, আমাদের পুঁজি অত্যন্ত কম। এই বছর শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের মৌলিক বিষয়ের জন্য আমরা ৮০ কোটির কিছু বেশি বরাদ্দ করে রাখতে সক্ষম হব। এই অর্থ, নিঃসন্দেহে, বেশি নয়। কিন্তু এটা যাহোক কিছু। এটা হবে আমাদের শিল্পে প্রথম মোটারকমের বিনিয়োগ। আমি বলছি, এটা বেশি নয়, কেননা আমাদের শিল্প সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দভাবে ওই পরিমাণ অর্থের কয়েকগুণ নিয়োগ করতে পারে। আমাদের শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শ্রমিকদের সংখ্যা দ্বিগুণ বা তিনগুণ করার জন্য, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের শিল্পকে আমাদের সম্প্রসারিত করতে হবে। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করতে হবে—এবং তা যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু এসবের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন।

সুতরাং শিল্প বিকাশের জন্য সঞ্চয়ের প্রশ্ন, সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের এখন আমাদের পক্ষে প্রথমশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈদেশিক ঋণ ছাড়া আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের ভিত্তিতে শিল্পায়নের দিকে অগ্রগতি চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে, আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সাফল্যের উদ্দেশ্যে আমাদের নিজেদের কর্মকৌশলের ওপর নির্ভর করে আমাদের শিল্পের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এইরূপ সঞ্চয়, এইরূপ রিজার্ভ নিশ্চিত করতে আমরা কি সক্ষম, আমরা কি সেরূপ অবস্থানে আছি?

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার দিকে বিশেষ মনোযোগ একান্তভাবে দিতে হবে।

ইতিহাসে শিল্পায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি জানা রয়েছে।

ব্রিটেন শিল্পায়িত হয়েছিল এই ঘটনার জন্য যে, এই দেশটি দশকের পর

দশক, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপনিবেশসমূহ লুণ্ঠন করে সেখান থেকে 'উদ্বৃত্ত' পুঁজি সঞ্চয় করেছিল এবং এই 'উদ্বৃত্ত' পুঁজি তার নিজের শিল্পে বিনিয়োগ করে এবং এইভাবে তার শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করে। এটি হল শিল্পায়নের একটি পদ্ধতি।

জার্মানি, গত শতাব্দীর সত্তর দশকে ফ্রান্সের সঙ্গে সফল যুদ্ধের ফলে, তার শিল্পায়ন সে ত্বরান্বিত করেছিল, এই সময় জার্মানি খেসারত হিসেবে ফরাসীদের কাছ থেকে ৫০০ কোটি ফ্রাঙ্ক জোরপূর্বক আদায় করে এবং এইসব অর্থ তার নিজের শিল্পে ঢেলে দেয়। এটি হল শিল্পায়নের দ্বিতীয় পদ্ধতি।

এই দুটি পদ্ধতিই আমাদের কাছে বাধাস্বরূপ, কেননা আমাদের হল সোভিয়েতসমূহের দেশ, ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন এবং লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র দেশবিজয় সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন।

রাশিয়া, পুরানো রাশিয়া, সুযোগ-সুবিধা লীজ দিয়ে দাসত্বমূলক শর্তে টাকা ধার করে এবং এইভাবে ধীরে ধীরে শিল্পায়নের পথে উঠবার জন্য চেষ্টা করে। এটি হল তৃতীয় পদ্ধতি। এটি হল দাসত্ব বা আধা-দাসত্বের পথ, রাশিয়াকে একটি আধা-উপনিবেশে পরিণত করার পথ। এই পথও আমাদের কাছে একটি বাধাস্বরূপ, কারণ আমরা তিন বছর গৃহযুদ্ধ চালিয়ে প্রত্যেক রকমের হস্তক্ষেপকারীদের বিতাড়িত করেছি এইজন্য নয় যে তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পর আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হব।

শিল্পায়নের একটি চতুর্থ পথ অবশিষ্ট আছে। তা হল নিজেদের সঞ্চয়সমূহ থেকে শিল্পের জন্য তহবিল বের করা, তা হল সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের পথ; আমাদের দেশ শিল্পায়িত করার একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে লেনিন এই পথের দিকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বেশ, তাহলে, সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের ভিত্তিতে আমাদের দেশের শিল্পায়ন কি সম্ভব?

শিল্পায়ন নিশ্চিত করার পক্ষে পর্যাপ্ত এরূপ সঞ্চয়ের উৎসসমূহ আমাদের আছে কি?

হাঁ, এটা সম্ভব। হাঁ, আমাদের উৎসসমূহ আছে।

আমি এরূপ ঘটনার উল্লেখ করতে পারি—যেমন অক্টোবর বিপ্লবের

পরিণতিতে আমাদের দেশে জমিদার ও পুঁজিপতিদের সম্পত্তি থেকে দখলচ্যুত করা, জমি, কল-কারখানাসমূহ ইত্যাদির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত করে সেগুলিকে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করা। এটা প্রমাণ করার বড় একটা প্রয়োজন হয় না যে এই ঘটনা বেশ মোটারকমের সঞ্চয়ের নমুনা।

আমি. আরও, এরূপ ঘটনার উল্লেখ করতে পারি, যেমন জারতন্ত্রের ঋণগুলি বাতিল করা, যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতি থেকে কোটি কোটি রুবলের ঋণের বোঝা অপসারিত করেছিল। এটা ভোলা উচিত হবে না যে, এইসব ঋণ যদি থেকে যেত তাহলে প্রতি বৎসর একমাত্র সুদ হিসেবেই আমাদের লক্ষ লক্ষ রুবল দিতে হতো, যার ফলে আমাদের শিল্প ও আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি হতো ক্ষতিগ্রস্ত। কোন সন্দেহই নেই যে এই ঘটনা সঞ্চয়ের বিষয়টিকে বিপুলভাবে সহজতর করেছে।

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং উন্নয়নশীল আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের কথা আমি উল্লেখ করতে পারি, এ থেকে শিল্পের অধিকতর উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কিছুটা পরিমাণ লাভ পাওয়া যায়। এটিও সঞ্চয়ের একটি উৎস।

আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের কথা আমি উল্লেখ করতে পারি, যা কিছুটা পরিমাণ লাভ উৎপাদন করে এবং, সেজন্য, তা সঞ্চয়ের কিছুটা উৎসেরও নমুনা।

কেউ-বা আমাদের কমবেশি সংগঠিত রাষ্ট্রীয় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কথাও উল্লেখ করতে পারেন, যা অনুরূপভাবে কিছুটা লাভ উৎপাদন করে এবং সেজন্য তা সঞ্চয়ের কিছুটা উৎসেরও নমুনা।

কেউ-বা আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং প্রথার মতো সঞ্চয়ের জন্য লিভারের কথা উল্লেখ করতে পারেন, যা কিছুটা লাভ উৎপাদন করে এবং তার ক্ষমতার সীমার মধ্যে আমাদের শিল্পের জন্য অর্থ-তহবিল সরবরাহ করে।

সবশেষে, আমাদের আছে রাষ্ট্রক্ষমতার মতো হাতিয়ার, এই রাষ্ট্রক্ষমতা রাষ্ট্রীয় বাজেট নিয়ন্ত্রণ করে এবং সাধারণভাবে অর্থনীতির, বিশেষভাবে আমাদের শিল্পের অগ্রগতির জন্য কিছুটা পরিমাণ অর্থ সরিয়ে রাখে।

মোটের ওপর এইগুলিই হল আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের প্রধান প্রধান উৎস। সেগুলি আমাদের কল্যাণ সাধন করে, কেননা তা সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করার সম্ভাবনা আমাদের জোগান দেয়, যেগুলি ছাড়া আমাদের দেশের শিল্পায়ন অসম্ভব।

কিন্তু, কমরেডস্, সম্ভাবনা বাস্তব ঘটনা নয়। অদক্ষ পরিচালনার ফলে সঞ্চয়ের সম্ভাবনা এবং প্রকৃত সঞ্চয়ের মধ্যে বেশ বড় রকমের ফারাক ঘটতে পারে। সেইহেতু, আমরা একমাত্র সম্ভাবনাসমূহ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারি না। যদি আমরা আমাদের শিল্পের প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করার কথা সত্যসত্যই চিন্তা করি, তাহলে অবশ্যই আমাদের সমাজ-তান্ত্রিক সঞ্চয়ের সম্ভাবনাকে প্রকৃত সঞ্চয়ে পরিণত করতে হবে।

সেইজন্য প্রশ্ন ওঠে: কিভাবে আমাদের সঞ্চয়ের কাজ পরিচালনা করতে হবে যাতে আমাদের শিল্প তার কল্যাণসমূহ অনুভব করতে পারে; আমাদের অর্থনীতির কোন্ মূল বিষয়গুলির ওপর আমরা সর্বপ্রথম পূর্ণ মনোযোগ দেব যাতে সঞ্চয়ের সম্ভাবনাকে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ে পরিণত করা যেতে পারে?

সঞ্চয়ের কতকগুলি খাত বিদ্যমান রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে অন্ততঃ প্রধান প্রধানগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ। এটা প্রয়োজন যে, দেশে সঞ্চয় থেকে উদ্বৃত্তসমূহের অপচয় করা চলবে না, সেসব একত্রে আমাদের ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলিতে—সমবায় অথবা রাষ্ট্রীয়—এবং গার্হস্থ্য ঋণ দ্বারা জমাতে হবে, যাতে সেগুলি প্রধানতঃ শিল্পের প্রয়োজনে লাগানো যেতে পারে। স্বভাবতঃই, আমানতকারীকে কোন একটা হারে সুদ দিতে হবে। এটা বলা চলে না যে, এই ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলি আদৌ সন্তোষজনক হয়েছে। কিন্তু আমাদের ঋণদানের ব্যাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নত করা, জনসাধারণের চোখে আমাদের ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলির মর্যাদা বাড়ানো এবং আভ্যন্তরীণ ঋণ চালু করার সমস্যাই হল নিশ্চিতরূপে আমাদের সম্মুখীন আশু সমস্যাগুলির অন্যতম এবং যে-কোন মূল্যে আমাদিগকে অবশ্যই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ। যে সমস্ত খাত ও রন্ধ্র দিয়ে দেশে সঞ্চয় থেকে উদ্বৃত্তসমূহ সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের ক্ষতিসাধন করে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের পকেটে যায়, সেই সমস্ত খাত ও রন্ধ্রকে আমাদের অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে বন্ধ করতে হবে। এতে প্রয়োজন হয় মূল্য সম্পর্কে এমন নীতি অনুসরণ করা যা পাইকারী ও খুচরা দামের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবে না। যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্য এবং কৃষির উৎপন্ন দ্রব্যের খুচরা দাম কমানোর জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করতে হবে যাতে সঞ্চয় থেকে উদ্বৃত্ত ব্যক্তিগত পুঁজিপতির পকেটে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যাওয়া

বন্ধ করা যায়, বা অন্ততঃ সর্বনিম্ন স্তরে কমানো যায়। এটি হল আমাদের নীতির অন্যতম মৌলিক প্রশ্ন। আমাদের সঞ্চয়ের কাজের এবং চারভোনেৎ মুদ্রা উভয়েরই পক্ষে এটি হল গুরুতর বিপদের একটি উৎস।

তৃতীয়তঃ। শিল্পের নিজের এবং তার প্রতিটি শাখার ভেতর কর্মসংস্থা-সমূহের ঋণ পরিশোধ এবং তাদের সম্প্রসারণ ও অধিকতর বিবর্ধনের জন্য কিছু কিছু সংরক্ষিত তহবিল অবশ্যই সরিয়ে রাখতে হবে। এটা এমন একটা বিষয় যা নিশ্চিতরূপে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য এবং যে-কোন মূল্যেই আমাদের নিশ্চিতরূপে এটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

চতুর্থতঃ। দেশকে সমস্ত রকমের অনিশ্চিত সম্ভাবনার (শস্যফলনে ঘাটতি) বিরুদ্ধে নিরাপদ রাখা, শিল্পের সরবরাহ বজায় রাখা, কৃষিকে চালু রাখা, সংস্কৃতি উন্নীত করা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু সংরক্ষিত তহবিল রাষ্ট্রকে অবশ্যই সঞ্চয় করতে হবে। সংরক্ষিত তহবিল ছাড়া আজ-কাল আমরা বাঁচতে বা কাযকলাপ চালাতে পারি না। এমনকি কৃষকও তার ক্ষুদ্র খামার নিয়ে কিছু কিছু সংরক্ষিত তহবিল ছাড়া আজকাল কাজ চালাতে পারে না। একটি বিরাট দেশের রাষ্ট্র সংরক্ষিত তহবিল ছাড়া আরও কমভাবে তার কার্যনির্বাহ করতে পারে।

সর্বোপরি আমাদের অবশ্যই থাকবে একটি বৈদেশিক বাণিজ্য রিজার্ভ। আমাদের রপ্তানী ও আমদানীর নিশ্চিতরূপে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কিছু একটা রিজার্ভ, কিছু একটা ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনুকূল ভারসাম্য রাষ্ট্রের হাতে থাকে। এটা নিশ্চিতরূপে প্রয়োজনীয় শুধুমাত্র বিদেশী বাজারে বিস্ময়কর ঘটনার বিরুদ্ধে আমাদের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য নয়, এটা প্রয়োজন আমাদের চারভোনেৎকে চালু রাখার জন্যও, যা এ পর্যন্ত স্থিতিশীল রয়েছে, কিন্তু যদি আমরা ব্যবসায় বাণিজ্যে অনুকূল ভারসাম্য অর্জন করতে না পারি তাহলে তার ওঠা-নামা শুরু হতে পারে। করণীয় কাজ হল, আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি করা এবং আমাদের রপ্তানীকে আমাদের আমদানীর সম্ভাবনাগুলির সঙ্গে মানানসই করা।

আগেকার দিনে যেমন বলা হতো 'এমনকি আমাদের নিজেদের যদি খাদ্যের ব্যাপারে ঘাটতিও ভোগ করতে হয়, তবুও আমরা রপ্তানী করব', আমরা তেমন বলতে পারি না। আমরা তা বলতে পারি না এইজন্য যে, আমাদের শ্রমিক ও কৃষকেরা আহারের মানবিক মান চায় এবং আমরা এ ব্যাপারে

তাদের সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। তৎসত্ত্বেও ভোগ্যপণ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের ক্ষতি না করে আমাদের রপ্তানী বাড়াবার ক্ষেত্রে প্রতিটি উপায় অবলম্বন করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম, যার ফলে বিদেশী মুদ্রার কিছুটা রিজার্ভ রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে। ১৯২৩ সালে যে আমরা একটি দৃঢ় মুদ্রাব্যবস্থার জন্য সোভিয়েত কাগজী মুদ্রা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলাম তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুকূল ভারসাম্য থাকার ফলে, আমাদের তখন বিদেশী মুদ্রার খানিকটা রিজার্ভ ছিল। যদি আমরা আমাদের চারভোনেৎকে দৃঢ় রাখতে চাই, তাহলে আমাদের বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য এমনভাবে চালিয়ে যেতে হবে যাতে চারভোনেতের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে আমাদের বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ থেকে যায়।

অধিকন্তু, আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা রিজার্ভের প্রয়োজন। আমার মনে যা প্রধানতঃ রয়েছে, তা হল, রাষ্ট্রের হাতে শস্য রিজার্ভের সঞ্চয় থাকা যাতে রাষ্ট্র শস্যের বাজারে হস্তক্ষেপ করতে এবং কুলাক ও শস্যের ফাটকাবাজরা, যারা কৃষির উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়ে তুলছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হয়। কেবলমাত্র যদি শিল্প কেন্দ্রগুলিতে জীবনযাত্রা নির্বাহের খরচ কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে তোলা এবং শ্রমিকদের মজুরির ক্ষতিসাধন করার বিপদ ব্যাহত করতে হয়, তাহলে এটা অপরিহার্য।

সর্বশেষে আমাদের এমন একটা করারোপ নীতির প্রয়োজন যাতে করারোপের বোঝা সচ্ছল স্তরের ব্যক্তিদের কাঁধের ওপর পড়ে এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাজেটের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আয়ত্তে কিছুটা রিজার্ভের সৃষ্টি হয়। আমাদের ৪০০ কোটি রুবলের রাষ্ট্রীয় বাজেট কার্যকর করার গতি সূচিত করে যে, রাজস্ব প্রায় ১০ কোটি রুবল কিংবা তার বেশি পরিমাণের অর্থ দ্বারা খরচকে ছাপিয়ে যেতে পারে। কোন কোন কমরেডের কাছে এই সংখ্যা বিরাট বলে মনে হয়। কিন্তু স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, এই সমস্ত কমরেডদের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল; তা না হলে তাঁরা লক্ষ্য করতে পারতেন যে আমাদের দেশের মতো দেশের পক্ষে ১০ কোটি রুবল মহাসমুদ্রে এক বিন্দু জল মাত্র। এমন কিছু কমরেডও আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, আমাদের এই রিজার্ভের আদৌ প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ বছর যদি শস্য ফলনে ঘাটতি বা অন্য কোন চরম দুর্দশা ঘটে, তাহলে কি হবে? রক্ষা পাবার জন্য আমরা কোন্ তহবিলের আশ্রয় গ্রহণ করব? নিশ্চয়ই,

কেউই আমাদের শুধুশুধু সাহায্য করতে যাচ্ছে না। সেইহেতু, আমাদের নিজস্ব কিছু সঞ্চয় অবশ্যই করতে হবে। এবং যদি এ বছর প্রতিকূল কিছু না ঘটে, তাহলে আমরা এই রিজার্ভ জাতীয় অর্থনীতির, সর্বপ্রথমে শিল্পের জন্য, ব্যবহার করব। নিশ্চিন্ত থাকুন, এই সমস্ত রিজার্ভ অপচয় করা হবে না।

কমরেডস্, এগুলিই হল, মোটের ওপর, আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের মূল বিষয়, যেগুলির ওপরে আমাদের সর্বপ্রথমে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, যাতে আমাদের দেশের শিল্পায়নের জন্য আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের সম্ভাবনাকে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ে পরিণত করা যেতে পারে।

৪। সঞ্চয়ের যথাযথ ব্যবহার। অর্থনীতির শাসন

কিন্তু সঞ্চয় কোনপ্রকারেই সমস্যাটির সমগ্র বস্তু নয়, তা হতেও পারে না। কিভাবে সঞ্চিত রিজার্ভসমূহকে বিচক্ষণভাবে ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে খরচ করতে হবে তাও আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, যাতে জনগণের সম্পদের একটিমাত্র কোপেকেরও অপচয় না হয়, এবং যাতে সঞ্চিত অর্থ-তহবিল-সমূহ আমাদের দেশের শিল্পায়নের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন সমূহ মেটাবার প্রধান উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়। এই শর্তগুলি যদি পালন না করা হয়, তাহলে সব রকমের ছোটখাটো ও বিপুল ব্যয়, যাদের শিল্প বিকাশ অথবা সমগ্রভাবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতির সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই, তাদের জন্য আমাদের সঞ্চিত অর্থ তহবিলসমূহ অবৈধভাবে ব্যবহৃত ও অপব্যয়িত হবার বিপদাশংকার সম্মুখীন আমরা হব। অর্থ তহবিলসমূহ বিচক্ষণভাবে ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে ব্যয় করার ক্ষমতা হল একটি অতি মূল্যবান দক্ষতা, যা সহজে অর্জিত হয় না। এটা বলা যেতে পারে না যে আমরা, আমাদের সোভিয়েত ও সমবায় সংস্থাসমূহ এ বিষয়ে প্রচুর দক্ষতার দ্বারা চিহ্নিত। পক্ষান্তরে, সমস্ত প্রামাণিক তথ্য দেখায় যে, এই ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলি বিশেষ সন্তোষজনক নয়। কমরেডস্, এটা স্বীকার করতে বাধ্য হওয়া শক্ত, কিন্তু এটি এমন একটি তথ্য যা কোন প্রস্তাব ঢেকে রাখতে পারে না। এমন, এমন সময়ও রয়েছে যে আমাদের প্রশাসনিক সংস্থাসমূহ সেই কৃষকটির সমরূপ, যে সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিল এবং তার খামারকে পুনঃসজ্জিত করা এবং নতুন নতুন যন্ত্রপাতি জোগাড় করার পরিবর্তে সে কিনে বসল

একটা বিরাট গ্রামোফোন এবং সে দুর্দশাগ্রস্ত হল। সঞ্চিত রিজার্ভসমূহ তাহা আত্মসাৎ করা, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের কতকগুলি এজেন্সির অমিত-ব্যয়িতা, তহবিল তছরুপ করা ইত্যাদির ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আমি কিছু বলছি না।

সেজন্য, আমাদের সঞ্চয়সমূহকে অপচয় করা, আত্মসাৎ করা, অপ্রয়োজনীয় খাতসমূহে ছড়িয়ে দেওয়া, অথবা অন্যভাবে আমাদের শিল্প গড়ে তোলার মুখ্য পথ থেকে সরানোর হাত হতে রক্ষা করার জন্য ধারাবাহিক কার্যকর উপায়সমূহ অবশ্যই নিতে হবে।

সর্বপ্রথমে, এটা প্রয়োজন যে আমাদের শিল্প-সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি আমলাতান্ত্রিক খেয়াল-খুশির দ্বারা উৎপন্ন হবে না, কিন্তু আমাদের দেশের সম্পদ ও রিজার্ভসমূহ হিসেবের বিষয়ীভূত করে পরিকল্পনাগুলি জাতীয় অর্থ-নীতির অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত করতে হবে। শিল্প-সংক্রান্ত গঠন-কার্যের পরিকল্পনা অবশ্যই শিল্পবিকাশের পেছনে পড়ে থাকবে না। কিন্তু আবার কৃষির সঙ্গে সংস্পর্শ হারিয়ে এবং আমাদের দেশে সঞ্চয়ের হার উপেক্ষা করে পরিকল্পনা খুব বেশি দূর এগিয়েও যাবে না।

আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজারের দাবি ও আমাদের সম্পদসমূহের পরিমাণ—এগুলিই হল আমাদের শিল্প-সম্প্রসারণের পক্ষে ভিত্তি। আভ্যন্তরীণ বাজারের ওপরে আমাদের শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত। এই সম্পর্কে, আমাদের দেশের অর্থ-নৈতিক বিকাশ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশের অনুরূপ; ব্রিটেনের সঙ্গে তুলনামূলক বৈপরীত্যে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প গড়ে উঠেছিল আভ্যন্তরীণ বাজারের ভিত্তিতে আর ব্রিটেনের শিল্পের ভিত্তি প্রধানতঃ বিদেশী বাজারসমূহের ওপর স্থাপিত। ব্রিটেনের শিল্পের অনেকগুলি শাখার উৎপাদনের শতকরা চল্লিশ অথবা পঞ্চাশভাগ হল বিদেশী বাজারগুলির জন্য। পক্ষান্তরে, আমেরিকা এখনো তার আভ্যন্তরীণ বাজারের ওপর নির্ভরশীল, তার উৎপাদনের দশ বা বার অংশের বেশি আমেরিকা বিদেশী বাজারগুলিতে রপ্তানী করে না। এমনকি মার্কিন শিল্পের চেয়ে অধিকতর পরিমাণে আমাদের শিল্প আভ্যন্তরীণ বাজারের—প্রধানতঃ কৃষিবাজার—ওপর নির্ভরশীল হবে। শিল্প ও কৃষি অর্থ-নীতির মধ্যে সম্পর্কের এটাই হবে ভিত্তি।

আমাদের সঞ্চয়ের হার, আমাদের শিল্পের বিকাশের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য রিজার্ভসমূহ সম্পর্কে সেই একই কথা বলতে হবে। আমাদের প্রকৃত সম্পদ-

সমূহ হিসেবে না ধরে আমাদের মধ্যে কখনো কখনো উদ্ভট উদ্ভট শিল্প-সংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনা করার একটা অনুরক্তি দেখা যায়। লোকে মধ্যে মধ্যে ভুলে যান যে একটি নিশ্চিত সর্বনিম্ন পরিমাণে অর্থ-তহবিল, এবং নিশ্চিত সর্বনিম্ন পরিমাণে রিজার্ভ ব্যতীত শিল্প-সংক্রান্ত পরিকল্পনাও রচনা করা যায় না, যায় না কোন 'প্রশস্ত' এবং 'সবকিছু অন্তর্ভুক্ত-করা' কোন কর্মপ্রচেষ্টা গড়ে তোলাও। তাঁরা এটা ভুলে গিয়ে খুব বেশি দূর এগিয়ে চলেন। এবং শিল্প-সংক্রান্ত পরিকল্পনা করার ব্যাপারে খুব বেশি দূর এগিয়ে চলার অর্থ কি? তার অর্থ হল সম্পদসমূহের নাগালের বাইরে গড়ে তোলা। তার অর্থ হল, হৈ-চৈ করে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত পরিকল্পনাসমূহ ঘোষণা করা, উৎপাদনের মধ্যে অতিরিক্ত হাজার হাজার শ্রমিককে টেনে আনা, একটা বিরাট সোরগোল তোলা, এবং পরবর্তীকালে যখন আবিষ্কৃত হয় যে অর্থ-তহবিল অপর্যাপ্ত, তখন শ্রমিকদের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে হয়, তাদের পুরো পাওনাদি মিটিয়ে দিতে হয়, প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, আমাদের গঠনমূলক প্রচেষ্টাসমূহে মোহমুক্তি ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ঘটানো হয় একটি রাজনৈতিক কেলেংকারী। আমাদের কি তার প্রয়োজন আছে? না, কমরেডস্, আমাদের তার প্রয়োজন নেই। অবশ্যই আমরা শিল্পের প্রকৃত বিকাশের পেছনে পড়ে থাকব না, তার আগেও যাব না। আমরা অবশ্যই আমাদের শিল্পের বিকাশের পিছনে পড়ে থাকব না, তাকে সম্মুখে চালিত করব, কিন্তু তাকে তার ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্নও করব না।

জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র ব্যবস্থায় আমাদের শিল্প হল নেতৃত্বদানকারী অংশ, কৃষিসহ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে শিল্প তার সঙ্গে টেনে নেয় এবং সম্মুখের দিকে পরিচালিত করে। শিল্প আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে তার নিজস্ব মূর্তি ও চেহারায় পুনরাকৃতি দান করে; শিল্প কৃষিকে তার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালিত করে এবং সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের খাতে কৃষকসমাজকে টেনে আনে। কিন্তু আমাদের শিল্প এই পথপ্রদর্শনকারী এবং পরিবর্তনকারী ভূমিকা সম্মানের সঙ্গে পালন করতে পারে, একমাত্র যদি তা কৃষির সঙ্গে সংস্পর্শহীন না হয়, একমাত্র যদি তা আমাদের সঞ্চয়ের হার এবং আমাদের আয়ত্তাধীন সংস্থান ও রিজার্ভসমূহকে উপেক্ষা না করে। একটি সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্ব, যা তার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংস্পর্শহীন হয়ে পড়ে এবং তার সাথে সংযোগ হারায়,

তা কোন কর্তৃত্বই নয়। অনুরূপভাবে, যে শিল্প সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সংস্পর্শহীন হয়ে পড়ে এবং তার সাথে সংযোগ হারায়, সেই শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে নেতৃত্বদানকারী অংশ হতে পারে না।

সেইজন্য সঠিক এবং বুদ্ধিমত্তার দ্বারা রচিত শিল্প-সংক্রান্ত পরিকল্পনা সঞ্চয়সমূহের সুবিধাজনক ব্যবহারের পক্ষে একটি অপরিহার্য শর্ত।

দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হল, আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমবায়যন্ত্রকে, আমাদের বাজেটও সংরক্ষিত ও স্বয়ং-সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত হ্রাস এবং সহজতর করা, তাদের অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত লাইনে স্থাপন করা এবং তাদের অধিকতর শস্তা করা। স্ফীত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আমাদের প্রশাসনিক এজেন্সিসমূহের অতুলনীয় অমিতব্যয়িতা একটি প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা যুক্তিহীন ছিল না যে, লেনিন শত শতবার দৃঢ়তাসহকারে বলতেন যে, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে সহজে পরিচালনা করার পক্ষে অযোগ্যতা এবং তার ব্যয়বাহুল্য আমাদের শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর প্রবলভাবে অসহ্য বোঝা এবং যে-কোন মূল্যেই ও প্রতিটি প্রাপ্তিসাধ্য উপায় দ্বারা তাকে হ্রাস ও অধিকতর শস্তা করতে হবে। আন্তরিকভাবে, বলশেভিক পদ্ধতিতে এটা শুরু করা এবং কঠোরতম অর্থনীতির একটি শাসন চালু করার পক্ষে আর দেরী করা চলে না (**হর্ষধ্বনি**)। আমরা যদি শিল্পের ক্ষতিসাধন করে আমাদের সঞ্চয়সমূহকে অপব্যয়িত হতে দিতে না চাই, তাহলে এই কাজ শুরু করার ব্যাপারে আর দেরী করা চলে না।

একটি অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ দেখুন। বলা হয় যে, আমাদের শস্য রপ্তানী লাভজনক নয়, তারা আয় দেয় না। এবং, কেন তারা লাভজনক নয়? যেহেতু আমাদের সংগ্রহকারী এজেন্সিগুলি শস্য সংগ্রহের ব্যাপারে যতটা খরচ করা উচিত, তার চেয়ে বেশি খরচ করে। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা সংস্থাগুলি স্থির করেছে যে এক পুড শস্য সংগ্রহের খরচ ৮ কোপেকের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ৮ কোপেকের পরিবর্তে তারা পুড প্রতি ১৩ কোপেক খরচ করছে, অর্থাৎ অতিরিক্ত ৫ কোপেক খরচ হচ্ছে। এবং কিভাবে এটা ঘটেছে? এটা ঘটেছে এইজন্য যে প্রতিটি স্বাধীন সংগ্রহকারী এজেন্ট—কমিউনিস্ট বা অ-পার্টি, যেই হোক—শস্য সংগ্রহ করতে এগোবার পূর্বে, তার সহকারী স্টাফ বাড়ানো, নিজের জন্য একদল স্টেনোগ্রাফার ও টাইপিষ্টদের বিধিব্যবস্থা করা, এবং, অবশ্যই, নিজের জন্য একখানা গাড়ির

ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় মনে করে এবং সে একটা বিরাট অনুৎপাদনশীল খরচের বোঝা বাড়ায়—যাতে পরবর্তীকালে হিসেব-নিকেশ করলে দেখা যায় যে, আমাদের আমদানীসমূহ আয় দেয় না। আমরা শত শত মিলিয়ন পুড শস্য সংগ্রহ করি, এবং প্রতিটি পুড সংগ্রহের জন্য আমরা অতিরিক্ত ৫ কোপেক খরচ করি, এ কথা স্মরণ করলে দেখা যায় যে পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ রুবলের অপচয় ঘটেছে। এখানেই আমাদের সঞ্চিত অর্থ-তহবিলসমূহ ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমাগত যেতে থাকবে, যদি না আমরা রাষ্ট্রযন্ত্রের অমিতব্যয়িতা বন্ধ করার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করি।

আমি মাত্র একটি একান্ত উদাহরণ দিয়েছি। কিন্তু কারও কাছে অবিদিত নেই যে আমাদের এ রকম হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম আমাদের সংগ্রহের যন্ত্রপাতি সহজতর এবং অধিকতর শস্তা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ বিষয়ে প্লেনামের প্রস্তাবটি[৫২] আপনারা সম্ভবতঃ পড়েছেন—সংবাদপত্রে প্রস্তাবটি প্রকাশিত হয়েছিল। চরম কঠোরতা সহকারে আমরা এই প্রস্তাবটিকে কাজে পরিণত করব। কিন্তু কমরেডস্, এটাই যথেষ্ট নয়। তা হল আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের অকার্যকারিতা এবং ত্রুটিবিচ্যুতিসমূহের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমাদের অবশ্যই আরও এগিয়ে গিয়ে আমাদের সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র—বাজেট-সংরক্ষিত এবং আত্মসংরক্ষিত উভয়েরই—সমগ্র সমবায় যন্ত্রপাতির এবং সমগ্র জিনিসপত্র বণ্টনের বিস্তৃত ব্যবস্থার, আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত, আয়তন ও খরচ কমানোর জন্য উপায়াদি অবলম্বন করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, আমাদের পক্ষে প্রয়োজন হল, আমাদের প্রশাসনিক সংস্থাগুলিতে এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি ধরনের অমিতব্যয়িতার বিরুদ্ধে জনগণের ধনসম্পত্তি এবং রাষ্ট্রীয় রিজার্ভসমূহের প্রতি আমাদের মধ্যে সম্প্রতি লক্ষণীয় এই অপরাধমূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালানো। আমরা দেখছি, আমাদের ভেতর এখন চালু হয়েছে সকল রকমের পর্বের একটি নিয়মিত উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রা, পানোন্মত্ত হৈ-চৈ উৎসব, অনুষ্ঠান সভা, জয়ন্তী, স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন প্রভৃতি। এই সমস্ত 'ব্যাপারে' হাজার হাজার রুবল অপব্যয় হচ্ছে। কত সংখ্যক সমস্ত রকমের বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছে যাদের সামাজিক উৎসবাদির ব্যবস্থা করে সম্মানিত করতে হবে, কত সংখ্যক উৎসবপ্রেমী রয়েছে, সব রকমের বার্ষিকী—ষাণ্মাসিক, বাৎসরিক, দ্বিবার্ষিক ইত্যাদি

—উদ্‌যাপনের জন্য তৎপরতা এত হতবুদ্ধিকর যে, দাবি মেটাবার জন্য সত্য-সত্যই লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন রুবলের প্রয়োজন। কমরেডস্‌, কমিউনিস্টদের পক্ষে অনুপযুক্ত এই লক্ষ্মীছাড়া চালচলন অবশ্যই আমাদের বন্ধ করতে হবে। শিল্পের প্রয়োজনসমূহ, যার বিধিব্যবস্থা করতে হবে সেসব নিয়ে এবং ব্যাপক বেকার ও গৃহহারা শিশুদের অস্তিত্বের ঘটনাসমূহের সম্মুখীন হয়ে এটা উপলব্ধি করতে আর দেরী করা চলে না যে, এই লক্ষ্মীছাড়া চালচলন এবং অপব্যয়িতার এই উচ্ছৃংখল হৈ-চৈ উৎসব আমরা সহ্য করতে পারি না, সহ্য করবার অধিকারও আমাদের নেই'।

সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় হল এই ঘটনা যে, পার্টির লোকজনদের তুলনায় পার্টি-বহির্ভূত লোকজনদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় তহবিল সম্পর্কে অধিকতর মিতব্যয়িতার মনোভাব কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায়। একজন কমিউনিস্ট অধিকতর সাহস ও তৎপরতা নিয়ে এই ধরনের ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। একদল কর্মচারীকে অর্থ-ভাতা বণ্টন করা তার পক্ষে কিছুই এসে যায় না, যদিও এ ব্যাপারে বোনাসের আকারে কিছুই নেই। আইন অতিক্রম করা, এড়ানো ও লংঘন করা তার পক্ষে কিছু এসে যায় না। এ ব্যাপারে পার্টি-বহির্ভূত লোকজন অধিকতর সতর্ক এবং সংযত। ধরে নেওয়া যেতে পারে কারণটা হল এই যে, আইন, রাষ্ট্র এবং এই সমস্ত জিনিসকে পারিবারিক ব্যাপার হিসেবে গণ্য করার ঝোঁক কিছু কিছু কমিউনিস্টদের রয়েছে। (**হাস্য**।) এটাই ব্যাখ্যা করে কেন কিছু কিছু কমিউনিস্ট শূওরের মতো (ভাষার ব্যাপারটা মাপ করবেন, কমরেডস্‌) রাষ্ট্রের শাকসব্জী বাগানে অনধিকার প্রবেশ করে যা পারে তা চট্‌ করে নিয়ে নিতে অথবা রাষ্ট্রের খরচে বদান্যতা প্রদর্শন করতে দ্বিধাবোধ করে না। (**হাস্য**।) কমরেডস্‌, এই কেলেংকারিপূর্ণ অবস্থা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। যদি আমরা শিল্পের প্রয়োজনে আমাদের সঞ্চয়সমূহ মিতব্যয়িতার সঙ্গে পরিচালনা করতে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক হই, তাহলে আমাদের প্রশাসনিক সংস্থাসমূহে ও দৈনন্দিন জীবনে লক্ষ্মীছাড়া চালচলন এবং অপব্যয়ের বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালু করতে হবে।

চতুর্থতঃ, প্রয়োজন হল আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ, সমবায় ট্রেড ইউ-নিয়নগুলি ইত্যাদিতে চুরি, যাকে বলে 'বল্গাহীন' চুরি, তার বিরুদ্ধে একটি সুসম্বদ্ধ সংগ্রাম চালানো। লাজুক, গুপ্তভাবে কৃত চুরি আছে, অথবা, যেমন সংবাদপত্রে বলে, আবার আছে নির্লজ্জ অথবা 'বল্গাহীন' চুরি। 'বল্গাহীন'

চুরি সম্পর্কে আমি সম্প্রতি **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদায়** অকুনেভের লেখা একটি বিষয় পড়েছিলাম। তাতে এইটি বেরিয়েছে যে, গোঁফওয়ালা অসার বাবুগিরির দম্ভে পূর্ণ এক যুবক আমাদের একটি প্রতিষ্ঠানে 'বল্গাহীন' চুরি চালাত। সে নিয়মাবদ্ধভাবে এবং নিয়ত চুরি করত, কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ঘটত না। লক্ষণীয় বিষয় হল, যতটা লক্ষণীয় হল এই ঘটনা যে, চোর নিজে ততটা নয়, তার চারিপাশের লোকজন, যারা জানত যে সে একজন চোর, তারা তার চুরি বন্ধ করার জন্য শুধু যে কিছু করল না তাই নয়, পক্ষান্তরে, তার দক্ষিণ-হস্তের কুশলতার জন্য তার পিঠ চাপড়াতে এবং তাকে প্রশংসা করতে তারা অধিকতর অনুরক্তও হল। যার ফলে চোরটা জনসাধারণের চোখে একটা বীরত্বপূর্ণ কেউকেটা হয়ে দাঁড়াল। কমরেডস্, এ ব্যাপারটা মনোযোগ দেবার যোগ্য এবং সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। একটা গুপ্তচর বা বিশ্বাসঘাতক যখন ধরা পড়ে, তখন জনসাধারণের ক্রোধের কোন অন্ত থাকে না, তারা দাবি করে লোকটাকে গুলি করা হোক। কিন্তু যখন একটা চোর সকলের চোখের সামনে তার কাজকর্ম চালায়, রাষ্ট্রের সম্পত্তি চুরি করে, তখন তার চারিপাশের লোকজন শান্তভাবে শুধু মৃদু হাসে এবং পিঠ চাপড়ায়। তথাপি এটা সুস্পষ্ট যে একজন চোর, যে জনগণের ধনসম্পত্তি চুরি করে জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থের ক্ষতিসাধন করে, সে একজন গুপ্তচর বা একজন বিশ্বাসঘাতকের চেয়ে খারাপ না হলেও, ভাল নয়। অবশ্য, শেষপর্যন্ত গোঁফওয়ালা অসার বাবুগিরির দম্ভে পূর্ণ লোকটা ধরা পড়ল। কিন্তু একজন 'বল্গাহীন' চোরের ধরা-পড়া কিসের নিদর্শন? এরকম শত শত, হাজার হাজার চোর রয়েছে। জি. পি. ইউ (গুপ্ত পুলিশ—অনুবাদক, বাং সং)-এর সাহায্যে তাদের সকলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। আর একটি উপায়, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও অধিকতর কার্যকর, এখানে প্রয়োজন। এই উপায়ের অন্তর্ভুক্ত হল, এরকম হীনচেতা চোরদের চারিপাশে নৈতিক নির্বাসন এবং জনসাধারণের ঘৃণার আবহাওয়া সৃষ্টি করা। এই উপায়ের অন্তর্ভুক্ত হল, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে এমন প্রচার-অভিযান চালানো এবং এমন নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা, যাতে চুরি করার সম্ভাবনা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং জনগণের ধনসম্পত্তির চোর এবং ছিঁচকে চোরদের—'বল্গাহীন' হোক আর নাই হোক—জীবনযাত্রা দুরূহ ও অসম্ভব করে তোলা যায়। কর্তব্যকাজ হল—অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ হওয়া থেকে আমাদের সঞ্চয়সমূহকে রক্ষা করার উপায় হিসেবে চুরির সাথে লড়াই করা।

সর্বশেষে, প্রয়োজন হল, কল-কারখানা থেকে অনুপস্থিত থাকার অভ্যাস বন্ধ করা, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং আমাদের কর্মসংস্থাগুলিতে শ্রম-শৃংখলা জোরদার করার জন্য প্রচার-অভিযান চালানো। কর্মক্ষেত্র থেকে অনুপস্থিত থাকার অভ্যাস থাকার দরুণ আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রে হাজার হাজার শ্রমদিবস নষ্ট হয়। এর ফলে আমাদের শিল্পের ক্ষতিসাধন করে কোটি কোটি রুবল নষ্ট হয়। কর্মক্ষেত্র থেকে অনুপস্থিত থাকার অভ্যাস যদি বন্ধ করা না যায়, যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতা অনড় থাকে, তাহলে, আমাদের শিল্পের অগ্রগতি ঘটাতে, মজুরি বৃদ্ধি করতে আমরা সক্ষম হব না। শ্রমিকদের, বিশেষ করে যারা সবেমাত্র কল-কারখানায় কাজে যোগদান করেছে, তাদের অবশ্যই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে যে কর্মক্ষেত্র থেকে অনুপস্থিত থাকার অভ্যাসের দ্বারা এবং 'শ্রমের' উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য না করে তারা সার্বজনীন স্বার্থ, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী এবং আমাদের শিল্পের ক্ষতিসাধন করছে। করণীয় কাজ হল আমাদের শিল্পের স্বার্থে, সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে কর্মক্ষেত্র থেকে অনুপস্থিত থাকার অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতার জন্য সংগ্রাম করা।

আমাদের সঞ্চয় ও রিজার্ভসমূহকে অপচয় ও আত্মসাৎ করার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং সেগুলি আমাদের দেশের শিল্পায়নের জন্য যাতে ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য এরূপ উপায়-উপকরণই অবলম্বন করতে হবে।

৫। আমাদের অবশ্যই শিল্পগঠনকারী ক্যাডার সৃষ্টি করতে হবে

আমি শিল্পায়নের দিকে অগ্রগতির কথা বলেছি। শিল্পায়নের অগ্রগতির জন্য রিজার্ভসমূহ সঞ্চয় করার পদ্ধতিসমূহের কথাও আমি বলেছি। সর্বশেষে, আমি বলেছি শিল্পের প্রয়োজনে সঞ্চয়সমূহ কিভাবে যুক্তিসঙ্গতরূপে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু, কমরেডস্, এসবই যথেষ্ট নয়। আমাদের দেশে শিল্পায়নের জন্য যদি পার্টির নির্দেশ পালন করতে হয়, তাহলে এসবের অধিক, নতুন মানুষের ক্যাডার, শিল্পের নতুন গঠনকারীদের ক্যাডার সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

কোন কর্তব্যকাজ, এবং বিশেষতঃ দেশের শিল্পায়নের মতো এত বিরাট কাজ, মানুষ, নতুন মানুষ, নতুন গঠনকারীদের ক্যাডারগণ ব্যতীত সম্পাদন করা যায় না। পূর্বে, গৃহযুদ্ধের সময়, সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা এবং যুদ্ধ

চালাবার জন্য আমাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল নেতৃস্থানীয় ক্যাডারদের—রেজিমেণ্ট, ব্রিগেড, ডিভিশন এবং বাহিনীসমূহের কম্যাণ্ডারদের। এই সমস্ত নতুন নেতৃস্থানীয় ক্যাডার, যারা এসেছিল সৈন্যদের সাধারণ স্তর থেকে এবং তাদের কর্মদক্ষতার জন্য উচ্চতর পদে উন্নীত হয়েছিল—তাদের ছাড়া আমরা একটি সৈন্যবাহিনী গড়তে এবং আমাদের ব্যাপক শত্রুদের পরাজিত করতে সক্ষম হতাম না। তারাই, এই নতুন নেতৃস্থানীয় ক্যাডাররাই, সেই দিনগুলিতে আমাদের সৈন্যবাহিনী ও দেশকে রক্ষা করেছিল—অবশ্য শ্রমিক ও কৃষকদের সাধারণ সমর্থন পেয়ে। কিন্তু এখন আমরা শিল্প গড়ে তোলার সময়পর্বে রয়েছি। আমরা এখন গৃহযুদ্ধের ফ্রণ্টগুলি থেকে শিল্পের ফ্রণ্টে অতিক্রান্ত হয়েছি। কাজেই, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য আমাদের এখন প্রয়োজন নতুন নতুন নেতৃস্থানীয় ক্যাডারের—কল-কারখানার দক্ষ ডিরেক্টর, ট্রাষ্টসমূহের যোগ্যতা-সম্পন্ন কার্যনির্বাহী, ব্যবসায়ের সুদক্ষ ম্যানেজার, শিল্প-উন্নয়নের বুদ্ধিমান পরিকল্পনাকারীদের। আমাদের এখন সৃষ্টি করতে হবে অর্থনীতি ও শিল্পের জন্য রেজিমেণ্ট, ব্রিগেড, ডিভিশন এবং বাহিনীসমূহের নতুন নতুন সেনানায়কদের। এই সমস্ত লোকজন ছাড়া আমরা এক পা-ও অগ্রসর হতে পারব না।

সুতরাং, করণীয় কাজ হল, শ্রমিকশ্রেণী ও সোভিয়েতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সাধারণ স্তর থেকে শিল্পগঠনকারীদের অসংখ্য ক্যাডার সৃষ্টি করা—সোভিয়েতের সেই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় থেকে, যারা শ্রমিকশ্রেণীর ভাগ্যের সঙ্গে তাদের নিজেদের ভাগ্য সংযুক্ত করেছে এবং যারা, আমাদের সঙ্গে একত্রে, আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি রচনা করছে।

করণীয় কাজ হল, এইরকম সব ক্যাডার সৃষ্টি করা এবং সবরকম সাহায্য দিয়ে তাদের সম্মুখভাগে আনা।

সম্প্রতি নৈতিক দুর্নীতির অভিযোগে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কার্যনির্বাহীদের তীব্র নিন্দা করা রীতিগত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যেগুলি ব্যক্তিগত দোষ সেগুলি সাধারণভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কার্যনির্বাহীদের ওপর সম্প্রসারিত করার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রায়ই দেখা যায়। যে-কেউ তার খেয়ালখুশি মতো এগিয়ে এসে একজন ব্যবসায়-বাণিজ্যের কার্যনির্বাহীর ওপর চড়াও হয়ে তাকে সমস্ত মানবিক পাপের দায়ে অভিযুক্ত করতে পারে। কমরেডস্, এটা একটা খারাপ অভ্যাস, এটাকে চিরদিনের মতো বন্ধ করতে হবে। এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রতিটি পরিবারে একজন করে কলংকস্বরূপ লোক

আছে। এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের দেশের শিল্পায়ন এবং শিল্প-গঠনকারীদের নতুন নতুন ক্যাডারদের পদোন্নতি হল এমন একটি কাজ, যাতে আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের কার্যনির্বাহীদের যন্ত্রণা দেবার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আমাদের শিল্প গড়ে তোলায় তাদের সম্পূর্ণ সমর্থন দেওয়া। আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের কার্যনির্বাহীরা অবশ্যই আস্থা ও সমর্থনের একটি আবহাওয়ায় পরিবেষ্টিত থাকবে, নতুন নতুন লোক—শিল্প গঠনকারী—গড়ে তোলার কাজে অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে হবে এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে শিল্প গঠনকারীর পদ অবশ্যই একটি মর্যাদাসম্পন্ন পদ করে তুলতে হবে। এগুলিই হল কর্মনীতি যে পথে আমাদের পার্টি সংগঠনগুলিকে নিশ্চিতরূপে এখন কাজ করতে হবে।

৬। আমাদের অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে

আমাদের দেশের শিল্পায়নের দিকে অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের সম্মুখে রয়েছে এরূপ সব আশু করণীয় কাজ।

শ্রমিকশ্রেণীর সরাসরি সাহায্য ও সমর্থন ব্যতীত এইসব করণীয় কাজ কি সম্পাদন করা যায়? না, যায় না। আমাদের শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, শিল্পের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, শিল্প গঠনকারীদের নতুন নতুন ক্যাডার সৃষ্টি করা, সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয় সঠিকভাবে পরিচালনা করা, শিল্পের প্রয়োজনসমূহের জন্য সঞ্চয়রাজি বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা; কঠোরতম মিতব্যয়িতার একটি শাসন প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্রযন্ত্রকে দৃঢ়স্থাপিত করা, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ যাতে শস্তায় ও সৎভাবে পরিচালিত হয় তা করা, আমাদের গঠনকার্যের সময়কালে এই যন্ত্রে যে আবর্জনা ও ময়লা এঁটে রয়েছে তা থেকে একে বিমুক্ত করা, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির অপহরণকারী ও অপব্যয়ীদের বিরুদ্ধে একটি সুসম্বদ্ধ সংগ্রাম চালু করা—এগুলিই হল করণীয় কাজ, যা বিরাট ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর সরাসরি এবং সুসম্বদ্ধ সমর্থন ব্যতীত কোন পার্টিই মোকাবিলা করতে পারে না। সুতরাং, কর্তব্যকাজ হল বিরাট ব্যাপক পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিকদের আমাদের সমস্ত গঠনমূলক কাজের মধ্যে টেনে আনা। একটি মিতব্যয়িতার শাসনকার্যে পরিণত করা, রাষ্ট্রীয় রিজার্ভসমূহ আত্মসাৎ এবং অপচয় করার বিরুদ্ধে লড়াই করা, যে ছদ্মবেশই ধারণ করুক না কেন, চোর ও প্রতারকদের হাত থেকে

রেহাই পাওয়া এবং আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে নৈতিকভাবে অধিকতর উন্নত এবং অধিকতর শস্তা করার বিষয়ে প্রতিটি শ্রমিক, প্রতিটি সৎ কৃষক অবশ্যই পার্টি এবং সরকারকে সাহায্য করবে। এ বিষয়ে উৎপাদন সম্মেলনগুলি অপরিমেয় উপকার সাধন করতে পারত। একটা সময় ছিল যখন উৎপাদন সম্মেলনগুলি বেশ প্রচলিত ছিল। এখন, যে-কোনভাবেই হোক, সেসব সম্পর্কে আমরা কিছু শুনি না। কমরেডস্, এটা একটা বিরাট ভুল। যে-কোন মূল্যেই হোক, উৎপাদন সম্মেলনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। শুধু গৌণ বিষয়গুলি, উদাহরণস্বরূপ স্বাস্থ্যবিধির বিষয়, তাদের সামনে রাখলে অবশ্যই চলবে না। তাদের কর্মসূচী নিশ্চিতরূপে প্রশস্ততর এবং ব্যাপকতর করতে হবে। শিল্প গড়ে তোলার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি অবশ্যই তাদের সামনে রাখতে হবে। কেবলমাত্র এই পথেই বিরাট ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব, সম্ভব শিল্প গড়ে তোলায় তাদের সচেতনভাবে অংশগ্রহণকারী করে তোলা।

৭। আমাদের অবশ্যই শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী শক্তিশালী করতে হবে

কিন্তু যখন আমরা শ্রমিকশ্রেণীর কর্মতৎপরতা বাড়ানোর কথা বলছি, তখন অবশ্যই কৃষকসমাজকে ভুলব না। লেনিন আমাদের শিখিয়েছিলেন, শ্রমিক-শ্রেণী ও কৃষকসমাজের মৈত্রী হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মূল নীতি। অবশ্যই তা আমরা ভুলব না। শিল্পের বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়, মিত-ব্যয়িতার শাসন—এসবগুলিই হল সমস্যা, যেসবের অবশ্যই সমাধান করতে হবে, যদি কিনা আমাদের ব্যক্তিগত পুঁজির ওপর কর্তৃত্ব অর্জন এবং আমাদের অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলির অবসান করতে হয়। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অনুপস্থিতিতে এই সমস্যাগুলির কোনটিরই সমাধান করা যেতে পারে না। এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব শ্রমিকশ্রেণীও কৃষক-সমাজের মৈত্রীর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং, যদি আমরা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মৈত্রীর ক্ষতিসাধন করি বা তাকে দুর্বলতর করি, তাহলে আমাদের সমস্যাসমূহের সমাধান না হতেও পারে।

পার্টিতে এমন সব লোক আছে যারা কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতী অংশকে একটি বিদেশী সংস্থা, শিল্পের জন্য শোষণের একটি পাত্র, আমাদের শিল্পের জন্য

উপনিবেশের আকারে একটা কিছু হিসেবে গণ্য করে। কমরেডস্, এইসব লোক হল বিপজ্জনক। শ্রমিকশ্রেণীর নিকট কৃষকসমাজ শোষণের একটি পাত্রও হতে পারে না, একটি উপনিবেশও হতে পারে না। শিল্প যেমন কৃষি-অর্থনীতির একটি বাজার, তেমনি কৃষি-অর্থনীতি শিল্পেরও একটি বাজার। কিন্তু কৃষক-সমাজ কেবলমাত্র আমাদের বাজার নয়, কৃষকসমাজ শ্রমিকশ্রেণীর একটি মিত্রও। যথাযথভাবে এই কারণেই কৃষি-অর্থনীতির উন্নতি, সমবায়সমূহে কৃষকসমাজের ব্যাপক সংগঠন এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হল পূর্বাহ্লেই অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহ যেগুলি ব্যতিরেকে আমাদের শিল্পের কোন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অর্জিত হতে পারে না। এবং এর বৈপরীত্যে, শিল্পের উন্নয়ন, কৃষি-যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টরের উৎপাদন এবং কৃষকদের জন্য যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণ সরবরাহ হল পূর্বাহ্লেই অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহ, যেগুলি ব্যতিরেকে কৃষির কোন অগ্রগতি হতে পারে না। এটা হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মৈত্রীর অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এইজন্য আমরা সেইসব কমরেড-দের সঙ্গে একমত হতে পারি না, যাঁরা প্রায়ই দাবি করেন যে, করারোপের অত্যধিক বৃদ্ধি, যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের অধিকতর মূল্য ইত্যাদির আকারে কৃষকসমাজের ওপর অধিকতর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। আমরা তাঁদের সাথে একমত হতে পারি না, যেহেতু, তাঁদের নিজেদের অজ্ঞাতসারে, তাঁরা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মৈত্রীর ক্ষতিসাধন করেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তিসমূহ নড়বড়ে করেন। এবং আমরা যা চাই, তা হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মৈত্রীর ক্ষতিসাধন করা নয়, মৈত্রী শক্তিশালী করা।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের ঠিক যে-কোন রকমের একটা মৈত্রী আমরা সমর্থন করি না। আমরা সমর্থন করি এমন একটা মৈত্রী যাতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা থাকবে শ্রমিকশ্রেণীর। কেন? কেননা, শ্রমিক ও কৃষক-দের মৈত্রীর ব্যবস্থায় যদি শ্রমিকশ্রেণী নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন না করে, তাহলে ব্যাপক মেহনতী ও শোষিত জনগণ জমিদার ও পুঁজিপতিদের পরাস্ত করতে পারে না। আমি জানি, কিছু কিছু কমরেড এই ব্যাপারে একমত নন। তাঁরা বলেন: হাঁ, মৈত্রী ভাল জিনিস, কিন্তু আবার কেন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব? এই সমস্ত কমরেড প্রগাঢ়ভাবে ভ্রান্ত। তাঁরা ভ্রান্ত এইজন্য যে, তাঁরা উপলব্ধি করেন না যে, একমাত্র সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ও বিপ্লবী শ্রেণী—শ্রমিক-

শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীই বিজয়ী হতে পারে।

পুগাচভ অথবা স্তেপান রাজিনের সময়ের কৃষি বিদ্রোহসমূহের কেন বিপর্যয় ঘটেছিল? সেই সমস্ত দিনের কৃষকরা কেন জমিদারদের হাত থেকে রেহাই পেতে ব্যর্থ হয়েছিল? যেহেতু তখন তাদের শ্রমিকশ্রেণীর মতো একটি বিপ্লবী নেতা ছিল না, এবং থাকা সম্ভবও ছিল না। কেন ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়াদের বিজয়ে এবং পূর্বেই বহিষ্কৃত জমিদারদের প্রত্যাবর্তনে পর্যবসিত হয়েছিল? যেহেতু তখন ফরাসী কৃষকদের শ্রমিকশ্রেণীর মতো একটি বিপ্লবী নেতা ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না; সে সময় কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল বুর্জোয়া উদার নীতিবাদীরা। বিশ্বে আমাদের হল একটিমাত্র দেশ যেখানে শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী জমিদার ও পুঁজিপতিদের ওপর বিজয়লাভ করেছে। একে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে? ব্যাখ্যা করতে হবে এই তথ্যের দ্বারা যে আমাদের দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল, এবং এখনো রয়েছে, যুদ্ধ দ্বারা ইস্পাতদৃঢ়-হওয়া শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা নেতৃত্বের ধারণার শুধু অপযশ করতে হবে এবং আমাদের দেশে শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী চরমভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং তাহলেই পুঁজিপতি ও জমিদাররা তাদের পুরানো জায়গায় ফিরে আসবে।

এইজন্যই আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মৈত্রী আমাদের নিশ্চিতরূপে বজায় রাখতে হবে এবং জোরদার করতে হবে।

এইজন্যই এই মৈত্রীর ব্যবস্থায় আমাদের অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বজায় রাখতে হবে এবং জোরদার করতে হবে।

৮। আমাদের অবশ্যই আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রকে কার্যে পরিণত করতে হবে

শ্রমিকশ্রেণীর কর্মতৎপরতা বাড়ানোর কথা, আমাদের অর্থনীতি গড়ার কাজে এবং আমাদের শিল্প গড়ে তোলার কাজে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশকে টেনে আনার করণীয় কাজের কথা আমি বলেছি। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর কর্ম-তৎপরতা হল একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রমিকশ্রেণীর কর্মতৎপরতা বাড়াতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল, পার্টির নিজের কর্মতৎপরতা বাড়ানো পার্টি নিজে নিশ্চিতরূপে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের আবরণ দৃঢ়ভাবে এবং দৃঢ়পণ হয়ে অবলম্বন করবে; আমাদের সংগঠনগুলিকে অবশ্যই বিরাট ব্যাপক পার্টি-

সদস্যসাধারণ, যারা পার্টির ভাগ্য নির্ধারণ করে, তাদের আমাদের গঠনমূলক প্রশ্নসমূহের আলোচনায় টেনে আনতে হবে। এ ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর কর্মতৎপরতা বাড়ানোর কোন প্রশ্নই হতে পারে না।

আমি এর ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছি এইজন্য যে, আমাদের লেনিনগ্রাদ সংগঠন সম্প্রতি একটি সময়কালের ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন তার কোন কোন নেতা তীব্র ব্যঙ্গচ্ছলে ছাড়া আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের কথা বলতেন না। আমার মনে রয়েছে, পার্টি কংগ্রেসের আগেকার, পার্টি কংগ্রেস যখন চলছিল তখনকার এবং ঠিক তার অব্যবহিত পরের সময়কালের কথা, যখন লেনিনগ্রাদের পার্টি ইউনিটগুলিকে সমবেত হতে অনুমতি দেওয়া হতো না, যখন তাদের কিছু কিছু সংগঠক তাঁদের পার্টি ইউনিটগুলির প্রতি—আমার কাঠখোট্টা ভাষার জন্য মাপ করবেন—পুলিশের লোকের মতো আচরণ করতেন এবং তাদের সভা করতে নিষেধ করতেন। বস্তুতঃ, এই ঘটনার দ্বারা জিনোভিয়েভের নেতৃত্বে, তথাকথিত 'নয়া বিরোধীশক্তি' তাদের নিজেদের সর্বনাশ সাধন করে।

যদি লেনিনগ্রাদের সক্রিয় কর্মীদের সহায়তায় আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি একপক্ষ সময়কালের মধ্যে যে বিরোধীপক্ষ সেখানে চতুর্দশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিল তাদের হটিয়ে দিতে ও বিচ্ছিন্ন করতে সফল হতে পেরে থাকে, তা পেরেছিল এইজন্য যে, কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের ওপর ব্যাখ্যামূলক প্রচার অভিযান গণতন্ত্রের জন্য আকুতির সঙ্গে মিলে গিয়েছিল—যে গণতন্ত্র বিদ্যমান ছিল, বের হবার পথ খুঁজছিল এবং অবশেষে লেনিনগ্রাদের সংগঠনে পথ করে নিয়েছিল। কমরেডস্, আমি চাইব যে আপনারা এই সাম্প্রতিক শিক্ষা স্মরণে রাখবেন। আমি চাইব যে এইটি মনে রেখে আপনারা আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রকে আন্তরিকভাবে এবং স্থির সংকল্প নিয়ে কার্যে পরিণত করবেন, পার্টির ব্যাপক সদস্যদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবেন, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের মৌলিক প্রশ্নসমূহের আলোচনায় তাদের টেনে আনবেন এবং আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এপ্রিল প্লেনামে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সঠিকতা সম্পর্কে তাদের প্রত্যয় উৎপাদন করবেন। আপনারা পার্টির ব্যাপক সদস্যদের প্রত্যয় উৎপাদন করবেন, ঠিক এইটিই আমি চাইব, কেননা যুক্তি-পরামর্শ দ্বারা প্রত্যয় উৎপাদন করার পদ্ধতিই হল শ্রমিকশ্রেণীর কর্মীস্তরের মধ্যে আমাদের কাজের মূল পদ্ধতি।

৯। আমাদের অবশ্যই পার্টির ঐক্য রক্ষা করতে হবে

কিছু কিছু কমরেড মনে করেন, আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র পরোক্ষভাবে উপদলীয় গোষ্ঠীসমূহের স্বাধীনতার ইঙ্গিত বহন করছে। কিন্তু, কমরেডস্, এ বিষয়ে আমি একমত নই। এভাবে আমরা আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র বুঝি না। আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র এবং উপদলীয় গোষ্ঠীসমূহের স্বাধীনতার মধ্যে নিশ্চিতরূপে সাদৃশ্য কিছু নেই, থাকতেও পারে না।

আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের অর্থ কি? আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের অর্থ হল, ব্যাপক পার্টি-সদস্যদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, পার্টির ঐক্য জোরদার করা, পার্টিতে শ্রমিক-শ্রেণীর সচেতন শৃংখলা শক্তিশালী করা।

উপদলীয় গোষ্ঠীসমূহের স্বাধীনতার অর্থ কি? উপদলীয় গোষ্ঠীসমূহের স্বাধীনতার অর্থ হল পার্টির সাধারণ স্তরের কর্মীদের নানা অংশে বিভক্ত করা, পার্টিকে বিভিন্ন কেন্দ্রে পৃথক করে ফেলা, পার্টিকে দুর্বল করা, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়ত্বকে দুর্বল করে ফেলা।

এই দুটির মধ্যে কি সাদৃশ্য কিছু থাকতে পারে?

আমাদের পার্টিতে এমন সব লোক আছে, যাদের একমাত্র স্বপ্ন হল সাধারণ পার্টি আলোচনা। আমাদের মধ্যে এমন সব লোক আছে যারা কল্পনাই করতে পারে না যে, পার্টি আলোচনায় প্রবৃত্ত নেই, যারা পেশাদারী তার্কিকের উপাধি ব্যগ্রভাবে কামনা করে। ঈশ্বর আমাদের এই সমস্ত পেশাদারী তার্কিকের হাত থেকে রক্ষা করুন! আমাদের এখন যা প্রয়োজন তা একটি কৃত্রিম আলোচনা নয়, আমাদের পার্টিকে একটি বিতর্ক-সভায় পরিণত করা নয়, আমাদের এখন প্রয়োজন হল, সাধারণভাবে আমাদের গঠন-সংক্রান্ত কাজ, বিশেষভাবে শিল্প-সংক্রান্ত কাজ, তীব্রতর করা, এমন একটি জঙ্গী, দৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ এবং অবিভাজ্য পার্টি শক্তিশালী করা, যে পার্টি দৃঢ়ভাবে এবং পূর্ণ আস্থা সহকারে আমাদের গঠন-সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করতে পারে। যে-কেউ সীমাহীন আলোচনাসমূহের জন্য, উপদলীয় গোষ্ঠীসমূহের স্বাধীনতার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায়, সে-ই আমাদের পার্টির ঐক্যের ক্ষতি-সাধন করে এবং পার্টির প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে।

অতীতে আমাদের শক্তি কোথায় নিহিত ছিল এবং এখনই-বা কোথায় নিহিত? নিহিত আমাদের নীতির সঠিকতা এবং আমাদের সাধারণ স্তরের

কর্মীদের ঐক্যের মধ্যে। আমাদের পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস আমাদের একটি সঠিক নীতি দিয়েছে: এখন করণীয় কাজ হল এইটি নিশ্চিত করা যে, আমাদের সাধারণ স্তরের কর্মীগণ ঐক্যবদ্ধ, এবং যাই আসুক না কেন, আমাদের পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সম্পাদন করতে ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্তুত।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের সিদ্ধান্তসমূহের এরূপই হল মূল ধারণা।

১০। সিদ্ধান্তসমূহ

এখন আমাকে সিদ্ধান্তে পৌছাতে অনুমতি দিন।

প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে এবং পরিচালিকা শক্তি, যা আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে পরিচালনা করে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই শক্তি হিসেবে আমরা আমাদের দেশের শিল্পের উন্নতিবর্ধন করব।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্পায়নের দিকে অগ্রগতির প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত চালক হিসেবে, শিল্প গঠনকারীদের নতুন নতুন ক্যাডার আমরা অবশ্যই সৃষ্টি করব।

তৃতীয়তঃ, আমরা অবশ্যই আমাদের সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের গতি ত্বরান্বিত করব এবং শিল্পের প্রয়োজনে রিজার্ভসমূহ সঞ্চয় করব।

চতুর্থতঃ, আমরা অবশ্যই সঞ্চিত রিজার্ভসমূহের সঠিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করব এবং কঠোরতম মিতব্যয়িতার শাসন স্থাপন করব।

পঞ্চমতঃ, আমরা অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে তুলব এবং বিরাট ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণকে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজে টেনে আনব।

ষষ্ঠতঃ, আমরা অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মৈত্রী এবং এই মৈত্রীর ভেতর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব শক্তিশালী করব।

সপ্তমতঃ, আমরা অবশ্যই ব্যাপক পার্টি-সদস্যদের কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে এবং আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রকে কার্যে পরিণত করব।

অষ্টমতঃ, আমরা অবশ্যই আমাদের পার্টির ঐক্য, আমাদের সাধারণ স্তরের কর্মীদের সংহতি রক্ষা ও জোরদার করব।

আমরা কি এই সমস্ত কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হব? হাঁ, আমরা সক্ষম হব, যদি আমরা তা সম্পাদন করতে চাই। এবং আমরা যে তা চাই—প্রত্যেকেই তা বুঝতে পারে। আমরা সম্পাদন করব, যেহেতু আমরা বলশেভিক, যেহেতু আমরা দুঃসাধ্যতাসমূহে ভীত নই, যেহেতু দুঃসাধ্যতার অস্তিত্বই হল তার সঙ্গে লড়াই করে তাকে অতিক্রম করার জন্য। আমরা

সম্পাদন করব, যেহেতু আমাদের নীতি হল সঠিক এবং আমরা জানি আমাদের লক্ষ্য কি। এবং আমাদের লক্ষ্যাভিমুখে, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বিজয়ের দিকে দৃঢ়ভাবে এবং পূর্ণ আস্থা সহকারে আমরা দুর্বারভাবে অগ্রসর হব।

কমরেডস্, ৯ বছর আগে, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, আমরা লেনিনগ্রাদে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছিলাম। পুরানো পার্টি-সদস্যেরা স্মরণ করবেন যে সেই সময় আমরা বলশেভিকরা লেনিনগ্রাদ সোভিয়েতের একটি নগণ্য সংখ্যালঘু অংশ পরিচালনা করতাম। প্রবীণ বলশেভিকরা স্মরণ করবেন, বলশেভিকবাদের বহুসংখ্যক শত্রু কিভাবে আমাদের অবজ্ঞাভরে উপহাস করত। কিন্তু যেহেতু আমাদের নীতি ছিল সঠিক এবং যেহেতু আমরা ঐক্যবদ্ধ সাধারণ স্তরের কর্মীদের নিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছিলাম, সেইহেতু আমরা দুর্বার বেগে অগ্রসর হলাম এবং একটার পর একটা অবস্থান দখল করে নিলাম। তারপর সেই ক্ষুদ্র শক্তি একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হল। আমরা বুর্জোয়াদের সম্পূর্ণ পরাজিত করলাম এবং কেরেনস্কিকে উচ্ছেদ করলাম। আমরা সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করলাম। আমরা কলচাক ও ডেনিকিনকে ছত্রভঙ্গ করলাম। আমরা আমাদের দেশ থেকে ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন লুণ্ঠনকারীদের বিতাড়িত করলাম। আমরা অর্থনৈতিক ভাঙন অতিক্রম করলাম। সর্বশেষে আমরা আমাদের শিল্প ও কৃষি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলাম। এখন আমরা সম্মুখীন হয়েছি এক নতুন করণীয় কাজের—আমাদের দেশকে শিল্পায়িত করার কাজের সর্বাপেক্ষা গুরুতর অসুবিধাগুলি আমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছি। কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি যে, এই নতুন করণীয় কাজ, আমাদের দেশের শিল্পায়নও আমরা মোকাবিলা করব? নিশ্চিতরূপে, না। পক্ষান্তরে, অসুবিধাগুলি অতিক্রম করার পক্ষে এবং আমাদের পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস কর্তৃক আমাদের ওপর ধার্য-করা নতুন নতুন করণীয় কাজ সম্পাদন করার পক্ষে আমাদের এখন সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুই রয়েছে।

কমরেডস্, এইজন্যই আমি মনে করি, এই নতুন ফ্রন্টে, শিল্পের ফ্রন্টে আমরা নিশ্চিতরূপে জয়লাভ করব। **(তুমুল হর্ষধ্বনি।)**

লেনিনগ্রাদস্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ৯৯

১৮ই এপ্রিল, ১৯২৬

ইউক্রেনীয় কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্য কমরেড কাগানোভিচ ও অন্যান্য সদস্যদের প্রতি[৫৩]

শামস্কির সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। দুঘণ্টার বেশি সময় ধরে দীর্ঘ কথাবার্তা চলে। আপনারা জানেন, তিনি ইউক্রেনের পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট। তাঁর অসন্তোষের কারণ দুটি মুখ্য বিষয়ে পর্যবসিত করা যেতে পারে।

(১) তিনি বিবেচনা করেন, ইউক্রেনীকরণ অত্যন্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, এটিকে চাপানো বাধ্যবাধকতা বলে গণ্য করা হয় এবং অনিচ্ছার সঙ্গে ও বেশ থেমে থেমে এটিকে সম্পাদন করা হচ্ছে। তিনি মনে করেন, ইউক্রেনী সংস্কৃতি এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় দ্রুতবেগে বেড়ে উঠছে এবং আমরা যদি এই আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ না করি, তাহলে তা আমাদের এড়িয়ে যেতে পারে। তিনি মনে করেন এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকবেন এমন সব লোকজন, যাঁরা ইউক্রেনীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন, যাঁরা এর সাথে পরিচিত আছেন বা পরিচিত হতে চান, যাঁরা ইউক্রেনী সংস্কৃতির জন্য ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে সমর্থন করেন বা সমর্থন করতে সক্ষম। ইউক্রেনের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের শীর্ষ নেতৃত্বের আচরণে তিনি বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট, তাঁর মতে এইসব নেতৃত্ব ইউক্রেনীকরণে বাধা জন্মাচ্ছে। তিনি মনে করেন, পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের শীর্ষ নেতৃত্বের অন্যতম দোষ হল, এইসব নেতৃত্ব পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়নের কাজ পরিচালনায় ইউক্রেনী সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত কমিউনিস্টদের টেনে নেয় না। তিনি মনে করেন, পার্টির সাধারণ স্তরের কর্মী এবং শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে সর্বপ্রথম ইউক্রেনীকরণ সম্পাদন করতে হবে।

(২) তিনি মনে করেন, যদি এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সংশোধন করতে হয়, তাহলে প্রথমতঃ প্রয়োজন পার্টি এবং সোভিয়েত শীর্ষ নেতৃত্বের ইউক্রেনীকরণের জন্য তাদের গঠন পরিবর্তন করা এবং কেবলমাত্র এই শর্তেই ইউক্রেনে আমাদের পদাধিকারী ক্যাডারদের মধ্যে ইউক্রেনীকরণের অনুকূলে অনুভূতির পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, গণ-কমিশার

পরিষদের চেয়ারম্যান পদে গ্রিন্‌কোকে এবং ইউক্রেনী সি. পি. (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক সেক্রেটারির পদে চুবারকে নিযুক্ত করা উচিত, এবং সম্পাদকমণ্ডলী ও পলিটব্যুরোর গঠন উন্নত করতে হবে, ইত্যাদি। তিনি মনে করেন, এইসব এবং অনুরূপ পরিবর্তনগুলি না করা হলে, তাঁর—শামস্কির—পক্ষে ইউক্রেনে কাজ করা অসম্ভব হবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটি যদি দৃঢ়তাসহকারে বলে, তাহলে, এমনকি কাজের বর্তমান অবস্থাসমূহ অপরিবর্তিত থাকলেও, তিনি ইউক্রেনে প্রত্যাবর্তন করতে প্রস্তুত, কিন্তু তিনি কৃতনিশ্চয় যে তাতে কোন ফল হবে না। তিনি কাগানোভিচের কাজে বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট। তিনি মনে করেন, পার্টি সংগঠনের কাজকে সঠিক লাইনে স্থাপন করতে কাগানোভিচ সফল হয়েছেন, কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে, কমরেড কাগানোভিচের পদ্ধতিগুলিতে সাংগঠনিক উপাদানের প্রাধান্য স্বাভাবিক কাজকে অসম্ভব করে তোলে। তিনি স্থিরনিশ্চিত যে, কমরেড কাগানোভিচের কাজে তাঁর প্রয়োগ-করা সাংগঠনিক চাপের ফলাফল, উচ্চতর সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাদের নেতাদের পশ্চাদ্‌ভূমিতে পাঠিয়ে দেবার তাঁর পদ্ধতির ফলাফল অদূর ভবিষ্যতে অনুভূত হবে, এবং তিনি গ্যারান্টি দিতে পারেন না যে এই সমস্ত ফলাফল একটি গুরুতর সংঘর্ষের রূপ গ্রহণ করবে না।

আমার অভিমত হল :

(১) প্রথম বিষয় সম্পর্কে শামস্কি যা বলেছেন, তাতে কিছুটা সত্য আছে। এটা সত্য যে, ইউক্রেনীয় সংস্কৃতি ও ইউক্রেনীয় জনজীবনের অনুকূলে একটি বৃহৎ আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং তা ইউক্রেনে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এটা সত্য যে, কোন অবস্থাতেই আমরা সেই আন্দোলনকে আমাদের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ অংশগুলির হাতে গিয়ে পড়তে দিতে পারি না। এটা সত্য যে, ইউক্রেনে বহু কমিউনিস্ট সেই আন্দোলনের অর্থ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না এবং তাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। এটা সত্য যে, আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত ক্যাডার, যারা এখনো ইউক্রেনীয় সংস্কৃতি ও ইউক্রেনীয় জনজীবনের প্রতি বিদ্রূপাত্মক এবং সন্দেহবাদিতাপূর্ণ মনোভাবে আচ্ছন্ন, তাদের ভেতর অনুভূতির একটা পরিবর্তন অবশ্যই ঘটাতে হবে। এটা সত্য যে, ইউক্রেনের নতুন আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম ক্যাডারদের আমাদের অবশ্যই যত্নের সঙ্গে বাছাই করতে এবং গড়ে তুলতে হবে। এ সমস্তই সত্য। তা সত্ত্বেও, শামস্কি অন্ততঃ দুটি গুরুতর ভুল করছেন।

প্রথমতঃ। তিনি আমাদের পার্টিযন্ত্র এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহের শ্রমিক-শ্রেণীর ইউক্রেনীকরণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন। জনসমষ্টির সেবায় নিযুক্ত আমাদের পার্টি, রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহের হাতিয়ারগুলিকে ইউক্রেনীকৃত করা যেতে পারে এবং করতে হবে, এ ব্যাপারে একটি যথোচিত বেগমাত্রা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। কিন্তু ওপর থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে ইউক্রেনীকৃত করা অসম্ভব। ব্যাপক রুশ শ্রমিকদের রুশ ভাষা এবং রুশ সংস্কৃতি ত্যাগ করতে এবং ইউক্রেনী সংস্কৃতি ও ভাষাকে তাদের নিজেদের বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করা অসম্ভব। তা হবে জাতিসত্তাসমূহের স্বাধীন বিকাশের নীতির পরিপন্থী। তা জাতিগত স্বাধীনতা হবে না, তা হবে জাতিগত নিপীড়নের একটি বিশিষ্ট রূপ। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, ইউক্রেনের শিল্পগত বিকাশ এবং চারিপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে শিল্পে ইউক্রেনীয় শ্রমিকদের অন্তঃ-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে, ইউক্রেনীয় শ্রমিকশ্রেণীর গঠন পরিবর্তিত হবে। কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যেমন—ধরা যাক—লাতভিয়া অথবা হাঙ্গেরির শ্রমিকশ্রেণী, যা একসময়ে চরিত্রে জার্মান ছিল, পরবর্তীকালে তাদের গঠন লাতভিয় অথবা মাগিয়ারের চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এটি হল একটি দীর্ঘ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ার বদলে ওপর থেকে বলপূর্বক শ্রমিকশ্রেণীকে ইউক্রেনীকৃত করার প্রচেষ্টা হবে একটি কাল্পনিক ও ক্ষতিকর নীতি—এমন একটি নীতি, যা ইউক্রেনে শ্রমিকশ্রেণীর অ ইউক্রেনী অংশসমূহের মধ্যে ইউক্রেনী-বিরোধী উৎকট স্বাদেশিকতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। আমার মনে হয়, ইউক্রেনীকরণ সম্পর্কে শামুস্কির একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে এবং তিনি শেষোক্ত বিপদ হিসেবের বিষয়ীভূত করছেন না।

দ্বিতীয়তঃ। শামুস্কি যখন ইউক্রেনী সংস্কৃতি ও ইউক্রেনী জনজীবনের সমর্থনে ইউক্রেনে নতুন আন্দোলনের নিশ্চিত চরিত্রের ওপর সম্পূর্ণ সঠিকভাবে জোর দিচ্ছেন, তখন কিন্তু তিনি তাঁর উলটো দিক দেখতে ব্যর্থ হচ্ছেন। শামুস্কি এটি দেখতে ব্যর্থ হচ্ছেন যে, ইউক্রেনে দেশীয় কমিউনিস্ট ক্যাডারদের দুর্বলতার জন্য, এই আন্দোলন, যা প্রায় সময়েই অ-কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তা এখানে-সেখানে ইউক্রেনী সংস্কৃতি ও জনজীবনকে সাধারণ সোভিয়েত সংস্কৃতি ও জনজীবনের বিরোধী করে দেবার চরিত্র ধারণ করতে পারে, চরিত্র ধারণ করতে পারে সাধারণভাবে 'মস্কোর', সাধারণভাবে রুশদের, রুশ সংস্কৃতি ও তার উচ্চতম অর্জিত বস্তু—লেনিনবাদের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের। এটা যে ইউক্রেনে একটা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রকৃত বিপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা প্রমাণ করার চেষ্টা আমি করব না। আমি কেবলমাত্র বলতে চাই যে এমনকি কিছু কিছু ইউক্রেনীয় কমিউনিস্টও এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত নন। আমার মনে রয়েছে ইউক্রেনের সংবাদপত্রসমূহে কমিউনিস্ট খ্‌ভিলেভয়ের প্রবন্ধের মতো একটি সার্বজনীনভাবে জানা ঘটনা। ইউক্রেনে 'শ্রমিকশ্রেণীকে অবিলম্বে রুশীকরণ থেকে মুক্ত' করার জন্য খ্‌ভিলেভয়ের দাবি, তাঁর এই অভিমত যে, 'যত দ্রুত সম্ভব, ইউক্রেনীয় কবিতাকে রুশ সাহিত্য এবং তার রচনাশৈলী থেকে অবশ্যই নিষ্কৃতি পেতে হবে'। তাঁর বক্তব্য যে, 'মস্কোর বিদ্যা ছাড়াই শ্রমিকশ্রেণীর ধারণাসমূহ আমাদের নিকট সুবিদিত,' এই ধারণায় তাঁর মোহাচ্ছন্নতা যে 'তরুণ' ইউক্রেনী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কোন ধরনের প্রত্যাশিত ত্রাতার ভূমিকা পালন করতে হবে, রাজনীতি থেকে সংস্কৃতিকে বিছিন্ন করার ক্ষেত্রে তার হাস্যোদ্দীপক এবং অ-মার্কসীয় প্রচেষ্টা—একজন ইউক্রেনী কমিউনিস্টের মুখ থেকে নিঃসৃত এই সমস্ত এবং এর মতো অনেক কিছু আজকাল অদ্ভুত থেকেও বেশি কানে বাজে (না বেজে পারে না!) যখন আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলন এবং লেনিনবাদের এই দুর্গ, 'মস্কোর' প্রতি পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীসমূহ এবং তাদের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সহানুভূতিসম্পন্ন, যখন পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক-শ্রেণীসমূহ মস্কোর ওপর উড্ডীয়মান পতাকার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়, তখন 'মস্কো' থেকে 'যত দ্রুত সম্ভব' নিষ্কৃতি পাবার জন্য ইউক্রেনীয় নেতাদের আহ্বান করা অপেক্ষা ইউক্রেনীয় কমিউনিস্ট খ্‌ভিলেভয়ের 'মস্কো'র অনুকূলে আর ভাল কিছু বলার নেই। এবং একে বলা হয় আন্তর্জাতি-কতাবাদ! যদি কমিউনিস্টরা বলতে আরম্ভ করে, শুধু বলা নয়, খ্‌ভিলেভয়ের ভাষায় সোভিয়েত সংবাদপত্রে এমনকি লিখতে আরম্ভ করে, তাহলে অ-কমিউ-নিস্ট শিবিরের অন্যান্য ইউক্রেনীয় বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে কি বলা যায়? শাম্স্কি উপলব্ধি করেন না যে, কমিউনিস্টদের সারিতে খ্‌ভিলেভয়ের মতো চরমপন্থীদের সঙ্গে লড়াই করেই মাত্র ইউক্রেনীয় সংস্কৃতির অনুকূলে আমরা ইউক্রেনের নতুন আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারি। শাম্স্কি উপলব্ধি করেন না যে, এরূপ চরমপন্থীদের সঙ্গে লড়াই করেই মাত্র উদীয়মান ইউক্রেনীয় সংস্কৃতি ও জনজীবনকে একটি সোভিয়েত সংস্কৃতি ও জনজীবনে পরিণত করা যেতে পারে।

(২) শামুস্কি সঠিক যখন তিনি দৃঢ়তাসহকারে বলছেন যে, ইউক্রেনে শীর্ষ নেতৃত্ব (পার্টি এবং অন্যান্য) হবে ইউক্রেনীয়। কিন্তু তিনি বেগমাত্রা সম্পর্কে ভুল করছেন। এবং ঠিক এই সময় সেটাই হল মুখ্য বস্তু। তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এর জন্য এখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধভাবে ইউক্রেনীয় মার্কসবাদী ক্যাডার নেই। তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এরূপ ক্যাডার কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা যায় না। তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এরূপ ক্যাডার শুধুমাত্র কাজের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই গড়ে তোলা যায়। এবং এর জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়।…এই মুহূর্তে গ্রিস্কোকে গণ-কমিশার পরিষদের চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত করলে ফল কি দাঁড়াবে? সাধারণভাবে পার্টি এবং বিশেষভাবে পার্টি ক্যাডারগণ এরূপ পদক্ষেপের মূল্যায়ন কিভাবে করবে? তারা কি এই ব্যবস্থা এরূপ অর্থপ্রকাশ করছে বলে ধরে নেবে না যে, গণ-কমিশার পরিষদের গুরুত্ব ও মর্যাদার মূল্য হ্রাস করা হচ্ছে? কেননা পার্টি থেকে এটা গোপন করা যাবে না যে গ্রিস্কোর পার্টিগত এবং বিপ্লবী প্রতিষ্ঠা চুবারের চেয়ে যথেষ্ট পরিমাণে নীচু। সোভিয়েত-সমূহকে পুনরায় নবোদ্যমে সক্রিয় করে তোলার এবং সোভিয়েত সংস্থাসমূহের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও মর্যাদার বর্তমান সময়কালে, এখন কি আমরা এরূপ পদক্ষেপ নিতে পারি? আমাদের কাজের এবং গ্রিস্কোর নিজেরই স্বার্থে এরূপ সব পরিকল্পনা আপাততঃ পরিত্যাগ করা কি অপেক্ষাকৃত ভাল হবে না? ইউক্রেনের সি. পি. (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো ও সম্পাদকমণ্ডলী ইউক্রেনীয় অংশসমূহের সংযোজনের দ্বারা বলীয়ান হোক, আমি তার অনুকূলে। কিন্তু পার্টি ও সোভিয়েতসমূহের নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহে যেন ইউক্রেনীরা নেই, বিষয়সমূহ এরূপভাবে উপস্থাপিত করা ভুল। স্ক্রাইপনিক ও জাতোনস্কি, চুবার ও পেত্রোভস্কি, গ্রিস্কো ও শামুস্কির সম্পর্কে কি বলা হবে —এঁরা কি ইউক্রেনী নন? শামুস্কির ভুল হল এই যে, তাঁর পরিপ্রেক্ষিত চিত্রায়ন সঠিক হলেও, তিনি বেগমাত্রার প্রশ্ন উপেক্ষা করছেন। এবং বেগমাত্রা হল এখন মুখ্য বস্তু।

২৬. ৪. ১৯২৬

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম পুরোটা প্রকাশিত হল

ব্রিটেনের ধর্মঘট এবং পোল্যাণ্ডের ঘটনাবলী

(তিফলিসের প্রধান প্রধান ওয়ার্কশপের
শ্রমিকদের সভায় প্রদত্ত রিপোর্ট,
৮ই জুন, ১৯২৬)

কমরেডস্, আপনাদের অনুমতি নিয়ে, ধর্মঘট সম্পর্কে ব্রিটেনের ঘটনাবলী[৫৪] এবং পোল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর[৫৫] ওপর একটি বিবৃতি রাখতে আমি অগ্রসর হব; বিবৃতিটিকে আপনাদের চেয়ারম্যান ছ্‌খেইদ্‌যে অনুগ্রহ করে রিপোর্ট আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু সংক্ষিপ্ততার জন্য এটিকে মাত্র বিবৃতিই বলা যেতে পারে।

ব্রিটেনে ধর্মঘটের কারণ কি?

প্রথম প্রশ্ন হল, ব্রিটেনের ধর্মঘটের কারণগুলির প্রশ্ন। এটা কি করে ঘটতে পারল যে, পুঁজিবাদী প্রবল শক্তি এবং অতুলনীয় আপোষ-মীমাংসার দেশ, ব্রিটেন সাম্প্রতিককালে প্রচণ্ড প্রচণ্ড সামাজিক সংঘর্ষের রণক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে? এটা কি করে ঘটতে পারল যে, 'মহতী ব্রিটেন', 'সমুদ্রসমূহের কর্ত্রী' একটি সাধারণ ধর্মঘটের দেশ হয়ে দাঁড়াল?

যেসব ঘটনাবলী ব্রিটেনে সাধারণ ধর্মঘট অপরিহার্য করে তুলেছিল আমি সেগুলির উল্লেখ করতে চাই। এই প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেবার সময় এখনো আসেনি। কিন্তু কতকগুলি চূড়ান্ত ঘটনা, যা ধর্মঘটকে অপরিহার্য করে তুলেছিল আমরা তা উল্লেখ করতে পারি এবং আমাদের তা করা উচিত। এইসব ঘটনার মধ্যে চারটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ। পূর্বে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্রিটেন একটি একচেটিয়া অবস্থান দখল করেছিল। অনেকগুলি বিরাট বিরাট উপনিবেশের মালিক হয়ে, এবং তখনকার দিনের আদর্শস্বরূপ শিল্পের অধিকারী হয়ে, ব্রিটেন 'বিশ্বের কারখানা' হিসেবে নিজেকে জাহির করতে এবং প্রভূত অতি-মুনাফা অবৈধভাবে লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। ব্রিটেনে সেই সময়টা ছিল 'শান্তি ও উন্নতির' সময়কাল। পুঁজি অবৈধভাবে অতি-মুনাফা লাভ করত, ওই সমস্ত অতি-

মুনাফা থেকে টুক্‌রো-টুক্‌রো অংশ ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের শীর্ষ অংশের ভাগে পড়ত, পুঁজি ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের নেতাদের ক্রমে ক্রমে পোষ মানাল এবং সাধারণতঃ আপোষ দ্বারা শ্রমিক ও পুঁজির মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি হতো।

কিন্তু বিশ্ব পুঁজিবাদের অধিকতর বিকাশ, এবং বিশেষ করে জার্মানি, আমেরিকা এবং অংশতঃ জাপান, যারা ব্রিটেনের প্রতিযোগী হিসেবে বিশ্বের বাজারে প্রবেশ করল, তাদের উন্নয়ন মূলগতভাবে ব্রিটেনের পূর্বেকার এক-চেটিয়া অবস্থানের ক্ষতিসাধন করল। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সংকট ব্রিটেনের একচেটিয়া অবস্থানকে আরও চূড়ান্ত আঘাত করল। অতি-মুনাফাসমূহের পরিমাণ কমে গেল, ব্রিটিশ শ্রমিকনেতাদের ভাগে যে টুক্‌রো-টুক্‌রো অংশ পড়ত তা হ্রাস পেল। ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান কমানো সম্পর্কে ক্রমেই বেশি বেশি ঘন ঘন অভিপ্রায় ব্যক্ত হল। 'শান্তি ও উন্নতির' সময়-কালের অনুবর্তী হল সংঘর্ষ, লক-আউট ও ধর্মঘটসমূহ। ব্রিটিশ শ্রমিক বাঁদিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করল, আরম্ভ করল পুঁজির বিরুদ্ধে আরও ঘন ঘন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পদ্ধতি অবলম্বন করতে। সহজেই উপলব্ধি করা যাবে, কেন লক-আউটের ভয় দেখিয়ে ব্রিটিশ খনি-মালিকদের তর্জন-গর্জন করে শাসানি খনি-শ্রমিকদের দ্বারা অনুত্তরিত হয়ে থাকতে পারল না।

দ্বিতীয়তঃ। দ্বিতীয় ঘটনা হল, আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কগুলির পুনঃ-প্রতিষ্ঠা এবং তার পরিণতিতে পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বাজারের জন্য সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি। যুদ্ধ-পরবর্তী সংকটের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল এই যে, এই সংকট আন্তর্জাতিক বাজার এবং পুঁজিবাদীদের দেশগুলির মধ্যে কার্যতঃ সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করল, এই সমস্ত সম্পর্কের বদলে উদ্ভূত হল সম্পর্ক-সমূহে একটি নিশ্চিত বিশৃংখলা। এখন, পুঁজিবাদের এই সাময়িক স্থিতি-শীলতার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশৃংখলা পশ্চাদ্‌ভূমিতে সরে যাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারের পুরানো সম্পর্কগুলি ধীরে ধীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যেখানে কয়েক বছর আগে সমস্যা ছিল কল-কারখানাগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এবং পুঁজিপতিদের জন্য কাজ করার পক্ষে শ্রমিক নিযুক্ত করার, সেখানে এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কল-কারখানাগুলির জন্য বাজার ও কাঁচামাল সংগ্রহ করার। ফলে, বাজারের জন্য সংগ্রামে নতুন তীব্রতা উদ্ভূত হয়েছে, এবং এই সংগ্রামে বিজয়লাভ করছে পুঁজিপতিদের সেই গোষ্ঠী এবং

সেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যাদের জিনিসপত্র অধিকতর শস্তা এবং যাদের প্রযুক্তি-কৌশলের স্তর উচ্চতর। এবং নতুন নতুন শক্তি এখন বাজারে প্রবেশ করছে: আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি এবং ব্রিটেনের ডমিনিয়ন এবং উপনিবেশ-গুলি, যারা যুদ্ধের সময়কালে তাদের শিল্প-উন্নয়নের সুযোগাদির সদ্ব্যবহার করেছিল এবং এখন বাজারের জন্য সংগ্রামে যোগদান করেছে। এসবের জন্য এটা স্বাভাবিক যে, বিদেশী বাজারগুলি থেকে ব্রিটেন এ যাবৎ যত সহজে মুনাফা লুটে এনেছে, এখন তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজারসমূহ এবং কাঁচামালের একচেটিয়া লুণ্ঠনের পুরানো ঔপনিবেশিক পদ্ধতিকে শস্তা জিনিস-পত্রের সাহায্যে বাজার অধিকার করার নতুন পদ্ধতির কাছে হটে যেতে হয়েছে। এইজন্য ব্রিটিশ পুঁজির উৎপাদন সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা, অথবা যে-কোনভাবে এলোপাথাড়ি উৎপাদন সম্প্রসারিত না করা। এইজন্যই বেকারদের এক বিরাট বাহিনী ব্রিটেনে সাম্প্রতিক বছরগুলির একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই জন্য বেকারির আশংকা ব্রিটিশ শ্রমিকদের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে এবং তাদের সংগ্রামী মনোভাব জাগিয়ে তুলছে। এরই জন্য লক-আউটের আশংকা সাধারণভাবে শ্রমিকদের মধ্যে এবং বিশেষভাবে খনি-শ্রমিকদের মধ্যে আচমকা প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছিল।

তৃতীয়তঃ। তৃতীয় ঘটনা হল, ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের ক্ষতিসাধন করে ব্রিটিশ শিল্পে উৎপাদনের খরচ কমানো এবং পণ্যদ্রব্য শস্তা করার জন্য ব্রিটিশ পুঁজির প্রচেষ্টা। এ ব্যাপারে খনি শ্রমিকরাই যে ছিল মুখ্য আঘাতের লক্ষ্যস্থল, এই ঘটনাকে আকস্মিক বলা যায় না। ব্রিটিশ পুঁজি খনি শ্রমিকদের আক্রমণ করেছিল শুধু এ জন্য নয় যে খনি-শিল্পের সাজসরঞ্জাম প্রযুক্তিগত দিক থেকে খারাপ এবং এই শিল্পকে 'বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠন করার' প্রয়োজন, এ জন্যও যে খনি শ্রমিকেরা সর্বদাই থেকে এসেছে, এবং এখনো রয়েছে, ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর বাহিনী। ব্রিটিশ পুঁজির কৌশল ছিল এই অগ্রসর বাহিনীকে দমন করা এবং তাদের কাজের দিনের সময় বাড়ানো, যাতে এই প্রধান বাহিনীর সঙ্গে হিসেব-নিকেশ সাঙ্গ করে, তারপর শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য বাহিনীগুলিকে তার নির্দেশকে মেনে নিতে বাধ্য করা যায়। এইজন্যই ব্রিটিশ খনি শ্রমিকেরা বীরত্বের সঙ্গে তাদের ধর্মঘট পরিচালনা করছে। এইজন্যই একটি সাধারণ ধর্মঘটের পথে খনি শ্রমিকদের সমর্থন করায় ব্রিটিশ শ্রমিকদের দ্বারা প্রদর্শিত এই অতুলনীয় আগ্রহ।

চতুর্থতঃ। চতুর্থ ঘটনা হল, ব্রিটেন শ্রমিকশ্রেণীর তীব্রতম শত্রু রক্ষণশীল পার্টি দ্বারা শাসিত। বলা বাহুল্য যে, অন্য যে-কোন বুর্জোয়া সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকশ্রেণীকে চূর্ণ করার জন্য রক্ষণশীল সরকারের মতো একই রকমে কার্যকলাপ চালাত। কিন্তু সন্দেহ নেই যে শুধুমাত্র রক্ষণশীলদের মতো শ্রমিকশ্রেণীর শপথাবদ্ধ শত্রুরাই সমগ্র ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীকে এত হাল্কাভাবে এবং এমনভাবে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে এরূপ তুলনাহীন চ্যালেঞ্জ দিতে পারত না, যেমনটি রক্ষণশীলরা লক-আউটের ভয় দেখিয়ে করেছিল। এটা এখন সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে বলে গণ্য করা যেতে পারে যে ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল শুধু লক আউট ও ধর্মঘট চায়নি, তারা প্রায় এক বছর ধরে এগুলির জন্য প্রস্তুতও চালাচ্ছিল। গত জুলাই মাসে খনি শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ এই পার্টি স্থগিত রেখেছিল এইজন্য যে তখন পার্টিটি মনে করেছিল সময়টা 'উপযোগী নয়'। কিন্তু তখন থেকে সমগ্র সময়কাল ধরে কয়লার স্টক স্তূপীকৃতভাবে সঞ্চয় করে, ধর্মঘট ভঙ্গকারীদের সংগঠিত করে এবং উপযুক্তভাবে জনমত উত্তেজিত করে রক্ষণশীল দল প্রস্তুতি চালিয়েছিল যাতে এই বছরের এপ্রিল মাসে খনি শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ চালানো যায়। কেবলমাত্র রক্ষণশীল দলই এরূপ বিশ্বাসহন্তার পদক্ষেপ নিতে পারত।

জাল দলিলপত্র এবং প্ররোচনার সাহায্যে রক্ষণশীল দল ধীরে ধীরে ক্ষমতালাভে নিজেদের পথ করে নিল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবামাত্রই, সমস্ত রকমের প্ররোচনা ব্যবহার করে এই পার্টি মিশর আক্রমণ করল। এখন এক বৎসর হল, লুণ্ঠন ও নিপীড়নের পরীক্ষিত ও প্রমাণিত ঔপনিবেশিক পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করে তারা চীনা জনগণের ওপর প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কসমূহের বিকাশকে অসম্ভব করার জন্য এই পার্টি কোন উপায় ব্যবহার করতে বিরত হচ্ছে না, সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের ঘটনার উপাদানসমূহ নিয়মিতভাবে গড়ে তুলছে। কোন উৎকৃষ্টতর উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত উৎসাহ-উদ্দম নিয়ে এই আক্রমণের জন্য একটি সমগ্র বছর প্রস্তুতি চালিয়ে এই পার্টি এখন নিজের দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে আক্রমণ করছে। ব্রিটেনের ভেতরে ও বাইরে সংঘর্ষ ছাড়া রক্ষণশীল দল তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। এর পরে কেউ কি বিস্মিত হতে পারে যে ব্রিটিশ শ্রমিকেরা আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত করেছে?

এগুলিই হল, মোটের ওপর, ঘটনাবলী যা ব্রিটেনে ধর্মঘট অপরিহার্য করে তুলেছিল।

ব্রিটেনের সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ হল কেন?

কতকগুলি ঘটনার জন্য ব্রিটেনের সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ হল, যাদের মধ্যে অন্ততঃ নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির উল্লেখ করতে হবে :

প্রথমতঃ। ধর্মঘটের অগ্রগতি দেখিয়েছে যে, ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা এবং রক্ষণশীল দল সাধারণভাবে প্রমাণ করেছে যে ব্রিটিশ শ্রমিকদের এবং তাদের নেতৃবৃন্দ, যাঁরা ছিলেন জেনারেল কাউন্সিল ও তথাকথিত লেবার পার্টির প্রতিনিধি, তাঁদের তুলনায় তারা অধিকতর অভিজ্ঞ, অধিকতর সংগঠিত, অধিকতর দৃঢ়পণ এবং সেজন্য অধিকতর শক্তিশালী। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ শ্রমিকশ্রেণীর করণীয় কাজসমূহ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে অসমকক্ষ প্রমাণিত হলেন।

দ্বিতীয়তঃ। ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা এবং রক্ষণশীল দল সম্পূর্ণ সজ্জিত এবং পুংখানুপুংখরূপে প্রস্তুত হয়ে এই প্রকাণ্ড সংগ্রামে প্রবেশ করেছিল, বিপরীতে প্রস্তুতিমূলক কাজের বিষয়ে কিছু না করে অথবা কার্যতঃ কিছু না করে ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের নেতারা অতর্কিতে ধরা পড়ে গেলেন। এই বিষয়ে উল্লেখ করতে হবে যে, সংঘর্ষের মাত্র এক সপ্তাহ আগে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ তাঁদের এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করছিলেন যে কোন সংঘর্ষ হবে না।

তৃতীয়তঃ। পুঁজিপতিদের সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী রক্ষণশীল দল, একটি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত সংস্থা হিসেবে সংগ্রাম চালিয়েছিল, সংগ্রামের নির্ধারক স্থানগুলিতে আঘাত হেনেছিল, বিপরীতে, শ্রমিক-আন্দোলনের সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী—টি. ইউ. সি জেনারেল কাউন্সিল এবং তার 'রাজনৈতিক কমিটি', লেবার পার্টি—আভ্যন্তরীণভাবে ভগ্নমনোবল ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রমাণিত হল। আমরা জানি, এই সেনাধ্যক্ষদের নেতারা খনি শ্রমিকদের এবং সাধারণভাবে ব্রিটিশ শ্রমিকদের প্রতি হয় পুরোদস্তুর বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হল (টমাস, হেণ্ডারসন, ম্যাক-ডোনাল্ড ও তাদের অনুচরবর্গ), না হয় প্রমাণিত হল এইসব বিশ্বাসঘাতকরা মেরুদণ্ডহীন সহযাত্রী, যারা সংগ্রামকে ভয় করত এবং আরও বেশি ভয় করত শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়কে (পার্সেল, হিক্স এবং অন্যান্যেরা)।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এটা কিভাবে ঘটল যে শক্তিশালী ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণী,

যা দৃষ্টান্তহীন বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল, সেই শ্রমিকশ্রেণী প্রমাণ করল যে তার ছিল এমন সব নেতা যারা হয় ক্রয়সাধ্য বা ভীরু, অথবা পুরোপুরিভাবে মেরুদণ্ডহীন? এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এরকম নেতারা হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। তারা শ্রমিক-আন্দোলনের ভেতর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে; ব্রিটেনের শ্রমিক নেতা হিসেবে তারা একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা পেয়েছে—এবং শিক্ষা হল সেই সময়পর্বের, যখন ব্রিটিশ পুঁজি অবৈধভাবে অতি-মুনাফা লুটছিল, শ্রমিক নেতাদের ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করতে পারত এবং ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করার ব্যাপারে তাদের ব্যবহার করতে পারত; তার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর এই নেতারা তাদের জীবনযাত্রার ও বসবাস করার ধরনে ক্রমেই বেশি বেশি ঘনিষ্ঠভাবে বুর্জোয়াদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্যাপক শ্রমিকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তাদের দিকে পিঠ ফেরাল এবং তাদের বুঝতে পারা থেকে বিরত হল। তারা শ্রমিকশ্রেণীর সেই ধরনের নেতা, পুঁজিবাদের কৃত্রিম সৌন্দর্যে যাদের চোখে ধাঁধা লাগে, যারা পুঁজির প্রবল ক্ষমতায় অভিভূত এবং যারা 'জগতে উন্নতিলাভ করার' এবং 'শাঁসালো ব্যক্তিদের' সঙ্গে মেলা-মেশা করার স্বপ্ন দেখে। কোন সন্দেহ নেই যে, এইসব নেতারা হল—যদি অবশ্য আমি তাদের নেতা বলতে পারি—অতীতের প্রতিধ্বনি এবং তারা নতুন পরিস্থিতিতে মানানসই নয়। কোন সন্দেহ নেই যে, যথাকালে তারা ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী মনোভাব ও বীরত্বের সঙ্গে মানানসই নতুন নতুন নেতাদের কাছে হটে যেতে বাধ্য হবে। এঙ্গেলস এইসব নেতাদেরকে শ্রমিকশ্রেণীর বুর্জোয়া-বনে-যাওয়া নেতা বলে আখ্যা দিয়ে ঠিকই করেছিলেন।[৫৬]

চতুর্থতঃ। বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী, রক্ষণশীল দল, উপলব্ধি করেছিল যে, ব্রিটিশ শ্রমিকদের এই প্রকাণ্ড ধর্মঘট একটি বিরাট রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, উপলব্ধি করেছিল যে, এরূপ একটি ধর্মঘটের সঙ্গে কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক চরিত্রের পদ্ধতিতেই লড়াই করা যেতে পারে, উপলব্ধি করেছিল যে, এই ধর্মঘট চূর্ণ করার জন্য রাজা, হাউস অব্ কমন্স এবং সংবিধানের কর্তৃত্বকে আহ্বান করতে হবে এবং সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করা ও জরুরী পরিস্থিতি ঘোষণা করা ব্যতিরেকে এই ধর্মঘটের অবসান ঘটানো যাবে না। অন্যপক্ষে, ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী—দি জেনারেল কাউন্সিল—এই সহজ বিষয়টি বুঝল না, বা বুঝতে চাইল না, অথবা তা স্বীকার করতে ভয় পেল এবং জেনারেল কাউন্সিল সমগ্রভাবে ও বিভিন্নভাবে আশ্বস্ত

করল যে, সাধারণ ধর্মঘটটি ব্যতিক্রমহীনভাবে একটি অর্থনৈতিক চরিত্রবিশিষ্ট কার্যসাধনের পদ্ধতি, আশ্বস্ত করল যে, এই সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত করার অভিপ্রায় বা পরিকল্পনা তার নেই, আশ্বস্ত করল যে, বৃটিশ পুঁজির সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী, রক্ষণশীল দলকে আঘাত হানবার কথা তা চিন্তা করছে না এবং তার—জেনারেল কাউন্সিলের—ক্ষমতার প্রশ্ন তুলবার কোন অভিপ্রায় নেই।

এর দ্বারা জেনারেল কাউন্সিল ধর্মঘটটির অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার ভাগ্যনির্দেশ করল। কেননা, ইতিহাস দেখিয়েছে, যে সাধারণ ধর্মঘট একটি রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত না হয়, তার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

পঞ্চমতঃ। ব্রিটিশ পুঁজিবাদীদের সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী বুঝেছিল যে, ব্রিটিশ ধর্মঘটের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন বুর্জোয়াদের পক্ষে একটি মারাত্মক বিপদ হবে। পক্ষান্তরে, জেনারেল কাউন্সিল বুঝল না, কিংবা না বুঝবার ভান করল যে, একমাত্র আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সংহতি দ্বারা ব্রিটিশ শ্রমিকদের ধর্মঘটে জয়লাভ হতে পারে। এইজন্যই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের কাছ থেকে আথিক সাহায্য গ্রহণ করতে জেনারেল কাউন্সিলের অস্বীকৃতি।[৫৭]

ব্রিটেনে সাধারণ ধর্মঘটের মতো এরূপ একটি প্রচণ্ড ধর্মঘট বাস্তব ফল দিতে পারত, যদি, অন্ততঃ, দুটি মৌলিক শর্ত পালন করা হতো, অর্থাৎ যদি এই ধর্মঘটকে রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত করা হতো এবং যদি পুঁজির বিরুদ্ধে সমস্ত উন্নত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে এই ধর্মঘটকে যুক্ত করা হতো। কিন্তু তার নিজস্ব অদ্ভুত 'বুদ্ধিতে' ব্রিটিশ জেনারেল কাউন্সিল এই দুটি শর্তই অগ্রাহ্য করল এবং তার দ্বারা সাধারণ ধর্মঘটের ব্যর্থতা পূর্বাহ্লেই নির্ধারণ করল।

ষষ্ঠতঃ। কোন সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশ সাধারণ ধর্মঘটকে সাহায্য করবার বিষয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের আমস্টারডাম ফেডারেশন-এর আচরণ, যার অর্থ ছিল সন্দেহের চেয়েও বেশি, তা কম গুরুত্বের ভূমিকা পালন করেনি। ঘটনার দিক থেকে, ধর্মঘটকে সাহায্য করার প্রশ্নে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের এই সংগঠনগুলির বিশুদ্ধ প্রস্তাবগুলি প্রকৃতপক্ষে কোন আথিক সাহায্য অস্বীকার করার সদৃশ ছিল। কেননা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্তর্জাতিকের সন্দেহপূর্ণ আচরণ ছাড়া আর কোনভাবে এই

তথ্য ব্যাখ্যা করা অসম্ভব যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের পক্ষে তাদের ব্রিটেনের ভাইদের যে পরিমাণ অর্থসাহায্য দিতে সমর্থ হওয়া সম্ভব হয়েছিল, ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি তার এক-অষ্টমাংশের বেশি দান করেনি। আমি অন্য ধরনের সাহায্যের কথা বলছি না, যেমন কয়লা পাঠানো বন্ধ করা ধরনের; এ ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়ন-সমূহের আমস্টারডাম ফেডারেশন আক্ষরিকভাবে ধর্মঘট ভঙ্গকারীদের কাজ করছে।

সপ্তমতঃ। অনুরূপভাবে কোন সন্দেহ নেই যে, সাধারণ ধর্মঘটের ব্যর্থতায় ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির দুর্বলতা অবদান হিসেবে খুব কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। এটা বলতে হবে যে, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম সর্বোৎকৃষ্ট অংশ। এটা বলতে হবে যে, ব্রিটেনের সাধারণ ধর্মঘটের সমস্ত সময়কাল ধরে এর মনোভাব ছিল সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কিন্তু আবার অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হবে যে, ব্রিটেনের শ্রমিকদের মধ্যে এই পার্টির মর্যাদা এখনো অল্প। এবং এই ঘটনা সাধারণ ধর্মঘটের গতিপথে মারাত্মক ভূমিকা পালন না করে পারেনি।

এগুলিই হল ঘটনা, যে-কোন দিকথেকেই হোক প্রধান ঘটনাসমূহ, যা আমরা বর্তমানে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছি এবং যা ব্রিটেনের সাধারণ ধর্মঘটের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি ধার্য করেছিল।

সাধারণ ধর্মঘটের শিক্ষাসমূহ

ব্রিটেনের সাধারণ ধর্মঘটের শিক্ষাসমূহ কি কি—অন্ততঃ, তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলি? সেগুলি হল নিম্নরূপ।

প্রথমতঃ। ব্রিটেনের কয়লা শিল্পের সংকট এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সাধারণ ধর্মঘট শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা সহ কয়লা শিল্পে উৎপাদনের উপায় এবং হাতিয়ারসমূহ সমাজতন্ত্রীকরণের প্রশ্ন উত্থাপন করে। তা হল সমাজ-তন্ত্র জয় করার প্রশ্ন। এটা প্রমাণ করার বড় একটা দরকার হয় না যে, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি যে পদ্ধতিতে কয়লা শিল্পের সংকট মূলগতভাবে সমাধান করার প্রস্তাব দিয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি নেই এবং হতেও পারে না। কয়লা শিল্পের সংকট এবং সাধারণ ধর্মঘট ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে পরিণত করার প্রশ্নের সামনাসামনি এনে ফেলে।

দ্বিতীয়তঃ। ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণী তার সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা লাভ না করে পারে না যে, তার লক্ষ্যের পথে প্রধান বাধা হল পুঁজিবাদীদের, এই ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দল এবং তার সরকারের, রাজনৈতিক ক্ষমতা। যখন অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করতে টি. ইউ. সি. জেনারেল কাউন্সিল প্লেগকে ভয় করার মতো ভয় পেল, তখন ব্রিটিশ শ্রমিকেরা এখন এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হতে পারে না যে, সংগঠিত পুঁজির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে এখন মূল প্রশ্ন ক্ষমতার, এবং যতক্ষণ না তার একটা মীমাংসা হচ্ছে ততক্ষণ কয়লা শিল্পের সংকট অথবা সাধারণভাবে সমগ্র ব্রিটিশ শিল্পের সংকট, কোন কিছুরই সমাধান করা অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ। সাধারণ ধর্মঘটের গতি ও পরিণতি ব্রিটিশ শ্রমিকদের এই দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন না করে পারে না যে, পার্লামেন্ট, সংবিধান, রাজা এবং বুর্জোয়া শাসনের অন্যান্য অংশগুলি শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী শ্রেণীর রক্ষণোপায় ছাড়া আর কিছু নয়। ধর্মঘটটি পার্লামেন্ট এবং সংবিধান উভয়ের ওপর অন্ধ ভক্তি এবং অলংঘনীয় পবিত্র সংস্কার প্রতারণাকারী কৌশল ছিন্নভিন্ন করল। শ্রমিকেরা উপলব্ধি করবে যে, বর্তমান সংবিধান শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের একটি হাতিয়ার। শ্রমিকেরা এটা উপলব্ধি করতে বাধ্য যে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে তাদেরও নিজস্ব সংবিধানের প্রয়োজন। আমি মনে করি এই সত্যকে জানা ব্রিটিশ শ্রমিকদের পক্ষে একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু অর্জন করা হবে।

চতুর্থতঃ। ধর্মঘটের গতি ও পরিণতি পুরানো নেতৃবৃন্দ, পুরানো পদাধিকারী ব্যক্তিগণ, যারা আপোষের পুরানো নীতির স্কুলের শিক্ষাধীনে বড় হয়ে উঠেছে, তাদের অনুপযোগিতা সম্পর্কে ব্রিটেনের ব্যাপক মেহনতী জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন না করে পারে না। তারা এটা উপলব্ধি না করে পারে না যে পুরানো নেতাদের বদলে অবশ্যই নতুন নতুন বিপ্লবী নেতাদের প্রতিস্থাপিত করতে হবে।

পঞ্চমতঃ। ব্রিটিশ শ্রমিকেরা এটা উপলব্ধি না করে পারে না যে, ব্রিটেনের খনি শ্রমিকেরা ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর বাহিনী এবং খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটকে সমর্থন করা ও তাদের বিজয়লাভ নিশ্চিত করা সমগ্র ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর সংশ্লিষ্ট বিষয়। ধর্মঘটের সমগ্র গতি ব্রিটিশ শ্রমিকদের এই শিক্ষার নাক্রমণীয় সত্যকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করায়।

ষষ্ঠতঃ। সাধারণ ধর্মঘটের কঠিন মুহূর্তে, যখন বিভিন্ন পার্টির কর্মপন্থা ও কর্মসূচী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত হচ্ছিল, তখন ব্রিটিশ শ্রমিকদের এই দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে পারে না যে, একমাত্র পার্টি যা সাহসের সঙ্গে এবং কৃতসংকল্প নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসমূহ শেষ পর্যন্ত উচ্চে তুলে ধরতে সক্ষম তা হল কমিউনিস্ট পার্টি।

সাধারণভাবে, এগুলিই হল ব্রিটেনের সাধারণ ধর্মঘটের প্রধান প্রধান শিক্ষাসমূহ।

কয়েকটি সিদ্ধান্ত

আমি এখন বাস্তব গুরুত্বের কয়েকটি সিদ্ধান্তে যাচ্ছি।

প্রথম প্রশ্ন হল পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতার প্রশ্ন। ব্রিটেনের ধর্মঘট দেখিয়েছে যে, স্থিতিশীলতার অস্থায়ী এবং অনিশ্চিত প্রশ্নের ওপর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রস্তাব পুরোদস্তুর সঠিক।[৫৮] খনি শ্রমিকদের ওপর ব্রিটিশ পুঁজির আক্রমণ অস্থায়ী, অনিশ্চিত স্থিতিশীলতাকে একটি দৃঢ় এবং স্থায়ী স্থিতিশীলতায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি, সফল হতেও পারত না। ব্রিটিশ শ্রমিকেরা একটি প্রচণ্ড ধর্মঘট দ্বারা এই প্রচেষ্টার জবাব দিয়ে সমগ্র পুঁজিবাদী জগৎকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, যুদ্ধ-পরবর্তী সময়কালের অবস্থাসমূহে পুঁজিবাদের দৃঢ় স্থিতিশীলতা অসম্ভব, দেখিয়ে দিয়েছে যে, ব্রিটিশদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা পুঁজিবাদের ভিত্তিসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্তির বিপদে পরিপূর্ণ। কিন্তু পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা দৃঢ়, এ কথা মেনে নেওয়া যদি ভুল হয়, তার বিপরীতটা, অর্থাৎ, স্থিতিশীলতার সমাপ্তি ঘটেছে, তা ধ্বংস করা হয়েছে এবং আমরা এখন এমন একটা সময়কালে প্রবেশ করেছি যখন বৈপ্লবিক ঝড়সমূহ তাদের চরম সীমায় পৌছাবে—এটা মেনে নেওয়াও সমভাবে ভুল। পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা অস্থায়ী ও অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা স্থিতিশীল এবং এ পর্যন্ত তা এখনো রয়েছে।

আরও, ঠিক যেহেতু বর্তমান অস্থায়ী ও অনিশ্চিত স্থিতিশীলতা রয়ে গেছে, সেই যথার্থ কারণের জন্যও পুঁজি শ্রমিকশ্রেণীকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টাসমূহে অটলভাবে রত থাকবে। অবশ্য, রক্ষণশীল দল যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল তা পুঁজিবাদের জীবন ও অস্তিত্বের পক্ষে কত বিপদ সম্ভাবনাপূর্ণ, ব্রিটিশ ধর্মঘট থেকে সমগ্র পুঁজিবাদী জগতের তা শেখা উচিত। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে

রক্ষণশীল দলের ক্ষতি করবে সে সম্পর্কে বড় একটা সন্দেহ নেই। এ সন্দেহও থাকতে পারে না যে সমস্ত দেশের পুঁজিপতিরা এই শিক্ষা বিবেচনার বিষয়ীভূত করবে। তৎসত্ত্বেও, যেহেতু পুঁজি তার নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে এবং অধিকতর নিরাপত্তার সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন বোধ না করে পারে না, সেইহেতু পুঁজি শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নতুন নতুন আক্রমণের প্রচেষ্টা চালাবে। শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির করণীয় কাজ হল, শ্রমিক-শ্রেণীর ওপরে এইরকম সব আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তার বাহিনীসমূহকে প্রস্তুত করা। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর ফ্রন্টের সংগঠন চালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির করণীয় কাজ হল, পুঁজিপতিদের আক্রমণগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি-আক্রমণে, শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আক্রমণে, শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা এবং পুঁজিবাদের বিলোপের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে পরিণত করার দিকে তাদের সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করা।

সর্বশেষে, ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণীর যদি এই সমস্ত আশু করণীয় কাজসমূহ সম্পাদন করতে হয়, তাহলে প্রথম কাজ যা তার অবশ্যই করতে হবে, তা হল তার বর্তমান নেতাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। টমাস ও ম্যাকডোনাল্ডদের মতো নেতাদের নিয়ে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া যায় না। পেছনে যদি হেণ্ডারসন ও ক্লাইন্সদের মতো বিশ্বাসঘাতকেরা থাকে, তাহলে জয়লাভের আশা করা যায় না। এইরকম সব নেতার বদলে উৎকৃষ্টতর নেতাদের প্রতি-স্থাপিত করতে ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর অবশ্যই শিখতে হবে। একটি কিংবা অন্যটি : হয়, টমাস ও ম্যাকডোনাল্ডদের তাদের পদ থেকে বিদায় দিতে ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীব শিখতে হবে, না হয়, কান যেমনটি দেখা যায়, তার বেশি জয়লাভ দেখা সম্ভব হবে না।

কমরেডস্, এগুলিই হল কয়েকটি সিদ্ধান্ত যা আপনা থেকে উত্থাপিত হয়। এখন আমাকে পোল্যাণ্ডের ঘটনার দিকে যেতে দিন।

পোল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

একটি মত রয়েছে, পিলসুদস্কির নেতৃত্বে আন্দোলন একটি বিপ্লবী আন্দোলন। বলা হচ্ছে, পিলসুদস্কি পোল্যাণ্ডে একটি বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করছেন—জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের জন্য, পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জন্য, পোলিশ উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে

পোল্যাণ্ডের নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের জন্য। বলা হচ্ছে, এর জন্য পিলসুদস্কি কমিউনিস্টদের সমর্থন পাবার যোগ্য।

এটা পুরোপুরি ভুল, কমরেডস্!

প্রকৃতপক্ষে, প্যোল্যাণ্ডে বর্তমানে যা চলছে তা হল, বুর্জোয়াদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই: পোঝনানপন্থীদের নেতৃত্বে বৃহৎ বুর্জোয়াদের গোষ্ঠী এবং পিলসুদস্কির নেতৃত্বে পেটি-বুর্জোয়া গোষ্ঠী। শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ অথবা নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের স্বার্থ রক্ষা করা এই লড়াই-এর উদ্দেশ্য নয়। এই লড়াই-এর উদ্দেশ্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সংহত ও স্থিতিশীল করা। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সংহত করার পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে পার্থক্য থেকেই এই লড়াই-এর উৎপত্তি।

প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, পোলিশ রাষ্ট্র পরিপূর্ণ ভাঙনের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। রাষ্ট্রটির আর্থিক অবস্থা চুরমার হয়ে যাচ্ছে। জ্লটির (মুদ্রা—অনুবাদক, বাং সং) দাম পড়ছে। শিল্পের অবস্থা নিশ্চল। অ-পোলিশ জাতিসত্তাগুলি নিপীড়িত হচ্ছে। এবং ওপরের দিকে শাসক অংশগুলির কাছাকাছি চক্রসমূহে চলেছে চুরির নিয়মিত মহোৎসব যা কিনা সেজ্‌মের সমস্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুখপাত্রেরা[৫৯] সম্পূর্ণ খোলাখুলি স্বীকার করেছে। সেইহেতু বুর্জোয়াশ্রেণীদের সম্মুখে উভয় সংকট: **হয়** রাষ্ট্রের ভাঙন এতদূর যাবে যে তা শ্রমিক ও কৃষকদের চোখ খুলে দেবে এবং তা জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের দ্বারা রাজত্ব পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা তাদের ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করাবে; **অথবা** বুর্জোয়ারা অবশ্যই তাড়াতাড়ি করে ক্ষয়ের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া থামাবে, চুরির মহোৎসবের অবসান ঘটাবে এবং এইভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংঘটনকে সময় থাকতে প্রতিহত করবে।

বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের কোন্‌টি, পিলসুদস্কি অথবা পোঝনান, পোলিশ রাষ্ট্র স্থিতিশীল করার দায়িত্বগ্রহণ করবে?—সেটাই হল বিবাদের বিষয়।

নিঃসন্দেহে, শ্রমিক ও কৃষকেরা পিলসুদস্কির সংগ্রামের সঙ্গে তাদের ভাগ্যের আমূল উন্নতির আশা-আকাঙ্ক্ষা সংযুক্ত করে। নিঃসন্দেহে, ঠিক এই কারণে, বৃহৎ বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদারদের প্রতিনিধি পোঝনানপন্থীদের বিরুদ্ধে, পেটি-বুর্জোয়া এবং ক্ষুদ্র অভিজাত সম্প্রদায়ের স্তরের প্রতিনিধি পিলসুদস্কির সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের শীর্ষ অংশ পিলসুদস্কিকে সমর্থন করে।

কিন্তু নিঃসন্দেহে, বর্তমান সময়ে পোল্যাণ্ডের মেহনতী শ্রেণীসমূহের কিছু কিছু অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিপ্লবের জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে না, কাজে লাগানো হচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্র এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে সংহত করার জন্য।

অবশ্য, কতকগুলি বহিঃস্থ উপাদানও এখানে তাদের ভূমিকা পালন করছে। পোল্যাণ্ড একটি ক্ষুদ্র দেশ। দেশটি আর্থিক দিক থেকে কতকগুলি আঁতাত চক্রের সঙ্গে সংযুক্ত। আর্থিক দিক থেকে এর বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় বুর্জোয়া পোল্যাণ্ড, নিঃসন্দেহে, বিদেশী ঋণ ছাড়া চলতে পারে না। কিন্তু তথাকথিত বৃহৎ শক্তিগুলি এমন কোন দেশকে অর্থ জোগাতে পারে না যার শাসক চক্রসমূহ সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করে যে, রাষ্ট্র-প্রশাসনের সমস্ত শাখায় রয়েছে চুরির মহোৎসব। ঋণ পাবার জন্য রাষ্ট্র প্রশাসনকে অবশ্যই প্রথমে 'উন্নত' করতে হবে। চুরির মহোৎসব অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, ঋণের সুদ যে শোধ করা হবে সে সম্পর্কে কোনরকমের গ্যারান্টির নিশ্চিত বিধিব্যবস্থা জোগাতে হবে ইত্যাদি। এইজন্য পোলিশ রাষ্ট্রের 'বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠন করার' প্রয়োজন।

এগুলিই হল, মোটের ওপর, আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ উপাদান যা পোল্যাণ্ডের দুটি বুর্জোয়াগোষ্ঠীর ভেতর বর্তমান সংগ্রাম ধার্য করেছে।

আজকের দিনে, পোল্যাণ্ডে কতকগুলি মৌলিক পরস্পর-বিরোধিতা আছে যেগুলি আরও বিবর্ধিত হলে দেশে একটি সরাসরি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বাধ্য। এই পরস্পর-বিরোধিতাসমূহ তিনটি মূলক্ষেত্রে দেখা যায়: শ্রমিকশ্রেণীর প্রশ্নের, কৃষকদের প্রশ্নের, এবং জাতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে। যদি পোল্যাণ্ড একটি যুদ্ধের দুঃসাহসিক কাজে নেমে পড়ে, যদি পোল্যাণ্ড তার চারিদিকে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করতে অসমর্থ হয়, তাহলে এই সমস্ত পরস্পর বিরোধিতা অবিলম্বে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে এবং একটি বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। পিলসুদস্কি, বিবিধ পিলসুদস্কি গোষ্ঠী কি এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধিতার সমাধান করতে পারে? এই পেটি-বুর্জোয়া গোষ্ঠী কি শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যার সমাধান করতে পারে? না, তা সে পারে না। কারণ সেরূপ করতে হলে তাকে পুঁজিবাদী শ্রেণীর সঙ্গে মৌলিক সংঘর্ষে যেতে হবে, এইটি তা কোন অবস্থাতেই করতে পারে না এবং করবে না, যদি কিনা সে বৃহৎ শক্তিগুলির আর্থিক সমর্থন স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করতে চায়। এই গোষ্ঠী কি কৃষকদের সমস্যার সমাধান করতে পারে—দৃষ্টান্তস্বরূপ, জমিদার-

দের জমি বাজেয়াপ্ত করার পথে? না, তা সে পারে না; এবং তা সে করবে না যদি কিনা সে পিলসুদস্কির সৈন্যবাহিনীর সেনানায়কদের পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে না চায়—পিলসুদস্কির বাহিনীর সেনানায়করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ও মাঝারি জমিদারদের নিয়ে গঠিত। এই গোষ্ঠী কি ইউক্রেনীয়, লিথুয়ানীয় এবং বিয়েলোরুশ ইত্যাদি নিপীড়িত জাতিসমূহকে জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা প্রদানের পথে পোল্যাণ্ডের জাতিগত প্রশ্ন সমাধান করতে পারে? না, তা সে পারে না এবং করবেও না, যদি কিনা সে 'বৃহত্তর পোল্যাণ্ডের' সেই সমস্ত উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং ফ্যাসিষ্টদের চোখে সমস্ত আস্থা স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করতে চায়, যারা গঠন করে প্রধান উৎস, যা থেকে পিলসুদস্কির গোষ্ঠী তার নৈতিক সমর্থন আহরণ করে।

তাহলে, এর পক্ষে কি করবার থাকে?

থাকে কেবলমাত্র একটি জিনিস: **সামরিকভাবে** বৃহৎ বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে পরাজিত করে, **রাজনৈতিকভাবে** সেই একই গোষ্ঠীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করা এবং তার লেজুড় হিসেবে চালিত হওয়া—অবশ্য, **যদি না** পোলিশ শ্রমিকশ্রেণী এবং পোলিশ কৃষকসমাজের বিপ্লবী অংশ অদূর ভবিষ্যতে পোলিশ রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক রূপান্তরণের কার্যাদি শুরু করে এবং পিলসুদস্কি গোষ্ঠী ও পোঝনান গোষ্ঠী, পোলিশ বুর্জোয়াদের এই উভয় গোষ্ঠীকেই বিতাড়িত করে।

এতেই পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এটা কি করে ঘটতে পারল যে, পোল্যাণ্ডের শ্রমিক ও কৃষকদের বেশ কিছু অংশের বৈপ্লবিক অসন্তোষ পিলসুদস্কির লাভের উৎস হল, উৎস হল না পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির? অন্যান্য কারণের মধ্যে হল এই কারণে যে, পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল, চূড়ান্ত দুবল এবং বর্তমান সংগ্রামে পিলসুদস্কির সৈন্যবাহিনীর প্রতি তার ভুল মনোভাবের জন্য এই পার্টি নিজেকে আরও দুর্বলতর করেছে, যার ফলে তা বিপ্লবী-মনোভাবাপন্ন ব্যাপক জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছে।

সম্প্রতি সোভিয়েত সংবাদপত্রে পোল্যাণ্ডের ঘটনাবলীর ওপর জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড থেলম্যানের[৬০] একটি প্রবন্ধ আমি পড়েছি। এই প্রবন্ধে কমরেড থেলম্যান পিলসুদস্কির সৈন্যবাহিনীকে সমর্থনের আহ্বান জানানোর জন্য পোলিশ কমিউনিস্টদের মনোভাব সম্বন্ধে লিখেছেন এবং তাদের এই মনোভাবকে অবৈপ্লবিক বলে সমালোচনা করেছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, কমরেড থেলম্যানের সমালোচনা পুরোপুরি সঠিক। আমার স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমাদের পোলিশ কমরেডগণ এই ঘটনায় একটি স্পষ্ট ভুল করেছেন।

কমরেডস্, সাধারণ ধর্মঘট সম্পর্কে ব্রিটেনের ঘটনাবলী এবং পোল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ঘটনারাজি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলতে চেয়েছিলাম তা হল এই। **(তুমুল হর্ষধ্বনি।)**

জারিয়া ভস্তোকা (তিফলিস), সংখ্যা ১১৯৭
১০ই জুন, ১৯২৬

তিফলিসের প্রধান প্রধান রেল কারখানার শ্রমিকদের অভিনন্দনের জবাব

৮ই জুন, ১৯২৬

কমরেডস্, শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা এখানে আমাকে যে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তার জন্য সর্বপ্রথম আমি আমার কমরেডসুলভ ধন্যবাদ দিতে চাই।

কমরেডস্, আমার সমস্ত বিবেকবুদ্ধি নিয়ে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, এখানে আমার সম্বন্ধে যে অতিরঞ্জিত প্রশংসাবাক্যগুলি বলা হয়েছে আমি তার অর্ধেকেরও যোগ্য নই। মনে হচ্ছে, আমি অক্টোবর বিপ্লবের একজন বীর, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতা, একজন রূপকথার যুদ্ধবীর, এমনি কত কি। এসব হল হাস্যকর, কমরেডস্, সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় অতিরঞ্জন। একজন মৃত বিপ্লবীর কবরের পাশে সাধারণতঃ যেসব কথা বলা হয়, এসব হল সেই ধরনের। আমার কিন্তু এখন মরবার অভিপ্রায় নেই।

সেইহেতু পূর্বে আমি কি ছিলাম তার একটি সত্যিকারের চিত্র আমাকে অবশ্যই দিতে হবে, বলতে হবে, আমাদের পার্টিতে আমার বর্তমান উচ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি কাদের নিকট ঋণী।

কমরেড আরাকেল* এখানে বলেছেন যে, পুরানো দিনে তিনি নিজেকে আমার অন্যতম শিক্ষক এবং আমাকে তাঁর ছাত্র বলে গণ্য করতেন। কমরেডস্, তা সম্পূর্ণ সত্য। আমি প্রকৃতপক্ষে ছিলাম এবং এখনো আছি তিফলিস রেল কারখানাগুলির অগ্রসর শ্রমিকদের অন্যতম ছাত্র।

অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক।

আমি ১৮৯৮ সালের কথা স্মরণ করছি, রেল কারখানাগুলি থেকে আসা শ্রমিকদের একটি পাঠচক্রের দায়িত্ব যখন প্রথম আমাকে দেওয়া হয়। তা ছিল প্রায় ২৮ বছর পূর্বে। আমি সেই দিনগুলি স্মরণ করি, যখন কমরেড স্তুরুয়ার বাড়িতে, এবং দ্জিব্রেদ্জে (সে সময়ে তিনিও আমার অন্যতম শিক্ষক

* এ. অকুয়াশভিলি।

ছিলেন), ছোড্রিশভিলি, ছ্খেইদজে, বোকোরিশভিলি, নিন্নুয়া এবং তিফলিসের অন্যান্য শ্রমিকদের উপস্থিতিতে আমি ব্যবহারিক কাজের প্রথম পাঠগুলি পেয়েছিলাম। এই সমস্ত কমরেডদের তুলনায় আমি তখন সম্পূর্ণরূপে একজন যুবক ছিলাম। তাঁদের অনেকের চেয়ে আমি একটু বেশি পড়াশুনা করে থাকতে পারি, কিন্তু একজন হাতেকলমে কাজ-জানা কর্মী হিসেবে আমি সেই সমস্ত দিনে প্রশ্নাতীতভাবে একজন শিক্ষানবিশ ছিলাম। এখানে এই সমস্ত কমরেডদের মাঝে, বিপ্লবী সংগ্রামে আমার প্রথম দীক্ষা হয়েছিল। এখানে, এই সমস্ত কমরেডদের মাঝে, বিপ্লবের ব্যবহারিক বিদ্যায় আমি একজন শিক্ষানবিশ হলাম। তাহলে দেখছেন, আমার প্রথম শিক্ষকেরা ছিলেন তিফলিসের শ্রমিকগণ।

আমি তাঁদের আমার আন্তরিক কমরেডসুলভ ধন্যবাদ দিতে চাই। (**হর্ষধ্বনি।**)

আমি আরও স্মরণ করি ১৯০৭-০৯-এর বছরগুলির কথা, যখন পার্টির ইচ্ছা মতো আমাকে বাকুতে কাজ করতে বদলী করা হল। তৈল শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে তিন বছরের কর্মতৎপরতা, হাতেকলমে কাজ-করা সংগ্রামী ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজ-করা অন্যতম স্থানীয় নেতা হিসেবে আমাকে ইস্পাতদৃঢ় করে তুলল। বাকুতে একদিকে ভাৎসেক, সারাতোভেৎস, ফাইয়োলেতভ ও অন্যান্যদের সঙ্গে এবং অন্যদিকে, শ্রমিক ও তৈল মালিকদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষসমূহের ঝটিকা আমাকে প্রথম শিখাল বিরাট ব্যাপক শ্রমিকসাধারণকে পরিচালিত করার অর্থ কি। সেখানে, বাকুতে, এইভাবে বিপ্লবী সংগ্রামে আমার দ্বিতীয় দীক্ষা হল। সেখানে বিপ্লবের ব্যবহারিক বিদ্যায় আমি একজন জানিম্যান (যে শিক্ষানবিশের শিক্ষা শেষ হয়েছে—অনুবাদক, বাং সং)।

আমি আমার বাকুর শিক্ষকদের আমার আন্তরিক কমরেডসুলভ ধন্যবাদ দিতে চাই। (**হর্ষধ্বনি।**)

সর্বশেষে, আমি স্মরণ করি ১৯১৭ সালের কথা, যখন এক জেল থেকে আর এক জেলে, এক নির্বাসনের জায়গা থেকে আর এক নির্বাসনের জায়গায় আমার ঘুরে বেড়াবার পর, পার্টির ইচ্ছা মতো আমাকে লেনিনগ্রাদে বদলী করা হল। সেখানে, রুশ শ্রমিকদের সংসর্গে, এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মহান শিক্ষক, কমরেড লেনিনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে, শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের

মধ্যে প্রবল সংঘর্ষগুলির ঝটিকার মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবস্থাসমূহের মধ্যে আমি প্রথম শিখলাম শ্রমিকশ্রেণীর মহান পার্টির অন্যতম নেতা হবার অর্থ কি। সেখানে রুশ শ্রমিকদের—নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তিদাতা, সমস্ত দেশ ও সমস্ত জাতিসমূহের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পথিকৃৎ—সংসর্গে, বিপ্লবী সংগ্রামে আমি আমার তৃতীয় দীক্ষা পেলাম। সেখানে, রাশিয়ায়, লেনিনের পরিচালনার অধীনে, আমি বিপ্লবের ব্যবহারিক বিদ্যায় একজন দক্ষ কারিগর হলাম।

আমার রুশ শিক্ষকদের আমি আমার আন্তরিক কমরেডসুলভ ধন্যবাদ দিতে চাই এবং আমার মহান শিক্ষক—লেনিনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি আমার মাথা অবনতি করছি। (**হর্ষধ্বনি**।)

শিক্ষানবিশের পদ থেকে (তিফলিস), জার্নিম্যানের পদে (বাকু) এবং তারপর আমাদের বিপ্লবের দক্ষ কারিগরের পদে (লেনিনগ্রাদ)—কমরেডস্, এরূপই ছিল শিক্ষাক্ষেত্র যেখানে আমি আমার বিপ্লবী শিক্ষানবিশীর পরীক্ষায় কৃতকার্য হলাম। যদি অতিরঞ্জিত না করে এবং বিবেকবুদ্ধি মতো বলতে হয়, কমরেডস্, আমি কি ছিলাম এবং আমি কি হয়েছি এরূপই হল তার সত্যিকারের চিত্র। (**দণ্ডায়মান হয়ে প্রবল জয় ও হর্ষধ্বনি**।)

জারিয়া ভস্তোকা (তিফলিস), সংখ্যা ১১৯১
১০ই জুন, ১৯২৬

ইঙ্গ-রুশ ঐক্য কমিটি[৬১]*

(সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত প্লেনামের নিকট প্রদত্ত বক্তৃতা,[৬২] ১৫ই জুলাই, ১৯২৬)

কমরেডস্‌, আমরা শক্তিসমূহের সঞ্চয়কাল, ব্যাপক জনগণকে জয় করে আনা এবং শ্রামকশ্রেণীকে নতুন নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার সময়কালের ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছি। কিন্তু ব্যাপক জনগণ রয়েছে ট্রেড ইউনিয়নে। এবং পশ্চিমের ট্রেড ইউনিয়নগুলি—তাদের অধিকাংশই এখন কমবেশি প্রতি-ক্রিয়াশীল। তাহলে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে? কমিউনিস্ট হিসেবে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নসমূহে কি কাজ করব, কাজ করতে পারি কি? অপরিহার্যভাবে এই প্রশ্নই ট্রট্স্কি প্রাভদায় সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর চিঠিতে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেছেন। অবশ্য, এই প্রশ্নটিতে নতুন কিছুই নেই। ট্রট্স্কি প্রশ্নটি উপস্থাপিত করার আগে, প্রায় ৫ বৎসর পূর্বে জার্মানিতে 'অতি-বামপন্থীরা' এই প্রশ্ন তুলেছিল। কিন্তু প্রশ্নটি পুনরুত্থাপিত করা ট্রট্স্কি উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। কিভাবে তিনি প্রশ্নটির জবাব দিচ্ছেন? ট্রট্স্কির চিঠি থেকে আমি একটা অংশ উদ্ধৃত করতে চাই।

> 'ব্যতিক্রমহীনভাবে তাদের সমস্ত রঙে এবং গোষ্ঠীবদ্ধতায় ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমানের সমগ্র "উপরিকাঠামো" বিপ্লবের গতিরোধ করার একটি যন্ত্র। আগামী দীর্ঘকালের জন্য পুরানো সংগঠনগুলির কাঠামোর ওপর স্বতঃস্ফূর্ত এবং আধা-স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের চাপ এবং এই চাপের ফলে নতুন নতুন বিপ্লবী সংগঠন গঠনের পূর্বলক্ষণ এটি সূচিত করে' (প্রাভদা, সংখ্যা ১১৯, ২৬শে মে, ১৯২৬)।

এ থেকে এটি বেরিয়ে আসে যে, যদি আমরা বিপ্লব 'বিলম্বিত' করতে না চাই, তাহলে আমাদের পুরানো সংগঠনগুলিতে কাজ না করা উচিত। হয়, এখানে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তার অর্থ হল এই যে, আমরা একটি প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মধ্যে আগে থেকেই এসে গেছি, এবং 'পুরানো' সংগঠন-

*বক্তৃতাটি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হয়েছে

গুলি, ট্রেড ইউনিয়নগুলির **পরিবর্তে** আমাদের অবিলম্বে শ্রমিকশ্রেণীর স্ব-ক্ষমতা-সম্পন্ন সংগঠনসমূহ স্থাপন করা উচিত—যা, অবশ্য বেঠিক এবং বোকামিপূর্ণ। অথবা, এখানে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তার অর্থ হল, 'আগামী দীর্ঘকালের জন্য' পুরানো ট্রেড ইউনিয়নগুলির পরিবর্তে **নতুন নতুন**, বিপ্লবী সংগঠনগুলির প্রতিস্থাপন করার জন্য আমাদের কাজ করে যাওয়া উচিত।

বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়নগুলির **পরিবর্তে** সেই একই 'বিপ্লবী শ্রমিকদের ইউনিয়ন' সংগঠিত করার এটি হল একটি সংকেত, যা পাঁচ বৎসরকাল পুর্বে জার্মানির 'অতি-বিপ্লবী' কমিউনিস্টরা সমর্থন করেছিল এবং কমরেড লেনিন, তাঁর **'বামপন্থী' কমিউনিজম্. একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা** পুস্তিকাটিতে প্রচণ্ডভাবে যার বিরোধিতা করেছিলেন। বাস্তাবকপক্ষে বর্তমান ট্রেড ইউনিয়নগুলির পরিবর্তে 'নতুন নতুন' কল্পনা অনুযায়ী সংগঠনসমূহ খাড়া করার এটি একটি সংকেত, এবং সেইজন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে **সরে আসারও** এটি একটি সংকেত।

এই নীতি কি সঠিক? এই নীতি মূলগতভাবে বেঠিক। এটি মূলগতভাবে বেঠিক এইজন্য যে, এই নীতি জনগণকে পরিচালিত করার লেনিনীয় পদ্ধতির বিরোধী। এটি বেঠিক এইজন্য যে, তাদের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সত্বেও পশ্চিমের ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক সংগঠন, যেগুলিকে সর্বাধিক পশ্চাদ্‌পদ শ্রমিকেরাও অত্যুৎকৃষ্টভাবে বোঝে, এবং সেজন্য সেগুলি হল শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাধিক ব্যাপক সংগঠন। আমরা যদি এইসব ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাই তাহলে ব্যাপক জনগণের কাছে পৌঁছাবার আমরা কোন রাস্তা খুঁজে পাব না, পারব না তাদের আমাদের দিকে জয় করে আনতে। ট্রট্স্কির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার অর্থ হবে, বিরাট ব্যাপক জনগণের নিকট পৌঁছাবার রাস্তা কমিউনিস্টদের নিকট বন্ধ হয়ে যাওয়া, অর্থ হবে মেহনতী জনগণকে আমস্টারডামের[৬৩], স্যাসেনবাক এবং আউদে-গীষ্টদের[৬৪] দরদী অনুকম্পার নিকট সমর্পণ করা।

বিরোধীরা এখানে কমরেড লেনিনকে উদ্ধৃত করেছেন। লেনিন যা বলে-ছিলেন আমিও তা উদ্ধৃত করতে চাই।

> 'কমিউনিস্টরা প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কাজ করতে পারে না, এবং তাদের তা করা উচিতও নয়, এরূপ কাজ প্রত্যাখ্যান করা অনুমতিদানের যোগ্য এবং ঐই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ত্যাগ করে অত্যন্ত

চমৎকার (এবং, সম্ভবতঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অতি তরুণ) কমিউনিস্টদের দ্বারা আবিষ্কৃত আনকোরা নতুন, একটি বিশুদ্ধ "ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন" নিশ্চিতরূপে সৃষ্টি করা—এই মর্মে জার্মান বামপন্থীদের গালভরা, অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং ভয়ংকরভাবে বিপ্লবী কথাবার্তাকে আমরা হাস্যকর এবং শিশুসুলভ গণ্য না করে পারি না' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৯৩-১৯৪)।

এবং আরও :

'ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের নামে এবং তাদের আমাদের দিকে জয় করে আনার উদ্দেশ্যে আমরা "শ্রমিক-অভিজাতবর্গের" বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাই ; শ্রমিকশ্রেণীকে আমাদের দিকে জয় করে আনার জন্য আমরা সুবিধাবাদী এবং সামাজিক উগ্র-জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করি। এই সর্বাধিক প্রাথমিক এবং স্বতঃপ্রমাণিত সত্যটিকে ভুলে যাওয়া হবে বোকামিপূর্ণ। এবং ঠিকঠিক এই বোকামির দোষে জার্মান "বামপন্থী" কমিউনিস্টরা দোষী, যখন ট্রেড ইউনিয়নের **শীর্ষ নেতৃত্বের** প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রতিবিপ্লবী চরিত্রের **জন্য** তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে—আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে ! ! সেগুলিতে কাজ করতে আমাদের অবশ্যই অস্বীকার করতে হবে ! ! আমাদের অবশ্যই শ্রমিক সংগঠনের নতুন নতুন, **কৃত্রিম** রূপ সৃষ্টি করতে হবে ! ! এটি এরূপ ক্ষমার অযোগ্য নির্বুদ্ধিতা যা কমিউনিস্টরা বুর্জোয়াদের যেরকম বৃহত্তম সেবা করতে পারে তার সমকক্ষ' (ঐ, পৃঃ ১৯৬)।

কমরেডস্, আমি মনে করি, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পাশ্চাত্ত্যের যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখনো বেঁচে আছে, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ডিঙিয়ে যাবার প্রশ্ন এতে উত্থাপিত হয়। জিনোভিয়েভ এই প্রশ্নটি এই মঞ্চে উঠিয়েছিলেন। তিনি মার্তভকে উদ্ধৃত করে আমাদের নিশ্চিতরূপে বলেছিলেন যে, ডিঙিয়ে যাবার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাপক জনগণের পশ্চাদ্পদতা, তাঁদের নেতাদের অনগ্রসরতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা ডিঙিয়ে যাওয়া এবং অগ্রাহ্য করা মার্কসবাদীদের পক্ষে যে অনুমতিদানের অযোগ্য, এই দৃষ্টিভঙ্গি হল একটি মেনশেভিক দৃষ্টিভঙ্গি।

কমরেডস্, আমি দৃঢ়তা সহকারে বলছি, মার্তভকে উদ্ধৃত করার জিনোভিয়েভের এই বিবেকবর্জিত কৌশল মাত্র একটি বস্তুর সাক্ষ্য—লেনিনীয় কর্ম-

নীতি থেকে জিনোভিয়েভের **সম্পূর্ণ প্রস্থান**।

এর পরে যা বলছি তা থেকে এইটি প্রমাণ করতে আমি চেষ্টা করব।

লেনিনবাদী হিসেবে, মার্কসবাদী হিসেবে, যে আন্দোলন তার অস্তিত্বের সময়কাল অতিক্রম করেনি, আমরা কি সেই আন্দোলনকে ডিঙিয়ে যেতে পারি, অগ্রাহ্য করতে পারি, আমরা কি ব্যাপক জনগণের পশ্চাদ্‌পদতা ডিঙিয়ে যেতে এবং অগ্রাহ্য করতে পারি, পারি কি আমরা তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে যেতে ; অথবা ব্যাপক জনগণের মধ্যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য-গুলির বিরুদ্ধে শিথিলতাহীন কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থেকে **নিষ্কৃতি লাভ করা কি আমাদের উচিত নয়?** এটিই হল কমিউনিস্ট নীতির অন্যতম মূল প্রশ্ন, অন্যতম মূল প্রশ্ন ব্যাপক জনগণের ওপর লেনিনীয় নেতৃত্বের। বিরোধীরা এখানে লেনিনবাদের কথা বলেছেন। প্রধান উৎস, লেনিনের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক।

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস। কামেনেভের সঙ্গে লেনিনের মতবিরোধ চলছিল। কামেনেভ পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গুরুত্বের ভূমিকার বেশি মূল্য দিয়েছিলেন, লেনিন তাঁর সাথে একমত হন না। আবার লেনিন ট্রট্‌স্কির সঙ্গেও একমত হন না—ট্রট্‌স্কি কৃষক-আন্দোলনের ভূমিকার কম মূল্য দিতেন এবং রাশিয়ায় কৃষক-আন্দোলনকে 'ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন'। লেনিন বলছেন :

'ট্রট্‌স্কিবাদ বলে : "জার থাকবে না, হবে শ্রমিকদের একটি সরকার।" এটি সঠিক নয়। পেটি-বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাদের হিসেবের বহির্ভূত করা চলে না। কিন্তু এদের মধ্যে দুটি অংশ রয়েছে। দরিদ্রতর অংশ শ্রমিকশ্রেণীকে অনুসরণ করে' (১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসের পেত্রোগ্রাদ সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে লেনিনের ভাষণ,[৬৫] পৃ: ১৭ দেখুন)।

'এখন, আমরা যদি বলি, "জার থাকবে না, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হবে," তা হবে পেটি-বুর্জোয়াদের **ডিঙিয়ে যাওয়া**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসের সারা-রুশ সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে লেনিনের ভাষণের ১৭ পৃ:[৬৬] দেখুন)।

এবং আরও :

'কিন্তু আমরা কি বিষয়ীমুখিতার বশীভূত হওয়া, অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব—যা এখনো কৃষক-আন্দোলনের সময়কাল অতিক্রান্ত

হয়নি—তাকে **ডিঙিয়ে** একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অতিক্রান্ত হবার অভিপ্রায় সাধনের বিপদ নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করছি না? আমি এই বিপদ ঘাড়ে নিতাম, যদি আমি বলতাম: "জার থাকবে না, হবে **শ্রমিকদের** একটি সরকার"। আমি তা বলিনি; আমি অন্য কিছু বলেছিলাম।... আমার তত্ত্বসমূহে, **কৃষক-আন্দোলন কোনরূপ ডিঙিয়ে-যাওয়া, অথবা যার অস্তিত্বকাল এখনো অতিক্রান্ত হয়নি সাধারণভাবে এমন পেটি-বুর্জোয়া আন্দোলন ডিঙিয়ে-যাওয়া,** শ্রমিকদের সরকারের দ্বারা "ক্ষমতা দখলের" ক্ষেত্রে **তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা,** কোন আকারে বা রূপে ব্ল্যাঙ্কুইবাদী **দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টার** বিরুদ্ধে আমি নিশ্চিতরূপে নিজেকে নিরাপদ রেখেছিলাম, কেননা আমি সরাসরি প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২০শ খণ্ড, পৃ: ১০৪)।

এটা যে স্পষ্ট, তা সবাই মনে করবে। যে আন্দোলন তার অস্তিত্বকাল অতিক্রান্ত হয়নি, তাকে **ডিঙিয়ে যাবার** তত্ত্ব একটি ট্রট্স্কিবাদী তত্ত্ব। লেনিন এই তত্ত্বের সঙ্গে একমত নন। তিনি একে একটি হঠকারী তত্ত্ব মনে করেন।

এবং এখানে আরও কতকগুলি উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে, এবার অন্যান্য লেখা থেকে—একজন 'অতি সুপ্রসিদ্ধ' বলশেভিকের লেখা থেকে; আমি আপাততঃ তাঁর নাম উল্লেখ করতে চাই না, কিন্তু তিনি ডিঙিয়ে যাবার তত্ত্বের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন।

> 'কৃষকসমাজের প্রশ্ন, যা "ডিঙিয়ে যেতে" ট্রট্স্কি সর্বদা চেষ্টা করছেন, তার ক্ষেত্রে আমরা সর্বাধিক শোচনীয় ভুল করতাম। কৃষকদের সঙ্গে একটা সম্পর্কের প্রারম্ভসমূহের পরিবর্তে, তখন তাদের সঙ্গে একটি পুরোদস্তুর বিচ্ছিন্নতা ঘটত।'

আরও।

> 'এরূপই হল পারম্ভূমিবাদ এবং ট্রট্স্কিবাদের "তত্ত্বীয়" ভিত্তি। এই "তত্ত্বীয়" ভিত্তি পরবর্তীকালে রাজনৈতিক শ্লোগানসমূহে পর্যবসিত হয়, যথা: "জার থাকবে না, হবে শ্রমিকদের একটি সরকার"। এখন যখন আমরা কৃষকসমাজের সঙ্গে মৈত্রীর ভেতর দিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করেছি, তার ১৫ বৎসরকাল অতিক্রান্ত হবার পর এই শ্লোগানটি বাক্-

চাতুর্যে মনোহরই মনে হয়। জার থাকবে না—চমৎকার কথা! শ্রমিক-শ্রেণীর একটি সরকার—আরও চমৎকার কথা। কিন্তু এটা যদি স্মরণ করা হয় যে এই শ্লোগানটি ১৯০৫ সালে যদি দেওয়া হতো, তাহলে প্রতিটি বলশেভিক স্বীকার করবেন যে তখন তার অর্থ হতো কৃষকসমাজকে সম্পূর্ণ-রূপে "ডিঙিয়ে যাওয়া"।'

পুনশ্চ।

'কিন্তু ১৯০৫ সালে "নিরবচ্ছিন্নতাবাদীরা" আমাদের ওপর চোরাগোপ্তা-ভাবে এই শ্লোগানটি চালিয়ে দিতে চেয়েছিল: "জার ধ্বংস হোক, এবং **শ্রমিকদের** একটি সরকার প্রতিস্থাপিত হোক।" কিন্তু কৃষকসমাজকে নিয়ে কি করতে হবে? রাশিয়ার মতো দেশে কৃষকসমাজকে এই পুরো-দস্তুর না বোঝা, তাদের অগ্রাহ্য করা কি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না? একে যদি কৃষকসমাজকে "ডিঙিয়ে যাওয়া" না বলে, তাহলে এটা কি?'

আরও।

'রাশিয়ায় কৃষকসমাজের ভূমিকা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে, একটি কৃষক-প্রধান দেশে কৃষকসমাজকে "ডিঙিয়ে গিয়ে", ট্রট্স্কিবাদ আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে কৃষকসমাজের ভূমিকা উপলব্ধি করতে আরও বেশি অসমর্থ হয়।'

আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন, ট্রট্স্কিবাদ এবং এই ট্রট্স্কিবাদী ডিঙিয়ে যাবার তত্ত্বের বিরুদ্ধে এই সমস্ত প্রচণ্ড বক্তব্যের লেখক কে? এই সমস্ত প্রচণ্ড বক্তব্যের লেখক জিনোভিয়েভ ছাড়া আর কেউ নন। এই অংশগুলি নেওয়া হয়েছে, তাঁর বই **লেনিনবাদ** থেকে এবং তাঁর প্রবন্ধ 'বলশেভিকবাদ, না ট্রট্স্কিবাদ?' থেকে।

এটা কিভাবে ঘটতে পারল যে একবছর আগে জিনোভিয়েভ ডিঙিয়ে যাবার তত্ত্বের লেনিন-বিরোধী চরিত্র উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু এখন, একবছর পরে তা উপলব্ধি করতে বিরত হয়েছেন? এর কারণ হল এই যে, তখন, বলতে গেলে, তিনি ছিলেন একজন লেনিনবাদী, কিন্তু এখন তিনি 'শ্রমিকদের বিরোধী পক্ষে'[৬৭] এক পা ট্রট্স্কিবাদের, আর এক পা শ্লাইয়াপনিকোভবাদের পংকে ভরসাহীনভাবে নিমজ্জিত হয়েছেন। এবং এখন তিনি এই দুই বিরোধী-দের মধ্যে পড়ে নাকানিচোপানি খাচ্ছেন ও এখানে এই বক্তৃতামঞ্চ থেকে মার্তভকে উদ্ধৃত করে বলতে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি কার বিরুদ্ধে বলছেন?—

লেনিনের বিরুদ্ধে। এবং কাদের সপক্ষে বলছেন?—ট্রট্স্কিবাদীদের সপক্ষে।

এমনি গভীর পংকে জিনোভিয়েভ নিপতিত হয়েছেন।

বলা যেতে পারে, এ সমস্তই কৃষকসমাজের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু, কমরেডস্, ঘটনা তা নয়। রাজনীতিতে ডিঙিয়ে যাবার তত্ত্বের অনুপযুক্ততা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা ব্রিটেনে এবং সাধারণভাবে ইউরোপে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত, ব্যাপক জনগণের ওপর নেতৃত্বের প্রশ্ন, প্রতিক্রিয়াশীল, সংস্কারবাদী নেতাদের প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করার উপায়-উপকরণের প্রশ্নের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের ডিঙিয়ে যাবার তত্ত্ব অনুসরণ করে, ট্রট্স্কি এবং জিনোভিয়েভ ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের পশ্চাদ্‌পদতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা ডিঙিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন, ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ব্যাপক সদস্য **ব্যতিরেকেই** মস্কো থেকে **আমরা** যাতে জেনারেল কাউন্সিলকে উৎখাত করতে প্রবৃত্ত হই, তার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করছি যে, এরূপ নীতি হল বোকামি, দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টা, ঘোষণা করছি যে, ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপক সদস্যরা, **নিজেরাই, আমাদের সাহায্যে,** ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের অবশ্যই উৎখাত করবে; ঘোষণা করছি যে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে আমরা নিশ্চিতরূপে ডিঙিয়ে যাব না, পরন্তু তার হাত থেকে **পরিত্রাণ পাবার** পক্ষে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপক সদস্যদের আমরা অবশ্যই **সাহায্য** করব।

আপনারা দেখছেন, সাধারণভাবে নীতি ও ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপক সদস্যদের প্রতি নীতির মধ্যে নিশ্চিতরূপে একটা সম্পর্ক রয়েছে।

লেনিন এই প্রশ্নে কি বলেছেন?

মনোযোগ সহকারে শুনুন:

'শ্রমিকদের অনৈক্য এবং অসহায়তা থেকে শ্রেণী-সংগঠনের **মূল নীতি-সমূহে** উত্তরণকে চিহ্নিত করা হিসেবে, পুঁজিবাদী বিকাশের গোড়াকার দিনগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষেত্রে একটি প্রকাণ্ড পদক্ষেপ। যখন শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সমিতির **উচ্চতম** রূপ বিকশিত হতে লাগল, অর্থাৎ বিকশিত হতে লাগল **শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি** (যা তার নামের উপযুক্ত হবে না, যতক্ষণ তা নেতাদের সঙ্গে শ্রেণীর এবং

ব্যাপক জনগণকে ভাঙার অসাধ্য একটি গোটা বস্তুতে বাঁধতে না শেখে), ট্রেড ইউনিয়নগুলি অপরিহার্যভাবে **কতকগুলি** প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্য, একটি নিশ্চিত কারিগরী সংকীর্ণতা, অরাজনৈতিক হবার নিশ্চিত একটি ঝোঁক, একটি নিশ্চিত নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি উন্মোচিত করতে লাগল। কিন্তু বিশ্বের কোথাও ট্রেড ইউনিয়নগুলির মাধ্যমে ছাড়া, তাদের এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মধ্যে পরস্পরের ওপর ক্রিয়া ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ অগ্রসর হল না, হতে পারল না' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৯৪)।

এবং আরও :

এই প্রতিক্রিয়াশীলতাকে ভয় করা, একে **এড়াবার** চেষ্টা করা, একে **ডিঙিয়ে যেতে চেষ্টা করা** হল নির্বুদ্ধিতার চরম পর্যায়, কারণ এর অর্থ হল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর সেই ভূমিকাকে ভয় করা, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের সর্বাপেক্ষা পশ্চাদ্পদ স্তরকে প্রশিক্ষিত, শিক্ষিত, জ্ঞানালোকে আলোকিত করা এবং নতুন জীবনে আকর্ষণ করে আনা' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ঐ, পৃঃ ১৯৫)।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রযুক্ত ডিঙিয়ে যাবার তত্ত্ব সম্পর্কে ঘটনাগুলি হল এইরূপ।

মার্তভকে উদ্ধৃত করে জিনোভিয়েভ এখানে এগিয়ে না এলে ভাল করতেন। ডিঙিয়ে যাবার তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু না বললেই তিনি ভাল করতেন। তাঁর নিজের পক্ষে তা আরও অনেক ভাল হতো। ট্রট্স্কির নামে দোহাই পাড়ার জিনোভিয়েভের কোন দরকারই ছিল না : আমরা জানি, ঘটনা হল এই যে তিনি ট্রট্স্কিদের পক্ষে লেনিনবাদকে পরিত্যাগ করেছেন।

কমরেডস্, ট্রেড ইউনিয়নগুলির পশ্চাদ্পদতা, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পশ্চাদ্পদতা এবং সাধারণভাবে গণ-আন্দোলনের পশ্চাদ্পদতা ডিঙিয়ে যাবার ট্রট্স্কিবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে ঘটনাসমূহ দাঁড়িয়েছে এইরকম।

লেনিনবাদ এক জিনিস। ট্রট্স্কিবাদ হল অন্য জিনিস।

এখানে আমরা ইঙ্গ-রুশ কমিটির প্রশ্নে এসে পড়ি। এখানে বলা হয়েছে যে, ইঙ্গ-রুশ কমিটি একটি চুক্তি, আমাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়ন এবং ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মধ্যে একটি ব্লক। এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। ইঙ্গ-রুশ

কমিটি একটি ব্লকের, আমাদের ইউনিয়নসমূহ এবং ব্রিটিশ ইউনিয়নসমূহের মধ্যে একটা চুক্তির অভিব্যক্তি এবং এই ব্লক তার রাজনৈতিক চরিত্ররহিত নয়।

এই ব্লকের দুটি করণীয় কাজ আছে। প্রথমটি হল, আমাদের ইউনিয়নসমূহ ও ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করা, পুঁজিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি যুক্ত আন্দোলন সংগঠিত করা, আমস্টারডাম এবং ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে ফাটল ব্যাপকতর করা—যে ফাটল রয়েছে এবং আমরা যাকে সর্বরকমে বিস্তৃত করব—এবং, সর্বশেষে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে সংস্কারবাদীদের উচ্ছেদ করা এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সাম্যবাদের দিকে জয় করে আনার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলি ঘটানো।

ব্লকের দ্বিতীয় করণীয় কাজ হল, সাধারণভাবে সমস্ত নতুন নতুন যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং আমাদের দেশে (বিশেষভাবে) সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ, বিশেষ করে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর একটি ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করা।

প্রথম করণীয় কাজটি সম্পর্কে এখানে পর্যাপ্ত বিস্তৃতিতে আলোচনা হয়েছে, এবং সেজন্য, আমি আলোচনা করব না। দ্বিতীয় করণীয় কাজ, বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আমাদের দেশে হস্তক্ষেপ সম্পর্কে, আমি এখানে কতকগুলি কথা বলতে চাই। কিছু কিছু বিরোধীরা বলছেন, আমাদের এবং ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ব্লক সম্পর্কে দ্বিতীয় করণীয় কাজটি আলোচনার যোগ্য নয়, এবং কোন গুরুত্ব নেই। প্রশ্ন হতে পারে, কেন নয়? কেন আলোচনা করার যোগ্য নয়? বিশ্বের প্রথম সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র, যা আবার আন্তর্জাতিক বিপ্লবের দুর্গ এবং ঘাঁটিও, তার নিরাপত্তা রক্ষা করার কাজ কি বৈপ্লবিক কাজ নয়? আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি কি পার্টি-নিরপেক্ষ? ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের কি এই মত যে, রাষ্ট্র এক জিনিস এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি হল অন্য জিনিস? না, লেনিনবাদী হিসেবে, আমরা এই অভিমত পোষণ করি না এবং করতে পারি না। বিশ্বের প্রথম সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রকে হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে, প্রতিটি শ্রমিক, ইউনিয়নে সংগঠিত প্রতিটি শ্রমিকের আগ্রহী হওয়া উচিত। এবং এই ব্যাপারে আমাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নসমূহ—তারা সংস্কারবাদী ইউনিয়ন

হলেও—যদি তাদের সমর্থন লাভ করে, তা কি সুস্পষ্টরূপে এমন কিছু নয়, যাকে সাদরে বরণ করে নিতে হবে ?

যারা মনে করে, আমাদের ইউনিয়নগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসমূহ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না, তারা মেনশেভিকবাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এটা হল **সৎসিয়ালিস্তিচেস্কি ভেস্তনিকের**[৬৮] দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এবং যদি ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের দেশের প্রতিবিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে একটি ব্লকে যোগ দিতে প্রস্তুত হয়, তাহলে আমরা এরূপ একটি ব্লককে সাদরে বরণ করব না কেন ? ঘটনার এই দিকটার ওপর আমি জোর দিচ্ছি যাতে আমাদের বিরোধীরা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেন যে ইঙ্গ-রুশ কমিটি ধ্বংস করার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টায় তাঁরা হস্তক্ষেপ-কারীদের হাতের মধ্যে গিয়ে পড়ছেন।

এই কারণে, ইঙ্গ-রুশ কমিটি হল ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির সঙ্গে একটি ব্লক, এর উদ্দেশ্য হল, প্রথমতঃ, আমাদের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং পশ্চিমের ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভেতরের সম্পর্ককে শক্তিশালী করা এবং সেগুলিকে বিপ্লবী করে তোলা, এবং, দ্বিতীয়তঃ, সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধসমূহ এবং বিশেষভাবে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা।

কিন্তু—এবং এটি হল নীতির প্রশ্ন—প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক ব্লক কি আদৌ সম্ভব ? কমিউনিস্টদের পক্ষে এরূপ ব্লক কি আদৌ অনুমতিদানের যোগ্য ?

আমরা এই প্রশ্নটির সরাসরি সম্মুখীন হয়েছি, এবং এখানেই তার জবাব আমাদের দিতে হবে। কিছু কিছু লোক আছেন—আমাদের বিরোধীরা—যাঁরা এরূপ ব্লকসমূহ অসম্ভব মনে করেন। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, অবশ্য, এরূপ ব্লকসমূহ অনুমতিদানের যোগ্য বিবেচনা করে।

বিরোধীরা এখানে লেনিনের নাম উচ্চারণ করেছেন। দেখা যাক, লেনিন কি বলেন।

> পুঁজিবাদ পুঁজিবাদ হতো না, যদি কিনা "বিশুদ্ধ" শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমিক-শ্রেণী এবং আধা-শ্রমিকশ্রেণী (যারা তাদের শ্রম বিক্রি করে তাদের জীবিকা অংশতঃ অর্জন করে), আধা-শ্রমিকশ্রেণী এবং ক্ষুদ্র কৃষক (এবং ক্ষুদ্র কারিগর, হাতের কাজের কারিগর এবং সাধারণভাবে খুদে মালিক),

ক্ষুদ্র কৃষক এবং মাঝারি কৃষক প্রভৃতির মধ্যে প্রচুরভাবে বিভিন্ন রংয়ের ব্যাপক অন্তর্বর্তী নমুনাগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত না থাকত, এবং যদি শ্রমিক-শ্রেণী নিজেই অধিকতর উন্নত এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত স্তরের মধ্যে বিভক্ত না হতো, এবং জন্মস্থান, বৃত্তি ও কখনো কখনো ধর্ম অনুযায়ী প্রভৃতিতে শ্রমিকশ্রেণী বিভক্ত না হতো। এবং এই সমস্ত থেকে অনুসৃত হয়, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী, তার শ্রেণী-সচেতন অংশ, কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কৌশল, বন্দোবস্ত, এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর, শ্রমিক এবং খুদে মালিকদের বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, নিশ্চিত প্রয়োজনীয়তা, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতা, বিপ্লবী নীতি ও মনোভাব এবং সংগ্রাম করা ও জয় অর্জন করার ক্ষমতার **সাধারণ স্তর উন্নত করতে**, এবং নিচুতে নামিয়ে না দিতে, এই সমস্ত রণকৌশল **কিভাবে** প্রয়োগ করতে হবে, তা **জানার** মধ্যে সমস্ত বিষয়টি নিহিত রয়েছে' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২১৩)।

এবং আরও :

'হেণ্ডারসন, ক্লাইনেস, ম্যাকডোনাল্ড এবং স্নোডেনরা যে ভরসাহীনভাবে প্রতিক্রিয়াশীল, তা সত্য। এবং এটাও সমানভাবে সত্য যে, তাঁরা তাঁদের হাতে ক্ষমতা নিতে চান (যদিও, প্রসঙ্গক্রমে, তাঁরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে একটা কোয়ালিশন অধিক পছন্দ করেন), তাঁরা পুরানো বুর্জোয়া কর্মনীতির ধাঁচে "প্রশাসন চালাতে চান", এবং যখন তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন, তখন তাঁরা অব্যর্থরূপে সিদেম্যান এবং নোস্কেদের মতো আচরণ করবেন। এই সমস্তই সত্য। কিন্তু এর অর্থ এটা কিছুতেই নয় যে, তাঁদের সমর্থন করা হল বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, বরং বিপ্লবের স্বার্থে শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবীদের এই সমস্ত ভদ্রলোকদের কিছুটা পরিমাণ সংসদীয় সমর্থন দেওয়া উচিত' (ঐ, পৃঃ ২১৮-২১৯)।

এই কারণে, লেনিন যা বলেছেন তা থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, শ্রমিক-শ্রেণীর কমিউনিস্ট এবং প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক চুক্তি এবং রাজনৈতিক ব্লকসমূহ সম্পূর্ণরূপে সম্ভব এবং অনুমতিদানের যোগ্য।

ট্রট্স্কি এবং জিনোভিয়েভ এটা স্মরণে রাখুন।

কিন্তু এরূপ চুক্তিসমূহ আদৌ প্রয়োজনীয় কেন?

প্রয়োজনীয়, ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর কাছে পৌঁছাবার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য; প্রয়োজনীয়, তাদের রাজনৈতিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সম্পর্কে তাদের অবহিত করার জন্য; প্রয়োজনীয়, শ্রমিকশ্রেণীর যে সমস্ত অংশ বামপন্থার দিকে ঝুঁকছে এবং বিপ্লবপন্থী হয়ে উঠছে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য; প্রয়োজনীয়, এর পরিণতিতে, সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ক্ষমতা বাড়াবার জন্য।

তদনুযায়ী, কেবলমাত্র দুটি মূল শর্তের ভিত্তিতে এরূপ ব্লক গঠন করা যেতে পারে, যথা: সংস্কারবাদী নেতাদের সমালোচনা করার স্বাধীনতা আমাদের নিশ্চিত করা হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের কাছ থেকে ব্যাপক জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ নিশ্চিত করা হবে।

এই ব্যাপারে লেনিন যা বলেছেন, তা হল:

'হেণ্ডারসন এবং স্নোডেনদের নিকট কমিউনিস্ট পার্টির একটি "আপোষ-মীমাংসা", একটি নির্বাচন-চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া উচিত: আসুন, লয়েড জর্জ এবং রক্ষণশীলদের মৈত্রীর বিরুদ্ধে আমরা একত্রে সংগ্রাম করি; আসুন, লেবার পার্টি অথবা কমিউনিস্টদের পক্ষে (নির্বাচনী ভোট মারফৎ নয়, একটি বিশেষ ভোট মারফৎ), শ্রমিকেরা যে সংখ্যায় ভোট দেবে, সেই অনুপাতে আমরা সংসদীয় আসনগুলি ভাগ করে নিই; এবং আসুন, আমরা আন্দোলন, প্রচার এবং রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে **পরিপূর্ণ স্বাধীনতা** বজায় রাখি। নিঃসন্দেহে, সর্বশেষ শর্তটি ব্যতিরেকে, আমরা ব্লক মেনে নিতে পারি না, কেননা, তাহলে তা হবে বিশ্বাসঘাতকতা; ব্রিটিশ কমিউনিস্টরা হেণ্ডারসন এবং স্নোডেনদের মুখোস খুলে দেবার ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে জিদ ধরবে এবং তা অর্জন করবে ঠিক তেমনিভাবে, যেমনভাবে (**১৫ বছরের জন্য**, ১৯০৩-১৯১৭) রাশিয়ার বলশেভিকরা রাশিয়ার হেণ্ডারসন এবং স্নোডেন, অর্থাৎ মেনশেভিকদের সম্পর্কে জিদ ধরেছিল এবং মুখোস খুলে ধরবার অধিকার অর্জন করেছিল' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২২৩)।

এবং আরও:

'পেটি-বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটরা (মেনশেভিকদের সমেত) বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণী, বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং সোভিয়েত প্রথা, সংস্কারবাদ এবং

বিপ্লববাদ, শ্রমিকদের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতি ভীতি, ইত্যাদির মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে চোলাচলচিত্ত হয়। কমিউনিস্টদের পক্ষে সঠিক রণকৌশল অবশ্যই হবে এইসব চোলাচলচিত্ততার **সদ্ব্যবহার করা,** তাদের উপেক্ষা করা নয়; এবং তাদের সদ্ব্যবহার করা দাবি করে সেই সমস্ত অংশকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যারা, বুর্জোয়াদের দিকে যারা ঘুরে দাঁড়ায় তাদের সাথে সংগ্রাম করা ছাড়াও, শ্রমিকশ্রেণীর অভিমুখী হয়—যখনই এবং যে পরিমাণে তারা শ্রমিকশ্রেণীর অভিমুখী হয়। সঠিক রণকৌশল প্রয়োগ করার ফল হল, মেনশেভিকবাদ **ছত্রভঙ্গ হয়েছে এবং আমাদের দেশে ক্রমেই বেশি বেশি করে ভেঙে পড়ছে, অনমনীয়ভাবে সুবিধাবাদী নেতারা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং শ্রমিকদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টরা ও পেটি-বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অংশসমূহ আমাদের শিবিরে আনীত হচ্ছে'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২১৩-২১৪)।

এই শর্তগুলি ব্যতিরেকে প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে কোন ব্লক অথবা চুক্তি অনুমতিদানের যোগ্য নয়।

বিরোধীরাও এটা স্মরণে রাখুন।

প্রশ্ন ওঠে, আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির নীতিসমূহ কি লেনিন যেসব শর্তের কথা বলছেন তাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

আমি মনে করি, এই নীতি সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রথমতঃ, ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কারবাদী নেতাদের সমালোচনা করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আমরা আমাদের জন্য পুরোপুরি সংরক্ষিত রেখেছি এবং আমরা এমন মাত্রায় এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করেছি যার সমান মাত্রায় বিশ্বের আর কোন কমিউনিস্ট পার্টি করেনি। দ্বিতীয়তঃ, আমরা ব্যাপক ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর কাছে যেতে সক্ষম হয়েছি এবং তাদের সাথে আমাদের বন্ধন জোরদার করেছি। এবং তৃতীয়তঃ, ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র অংশগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের কাছ থেকে আমরা কাযকরভাবে বিচ্ছিন্ন করছি, এবং এর মধ্যেই বিচ্ছিন্ন করেছি। আমার মনে রয়েছে, জেনারেল কাউন্সিলের নেতাদের সঙ্গে খনি শ্রমিকদের বিচ্ছেদের কথা।

ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ বার্লিনে রাশিয়ান এবং ব্রিটিশ খনি

শ্রমিকদের সম্মেলন এবং তাদের ঘোষণা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন।[৬৯] তথাপি, নিশ্চিতরূপে, তা সাম্প্রতিককালের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রিচার্ডসন, কুক, স্মিথ, রিচার্ডস—তাঁরা কি? সুবিধাবাদী, সংস্কারবাদী। তাঁদের কাউকে কাউকে বামপন্থী বলা হয়, অন্যদের বলা হয় দক্ষিণপন্থী। ভাল কথা! ইতিহাস সিদ্ধান্ত নেবে তাঁদের মধ্যে কাদের অধিকতর ঝোঁক বামপন্থার দিকে। ঠিক এখনই তা বুঝতে পারা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন—জলের স্রোতসমূহ অন্ধকারময়, আকাশের মেঘগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট। কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট এবং তা হল এই যে ১২ লক্ষ ধর্মঘটী খনি শ্রমিকদের এইসব দোদুল্যমান সংস্কারবাদী নেতাদের আমরা জেনারেল কাউন্সিল থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি এবং ধর্মঘটীদের আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করেছি। এটা কি একটা তথ্য নয়? বিরোধীরা সে সম্পর্কে কিছু বলেন না কেন? এটা কি হতে পারে যে তাঁরা আমাদের নীতির সাফল্যে আনন্দিত নন? এবং এখন যখন সিট্রিন লিখছেন যে জেনারেল কাউন্সিল এবং তিনি ইঙ্গ-রুশ কমিটির সভা আহ্বানে সম্মত, তা কি এই ঘটনার পরিণতি নয় যে স্কোয়ার্টঝ এবং আকুলভ কুক এবং রিচার্ডসনকে নিজেদের দিকে জয় করে আনতে সফল হয়েছেন এবং জেনারেল কাউন্সিল খনি শ্রমিকদের সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড সংগ্রামের ভয়ে ভীত হয়ে ইঙ্গ-রুশ কমিটির একটি সভা আহ্বান সম্পর্কে সম্মত হতে সেইজন্য বাধ্য হয়েছেন? কে অস্বীকার করতে পারে যে এই সমস্ত ঘটনা হল আমাদের নীতির সাফল্যের সাক্ষ্য, সাক্ষ্য বিরোধীদের নীতির চরম দেউলিয়াপনার?

এই কারণে, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে ব্লক গঠন করা অনুমতিদানের যোগ্য। কতকগুলি শর্তে সেগুলি হল প্রয়োজনীয়। সমালোচনার স্বাধীনতা হল তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। আমাদের পার্টি এই শর্ত পালন করছে। ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল আর একটি শর্ত। আমাদের পার্টি এই শর্তও পালন করছে। আমাদের পার্টির নীতি হল সঠিক, বিরোধীদের নীতি বেঠিক।

প্রশ্ন ওঠে, জিনোভিয়েভ ও ট্রট্স্কি আমাদের কাছ থেকে আর কি চান?

তাঁরা যা চান তা হল, হয় আমাদের সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ইঙ্গ-রুশ কমিটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসুক, আর না হয় তাঁরা, এখান থেকে, মস্কো থেকে

সক্রিয় হয়ে জেনারেল কাউন্সিলকে উৎখাত করবেন। কিন্তু, কমরেডস্, তা হল স্থূলবুদ্ধির কথা। মস্কো থেকে সক্রিয় হয়ে, এবং ব্রিটিশ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির **পাশ কাটিয়ে**, ব্যাপক ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের **পাশ কাটিয়ে**, ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের পদাধিকারী ব্যক্তিদের **পাশ কাটিয়ে**, তাদের ডিঙিয়ে—আমরা এখান থেকে, মস্কো থেকে সক্রিয় হয়ে জেনারেল কাউন্সিলকে উচ্ছেদ করব, এইটা দাবি করা কি মূর্খামি নয়, কমরেডস্?

তাঁরা একটি প্রকট সম্বন্ধচ্যুতি দাবি করেন। এটা উপলব্ধি করা কি কঠিন যে আমরা যদি তা করতাম, তার একমাত্র পরিণতি হতো আমাদের নিজেদের পরাজয়? এটা উপলব্ধি করা কি কঠিন যে সম্বন্ধচ্যুতির ঘটনা ঘটলে আমরা ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ হারাব, ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে হ্যাসেনবাক এবং আউদেগীষ্টদের খপ্পরে নিয়ে ফেলব, আমরা যুক্তফ্রন্টের রণনীতির ভিত্তি ধরে নাড়া দেব, পরাজয় ছাড়া পরিবর্তে আর কিছু না পেয়ে আমরা চাচিল ও টমাসদের অন্তঃকরণকে পরমানন্দে আনন্দিত করব?

ট্রট্স্কি তাঁর নাটুকে সংকেতসমূহের প্রারম্ভিক বিষয় হিসেবে ধরে নেন—মূর্ত মানুষ নয়, রক্তমাংসের যে শরীরী শ্রমিকেরা ব্রিটেনে বাস করছে এবং সংগ্রাম করছে তাদের নয়—ধরে নেন, কোন ধরনের আদর্শ এবং অশরীরী জীব যারা আপাদমস্তক বিপ্লবী। যা হোক, এটা কি উপলব্ধি করা কঠিন যে শুধুমাত্র কাণ্ডজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরাই তাদের নীতির প্রারম্ভিক বিষয় হিসেবে আদর্শ, অশরীরী জীবদের হিসেবের বিষয়ীভূত করে?

এর জন্যই আমরা মনে করি, নাটুকে সংকেতসমূহের নীতি, মস্কো থেকে, শুধুমাত্র মস্কোর কঠোর প্রচেষ্টাসমূহের দ্বারা জেনারেল কাউন্সিলকে উচ্ছেদ করার নীতি হল একটি হাস্যকর এবং হঠকারী নীতি।

ট্রট্স্কি যেদিন আমাদের পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, সেদিন থেকেই নাটুকেপনাপূর্ণ সংকেতসমূহের নীতি ট্রট্স্কির সমগ্র নীতির বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ হয়ে এসেছে। ব্রেস্ট শান্তিচুক্তির সময় আমরা এই নীতির সর্বপ্রথম প্রয়োগ দেখতে পাই, যখন, সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে একটি সংকেতই যথেষ্ট, এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে ট্রট্স্কি জার্মান-রুশ শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষরদান করতে অস্বীকার করলেন এবং তার বিরুদ্ধে একটি নাটুকে সংকেত উপস্থাপিত করলেন। সেটা ছিল সংকেতসমূহের নীতি। এবং, কমরেডস্, আপনারা ভালভাবেই জানেন, সেই সংকেতের জন্য

আমাদের কি প্রচণ্ড মূল্যই না দিতে হয়েছিল। সেই নাটুকেপনাপূর্ণ সংকেত কাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ল? পড়ল গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী, মেনশেভিক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং অন্য সমস্তদের খপ্পরে, যারা যে সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা তখনো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার শ্বাসরোধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল।

ইঙ্গ-রুশ কমিটির প্রতি নাটুকে সংকেতসমূহের সেই একই নীতি এখন আমাদের নিতে বলা হচ্ছে। তাঁরা এক প্রকট এবং নাটুকে সম্বন্ধচ্যুতি দাবি করছেন। কিন্তু সেই নাটুকে সংকেত থেকে কারা লাভবান হবে?—লাভবান হবেন চার্চিল এবং চেম্বারলেইন, স্থাসেনবাক এবং আউদেগীষ্ট। এটাই তাঁরা চান। এর জন্যই তাঁরা প্রতীক্ষমান। তাঁরা, স্থাসেনবাক এবং আউদেগীষ্টরা, চান যে ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে আমরা একটি সুপ্রকট ভাঙন সৃষ্টি করি এবং এইভাবে আমস্টারডামের পক্ষে অবস্থাগুলি সহজতর করি। তাঁরা, চার্চিল এবং চেম্বারলেইনরা, এই ভাঙন চান যাতে তাঁদের পক্ষে হস্তক্ষেপ চালু করা সহজতর হয় এবং হস্তক্ষেপকারীদের অনুকূলে তাঁদের একটি নৈতিক যুক্তি সরবরাহ করা হয়।

আমাদের বিরোধীরা এই লোকগুলিরই খপ্পরে গিয়ে পড়ছেন।

না, কমরেডস্, আমরা এই হঠকারী পথ নিতে পারি না।

কিন্তু 'অতি-বামপন্থী' বাকপটুদের ভাগ্যই এরূপ। তাদের শব্দসমষ্টি হল বামপন্থী, কিন্তু কার্যতঃ প্রমাণিত হয় যে তারা শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদেরই সাহায্য করছে। তারা বামপন্থী উক্তি নিয়ে শুরু করে এবং তাদের কার্যকলাপ দক্ষিণপন্থী কার্যকলাপে পর্যবসিত হয়।

না, কমরেডস্, নাটুকে সংকেতসমূহের এই নীতি আমরা গ্রহণ করব না—ব্রেস্ট শান্তিচুক্তির সময় আমরা যেভাবে এই নীতি গ্রহণ করেছিলাম, আজ আমরা তার চেয়ে বেশি কিছুভাবে এই নীতি গ্রহণ করব না। আমরা এই নীতি গ্রহণ করব না এইজন্য যে, আমরা চাই না যে আমাদের পার্টি আমাদের শত্রুদের হাতের খেলনা হয়ে দাঁড়াক।

•

এই বইয়ে সর্বপ্রথম প্রকাশিত:
জে. স্তালিন: 'বিরোধীশক্তি সম্পর্কে'
'প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাসমূহ, ১৯২১-২৭'
মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ, ১৯২৮

এফ. জারঝিন্স্কি

(এফ. জারঝিন্স্কি স্মরণে)

প্রথমে ফ্রুঞ্জে গেলেন, এখন জারঝিন্স্কি।

পুরানো লেনিনবাদী গার্ড তার আর একজন অন্যতম সর্বাধিক চমৎকার নেতা ও সংগ্রামী হারিয়েছে। পার্টি আর একটি অপূরণীয় ক্ষতি বরণ করেছে।

এখন কমরেড জারঝিন্স্কির শবাধারের পাশে দাঁড়িয়ে এবং তাঁর সমস্ত জীবনের পথ পরিক্রমার দিকে—জেল, সশ্রম কারাদণ্ড এবং নির্বাসন, প্রতি-বিপ্লবের সঙ্গে লড়বার জন্য বিশেষ কমিশন, ধ্বংসপ্রাপ্ত যানবাহন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আমাদের তরুণ সমাজতান্ত্রিক শিল্প গড়ে তোলা—পেছন ফিরে তাকিয়ে একজনের মনে হবে যে তাঁর ফেনায়িত জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল একটি **অগ্নিগর্ভ উৎসাহের তীব্রতা।**

অক্টোবর বিপ্লব তাঁর ওপর একটি অত্যধিক দাবিপূর্ণ পদ ন্যস্ত করল—প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে লড়বার জন্য বিশেষ কমিশনের প্রধানের পদ। জারঝিন্স্কির নামের চেয়ে বুর্জোয়ারা অন্য কোন নামকে অধিকতর ঘৃণা করত না; জারঝিন্স্কি ইস্পাতদৃঢ় হাতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের শত্রুদের আঘাত প্রতিহত করেছিলেন। সেইসব দিনে কমরেড ফেলিক্স জারঝিন্স্কিকে 'বুর্জোয়াদের সন্ত্রাস', নামে অভিহিত করা হতো।

যখন 'শান্তির সময়পর্ব' শুরু হল, তখন কমরেড জারঝিন্স্কি তাঁর তরঙ্গায়িত কার্যকলাপ চালিয়ে গেলেন। বিশৃংখল যানবাহন ব্যবস্থাতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে তিনি তাঁর জ্বলন্ত উৎসাহ-উদ্যম নিয়োজিত করলেন, এবং তারপরে, জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে আমাদের শিল্প গড়ে তুলতে তিনি সমান উৎসাহ-উদ্যম নিয়ে সক্রিয় হলেন। কখনো বিশ্রাম না নিয়ে, কখনো কঠোরতম কাজকে না এড়িয়ে, দুঃসাধ্যতাগুলির সঙ্গে সাহসের সাথে লড়াই করে সেগুলিকে জয় করে, পার্টি তাঁর ওপর যে কাজের ভার ন্যস্ত করেছে তা সম্পাদনে তাঁর সমস্ত শক্তি ও উদ্যম একান্তভাবে নিয়োগ করে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে এবং সাম্যবাদের বিজয়ের জন্য কাজ করে, তিনি তিল তিল করে তাঁর জীবনীশক্তি ক্ষয় করে গেছেন।

অক্টোবর বিপ্লবের বীর, বিদায়! বিদায়, পার্টির অনুগত সন্তান!
আমাদের পার্টির ঐক্য এবং শক্তির সংগঠক, বিদায়!

২২শে জুলাই, ১৯২৬ **জে. স্তালিন**

প্রাভদা, সংখ্যা ১৬৬
২২শে জুলাই, ১৯২৬

ইঙ্গ-রুশ কমিটি

(কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের
সভাপতিমণ্ডলীর একটি সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা,
৭ই আগস্ট ১৯২৬)

কমরেডস্, এমনকি মারফির ভাষণের পূর্বেই, ব্রিটেনের সাধারণ ধর্মঘটের প্রশ্নে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পরিষদের[70] ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সম্বলিত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির একটি চিঠি সি. পি এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি পেয়েছে। আমার মনে হয়, মারফি সেই চিঠির যুক্তিতর্কগুলি এখানে পুনরাবৃত্তি করছেন। তিনি এখানে প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক বিবেচনা-সমূহ উপস্থাপিত করেছেন, তাদের একটি হল এই যে, বিতর্কিত বিষয়গুলি পূর্বেই ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হয়নি। আমি স্বীকার করি, মারফির এই শেষ প্রশ্নটির ক্ষেত্রে কিছুটা ন্যায্যতা আছে। বাস্তবিকপক্ষে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে পূর্বাহ্নিক মতৈক্য ব্যতিরেকেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে কখনো কখনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কিন্তু কতকগুলি মার্জনীয় অবস্থাও ছিল: কতকগুলি প্রশ্নের জরুরী অবস্থা, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে দ্রুত সংস্পর্শে আসার অসম্ভাব্যতা ইত্যাদি।

এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ এবং তার ঘোষণা সম্পর্কে অবশ্যই এটা বলতে হবে যে মারফির অন্যান্য বিবেচনা এবং যুক্তিতর্কগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুল।

এটা দৃঢ়তাসহকারে ঘোষণা করা ভুল যে এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ তার ঘোষণা প্রচার করে একটি আনুষ্ঠানিক ভুল করেছিল, এইসব যুক্তিতে যে এই ঘোষণা প্রচার করায়, যে কর্তব্যকাজ প্রফিনটার্ন* অথবা কমিনটার্নের (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের—অনুবাদক, বাং সং) কাজ বলে বর্ণিত, সেই কাজ তা নিজের ওপর নিয়েছে। অন্য কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা অন্য সংস্থার সমতুল্য

*প্রফিনটার্ন—লাল আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়নসমূহ--১৯২১ সালে গঠিত হয় এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এটি ছিল বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নগুলির ফেডারেশন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিভঙ্গি এ গ্রহণ করেছিল।

অধিকারই রয়েছে এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর তার নিজস্ব ঘোষণা প্রচার করার ক্ষেত্রে। এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর এই প্রাথমিক অধিকার কিভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে?

দৃঢ়তাসহকারে এই ঘোষণা আরও বেশি ভুল যে, তার ঘোষণার দ্বারা এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ প্রফিনটার্ন বা কমিনটার্নের অধিকারসমূহ লংঘন করেছে এবং প্রফিনটার্ন ও কমিনটার্ন হল ক্ষতিগ্রস্ত পার্টি, যাদের স্বার্থের ক্ষতি হয়েছে। আমি নিশ্চিতরূপে আপনাদের জানাচ্ছি যে প্রফিনটার্ন এবং কমিনটার্নের অবগতি ও অনুমোদন নিয়েই এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ তার ঘোষণা প্রচার করেছে। সেটাই, বাস্তবিকপক্ষে, ব্যাখ্যা করে কেন এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর বিরুদ্ধে তাদের অধিকার লংঘন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করার অভিপ্রায় প্রফিনটার্ন বা কমিনটার্ন কারও নেই। সেইহেতু, যখন মারফি এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউকে এই ব্যাপারে আক্রমণ করছেন, তখন তিনি বস্তুতঃ কমিনটার্নের কর্মপরিষদ এবং প্রফিনটার্নকে আক্রমণ করছেন।

সর্বশেষে এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর জেনারেল কাউন্সিলের সমালোচনা এবং তার ঘোষণা সাধারণভাবে হল ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহের ওপর **'হস্তক্ষেপ'** এবং এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ একটি 'জাতীয় সংগঠন', তার এরূপ 'হস্তক্ষেপ করার' ন্যায্যতা নেই—মারফির এই দৃঢ় ঘোষণা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুমতিলাভের অযোগ্য বলে গণ্য করতে হবে। ইঙ্গ-রুশ কমিটির প্যারির সভায় পাঘ এবং পারসেল যে 'যুক্তিসমূহ' উপস্থাপিত করেছিলেন, মারফিকে সেইগুলিই পুনরাবৃত্তি করতে শোনা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার। সেদিন এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর প্রতিনিধিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে, পাঘ, পারসেল ও সিট্রিন যে 'যুক্তিসমূহ' উপস্থাপিত করেছিলেন, মারফির যুক্তি ঠিক সেইগুলিই। শুধুমাত্র তাই-ই সূচিত করে যে, মারফি ভ্রান্ত। আনুষ্ঠানিক বিবেচনাসমূহের জন্য কোন বিষয়ের সারবস্তু ও সারমর্ম অবশ্যই উপেক্ষা করা চলে না। একজন কমিউনিস্ট সেভাবে আচরণ করতে পারে না। ব্রিটিশ খনি শ্রমিকদের বিষয়গুলি উৎকৃষ্টতর আকার ধারণ করত এবং জেনারেল কাউন্সিলের ভুল কাজগুলি উদঘাটিত হতো, যদি এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর পাশাপাশি অন্যান্য দেশের—ধরুন, ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদির—ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনগুলি জেনারেল কাউন্সিলের সমালোচনা নিয়ে এগিয়ে আসত। এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর পক্ষে ভুল হিসেবে নয়, বরং ব্রিটিশ শ্রমিকদের প্রতি

উপকার হিসেবে জেনারেল কাউন্সিলকে সমালোচনা করে তার ঘোষণার প্রকাশনকে গণ্য করতে হবে।

বিষয়টির আনুষ্ঠানিক দিকটা প্রধানতঃ হিসেবে ধরে নিয়ে মারফির রিপোর্ট সম্পর্কে আমি যা সব বলতে চেয়েছিলাম তা হল এই।

বিষয়টির আনুষ্ঠানিক দিকের সঙ্গে প্রশ্নটি যতদূর সংশ্লিষ্ট, আমি ততদূর এতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারতাম। কিন্তু ঘটনা হল এই যে, মারফি বিষয়টির আনুষ্ঠানিক দিকের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। অনানুষ্ঠানিক চরিত্রের কতকগুলি মোটা রকমের ফল পাবার জন্য তাঁর এই আনুষ্ঠানিক দিকটার প্রয়োজন ছিল। এখানে প্রকৃত বিষয়গুলির প্রশ্নে কতকগুলি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত অর্জনের জন্য আনুষ্ঠানিক হেতুগুলিকে প্রতারিত করার জন্য কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের কার্যকলাপে কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ত্রুটিবিচ্যুতির সুবিধা গ্রহণের মধ্যে মারফির রণকৌশল নিহিত। সেইজন্য মারফির যুক্তিসমূহের সারবত্তা সম্পর্কে কতকগুলি কথা বলা প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে মারফির স্পষ্ট উদ্দেশ্য কি?

স্থূলভাবে বলতে গেলে, তাঁর স্পষ্ট উদ্দেশ্য হল, জেনারেল কাউন্সিলকে **প্রকাশ্যভাবে** সমালোচনা করা বন্ধ করতে এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউকে বাধ্য করা, তাকে নীরব থাকতে এবং 'জেনারেল কাউন্সিলের ব্যাপারসমূহে' 'হস্তক্ষেপ না করতে' বাধ্য করা।

এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ অথবা আমাদের পার্টি, অথবা কমিনটার্ন তাতে সম্মত হতে পারে কি?

না, তারা তা পারে না! কেননা যে সময় জেনারেল কাউন্সিল বর্তমানে ধর্মঘটরত ব্রিটিশ খনি শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য কর্মতৎপর হয়েছে এবং তাদের পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করছে, তখন এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউকে নীরব থাকতে বাধ্য করার অর্থ কি হবে, তার নীরবতাকে কিভাবে উপলব্ধি করা হবে? এরূপ অবস্থায় নীরব থাকার অর্থ হচ্ছে জেনারেল কাউন্সিলের অপরাধগুলি সম্পর্কে নীরব থাকা, তার বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে নীরব থাকা। এবং যখন এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ ও জেনারেল কাউন্সিল ইঙ্গ-রুশ কমিটির আকারে একটি ব্লকে যোগ দিয়েছে, তখন জেনারেল কাউন্সিলের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে নীরব থাকার অর্থ হবে তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতাকে

নীরবে অনুমোদন করা, সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক-আন্দোলনের চোখে জেনারেল কাউন্সিলের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া। এ বিষয়ে আরও প্রমাণের দরকার আছে কি যে, এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ যদি এ পথ গ্রহণ করত এবং জেনারেল কাউন্সিলের বিশ্বাসঘাতকতার সমালোচনা যদি তা এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করত তাহলে তা রাজনৈতিক এবং নৈতিক আত্মহত্যা বরণ করে নিত ?

নিজেরাই বিবেচনা করুন। মে মাসে, সাধারণভাবে ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীকে এবং বিশেষভাবে ব্রিটিশ খনি শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে জেনারেল কাউন্সিল সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়। সারা জুন ও জুলাই মাস ধরে জেনারেল কাউন্সিল ধর্মঘটী খনি শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করেনি। অধিকন্তু, খনি শ্রমিকদের পরাজয়ের পথ সুগম করার জন্য এবং 'অবাধ্য' ব্রিটিশ খনি শ্রমিকদের শাস্তি দেবার জন্য তা তার ক্ষমতানুযায়ী সব কিছু করে। আগস্ট মাসে, ইঙ্গ-রুশ কমিটির প্যারিস সভায়, এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ কর্তৃক প্রস্তাবিত সভার আলোচ্য বিষয়সূচী সম্পর্কে জেনারেল কাউন্সিল কোন আপত্তি না করার ঘটনা সত্ত্বেও, জেনারেল কাউন্সিলের নেতারা ব্রিটিশ খনি শ্রমিকদের সাহায্যদান সম্পর্কে এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর প্রতিনিধিদের প্রস্তাব আলোচনা করতে অস্বীকার করে। এইভাবে আমরা জেনারেল কাউন্সিলের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতার একটি সমগ্র ধারা পাই যে, জেনারেল কাউন্সিল একটি অসৎ কুটনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মারফি দাবি করছেন যে, এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউকে এই সমস্ত ঘোর নীতি-বিরুদ্ধ কাজের দিকে চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে, তার মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে ! না, কমরেডস্, এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ এই পথ গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আত্মহত্যা করার তার কোন ইচ্ছা নেই।

মারফি মনে করেন, একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে প্রফিন্টার্ন যদি জেনারেল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে ঘোষণা প্রচার করত এবং একটি 'জাতীয়' সংগঠন হিসেবে এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ যদি প্রফিনটার্নের ঘোষণার সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব পাশ করত, তাহলে ব্যাপারটা আরও বেশি শোভন হতো। বিশুদ্ধভাবে আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মারফির পরিকল্পনার মধ্যে একটি বিভাগীয় ধরনের গঠনাত্মক সঙ্গতি আছে। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মারফির পরিকল্পনা কোন

কোন সমালোচনা সহ্য করে টিঁকে থাকবে না। এটা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন হয় না যে, জেনারেল কাউন্সিলের মুখোস খুলে দেওয়া এবং ব্যাপক ব্রিটিশ শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার অর্থে, এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর ঘোষণা নিঃসন্দেহে যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছে তার এক-শতাংশ প্রভাবও মারফির পরিকল্পনামাফিক ঘটত না। বিষয়টি হল এই যে, প্রফিনটার্ন এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর তুলনায় ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর কাছে কম পরিচিত, তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয়, ফলে, তাদের কাছে তার গুরুত্বও অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এ থেকে এইটেই বেরিয়ে আসে যে, ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর চোখে অধিকতর মর্যাদা ভোগকারী সংস্থা হিসেবে, ঠিকঠিক এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর কাছ থেকে জেনারেল কাউন্সিলের সমালোচনা আসা উচিত। অন্য কোন পন্থা সম্ভব ছিল না কেনন। জেনারেল কাউন্সিলের মুখোস উন্মোচিত করার ক্ষেত্রে লক্ষ্যসাধন করার জন্য তা প্রয়োজন ছিল। এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর ঘোষণা সম্পর্কে ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের সংস্কারবাদী নেতারা যে তর্জন-গর্জন উঠিয়েছে, তা দিয়ে বিচার করলে, আস্থাসহকারে এটা বলা যেতে পারে যে এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদই করেছিল।

মারফি মনে করেন, এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ কর্তৃক জেনারেল কাউন্সিলকে প্রকাশ্য সমালোচনার ফলে জেনারেল কাউন্সিলের সঙ্গে ব্লকের সম্বন্ধচ্যুতি ঘটতে পারে, ইঙ্গ-রুশ কমিটিতে ভাঙন ধরতে পারে। আমি মনে করি মারফি ভুল করছেন। **এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ খনি শ্রমিকদের যে সক্রিয় সাহায্য করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে** ইঙ্গ-রুশ কমিটিতে ভাঙন চিন্তার বহির্ভূত, অথবা প্রায় চিন্তার বহির্ভূত গণ্য করা যেতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে এতেই ব্যাখ্যাত হয় যে, জেনারেল কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতিনিধি, পার্সেল এবং হিক্স থেকে ইঙ্গ-রুশ কমিটির ভাঙনে কেউ অধিকতর মাত্রায় ভয় করে না। অবশ্য, পার্সেল এবং হিক্স উভয়েই একটা ভাঙনের আশংকা দিয়ে আমাদের ভয় দেখাতে চাইবেন। কিন্তু ভয় দেখানো এবং ভাঙনের প্রকৃত বিপদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে আপনারা সক্ষম হবেন।

তা ছাড়া, মনে রাখতে হবে যে, আমাদের ক্ষেত্রে ইঙ্গ-রুশ কমিটিই শেষ কথা নয়। ইঙ্গ-রুশ কমিটিতে আমরা বিনাশর্তে যোগ দিইনি, বিনা শর্তে থাকব না; নির্দিষ্ট শর্তসমূহের ভিত্তিতে আমরা এতে যোগদান করেছিলাম,

শর্তগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউকে অবাধে সমালোচনা করার জেনারেল কাউন্সিলের অধিকারের সঙ্গে সমভাবে জেনারেল কাউন্সিলকে অবাধে সমালোচনা করার অধিকারও এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর আছে। শোভন ও ভদ্র আচরণ এবং যে-কোন মূল্যে ব্লক বজায় রাখার জন্য আমরা সমালোচনা করার স্বাধীনতা ত্যাগ করতে পারি না।

ব্লকের মূলগত উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হল, পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে ব্লকের সদস্যদের মিলিত কার্যধারা সংগঠিত করা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং জাতিসমূহের মধ্যে শান্তির জন্য মিলিত কার্যক্রম সংগঠিত করা। কিন্তু যদি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলির মধ্যে একটি, অথবা পার্টিগুলির মধ্যে একটির কয়েকজন নেতা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসমূহ লংঘন করে কিংবা তাদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং এইভাবে মিলিত কার্যক্রম অসম্ভব করে তোলে, তাহলে কি হবে? নিশ্চিতরূপে, এইসব ভুলভ্রান্তির জন্য তাদের আমরা প্রশংসা করব, এটা প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং, যা প্রয়োজন তা হল, পারস্পরিক সমালোচনা, সমালোচনার সাহায্যে ভুলভ্রান্তি দূরীভূত করা যাতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে মিলিত কার্যক্রমের সম্ভাবনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। কাজেকাজেই, যদি সমালোচনার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত থাকে, শুধুমাত্র তাহলেই ইঙ্গ-রুশ কমিটির অর্থ হয়।

বলা হয়, সমালোচনার ফলে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সুনামহানি ঘটতে পারে। বেশ, তাতে হল কি? আমি তাতে কিছু খারাপ দেখি না। পুরানো নেতৃবৃন্দ যারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসমূহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাদের সুনামহানি হলে এবং তাদের বদলে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি অনুগত নতুন নতুন নেতা প্রতিস্থাপিত হলে শ্রমিকশ্রেণী শুধু লাভবানই হয়। এবং যত শীঘ্র এইসব প্রতিক্রিয়াশীল এবং আস্থা স্থাপনের অযোগ্য নেতারা তাদের পদ থেকে অপসারিত হয় এবং তাদের বদলে পুরানো নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল পথসমূহ থেকে মুক্ত নতুন নতুন এবং উৎকৃষ্টতর নেতারা স্থানগ্রহণ করে, তত পরিমাণেই ভাল হবে।

অবশ্য, এর অর্থ এটা নয় যে, প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের ক্ষমতা এক আঘাতে ভাঙা এবং অল্পদিনের নোটিশে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে এবং নতুন নতুন বিপ্লবী নেতারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

কিছু কিছু মেকি-মার্কসবাদীরা মনে করেন, একটি 'বৈপ্লবিক' সংকেত,

একটি সোচ্চার আক্রমণ প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের ক্ষমতা ভাঙবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু খাঁটি মার্কসবাদীদের এই সমস্ত লোকজনদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না।

অন্যেরা মনে করে, কমিউনিস্টদের পক্ষে একটি সঠিক নীতি রচনা করাই যথেষ্ট, এবং বিরাট ব্যাপক শ্রমিকসাধারণ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংস্কারবাদীদের কাছ থেকে সরে আসবে ও তৎক্ষণাৎ কমিউনিস্ট পার্টির চারিপাশে জড়ো হবে। সেটা সম্পূর্ণ ভুল। কেবলমাত্র অ-মার্কসবাদীরা তা চিন্তা করতে পারে। সত্যসত্যই, একটি সঠিক পার্টি-লাইন এবং ব্যাপক জনগণ কর্তৃক সেই লাইনকে সঠিক হিসেবে উপলব্ধি ও গ্রহণ করা হল দুটি বিষয় যাদের মধ্যে ফারাক খুব বেশি। পার্টির পক্ষে ব্যাপক জনগণকে অনুগামী হিসেবে পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি সঠিক লাইনই যথেষ্ট নয়; তারজন্য, অতিরিক্ত-ভাবে প্রয়োজন হল—তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ব্যাপক জনগণ পার্টি-লাইনের সঠিকতা সম্পর্কে দৃঢ়-প্রত্যয়িত হবে, ব্যাপক জনগণ পার্টির নীতি ও শ্লোগানসমূহকে নিজেদের নীতি ও শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করবে এবং সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তারা শুরু করবে। শুধুমাত্র এই শর্তে সঠিক নীতি সম্বলিত একটি পার্টি প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীর পরিচালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়াবে।

ব্রিটেনে সাধারণ ধর্মঘটের সময়কালে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নীতি কি সঠিক ছিল? হ্যাঁ, সঠিক ছিল। তবে কেন তা লক্ষ লক্ষ ধর্মঘটী শ্রমিকদের অনুগামিতা অর্জন করেনি? করেনি এইজন্য যে, ওই ব্যাপক জনগণ তখনো কমিউনিস্ট পার্টির লাইনের সঠিকতা সম্পর্কে দৃঢ়-প্রত্যয় লাভ করেনি। এবং পার্টির নীতির সঠিকতা সম্পর্কে অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক জনগণের দৃঢ়-প্রত্যয় উৎপাদন করা সম্ভবও নয়। 'বৈপ্লবিক' সংকেতসমূহের সাহায্যে তাদের দৃঢ়-প্রত্যয় উৎপাদন করা আরও কম সম্ভব। প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের মুখোস উন্মোচিত করা, শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক শ্রমিকসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তোলা, শ্রমিকশ্রেণীর নতুন নতুন ক্যাডারদের নেতৃত্বের পদসমূহে উন্নীত করার ক্ষেত্রে সময় ও বিরামহীন প্রবল কর্মতৎপরতা প্রয়োজন।

এ থেকে এটা উপলব্ধি করা সহজ যে, কেন শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের ক্ষমতা সহসা ধ্বংস করা যায় না, কেন এরজন্য প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট ব্যাপক শ্রমিকসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সময় ও বিরামহীন সক্রিয়তা।

কিন্তু এ থেকে আরও কম এইটাই বেরিয়ে আসে যে, প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের উদ্‌ঘাটিত করার কাজ দশকের পর দশক ধরে টেনে-হিঁচড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে, অথবা প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের অসন্তোষ উৎপাদন না করে এবং শোভন ও ভদ্র আচরণের 'পবিত্র নিয়মগুলি' লংঘন না করে মুখোস উন্মোচন, আপনা থেকেই, স্বেচ্ছায় ঘটতে পারে। না, কমরেডস্, কিছুই 'আপনা থেকে' কখনই ঘটে না। রাজনৈতিক জ্ঞান দ্বারা ব্যাপক জনগণের উন্নতিসাধন করার জন্য বিরামহীন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে, প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের মুখোস উন্মোচন এবং ব্যাপক জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষাদান আপনাদের, কমিউ-নিস্টদের, নিজেদের এবং অন্যান্য বামপন্থী নেতাদের দ্বারা অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে। কেবলমাত্র এই পথেই বিরাট ব্যাপক শ্রমিকসাধারণকে বিপ্লবপন্থী করার কাজকে ত্বরান্বিত করা যায়।

সর্বশেষে, মারফির রিপোর্ট সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য। ব্রিটেনের শ্রমিক-আন্দোলনের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ, এবং ব্রিটেনে ঐতিহ্যের ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে মারফি দৃঢ়তাসহকারে ক্রমাগত পর্যালোচনা করেছেন, এবং আমার মনে হয়, তিনি ইংগিত দেন, এই সমস্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য নেতৃত্বের সাধারণ মার্কসীয় পদ্ধতি ব্রিটেনে অনুপযোগী প্রমাণিত হতে পারে। আমি মনে করি মারফি পিচ্ছিল পথ ধরেছেন। নিঃসন্দেহে, ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে এবং নিশ্চিতরূপে সেগুলিকে অবশ্যই হিসেবের বিষয়ীভূত করতে হবে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহকে একটি নীতির পর্যায়ে উন্নীত করা এবং সেগুলিকে কর্মতৎপরতার ভিত্তি করা হল সেই সমস্ত লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যারা ঘোষণা করে যে ব্রিটেনের অবস্থাসমূহে মার্কসবাদ অপ্রযোজ্য। কিন্তু আমি এটা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে, তিনি সেই সীমান্ত সমীপে পৌঁছে গেছেন, যেখানে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ব্রিটিশ বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি নীতির পর্যায়ে উন্নীত হতে শুরু করেছে।

হামবোলথের ভাষণ সম্পর্কে দু-একটি কথা। একটি আপত্তি তুলতে গিয়ে হামবোলথ বলছেন যে সমালোচনা অবশ্যই শূন্যগর্ভ এবং উদ্দেশ্যহীন হবে না। সেটা সত্য কথা। কিন্তু তার সাথে এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের কি সম্পর্ক, যাদের সমালোচনা হল নিশ্চিতরূপে বাস্তব। 'ব্ল্যাক ফ্রাইডের'[৭১] (কালো শুক্রবারের—অনুবাদক, বাং সং) বীরপুঙ্গবদের সমালোচনা কি ফাঁকা সমালোচনা ছিল? অবশ্যই নয়, কেননা

এখন যখন 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে' ইতিমধ্যেই ইতিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন এই সমালোচনা সমগ্রভাবে ও বিভিন্নভাবে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। তাহলে, যখন খনি শ্রমিকেরা তাদের ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে, তখন সাধারণ ধর্মঘটের এবং পরবর্তীকালে জেনারেল কাউন্সিলের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার সমালোচনা কেন শূন্যগর্ভ সমালোচনা হবে? তাতে যুক্তিটা কোথায়? সাধারণ ধর্মঘটের সময়কালীন বিশ্বাসঘাতকতা কি 'ব্ল্যাক ফ্রাইডের' দিনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে কম মারাত্মক ছিল?

হামবোলথ কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যক্তি-মানুষসমূহের সমালোচনার পদ্ধতির আমি বিরোধী, যদি কিনা তাকে মূল পদ্ধতি হিসেবে সুপারিশ করা হয়। আমি মনে করি প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের, তাদের নেতৃত্বের সাধারণ কর্মনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা উচিত, নেতাদের নিজেদের ব্যক্তিগত বিশেষত্বগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। সম্পূরক, সহায়ক উপায় হিসেবে ব্যক্তি-মানুষদের সমালোচনার আমি বিরোধী নই। কিন্তু আমি এই মত পোষণ করি যে, আমাদের সমালোচনার মূলগত ভিত্তি হবে নীতিসমূহ। নচেৎ, নীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমালোচনার পরিবর্তে আমরা কেবল হৈ-চৈ পূর্ণ কলহ এবং ব্যক্তিগত পাল্টা অভিযোগে জড়িয়ে পড়তে পারি, যা আমাদের কাজের ক্ষতিসাধন করে আমাদের সমালোচনার স্তরকে নিচুতে নামিয়ে দিতে বাধ্য।

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

আমেরিকার ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'দি ডেইলি ওয়ার্কার'-এর সম্পাদকীয় বোর্ডের কাছে[১২]

প্রিয় কমরেড সম্পাদক,

অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি আপনার সংবাদপত্রে সন্নিবেশিত করবেন।

১৪ই আগস্ট নিউ ইয়র্কের আপাতঃদৃষ্টিতে সোশ্যালিষ্ট সাপ্তাহিক **দি নিউ লিডার**[১৩] উৎস নির্দেশ না করে, সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আমার একটি তথাকথিত বক্তৃতা থেকে—যেটাও মিথ্যা—মিথ্যাভাবে বর্ণিত সমাপ্তিকালীন মন্তব্যসমূহ ছাপিয়েছে।

সোভিয়েতের জননেতাদের সম্পর্কে বুর্জোয়া এবং আধা-বুর্জোয়া সংবাদপত্র-গুলির সমস্ত আবিষ্কৃত জিনিস পড়বার আমার সম্ভাবনাও নেই, অভিপ্রায়ও নেই এবং পুঁজিবাদী ও তাদের অধীন সাকরেদদের এই শেষতম মিথ্যা বর্ণনার দিকে কোন নজরই দিতাম না।

কিন্তু এই সমস্ত মিথ্যা মন্তব্য ছাপাবার একমাস পরে **দি নিউ লিডার** আমাকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে এই মর্মে অনুরোধ করেছে যে, 'আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য-বিবরণীতে আপনার ওপর আরোপিত জুলাই মাসে জিনোভিয়েভের সমস্ত কঠোর সমালোচনা সমর্থন ও অনুমোদন করুন।'

একটি মুখপত্র, যা নিজে আমার ভাষণ থেকে 'মন্তব্যসমূহ' জুয়াচুরি করে মিথ্যাভাবে ছাপিয়েছে এবং এখন নির্দোষিতার ভান করে এই সমস্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে, তার সাথে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানে রত হওয়া সম্ভব নয় বিবেচনা করে, আপনার সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই কথা বর্ণনা করতে দিতে আপনাকে অনুরোধ করছি যে, ১৪ই আগস্ট তারিখের **দি নিউ লিডার**-এ প্রকাশিত 'স্তালিনের মন্তব্যসমূহের'

ওপর রিপোর্টের, কি বিষয়বস্তুতে, রূপে অথবা সুরে, সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আমার ভাষণের সঙ্গে নিশ্চিতরূপে কিছু-মাত্র সম্পর্ক নেই এবং সেজন্য এই রিপোর্ট একটি পুরোদস্তুর এবং অজ্ঞ মিথ্যা বর্ণনা।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

২১.৯.২৬ জে. স্তালিন

রুশভাষায় এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত
১৯২৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২২০ নং
'দি ডেইলি ওয়ার্কার'-এ (শিকাগো, আমেরিকা)
একটি অনুবাদ ছাপা হয়

স্লেপকভের নিকট চিঠি

আমি আজ **প্রাভদায়** (সংখ্যা ২৩২, ৮ই অক্টোবর, ১৯২৬) আপনার **প্রবন্ধটি** পড়েছি। আমার মতে প্রবন্ধটি ভালই হয়েছে। কিন্তু এতে একটি **অংশ** আছে যা **ভুল** এবং গোটা ছবিটাই নষ্ট করে দিয়েছে!

আপনি লিখেছেন যে কেবলমাত্র একবৎসর আগে ট্রট্স্কি 'জোর দিয়ে বলছিলেন যে, কৃৎকৌশলের দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ আমাদের দেশে আমরা যে সমাজতন্ত্র গঠন করতে পারি, সে সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর কোন সন্দেহ থাকার প্রয়োজন নেই, বলছিলেন যে, আমাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ নিয়ে নেপ্-এর কর্মনীতিতে আমরা আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক উপাদান-সমূহের **বিজয়ী অগ্রগতি** নিশ্চিত করতে পারি।' আরও, আপনি স্মিলগার তত্ত্বমূলক এই বিবৃতিটির বিপরীতে রেখেছেন—স্মিলগার বক্তব্য হল, 'কৃৎ-কৌশলের দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ আমাদের দেশে, **সম্পূর্ণরূপে** সমাজতন্ত্র **গড়ে তোলা** অসম্ভব।' এবং আপনি দৃঢ়তা সহকারে বলছেন যে এই বিষয়ে স্মিলগা এবং ট্রট্স্কি পরস্পর পরস্পরের বিরোধিতা করছেন।

নিঃসন্দেহে, তা সত্য নয়, কেননা এখানে কোন বিরোধিতা নেই।

প্রথমতঃ, এ পর্যন্ত ট্রট্স্কি কখনো বলেননি—না **সমাজতন্ত্র অথবা পুঁজিবাদের অভিমুখে?** নামক তাঁর পুস্তিকায়, না তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিতে —যে, কৃৎকৌশলের দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ আমাদের দেশে আমরা **সম্পূর্ণরূপে** সমাজতন্ত্র **গড়ে তুলতে** পারি। সমাজতন্ত্র **গড়ে তোলা** এবং **সম্পূর্ণরূপে** সমাজতন্ত্র **গড়ে তোলা** দুটি ভিন্ন জিনিস। কি জিনোভিয়েভ, কি কামেনেভ, কেউই অস্বীকার করেন না বা কখনো অস্বীকার করেননি যে, আমরা আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র **গড়ে তোলা শুরু** করতে পারি, কেননা আমাদের দেশে যে **সমাজতন্ত্র** গড়ে তোলা হচ্ছে এই স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর তথ্য অস্বীকার করা হবে নিছক ডাহা মূর্খামি। কিন্তু তাঁরা যুক্তিরূপে উপস্থাপিত এই বিষয়টি জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেন যে, আমরা **সম্পূর্ণরূপে** সমাজতন্ত্র **গড়ে তুলতে** পারি। এই বিষয়ে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, ট্রট্স্কি, স্মিলগা এবং অবশিষ্টেরা লেনিনের যুক্তিরূপে উপস্থাপিত এই প্রবন্ধটির অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে

ঐক্যবদ্ধ যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারি এবং একটি **সম্পূর্ণরূপে** সমাজতান্ত্রিক সমাজ **গড়ে তুলতে** পারি এবং **একটি সম্পূর্ণরূপে** সমাজতান্ত্রিক সমাজ **গড়ে তোলবার** পক্ষে যা সব প্রয়োজন,[৭৪] তা আমাদের আছে। তাঁরা তাঁদের এই বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ যে, ইউরোপের সংখ্যাগুরু দেশ-গুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের ঘটনায় একমাত্র 'একটি **সম্পূর্ণরূপে** সমাজতান্ত্রিক সমাজ **গড়ে তোলা**' সম্ভব হবে। সুতরাং, আমাদের দেশে **সম্পূর্ণরূপে** সমাজতন্ত্র **গড়ে তোলার** প্রশ্ন সম্পর্কে ট্রট্স্কিকে শ্লিলগার বিপরীতে দাঁড় করানো সম্পূর্ণরূপে ভুল।

দ্বিতীয়তঃ, যথাযথভাবে বলতে গেলে বলা আবশ্যক যে ট্রট্স্কি কখনো বলেননি, 'কৃৎকৌশলের দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ আমাদের দেশে···আমাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ নিয়ে নেপ্-এর কর্মনীতিতে আমরা আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহের **বিজয়ী অগ্রগতি** নিশ্চিত করতে পারি।' 'ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক সঙ্গীতধ্বনি' সম্পর্কে ট্রট্স্কির শব্দসমষ্টি আমাদের দেশে **সাফল্যের সঙ্গে** সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্পর্কে প্রশ্নের হাঁ সূচক জবাব দেবার ক্ষেত্রে একটি শূন্যগর্ভ কূটনৈতিক এড়ানোর প্রচেষ্টা। ট্রট্স্কি এখানে প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন, আর আপনি তাঁর এই এড়ানোর প্রচেষ্টাকে তার বাহ্যিক মূল্যে গ্রহণ করছেন। ট্রট্স্কির আর একটি শব্দসমষ্টি যে—'আমাদের অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি যতদূর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট, ততদূর পর্যন্ত কোন বিস্ময়কে আশংকা করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না'—এটি প্রশ্নের কোন জবাব নয় বরং কাপুরুষোচিত ধরনে প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করা। ট্রট্স্কি বলতে পারেন, আমরা সমাজতন্ত্রের অভিমুখে **অগ্রসর হচ্ছি।** কিন্তু তিনি তা কখনো বলেননি, এবং যতক্ষণ তিনি তাঁর বর্তমান অবস্থান আঁকড়ে ধরে থাকবেন, ততক্ষণ তিনি বলবেন না যে, 'আমাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ নিয়ে নেপ্-এর কর্মনীতিতে আমরা আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহের বিজয়ী অগ্রগতি নিশ্চিত করতে **পারি**', বলবেন না যে, সুতরাং, প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক বিজয় ব্যতিরেকেই আমরা সমাজতন্ত্রে **পৌঁছাতে পারি।** পক্ষান্তরে আপনি ট্রট্স্কির ওপর যা আরোপ করছেন, ট্রট্স্কি তার বিপরীতটিই বারবার বলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেন্দ্রীয় কমিটির এপ্রিল প্লেনামে (১৯২৬) তাঁর ভাষণ স্মরণ করুন, যেখানে তিনি আমাদের দেশে সেই অর্থনৈতিক অগ্রগতি,

যা সমাজতন্ত্রের সফল গঠনে অপরিহার্য, তার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছিলেন।

সেইহেতু, এ থেকে এটাই অনুসরণ করে যে আপনি অনিচ্ছাকৃতভাবে ট্রট্স্কির দোষ ঢাকার চেষ্টা করেছেন; বলতে গেলে, আপনি তাঁর কুৎসা করেছেন।

৮ই অক্টোবর, ১৯২৬ জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

আন্তঃপার্টি সংগ্রাম প্রশমিত করার উপায়সমূহ

(সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর
একটি সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা, ১১ই অক্টোবর, ১৯২৬)

আমরা যদি গৌণ বিষয়গুলি সরিয়ে রাখি, তাহলে আমরা সোজাসুজি বিষয়টির জটিলতার মধ্যে এসে যেতে পারি।

বিতর্কটা কি নিয়ে? বিতর্কটা হল আন্তঃপার্টি সংগ্রামের ফলাফলসমূহ নিয়ে, যাতে বিরোধীরা পরাজয় বরণ করেছেন। আমরা কেন্দ্রীয় কমিটি নয়, বিরোধীরাই সংগ্রাম চালু করেন। আলোচনা থেকে বিরোধীদের বিরত করতে কেন্দ্রীয় কমিটি কয়েকবার চেষ্টা করেছিল। এপ্রিলের প্লেনামে এবং জুলাইয়ের প্লেনামে, কেন্দ্রীয় কমিটি চেষ্টা করে তাঁদের সারা-ইউনিয়ন আলোচনা চালু করতে বিরত হবার জন্য, কেননা এরূপ আলোচনা সংগ্রামকে তীব্র করবে, একটি ভাঙনের বিপদকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং অন্ততঃ কয়েক মাসের জন্য আমাদের পার্টি এবং সরকারী সংস্থাগুলির গঠনমূলক কাজের গতিবেগ হ্রাস করাবে।

সংক্ষেপে, বিরোধীদের দ্বারা চালু করা সংগ্রামের ফলাফলসমূহের মোটামুটি পর্যালোচনা আমাদের করতে হবে এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত টানতে হবে।

এটি সন্দেহাতীত যে, বিরোধীরা কঠোর পরাজয় বরণ করেছেন। এটাও স্পষ্ট যে পার্টির সাধারণ স্তরের কর্মীদের মধ্যে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বেড়ে চলেছে। এখন প্রশ্ন হল, বিরোধী নেতাদের আমরা কি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য থাকতে দিতে পারি বা পারি না? এটাই হল এখন মুখ্য প্রশ্ন। যে লোকেরা শ্লায়াপনিকভ এবং মেদভেদইয়েভকে সমর্থন করেন তাঁরা আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকবেন, এটা মেনে নেওয়া শক্ত। যে লোকেরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে রুথ ফিশার, আরবানস এবং এই ধরনের লোকদের সংগ্রামকে সমর্থন করেন, তাঁরা আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকবেন, এটাও মেনে নেওয়া শক্ত।

বিরোধী নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকবেন এটা কি আমরা চাই? আমি মনে করি, আমরা চাই। কিন্তু যদি তাঁদের তা থাকতে হয়, তাহলে

অবশ্যই তাঁদের উপদল ভেঙে দিতে হবে, ভুল স্বীকার করতে হবে এবং আমাদের পার্টির ভেতরের ও বাইরের নির্লজ্জ সুবিধাবাদীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। বিরোধীরা যদি পার্টিতে শান্তি চান, তাহলে তাঁদের অবশ্যই এই সমস্ত শর্ত মেনে নিতে হবে।

আমাদের শর্তগুলি কি কি?

প্রথম বিষয়টি হল যে, তাঁদের অবশ্যই প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, তাঁরা পার্টি সংস্থাগুলির সিদ্ধান্তসমূহ অকপটে মেনে চলবেন। আপাতঃদৃষ্টিতে, এই বিষয়টিতে বিরোধীদের পক্ষে কোন বিশেষ আপত্তি থাকার কথা নয়। পুরানো দিনগুলিতে আমাদের, বলশেভিকদের মধ্যে এই রীতি থাকত যে, যদি পার্টির একটি অংশ নিজেকে সংখ্যালঘু অংশ হিসেবে পরিণত হতে দেখে, তাহলে সেই অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সিদ্ধান্ত শুধু মেনে নিত না, তা পার্টির সিদ্ধান্তসমূহের সমর্থনে এমনকি প্রকাশ্যে বক্তৃতাও করত। ঠিক এখনই আপনাদের নিকট থেকে এটি আমরা দাবি করছি না, দাবি করছি না যে, যে নীতি ও মনোভাব আপনারা নীতিগতভাবে মেনে নেন না, তার সমর্থনে আপনারা বক্তৃতা করুন। আমরা এটা দাবি করছি না এইজন্য যে, আপনাদের কঠিন অবস্থানে আমরা আপনাদের জন্য বিষয়গুলি সহজতর করতে চাই।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, বিরোধীদের অবশ্যই প্রকাশ্যে স্বীকার করতে হবে যে তাঁদের উপদলীয় কর্মতৎপরতা ভুল এবং পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। কেননা তা কি সত্য নয়? এটা যদি ক্ষতিকর না হয়, তাহলে বিরোধীরা উপদলীয় কর্মতৎপরতা ত্যাগ করছেন কেন? তাঁরা তাঁদের উপদল ভেঙে দিতে চান, তাঁরা উপদলীয় কর্মতৎপরতা ত্যাগ করছেন, তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তাঁদের সমর্থক ও অনুবর্তীদের তাঁদের উপদলসমূহের সদস্যদের নির্দেশ দেবেন যে, তারা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করুক। কেন? স্পষ্টতঃ যেহেতু তাঁরা নীরবে স্বীকার করছেন যে, তাঁদের উপদলীয় কর্মতৎপরতা ভুল এবং অনুমতিদানের অযোগ্য। তবে কেন প্রকাশ্যভাবে তা বলবেন না তাঁরা? এইজন্যই আমরা দাবি করছি যে, বিরোধীরা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করুন সাম্প্রতিককালে তাঁরা যে উপদলীয় কর্মতৎপরতা চালিয়েছিলেন, তা ছিল ভুল এবং অনুমতিদানের অযোগ্য।

তৃতীয় বিষয়টি হল, তাঁরা অবশ্যই অস্সোভস্কাই, মেদভেদইয়েভ প্রভৃতি ও তাদের সম-মনোভাবাপন্ন লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। আমার

মতে, এই দাবি হল নিশ্চিতরূপে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিগতভাবে, আমি এখন কল্পনাই করতে পারি না, কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যেরা অস্সোভস্কাই, যাকে বহিষ্কার করার বিরুদ্ধে বিরোধীরা ভোট দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে অথবা মেদভেদইয়েভ, অথবা শ্লায়াপনিকভের সঙ্গে একটি ব্লক চালিয়ে যাবেন। আমরা চাই বিরোধীরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। এতে আমাদের পার্টিতে শান্তির উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সহজতর হবে।

চতুর্থ বিষয়টি হল, বিরোধীরা অবশ্যই কর্শ, মাস্‌লো, রুথ ফিশার, আর-বানস, ওয়েবার এবং অবশিষ্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। প্রথমতঃ, এইজন্য যে এইসব লোকজন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, সি. পি. এস. ইউ. (বি) এবং আমাদের সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুণ্ডাসুলভ আন্দোলন চালাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু এই তথাকথিত 'অতি-বামপন্থীদের', কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে সুবিধা-বাদী উপদলের নেতারা—মাস্‌লো এবং রুথ ফিশার—পার্টি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তৃতীয়তঃ, তারা সকলেই সি. পি. এস. ইউ (বি)-র বিরোধীদের আঁকড়ে ধরে আছে এবং তাদের সাথে সংহতি ঘোষণা করে। বিরোধীরা যত শীঘ্র এইসব আবর্জনাতুল্য অংশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তত শীঘ্র বিরোধীদের এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষে অবস্থা আরও ভাল হবে।

শেষতম বিষয়টি হল, বিরোধীরা অবশ্যই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের লাইনের বিরুদ্ধে উপদলীয় সংগ্রামকে সমর্থন করবে না, যা কিনা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশসমূহের মধ্যে বিভিন্ন সুবিধাবাদী গোষ্ঠী চালিয়ে যাচ্ছে।

এগুলিই হল সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির শর্তসমূহ।

এখন বিরোধীরা যে সমস্ত শর্ত উপস্থাপিত করেছেন সেগুলি সম্পর্কে।

বিরোধীরা দাবি করছেন যে কেন্দ্রীয় কমিটি চারটি বিষয় সম্পাদন করবে।

প্রথম বিষয়। 'চতুর্দশ কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহ এবং পার্টির পরবর্তী সিদ্ধান্ত-গুলি হাঁ-ধর্মী ধরনে পরিচালিত করতে হবে, তাতে যারা পৃথকভাবে চিন্তা করে, তাদের মেনশেভিকবাদ প্রভৃতির দায়ে অভিযুক্ত করা যাবে না।' এই বিষয়টিকে কিভাবে বুঝতে হবে? বিরোধীরা যদি এই প্রস্তাব দিতে চায় যে, কেন্দ্রীয় কমিটি বিরোধীদের বিরুদ্ধে তার প্রচারের তীব্রতা এমনভাবে হ্রাস করবে যে, কমিটি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিরোধীদের ভুলগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত তার নীতিভিত্তিক কর্মনীতি—সি. পি. এস. ইউ (বি)-র আসন্ন পঞ্চদশ

সম্মেলনে—স্পষ্টভাবে তুলে ধরা থেকে বিরত হবে, তাহলে তা এমন একটা কিছু যা আমরা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু তা যদি সমালোচনার সুরের বিষয় হয়, তাহলে তা কমবেশি কোমলতর করা যায়। বিরোধীদের নীতি-সংক্রান্ত ভুলসমূহের সমালোচনা সম্পর্কে, এই সমালোচনা অবশ্যই নিশ্চিতরূপে পুরোবেগে চলবে, কেননা বিরোধীরা তাঁদের নীতিভিত্তিক ভুলগুলি বাতিল করতে অস্বীকার করেন।

দ্বিতীয় বিষয় হল, তাঁদের পার্টি-ইউনিটসমূহে তাঁদের মতামত তুলে ধরার অধিকার সম্পর্কে। এই দাবি হল অপ্রয়োজনীয়, কেননা তা সব সময়ে পার্টি-সদস্যদের ছিল এবং এখনো তাই আছে। যে-কেউ পার্টি ইউনিটে তাঁর মতামত তুলে ধরতে পারেন এবং তাঁর তা তুলে ধরা উচিত, কিন্তু তা এমনভাবে করতে হবে যাতে আলোচ্য বিষয়ের ব্যবসায়িক সমালোচনা একটি সারা-ইউনিয়ন আলোচনায় পরিণত না হয়।

তৃতীয় বিষয় হল, যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে, তাদের ঘটনাগুলির পুনর্বিবেচনা করা হোক। লোকজনকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করার কোন অভিপ্রায় কেন্দ্রীয় কমিটির নেই। যখন কোন বিকল্প থাকে না, তখনই বহিষ্কারের পদ্ধতি নেওয়া হয়। স্মার্নভের কথা ধরুন—তাঁকে কয়েকবার সতর্ক করে দেওয়া হয়, এবং কেবলমাত্র তারপরে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। যদি তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর ভুলগুলি উপলব্ধি করেছেন, তিনি যদি নিজেকে আনুগত্য সহকারে পরিচালনা করেন, তাহলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সিদ্ধান্তের রদবদল করা যেতে পারে। কিন্তু অনুগত ভাবে কাজ করা, তাঁর ভুলগুলি স্বীকার করা দূরে থাক, তিনি তাঁর বিবৃতিতে পার্টির ওপর কাদা ছুঁড়েছেন। স্পষ্টতঃই, যখন তিনি এভাবে আচরণ করছেন, তখন তাঁর ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে না।

সাধারণভাবে, পার্টি থেকে যাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে, কিন্তু যাঁরা তাঁদের ভুল স্বীকার করেন না, তাঁদের সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পার্টি তা পুনর্বিবেচনা করতে পারে না।

চতুর্থ বিষয় হল, 'কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে, পার্টির সম্মুখে তাঁদের মতামত উপস্থাপিত করার জন্য বিরোধীদের অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে।' স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই বিরোধীদের এই অধিকার আছে। বিরোধীরা এটা না জেনে পারেন না যে, নিয়মাবলী একটি পার্টি কংগ্রেসের পূর্বে একটি আলোচনার

কাগজ প্রচার করার কর্তব্য কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর আরোপ করে। সেইহেতু, বিরোধীদের দাবিকে একটি দাবি বলা যেতে পারে না, কেননা কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি কংগ্রেসের পূর্বে একটি আলোচনার কাগজ প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না।

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

সি. পি. এস. ইউ (বি)-তে বিরোধী ব্লক

(সি. পি. এস. ইউ (বি)-র পঞ্চদশ সারা-ইউনিয়ন
সম্মেলনের জন্য প্রবন্ধসমূহ ; সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত
এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয়
কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত৭৫)

বর্তমান সময়পর্বের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল, একদিকে আমাদের দেশ এবং পুঁজিবাদী দেশসমূহের মধ্যে সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি, অন্যদিকে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক অংশ এবং পুঁজিবাদী অংশসমূহের মধ্যে সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি।

যখন অর্থনৈতিকভাবে আমাদের দেশকে পরিবেষ্টন করা, রাজনৈতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করা, একটি গুপ্ত সামরিক অবরোধ স্থাপন করা, এবং সর্বশেষে, পাশ্চাত্যে সংগ্রামরত শ্রমিকদের এবং প্রাচ্যে নিপীড়িত জাতিসমূহের প্রতি ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকদের সাহায্যদানের জন্য পুরোদস্তুর জোরপূর্বক প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশ্বপুঁজির প্রচেষ্টাসমূহ বহিরঙ্গ প্রণালীর অসুবিধারাজি সৃষ্টি করছে, তখন এই ঘটনা যে আমাদের দেশ পুনরুজ্জীবনের সময়পর্ব থেকে নতুন কৃৎকৌশলগত ভিত্তিতে শিল্পের পুনর্গঠনের সময়পর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তার পরিণতি স্বরূপ আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজি এবং সমাজতান্ত্রিক অংশসমূহের মধ্যে সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি একটি আভ্যন্তরীণ প্রণালীর অসুবিধারাজি সৃষ্টি করছে।

পার্টি এই সমস্ত অসুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং সেগুলি অতিক্রম করতে পার্টি সক্ষম। বিরাট ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্যে পার্টি ইতিমধ্যে অসুবিধাগুলি অতিক্রম করছে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে পথ ধরে পার্টি দেশকে আস্থাসহকারে পরিচালিত করছে। কিন্তু আমাদের পার্টির সমস্ত অংশ আরও উন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে না। আমাদের পার্টিতে এমন সব অংশ আছে —সত্য বটে সংখ্যার দিক থেকে তারা ক্ষুদ্র—যেগুলি অসুবিধারাজির দ্বারা আতংকিত হয়ে ক্লান্তি ও দোদুল্যমানতার শিকার হয়, হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে নিরাশাবাদের একটি মনোভাব অনুশীলন করে, শ্রমিকশ্রেণীর সৃজনশীল

ক্ষমতাসমূহ সম্পর্কে অবিশ্বাস দ্বারা সংক্রামিত হয় এবং আত্মসমর্পণমূলক একটা মনোভাব ধারণ করতে যায়।

"এই অর্থে, বর্তমান সময়কালের আমূল পরিবর্তন ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের আমূল পরিবর্তনের সময়পর্বের কথা কিছুটা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে, তখন যেমন জটিল পরিস্থিতি এবং বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে উত্তরণ পার্টির একটি অংশের মধ্যে দোদুল্যমানতা, পরাভবের মনোভাব, শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল এবং তা বজায় রাখা সম্পর্কে অবিশ্বাসের (কামেনেভ, জিনোভিয়েভ) জন্ম দিয়েছিল, ঠিক তেমনি এখন, আমূল পরিবর্তনের বর্তমান সময়পর্বে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণযজ্ঞের নতুন পর্যায়ে উত্তরণের অসুবিধাগুলি আমাদের পার্টির কোন কোন চক্রে দোদুল্যমানতা, পুঁজিবাদী অংশসমূহের ওপর আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক অংশসমূহের বিজয়লাভের সম্ভাবনায় অবিশ্বাস এবং ইউ. এস. এস. আর-এ সফলভাবে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনায় অবিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছে।

বিরোধী ব্লক হল আমাদের পার্টির এক অংশের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে হতাশাবাদ এবং পরাজয়ের মনোভাবের অভিব্যক্তি।

পার্টি এই অসুবিধাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং সেগুলি অতিক্রম করতে সক্ষম। কিন্তু এইসব অসুবিধাগুলির সঙ্গে সফলভাবে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে, সর্বোপরি, প্রয়োজন হল এই যে, আমাদের পার্টির এক অংশের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে হতাশাবাদ ও পরাভবের মনোভাবকে পরাজিত করা।

বিরোধী ব্লক ১৯২৬ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখের তার বিবৃতিতে উপদলীয়তার মনোভাব ত্যাগ করেছে এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)-র ভেতরের ও বাইরের প্রকাশ্য মেনশেভিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে; কিন্তু একই সঙ্গে এই ব্লক ঘোষণা করেছে যে, নীতির ক্ষেত্রে তা তার আগেকার মনোভাব বজায় রাখছে, নীতির বিষয়গুলিতে তা তার ভুলগুলি পরিত্যাগ করছে না এবং পার্টি নিয়মবিধির অনুমত সীমাসমূহের মধ্যে তা এই সমস্ত ভ্রান্ত মতামত রক্ষা করবে।

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, বিরোধী ব্লক পার্টির মধ্যে হতাশাবাদ ও পরাভবের একটি মনোভাব অনুশীলন করা চালিয়ে যেতে চায়, চালিয়ে যেতে চায় পার্টির ভেতর তার ভ্রান্ত মতামতগুলির প্রচার।

এই কারণে, পার্টির আশু কর্তব্যকাজ হল, বিরোধী ব্লকের মূল মতামতের

নীতির ক্ষেত্রে অসমর্থনীয়তা উদ্‌ঘাটিত করা, এটা স্পষ্ট করে তোলা যে তাদের মূল মতামতগুলি লেনিনবাদের নীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এবং নীতিগত বিষয়সমূহে বিরোধী ব্লকের ভ্রান্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করার জন্য তার এই ভ্রান্তিগুলির বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়পণ মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

১। আমাদের বিপ্লবের চরিত্র এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎসমূহের মূল প্রশ্নে 'নয়া বিরোধী-শক্তির' ট্রট্স্কিবাদে অতিক্রমণ

পার্টি এই মত পোষণ করে যে, অক্টোবর বিপ্লব শুধু একটি সংকেত, একটি আবেগ, পশ্চিমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য একটি ভিন্ন পথে গমনের বিষয় নয়, কিন্তু এই মত পোষণ করে যে অক্টোবর বিপ্লব, প্রথমতঃ, বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের অধিকতর অগ্রগতির একটি ঘাঁটি এবং, দ্বিতীয়তঃ, তা ইউ. এস. এস. আর-এ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটি সময়পর্বের অগ্রদূত (শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব), যে সময়ে শ্রমিকশ্রেণী যদি কৃষকসমাজের প্রতি একটি সঠিক নীতি অনুসরণ করে তাহলে তা একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ সফলভাবে গড়ে তুলতে পারে এবং গড়ে তুলবে, অবশ্য যদি, একদিকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তি এবং অন্যদিকে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ থেকে ইউ. এস. এস. আরকে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট বিশাল হয়।

ট্রট্স্কিবাদ আমাদের বিপ্লবের চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক মত পোষণ করে। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে ট্রট্স্কি-পন্থীদের পার্টির সাথে একত্রে অভিযান করার ঘটনা সত্ত্বেও, তারা এই মত পোষণ করত এবং এখনো করে যে, **নিজের মধ্যেই** এবং **তার যথাযথ প্রকৃতিতে** আমাদের বিপ্লব একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়; এই মত পোষণ করে যে, অক্টোবর বিপ্লব **মাত্র** একটি সংকেত, একটি আবেগ, পাশ্চাত্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য একটি ভিন্নপথে গমনের বিষয়; এই মত পোষণ করে যে, যদি বিশ্ব-বিপ্লব বিলম্বিত হয় এবং পাশ্চাত্যে একটি বিজয়ী সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব যদি খুব নিকট ভবিষ্যতে না ঘটে, তাহলে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষসমূহের আঘাতে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা পরাভূত বা অধঃপতিত (যে দুটি একই কথা) হতে বাধ্য হবে।

যেখানে অক্টোবর বিপ্লব সংগঠিত করার সময় পার্টি এই মত পোষণ করত যে, 'প্রথমতঃ কয়েকটি অথবা পৃথকভাবে গৃহীত এমনকি একটি পুঁজিবাদী দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব' এবং 'সেই দেশের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদীদের সম্পত্তিচ্যুত এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করে' এবং 'তার উদ্দেশ্যের দিকে অন্যান্য দেশসমূহের নিপীড়িত শ্রেণীসমূহকে আকর্ষণ করে, সেইসব দেশে পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের উদ্ভব ঘটিয়ে এবং প্রয়োজনের ঘটনায় শোষকশ্রেণীসমূহ এবং তাদের রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এমনকি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে এসে অবশিষ্ট বিশ্ব, পুঁজিবাদী বিশ্বের **বিরুদ্ধে** উঠে দাঁড়াতে পারে এবং তাদের উঠে দাঁড়ানো উচিত' (লেনিন, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২-২৩৩)। সেখানে, পক্ষান্তরে, ট্রট্স্কিপন্থীরা, যদিও অক্টোবরের সময়-কালে বলশেভিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, তারা এই মত পোষণ করত যে, 'এটা মনে করা অনর্থক হবে…যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বিপ্লবী রাশিয়া একটি রক্ষণশীল ইউরোপের বিরুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করে টিকে থাকতে পারে' (ট্রট্স্কি, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৯০, **শান্তির কর্মসূচী**, ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত)।

যেখানে, আমাদের পার্টি এই মত পোষণ করে যে, 'একটি সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলবার পক্ষে' 'যা কিছু প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত', সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অধিকারী (লেনিন, **সমবায় প্রসঙ্গে**), সেখানে ট্রট্স্কিপন্থীরা, পক্ষান্তরে, এই মত পোষণ করে যে, 'প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের পরেই কেবলমাত্র রাশিয়ায় একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর হবে' (ট্রট্স্কি, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৯৩, **শান্তির কর্মসূচীতে** ১৯২২ সালে লেখা 'পুনশ্চ')।

যেখানে আমাদের পার্টি এই মত পোষণ করে যে, 'কৃষকসমাজের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কসমূহের দশ কিংবা বিশ বছর, এবং বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিজয় সুনিশ্চিত' (লেনিন, **পণ্যের মাধ্যমে কর** পুস্তিকাটির পরিকল্পনা),[৭৬] সেখানে ট্রট্স্কি-পন্থীরা, পক্ষান্তরে এই মত পোষণ করে যে, বিশ্ব-বিপ্লবের বিজয় না ঘটা পর্যন্ত কৃষকসমাজের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সঠিক সম্পর্ক থাকতে পারে না; এই মত পোষণ করে যে, ক্ষমতা দখল করে শ্রমিকশ্রেণী 'যে বুর্জোয়া গোষ্ঠীসমূহ বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম পর্যায়গুলিতে শ্রমিকশ্রেণীকে সমর্থন করেছিল, শুধু তাদের সকলের সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ সংঘর্ষেই আসবে না বরং যে কৃষকসমাজের সাহায্য

নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, তার বিরাট ব্যাপক কৃষক-সাধারণের সঙ্গেও তা শত্রুতাপূর্ণ সংঘর্ষে আসবে', এই মত পোষণ করে যে, 'অত্যধিক পরিমাণে কৃষক-জনগণ কর্তৃক অধ্যুষিত একটি পশ্চাদ্‌পদ দেশে একটি শ্রমিকদের সরকারের অবস্থানে বিরোধিতাসমূহের সমাধান কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক পরিধিতে, বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের রণক্ষেত্রে, সম্ভব হতে পারে' (ট্রট্‌স্কি, তাঁর পুস্তক, **১৯০৫ সাল**-এর ১৯২২ সালে লেখা 'ভূমিকায়')।

সম্মেলন উল্লেখ করছে যে, আমাদের বিপ্লবের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলির মূল প্রশ্নে ট্রট্‌স্কি ও তাঁর অনুগামীদের মতামত আমাদের পার্টির মতামতের, লেনিনবাদের সম্পূর্ণরূপে বিরোধী।

সম্মেলন মনে করে যে, এই সমস্ত মতামত—বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের আরও অগ্রগতির জন্য ঘাঁটি হিসেবে আমাদের বিপ্লবের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও গুরুত্বকে যথাসম্ভব কম করে হিসেবে ধরা, এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সোভিয়েতের শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় সংকল্প দুর্বল করার উদ্দেশ্যে চালিত হওয়া এবং তজ্জন্য আন্তর্জাতিক বিপ্লবের শক্তিসমূহকে বন্ধনমুক্ত করা প্রতিহত করার সহায়ক হওয়া—তদ্দ্বারা খাঁটি আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিসমূহ এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মূল নীতির বিরোধী হয়।

সম্মেলন মনে করে যে, ট্রট্‌স্কি এবং তাঁর অনুগামীদের এই সমস্ত মতামত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মতামতের সরাসরি সন্নিকটবর্তী, যেসবের প্রতীক হল তার বর্তমান নেতা অটো বওয়ারের মতামত—অটো বওয়ার দৃঢ়তা সহকারে বলেন, 'রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী জাতির একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশমাত্র, তা তার শাসন শুধুমাত্র সাময়িকভাবে বজায় রাখতে পারে', বলেন, 'যত শীঘ্র ব্যাপক কৃষকসাধারণ তাদের নিজেদের হাতে ক্ষমতা দখল করে নেবার পক্ষে সাংস্কৃতিক দিক থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে, তত শীঘ্র এই ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশ তার শাসন হারাবে', বলেন, 'কৃষিপ্রধান রাশিয়ায় শিল্পগত সমাজতন্ত্রের সাময়িক শাসন হল শিল্পপ্রধান পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামে আহ্বান করছে এমন একটি সংকেত মাত্র', এবং বলেন, 'শিল্পপ্রধান পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হলেই মাত্র' রাশিয়ায় 'শিল্পগত সমাজতন্ত্রের শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে' (জার্মান ভাষায় লেখা, অটো বওয়ারের **বলশেভিকবাদ, না সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি?** দেখুন)।

সেইহেতু সম্মেলন ট্রট্‌স্কি এবং তাঁর অনুগামীদের এই সমস্ত মতামতকে

আমাদের বিপ্লবের চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের মূল প্রশ্নে আমাদের পার্টিতে একটি **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি** হিসেবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে।

চতুর্দশ কংগ্রেসের পর থেকে (যা 'নয়া বিরোধীশক্তির' মূল মতামতকে নিন্দাবাদ করেছিল) আন্তঃপার্টি সম্পর্কসমূহের বিকাশে প্রধান ঘটনা হল, 'নয়া বিরোধীশক্তি (জিনোভিয়েভ, কামেনেভ) যা পূর্বে ট্রট্স্কিবাদ, আমাদের পার্টিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তা এখন ট্রট্স্কিবাদের মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, পার্টির পক্ষে সার্বজনীন নীতি ও মনোভাবসমূহ, যেগুলি তা পূর্বেই আঁকড়ে ধরেছিল, তা এখন সেগুলিকে ট্রট্স্কিবাদের কাছে সমগ্রভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছে এবং পূর্বে যতখানি আগ্রহ নিয়ে তা ট্রট্স্কিবাদের **বিরুদ্ধে** দাঁড়াত, ততখানি আগ্রহ নিয়ে তা এখন ট্রট্স্কিবাদের **পক্ষে** দাঁড়াচ্ছে।

'নয়া বিরোধীশক্তির' ট্রট্স্কিবাদের দিকে অতিক্রমণ দুটি প্রধান ঘটনার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে:

(ক) আমূল পরিবর্তনের বর্তমান সময়পর্বের নতুন অসুবিধাসমূহের মুখোমুখি হওয়ায় 'নয়া বিরোধীশক্তির' অনুগামীদের মধ্যে ক্লান্তি, দোদুল্যমানতা, হতাশাবাদ ও পরাজয়ের মনোভাব, যেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর স্বভাবগত নয়; অধিকন্তু কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের বর্তমান দোদুল্যমানতা এবং পরাজয়ের মনোভাব আকস্মিকভাবে ঘটেনি, এগুলি হল তাঁদের সেই দোদুল্যমানতা এবং হতাশাবাদের পুনরাবৃত্তি, পুনঃসংঘটন, যেগুলি ৯ বছর আগে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে, আমূল পরিবর্তনের সেই সময়কালের অসুবিধাসমূহের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা দেখিয়েছিলেন।

(খ) চতুর্দশ কংগ্রেসে 'নয়া বিরোধীশক্তির' সম্পূর্ণ পরাজয় এবং তার ফলে ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে যে-কোন মূল্যে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা, যাতে দুটি গোষ্ঠীকে—ট্রট্স্কিপন্থী এবং 'নয়া বিরোধীশক্তি'—সংযুক্ত করে এই গোষ্ঠীগুলির দুর্বলতার এবং ব্যাপক শ্রমিকসাধারণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতার ক্ষতিপূরণ করা যায়, আরও বেশি এই কারণে যে, ট্রট্স্কিবাদের আদর্শগত মতামত 'নয়া বিরোধীশক্তির' হতাশাবাদের বর্তমান মনোভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে খাপ খেয়েছে।

এর ওপর এই ঘটনাও অবশ্য আরোপ করতে হবে যে পার্টি এবং কমিউনিস্ট

আন্তর্জাতিক দ্বারা নিন্দিত সি. পি. এস. ইউ (বি)-র ভেতরের এবং বাইরের বিবিধ দেউলিয়া ঝোঁকের পক্ষে বিরোধী ব্লক একটি সমবেত কন্নার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে—সি. পি. এস. ইউ (বি)-তে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাবাদীরা'[৭৭] এবং 'শ্রমিকদের বিরোধী সংঘ' থেকে জার্মানিতে 'অতি-বামপন্থী' সুবিধাবাদী এবং ফ্রান্সে সৌভরিন রকমের[৭৮] বিলুপ্তিবাদীরা পর্যন্ত।

সেইজন্য উপায়সমূহের নির্বাচনে ন্যায়-অন্যায় বিচারহীনতা এবং নীতির ক্ষেত্রে সুনীতিহীনতা যা ট্রট্স্কিপন্থী এবং 'নয়া বিরোধীশক্তির' ব্লকের ভিত্তি রচনা করে এবং যা ব্যতিরেকে তারা এইসব বিভিন্ন পার্টি-বিরোধী ঝোঁককে একত্রিত করতে পারত না। এইভাবে একদিকে ট্রট্স্কিপন্থীরা এবং অন্যদিকে 'নয়া বিরোধীশক্তি' পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি এবং বিভিন্ন পার্টি-বিরোধী অংশসমূহের নীতি বিবর্জিত ঐক্যের একটি সাধারণ মঞ্চে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকরূপে তাদের শক্তিসমূহকে মিলিত করে এবং তার দ্বারা একটি বিরোধী ব্লক গঠন করে যা—একটি নতুন আকারে—আগস্ট ব্লক (১৯১২-১৪)-এর পুনঃসংঘটনের অনুরূপ।

২। বিরোধী ব্লকের বাস্তব কর্মসূচী

বিরোধী ব্লকের বাস্তব কর্মসূচী আমাদের বিপ্লবের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের প্রশ্নে এই ব্লকের মূলগত ভুলের একটি প্রত্যক্ষ পরিণতি।

বিরোধী ব্লকের বাস্তব কর্মসূচীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নোক্ত দফাগুলিতে মোটামুটি বর্ণনা করা যেতে পারে :

(ক) **আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিষয়সমূহ।** পার্টি এই মত পোষণ করে যে, শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি, মোটের ওপর, আংশিক, সাময়িক সুস্থিতির অবস্থায় রয়েছে; বর্তমান সময়কাল হল আসন্ন বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে প্রস্তুত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে, একটি আন্তঃবৈপ্লবিক সময়কাল; সুস্থিতিকে সংহত করার ব্যর্থ চেষ্টায় পুঁজি কর্তৃক পরিচালিত আক্রমণ শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে একটি সাদৃশ্যযুক্ত সংগ্রাম উদ্ভূত না করে, তার শক্তিগুলিকে পুঁজির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না করে পারে না; শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি অবশ্যই এই তীব্রতাবৃদ্ধিকর শ্রেণী-সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করবে এবং পুঁজির আক্রমণসমূহকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি-আক্রমণে পরিণত করবে; এই সমস্ত

লক্ষ্য অর্জনে শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট ব্যাপক অংশ যারা এখনো সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আঁকড়ে ধরে আছে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলি অবশ্যই তাদের নিজেদের দিকে জয় করে আনবে; সেইহেতু যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং বাধ্যতামূলক।

বিরোধী ব্লক সম্পূর্ণরূপে পৃথক ক্ষেত্র থেকে অগ্রসর হয়। আমাদের বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের ওপর আস্থা না থাকায় এবং বিশ্ব-বিপ্লবের বিলম্বের জন্য হতাশাগ্রস্ত হয়ে, বিরোধী ব্লক বিপ্লবের শ্রেণী-শক্তিগুলির মার্কসীয় বিশ্লেষণের ভিত্তি থেকে পিছলে পড়ে 'অতি-বামপন্থী' আত্মপ্রতারণা এবং 'বিপ্লবী' হঠকারিতা নিয়ে গঠিত বিশ্লেষণের একটি ভিত্তিতে গিয়ে পড়ে; ব্লক পুঁজিবাদের আংশিক সুস্থিতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং, সেইহেতু, Putschism-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এইজন্য, যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল পুনঃপরীক্ষাপূর্বক সংশোধন এবং ইঙ্গ-রুশ কমিটি ভেঙে দেবার জন্য বিরোধী ব্লকের দাবি, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ভূমিকা উপলব্ধি করতে তার ব্যর্থতা এবং শেষোক্তগুলির বদলে তার নিজের আবিষ্কৃত নতুন নতুন 'বিপ্লবী' শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনসমূহ প্রতিস্থাপিত করার পক্ষে তার আহ্বান।

এইজন্য কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে 'অতি-বামপন্থী' বাগাড়ম্বরকারীদের এবং সুবিধাবাদীদের প্রতি বিরোধী ব্লকের সমর্থন (উদাহরণস্বরূপ, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে)।

সম্মেলন মনে করে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধী ব্লকের নীতি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(খ) **ইউ. এস. এস. আর এ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ।** পার্টি এই মত পোষণ করে যে 'একনায়কত্বের সর্বোচ্চ নীতি হল শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মৈত্রী বজায় রাখা যাতে শ্রমিকশ্রেণী তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারে রাখতে পারে' (লেনিন, ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৪৬০); অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণযজ্ঞের ক্ষেত্রে, শ্রমিকশ্রেণী কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক অংশের নেতা হতে পারে এবং নেতা হওয়া উচিত, ঠিক যেমন, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে বুর্জোয়াদের ক্ষমতা উৎখাত করায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষকসমাজের নেতা ছিল; দেশের শিল্পায়ন সম্পাদন করা যেতে পারে কেবলমাত্র যদি

কৃষকসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের (গরিব ও মাঝারি কৃষকগণ) বস্তুগত অবস্থাসমূহের ক্রমাগত উন্নতির ওপর তার ভিত্তি স্থাপিত হয়, গরিব ও মাঝারি কৃষকরাই আমাদের শিল্পের জন্য প্রধান বাজার গঠন করে এবং সেইজন্য, আমাদের অর্থনৈতিক নীতি (মূল্য নীতি, কর নীতি ইত্যাদি) অবশ্যই এরূপ হবে যা শিল্প এবং কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে বন্ধন জোরদার করে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক অংশের মধ্যে মৈত্রী বজায় রাখে।

বিরোধী ব্লক সম্পূর্ণরূপে পৃথক ক্ষেত্র থেকে অগ্রসর হয়। কৃষকদের প্রশ্নে লেনিনবাদের মৌলিক লাইন ত্যাগ করে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণযজ্ঞের কাজে শ্রমিকশ্রেণী কৃষকসমাজের নেতা হতে পারে এ কথা বিশ্বাস না করে এবং কৃষকসমাজকে মোটের ওপর একটি শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশ হিসেবে গণ্য করে, বিরোধী ব্লক, শহর এবং গ্রামের মধ্যে বন্ধনে ভাঙন ধরানো, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যেকার মৈত্রী চূর্ণবিচূর্ণ করা এবং এইভাবে প্রকৃত শিল্পায়নের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করবার পক্ষে শুধুমাত্র যোগ্য অর্থনৈতিক এবং আর্থিক উপায়গুলির প্রস্তাব দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেগুলি হল : (ক) যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের পাইকারি দাম বাড়াবার জন্য বিরোধীদের প্রস্তাব, যার ফলে খুচরো দাম বাড়তে বাধ্য হবে, গরিব কৃষক এবং মাঝারি কৃষকদের বেশ কিছু অংশের দারিদ্র্য বেড়ে যেতে বাধ্য হবে, বাধ্য হবে আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হতে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে বিরোধ ঘটতে, চারভোনেৎ-এর বিনিময় হার পড়ে যেতে, এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, প্রকৃত মজুরি হ্রাসপ্রাপ্ত হতে ; (খ) বিরোধীদের এই যে প্রস্তাব যে কৃষকসমাজের ওপর সর্বোচ্চ মাত্রায় করারোপ করতে হবে, তার ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীতে চিড় ধরতে বাধ্য।

সম্মেলন মনে করে, কৃষকসমাজের প্রতি বিরোধী ব্লকের নীতি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এবং দেশের শিল্পায়নের স্বার্থসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(গ) **পার্টিতে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে লড়াই-এর ছদ্মবেশে পার্টিযন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই।** পার্টি তার আরম্ভবিষয় হিসেবে এইটি গ্রহণ করে যে, পার্টিযন্ত্র এবং ব্যাপক সদস্যসাধারণ বিভিন্ন উপাদান নিয়ে একটি গোটা বস্তু গঠন করে, গ্রহণ করে যে, পার্টিযন্ত্র (কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন, অবলাষ্ট পার্টি কমিটিসমূহ, গুবেনিয়া কমিটিগুলি, ওকরাং কমিটিগুলি, উয়েজ্‌দ্‌ কমিটিসমূহ, পার্টি ইউনিটগুলির ব্যুরোসমূহ ইত্যাদি) সমগ্রভাবে পার্টির নেতৃত্বদায়ী উপাদান অঙ্গীভূত করে, পার্টিযন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর উৎকৃষ্টতম সদস্যদের

নিয়ে গঠিত, ভুলের জন্য যাদের সমালোচনা করা যেতে পারে এবং সমালোচনা করতে হবে, যাদের 'তাজা করে তোলা' যেতে পারে এবং তোলা উচিত, এবং পার্টিতে ভাঙন ধরাবার ও পার্টিকে প্রতিরোধক্ষমতাহীন করে ফেলার ঝুঁকি না নিয়ে যাদের নিন্দা করা যেতে পারে না।

পক্ষান্তরে, বিরোধী ব্লক ব্যাপক পার্টি-সদস্যসাধারণকে পার্টিযন্ত্রের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে অগ্রসর হয়, পার্টিযন্ত্রের কার্যকলাপকে পঙ্গীভূত করা এবং প্রচার-আন্দোলনে পর্যবসিত করে, তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকাকে যথাসম্ভব খর্ব করতে চায়, ব্যাপক পার্টি-সদস্যসাধারণকে পার্টিযন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করার ক্ষেত্রে শেষোক্তটির অবস্থান দুর্বলতর করে এইভাবে তার সুনামহানি করে।

সম্মেলন মনে করে, বিরোধী ব্লকের এই নীতি, যার সঙ্গে লেনিনবাদের কোন সম্পর্ক নেই, তার ফলে, পার্টিযন্ত্রের প্রকৃত রূপান্তরণের জন্য এবং এইহেতু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে পার্টি শুধুমাত্র নিরস্ত্র হয়ে পড়ে।

(ঘ) **আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করার ছদ্মবেশে পার্টিতে 'শাসনের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম।** পার্টি তার আরম্ভবিষয় হিসেবে এইটি গ্রহণ করে যে, 'যে-কেউই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির লৌহদৃঢ় শৃংখলা সামান্যতম পরিমাণেও দুর্বলতর করে (বিশেষভাবে তার একনায়কত্বের সময়কালে) সে-ই প্রকৃত-পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সাহায্য করে' (লেনিন, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৯০); এইটি গ্রহণ করে যে, পার্টিতে শ্রমিকশ্রেণীর শৃংখলা দুর্বলতর এবং চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু এই শৃংখলাকে জোরদার এবং সুসংহত করার জন্য আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রয়োজন এবং পার্টিতে লৌহদৃঢ় শৃংখলা ব্যতিরেকে, বিরাট ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য দ্বারা সমর্থিত পার্টিতে একটি দৃঢ় শাসন ব্যতিরেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অসম্ভব।

বিরোধী ব্লক, পক্ষান্তরে, আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রকে পার্টি-শৃংখলার বিপরীতে সমভার করে অগ্রসর হয়, আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের সঙ্গে গোষ্ঠী ও উপদলসমূহের স্বাধীনতা গুলিয়ে ফেলে এবং পার্টি-শৃংখলা চূর্ণ করা ও পার্টির ঐক্য ধ্বংস করার জন্য এরূপ গণতন্ত্র ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এটা স্বাভাবিক যে, পার্টিতে 'শাসনের' বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামের জন্য বিরোধী ব্লকের আহ্বান, যা

বাস্তবক্ষেত্রে পার্টিতে গোষ্ঠী ও উপদলসমূহের স্বাধীনতা সমর্থনের দিকে প্রণোদিত করে, তা এমন একটি আহ্বান হবে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শাসন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে যাতে আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী অংশসমূহ উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দেবে।

সম্মেলন মনে করে, পার্টিতে 'শাসনের' বিরুদ্ধে বিরোধী ব্লকের সংগ্রাম, যার সঙ্গে লেনিনবাদের সাংগঠনিক নীতিগুলির কোন সম্পর্ক নেই, তার ফলশ্রুতিতে কেবলমাত্র পার্টির ঐক্য ধ্বংস হয়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব দুর্বলতর হয় এবং একনায়কত্বকে ধ্বংস ও চূর্ণবিচূর্ণ করতে দেশের যে শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী শক্তিসমূহ কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের বেপরোয়া করে তোলে।

পার্টি-শৃংখলায় ভাঙন ধরানো এবং পার্টির মধ্যে সংগ্রামের প্রকোপ বাড়াবার জন্য বিরোধী ব্লকের মনোনীত অন্যতম উপায় হল একটি সারা-ইউনিয়ন আলোচনার পদ্ধতি, যা তারা এই বছরের অক্টোবর মাসে পার্টির ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। মতানৈক্যের প্রশ্নগুলি পার্টির তত্ত্বমূলক পত্র-পত্রিকায় অবাধে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন, এ কথা স্বীকার করা এবং আমাদের পার্টির কাজের ত্রুটিবিচ্যুতি সমালোচনা করার অধিকার প্রতিটি পার্টি-সদস্যের আছে, এ কথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলন একই সময়ে লেনিনের কথাগুলির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছে, লেনিন বলেছিলেন যে আমাদের পার্টি একটি বিতর্কসভা নয়, পরন্তু পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী সংগঠন। সম্মেলন মনে করে, একটি সারা-ইউনিয়ন আলোচনা প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে, কেবলমাত্র এইসব শর্তে: (ক) যে, একটি গুবের্নিয়া এবং অবলাষ্ট পর্যায়ের অন্ততঃ কয়েকটি আঞ্চলিক পার্টি-সংগঠন দ্বারা এরূপ প্রয়োজন স্বীকৃত হয়; (খ) যে, পার্টি নীতির প্রধান প্রধান প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটিতে একটি পর্যাপ্তরূপে দৃঢ় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নেই; (গ) যে, কেন্দ্রীয় কমিটিতে একটি সুনির্দিষ্ট মতাবলম্বী একটি দৃঢ় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও, কেন্দ্রীয় কমিটি তৎসত্ত্বেও একটি সাধারণ পার্টি আলোচনার মধ্য দিয়ে তার নীতির সঠিকতা পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করে। অধিকন্তু, এরূপ সমস্ত ঘটনায় একটি সারা-ইউনিয়ন আলোচনা শুরু করা এবং চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে, শুধুমাত্র সেই মর্মে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সিদ্ধান্তের পরে।

সম্মেলন লক্ষ্য করছে যে, যখন বিরোধী ব্লক একটি সারা-ইউনিয়ন

আলোচনা শুরু করার দাবি করে, তখন এসবের একটি শর্তও বিদ্যমান ছিল না।

সম্মেলন সেইজন্য মনে করে, একটি আলোচনা হবে অবিবেচনাপ্রসূত, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এবং যে সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে এর আগেই পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেইসব ব্যাপার সম্পর্কে পার্টির ওপর একটি সারা-ইউনিয়ন আলোচনা চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বিরোধী ব্লকের প্রচেষ্টার জন্য তাকে নিন্দাবাদ করায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ঠিক কাজই করেছিল।

বিরোধী ব্লকের বাস্তব কর্মসূচী সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ মোটামুটি বর্ণনা করে সম্মেলন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ মৌলিক বিষয়গুলির প্রশ্নে এই কর্মসূচী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের শ্রেণী-লাইন থেকে বিরোধী ব্লকের প্রস্থান সূচিত করেছে।

৩। বিরোধী ব্লকের 'বৈপ্লবিক' বুলি এবং সুবিধাবাদী কার্যকলাপ

এটি বিরোধী ব্লকের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ যে, আমাদের পার্টিতে সত্যসত্যই একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতির অভিব্যক্তি হওয়া, এবং যা বস্তুতঃ একটি সুবিধাবাদী নীতি তাকে সমর্থন করা সত্ত্বেও এই ব্লক তার ঘোষণাসমূহ বৈপ্লবিক বাক্‌বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করতে, 'বামপন্থা' থেকে পার্টিকে সমালোচনা করতে এবং নিজেকে একটি 'বামপন্থী' ছদ্মবেশে গোপন করতে চেষ্টা করে। এর কারণ হল, কমিউনিস্ট শ্রমিকগণ, প্রধানতঃ যাদের কাছে বিরোধী ব্লক আবেদন করার চেষ্টা করছে, তারা হল বিশ্বের সর্বাধিক বিপ্লবী শ্রমিক এবং বিপ্লবী ঐতিহ্যসমূহের নীতি ও মনোভাবে শিক্ষিত হয়ে যে সমালোচকেরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দক্ষিণপন্থী, তাদের কথা তারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেই না; এবং সেইজন্য তাদের সুবিধাবাদী মালপত্র কৌশলে চালিয়ে দেবার জন্য বিরোধী ব্লক তাদের ওপর একটি বৈপ্লবিক লেবেল এঁটে দিতে বাধ্য হয় এইজন্য যে, তারা ভালভাবেই জানে যে কেবলমাত্র এরূপ ছলনা দ্বারা তারা বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

কিন্তু যেহেতু তৎসত্ত্বেও, বিরোধী ব্লক হল একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতির বাহন, যেহেতু এই ব্লক সত্যসত্যই সুবিধাবাদী নীতি সমর্থন

করে, সেইহেতু তার কথাগুলি ও কার্যকলাপ অবশ্যই অপরিহার্যভাবে বিরোধী হবে। এর জন্যই বিরোধী ব্লকের কার্যকলাপসমূহের অন্তর্নিহিতভাবে বিরোধী চরিত্র। এর জন্যই তার কথা ও কার্যকলাপের মধ্যে, তার বৈপ্লবিক শব্দসমষ্টি ও তার সুবিধাবাদী কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য।

বিরোধী ব্লক পার্টি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে 'বামপন্থা থেকে' হৈ-চৈ করে সমালোচনা করে, এবং একই সঙ্গে দাবি করে যুক্তফ্রন্ট রণকৌশলের সংশোধন, দাবি করে ইঙ্গ-রুশ কমিটি ভেঙে দেওয়ার, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ থেকে সরে আসা এবং তাদের বদলে নতুন নতুন 'বৈপ্লবিক' সংগঠন প্রতিস্থাপিত করা—এই চিন্তা করে যে এগুলি সমস্তই বিপ্লবকে এগিয়ে দেবে, অথচ বস্তুতঃ বিপরীতভাবে এসবের পরিণতি হবে টমাস এবং আউদেগীষ্টকে সাহায্য করা, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা, বিশ্ব সাম্যবাদকে দুর্বলতর করা এবং, তার পরিণতিতে, বিপ্লবী আন্দোলনকে বিলম্বিত করা। কথায়—'বিপ্লবী', কিন্তু কাজে—টমাস ও আউদেগীষ্টদের দুষ্কর্মে সাহায্য করা।

বিরোধী ব্লক উচ্চ কলরবে 'বামপন্থা থেকে' পার্টিকে 'তিরস্কার করে' এবং একই সঙ্গে তা যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের পাইকারি দাম বাড়িয়ে দেবার দাবি করে—এই ভেবে যে তার দ্বারা শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে, অথচ বস্তুতঃ তদ্বিপরীতে এসবের পরিণতি হবে আভ্যন্তরীণ বাজারকে বিশৃংখল করা, শিল্প এবং কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে বন্ধনকে চূর্ণ করা, চারভোনেত্তের বিনিময় হার এবং প্রকৃত মজুরির হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটানো এবং, তার পরিণতিতে, শিল্পায়নের সমস্ত সম্ভাবনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কথায়—শিল্পপণ্যোৎপাদনে তৎপর, কিন্তু কাজে—শিল্পায়নের বিরোধীদের দুষ্কর্মে সাহায্য করা।

রাষ্ট্রযন্ত্রে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পার্টি অনিচ্ছুক, বিরোধী ব্লক পার্টিকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং একই সঙ্গে পাইকারি মূল্য বাড়াবার প্রস্তাব করে—সুস্পষ্টভাবে, এইটি মনে করে যে পাইকারি মূল্য বাড়ানোর সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রে আমলাতন্ত্রের প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই, অথচ বস্তুতঃ তদ্বিপরীতে প্রমাণিত হয় যে, এর ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক যন্ত্রের অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে আমলাতন্ত্রীকরণ ঘটবে, যেহেতু উচ্চ পাইকারি মূল্য শিল্পকে কর্মচাঞ্চল্যহীন করা, তাকে একটি কৃত্রিম উপায়ে বর্ধিত চারাগাছে পরিণত করা এবং অর্থনৈতিক যন্ত্রে আমলাতন্ত্রীকরণ ঘটানোর ব্যাপারে নিশ্চিততম উপায়। কথায়

—আমলাতন্ত্রের বিরোধী, কিন্তু কাজে—রাষ্ট্রযন্ত্রে আমলাতন্ত্রীকরণ ঘটাবার সমর্থক ও উন্নতিবর্ধক।

বিরোধী ব্লক ব্যক্তিগত পুঁজির বিরুদ্ধে সোরগোল তোলে, এবং একই সঙ্গে তা প্রস্তাব করে যে শিল্পের উন্নতির জন্য রাষ্ট্রীয় পুঁজি সংবহন থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে—এই চিন্তা করে যে তার দ্বারা ব্যক্তিগত পুঁজির ক্ষতিসাধন হবে, অথচ বস্তুতঃ তদ্বিপরীতে তার পরিণতিতে ব্যক্তিগত পুঁজি সর্বপ্রকারে জোরদার হবে, কেননা রাষ্ট্রীয় পুঁজিকে সংবহন থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া, যা হল ব্যক্তিগত পুঁজির চলাচলের প্রধান ক্ষেত্র, তা ব্যবসা-বাণিজ্যকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে ব্যর্থ হতে পারে না। কথায়—ব্যক্তিগত পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই, কিন্তু কাজে—ব্যক্তিগত পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতা করা।

বিরোধীরা পার্টিযন্ত্রের অধঃপতন সম্পর্কে চিৎকার তুলেছে, কিন্তু কার্যতঃ এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় কমিটি যখন অন্যতম কমিউনিস্ট, মিঃ অস্‌সোভস্কি, বাস্তবিকপক্ষে যাঁর অধঃপতন ঘটেছে, তাঁকে বহিষ্কার করার প্রশ্ন তোলে, তখন বিরোধীরা এই ভদ্রলোকের প্রতি সর্বাধিক পরিমাণ আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তাঁকে বহিষ্কার করার বিরুদ্ধে ভোট দেয়। কথায়—অধঃপতনের বিরোধী, কিন্তু কাজে—অধঃপতনে সাহায্যদানকারী এবং অধঃপতনের রক্ষক।

বিরোধীরা আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র সম্পর্কে চিৎকার তুলেছিল এবং একই সময়ে তা একটি সারা-ইউনিয়ন আলোচনা দাবি করেছিল—এই ভেবে যে তার দ্বারা আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রকে কার্যে রূপায়িত করা যাবে, অথচ বস্তুতঃ তদ্বিপরীতে এটা প্রমাণিত হল যে, একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশের তরফে অত্যধিক পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর একটি আলোচনা জোর করে চাপিয়ে বিরোধীরা সমগ্র গণতন্ত্রের জাজ্জ্বল্যমান লংঘনের কাজে দোষী হয়। কথায়—আন্তঃপার্টি গণ-তন্ত্রের পক্ষে, কিন্তু কাজে—সমস্ত গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিসমূহের লংঘন।

তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের বর্তমান সময়পর্বে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে দুটি সম্ভাব্য নীতির একটি হতে পারে: হয়, মেনশেভিকবাদের নীতি, না হয় লেনিনবাদের নীতি। 'বামপন্থী', 'বৈপ্লবিক' বাক্‌বৈশিষ্ট্যের আড়ালে এবং ঠিক সেই সময়ে সি. পি. এস. ইউ (বি)-র সমালোচনা তীব্রতর করায় এই দুটি বিরোধী লাইনের ভেতর একটি মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করার জন্য বিরোধী

ব্লকের প্রচেষ্টাসমূহ বিরোধী ব্লককে গড়িয়ে গড়িয়ে লেনিনবাদের বিরোধীদের শিবিরে, মেনশেভিকবাদের শিবিরে পরিচালনা করে নিয়ে ফেলতে বাধ্য ছিল, এবং প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত করেছেও।

সি. পি. এস. ইউ (বি) এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শত্রুরা জানে, বিরোধী ব্লকের 'বৈপ্লবিক' বাক্‌বৈশিষ্ট্যের ওপর ঠিক কি মূল্য আরোপ করতে হবে। সেইহেতু, এর কোন গুরুত্ব নেই এই বিবেচনা করে এর দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে তারা তার অবিপ্লবী কার্যাবলীর জন্য বিরোধী ব্লককে সর্বসম্মতভাবে প্রশংসা করে এবং সি. পি. এস. ইউ (বি) ও কমিউনিস্ট আন্তঃজাতিকের মুখ্য লাইনের বিরুদ্ধে বিরোধী ব্লকের শ্লোগানকে তারা তাদের নিজেদের শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করে। এটা আকস্মিক বিবেচনা করা যেতে পারে না যে, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং ক্যাডেটরা, রাশিয়ার মেনশেভিক এবং জার্মান 'বামপন্থী' সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা সকলেই আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে বিরোধী ব্লকের লড়াইয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে তাদের সহানুভূতি প্রকাশ করা সম্ভবপর মনে করেছে, যেহেতু তাদের হিসেব হল যে, এই লড়াই-এর ফলে ভাঙন ঘটবে এবং একটি ভাঙন বিপ্লবের শত্রুদের উল্লাস ঘটিয়ে আমাদের দেশের শ্রমিক-বিরোধী শক্তিসমূহকে বেপরোয়া করে তুলবে।

সম্মেলন মনে করে, বিরোধী ব্লকের 'বিপ্লবী' মুখোস ছিঁড়ে ফেলতে এবং তাদের সুবিধাবাদী প্রকৃতি স্পষ্টভাবে দেখাতে পার্টিকে অবশ্যই বিশেষ নজর দিতে হবে।

সম্মেলন মনে করে আমাদের পার্টির ঐক্য বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে সমস্ত প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টার মুখ্য প্রতিষেধক বস্তু, এ কথা বিবেচনা করে পার্টিকে অবশ্যই তার সাধারণ স্তরের কর্মীদের ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে।

৪। সিদ্ধান্তসমূহ

যে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম ভোগ করা হয়েছে তার পর্যায়ের মোটামুটি বর্ণনা করে সি. পি. এস. ইউ (বি)-র পঞ্চদশ সম্মেলন উল্লেখ করছে যে, এই সংগ্রামে পার্টি তার প্রভূত মতাদর্শগত অগ্রগতি দেখিয়েছে, বিরোধী ব্লকের মূল মতামতকে নির্দ্বিধায় বাতিল করেছে এবং প্রকাশ্যভাবে উপদলীয়তাকে পরিত্যাগ করতে এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)-র আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ প্রকাশ্যভাবে

সুবিধাবাদী গোষ্ঠিসমূহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে বিরোধী ব্লককে বাধ্য করে, পার্টি তার ওপর দ্রুত ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছে।

সম্মেলন উল্লেখ করছে, পার্টির ওপর একটি আলোচনা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এবং তার ক্ষতিসাধন করার পক্ষে বিরোধী ব্লকের প্রচেষ্টাসমূহের ফলে ব্যাপক পার্টি-জনসাধারণ কেন্দ্রীয় কমিটির চারিপাশে আরও দৃঢ়ভাবে সমবেত হয়েছে, এইভাবে বিরোধী ব্লককে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং পার্টির সাধারণ স্তরের কর্মীদের মধ্যে প্রকৃত একতা সুনিশ্চিত করেছে।

সম্মেলন মনে করে, কেবলমাত্র পার্টির বিরাট ব্যাপক সদস্য-সাধারণের সক্রিয় সমর্থন পেয়েই কেন্দ্রীয় কমিটি এই সমস্ত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, এবং বিরোধী ব্লকের ঐক্যনাশক কাজের বিরুদ্ধে ব্যাপক পার্টি-জনসাধারণের প্রদর্শিত কর্মতৎপরতা ও রাজনৈতিক জ্ঞান হল সর্বোত্তম প্রমাণ যে, প্রকৃত আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে পার্টি তার কার্যকলাপ চালাচ্ছে এবং বাড়িয়ে চলেছে।

ঐক্য সুনিশ্চিত করার সংগ্রামে কেন্দ্রীয় কমিটির নীতিকে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করে সম্মেলন মনে করে যে, পার্টির পরবর্তী করণীয় কাজগুলি হবে :

(১) পার্টির ঐক্যের জন্য প্রয়োজনীয় যে নিম্নতম শর্তগুলিতে উপনীত হওয়া গেছে, সেগুলি যাতে প্রকৃতপক্ষে প্রতিপালিত হয় তা লক্ষ্য করা।

(২) বিরোধী ব্লকের মূল মতামতগুলির ভ্রমাত্মকতা ব্যাপক জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করে এবং তারা ছদ্মবেশে যে 'বিপ্লবী' শব্দসমষ্টির আড়ালেই থাকুক না কেন, এই সমস্ত মতামতের সুবিধাবাদী অভ্যন্তরস্থ বস্তু প্রকাশ করে, আমাদের পার্টিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়পণ মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

(৩) বিরোধী ব্লক তার মতামতসমূহের ভ্রমাত্মকতা যাতে স্বীকার করে নেয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য কাজ করা।

(৪) উপদলীয়তার পুনঃপ্রবর্তন এবং শৃংখলা ভঙ্গের সমস্ত প্রচেষ্টাকে দমন করে সর্বরকমে পার্টিতে ঐক্য রক্ষা করা।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৩৭

২৬শে অক্টোবর, ১৯২৬

আমাদের পার্টিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি

(সি. পি. এস. ইউ (বি)-র পঞ্চদশ সারা-ইউনিয়ন
সম্মেলনে প্রদত্ত রিপোর্ট,[৭৯] ১লা নভেম্বর, ১৯২৬)

১। বিরোধী ব্লকের বিকাশের স্তরসমূহ

কমরেডস্, রিপোর্টে আলোচনা করতে হবে যে প্রথম প্রশ্নটি, তা বিরোধী ব্লকের গঠন, তার বিকাশের স্তরসমূহ এবং সর্বশেষে, তার ধ্বসে-পড়া যা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, এই সবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমার মতে, এই বিষয়টি বিরোধী ব্লকের প্রশ্নে যুক্তিরূপে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলির সারাংশের ভূমিকা হিসেবে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এর আগেই চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে জিনোভিয়েভ সমস্ত বিরোধী ঝোঁককে সমবেত করা এবং তাদের একক শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইংগিত দেন। কমরেডস্ আপনারা যাঁরা এই সম্মেলনে প্রতিনিধি, তাঁদের খুব সম্ভবতঃ জিনোভিয়েভের সেই বক্তৃতা স্মরণে আছে। কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে এরূপ একটি আহ্বান ট্রট্স্কিপন্থীদের ভেতর থেকে সাড়া জাগাতে বাধ্য ছিল, যারা একেবারে প্রথম থেকে এই মত পোষণ করত যে গোষ্ঠীসমূহ হবে কমবেশি সীমাহীন এবং পার্টির মূল লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে তারা কমবেশি ঐক্যবদ্ধ হবে; পার্টির মূল লাইন সম্পর্কে ট্রট্স্কি বহুদিন ধরে অসন্তুষ্ট।

বলতে গেলে, ব্লক গঠনের জন্য তাই হল প্রস্তুতিমূলক কাজ।

১। প্রথম স্তর

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর রাইকভের প্রবন্ধসমূহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির এপ্রিল প্লেনামের সময়কালে[৮০] বিরোধীরা একটি ব্লক গঠনের দিকে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়। সেই সময় 'নয়া বিরোধীশক্তি' এবং ট্রট্স্কিপন্থীদের মধ্যে পরিপূর্ণ বোঝাপড়া এখনো ঘটেনি, কিন্তু মোটের ওপর একটি ব্লক ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছিল—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। যে কমরেডরা এপ্রিল প্লেনামের আক্ষরিক রিপোর্ট পড়েছেন, তাঁরা জানবেন যে তা সম্পূর্ণরূপে সত্য। মোটের ওপর, দুটি গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই একটা বোঝা-

পড়ায় আসার ব্যবস্থা করে নিয়েছে, কিন্তু তাদের কিছু কিছু পৃথক বক্তব্যও ছিল, যার জন্য সমগ্র বিরোধীদের সাধারণ সংশোধনীসমূহের পরিবর্তে রাই-কভের প্রবন্ধগুলির সংশোধনীসমূহের দুটি সমান্তরাল দফা পেশ করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। সংশোধনীসমূহের একটি দফা আসে কামেনেভের নেতৃত্বাধীন 'নয়া বিরোধীশক্তি' থেকে, আর একটি দফা আসে ট্রট্‌স্কিপন্থী গোষ্ঠী থেকে। কিন্তু মোটের ওপর তারা যে একই লক্ষ্যের ওপর আঘাত করছিল এবং প্লেনাম ইতিমধ্যেই যেটা বলেছিল যে আগস্ট ব্লককে একটি নতুন রূপে তারা পুনরুজ্জীবিত করছিল, এ দুটি হল সন্দেহাতীত ঘটনা।

সেই সময় তাঁদের ভিন্ন ধরনের বক্তব্য কি ছিল?

ট্রট্‌স্কি তখন যা বলেছিলেন, তা হল:

'কমরেড কামেনেভের সংশোধনসমূহে যেসব ত্রুটি রয়েছে আমি মনে করি তা হল এই যে, সেগুলি যেন, কিছুটা পরিমাণে শিল্পায়নের নিরপেক্ষভাবে গ্রামাঞ্চলে পৃথকীকরণ আলোচনা করছে। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে পৃথকী-করণের তাৎপর্য এবং সামাজিক গুরুত্ব ও তার বেগমাত্রা সামগ্রিকভাবে গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে শিল্পায়নের অগ্রগতি ও বেগমাত্রা দ্বারা নির্ধারিত হয়।'

পৃথক বক্তব্যটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এর জবাবে, কামেনেভ তাঁর পালাক্রমে ট্রট্স্কিপন্থীদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন:

তিনি বলেন, 'আমি তাঁদের সেই অংশের সঙ্গে সংযুক্ত হতে সক্ষম নই (অর্থাৎ রাইকভের খসড়া প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে ট্রট্‌স্কি প্রদত্ত সংশোধনী-সমূহ), যা পার্টির অতীত অর্থনৈতিক নীতির মূল্যায়ন করছে যে নীতি, আমি শতকরা একশ ভাগই সমর্থন করেছিলাম।

পূর্ববর্তী সময়কালে কামেনেভ যে অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনা করেছেন ট্রট্‌স্কি সেই নীতির যে সমালোচনা করেছেন 'নয়া বিরোধীশক্তি' তাতে খুশি ছিল না। এবং ট্রট্‌স্কি, তাঁর পালাক্রমে, 'নয়া বিরোধীশক্তি' শিল্পা-য়নের প্রশ্ন থেকে কৃষক পৃথকীকরণের প্রশ্নকে যে আলাদা করছে তাতে খুশি ছিলেন না।

২। দ্বিতীয় স্তর

দ্বিতীয় স্তর ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই প্লেনাম।[৮১] এই প্লেনামে

ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্লক, পৃথক পৃথক বক্তব্যহীন একটি ব্লক আমরা পেলাম। ট্রট্‌স্কির পৃথক বক্তব্য প্রত্যাহৃত করা ও স্থগিত রাখা হয়েছে। কামেনেভের বক্তব্যের অবস্থাও তাই। এখন তাদের একটি যুক্ত 'ঘোষণা'ও বেরিয়েছে, যা আপনাদের কাছে, কমরেডস্‌, একটি পার্টি-বিরোধী দলিল হিসেবে সুবিদিত। বিরোধী ব্লকের বিকাশে দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য-সূচক লক্ষণগুলি ছিল এরূপ।

কেবলমাত্র সংশোধনীসমূহের পারস্পরিক প্রত্যাহারের ভিত্তিতে নয়, একটি পারস্পরিক 'ব্যাপক ক্ষমার' ভিত্তিতেও সেই সময়পর্বে ব্লক নির্মিত ও তাকে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। সেই সময় আমরা এই মর্মে জিনোভিয়েভের একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি পাই যে, বিরোধীপক্ষ, ১৯২৩ সালে তার প্রধান অন্তঃসার —অন্য কথায় ট্রট্‌স্কিপন্থীরা—পার্টির অধঃপতনের বিষয়ে সঠিক ছিল, অর্থাৎ, সঠিক ছিল ট্রট্‌স্কিবাদের মৌলিক লাইন থেকে বেরিয়ে আসা তার বাস্তব কর্মপন্থার মুখ্য দফা। অন্যদিকে, আমরা এই মর্মে ট্রট্‌স্কির অপেক্ষাকৃত কম চিত্তাকর্ষক নয় এমন একটি বিবৃতি পেলাম যে তাঁর **অক্টোবরের শিক্ষাসমূহ** —যা পার্টির 'দক্ষিণপন্থী শাখা', যা এখন আবার অক্টোবরের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করছে, সেই শাখা হিসেবে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে লক্ষীভূত ছিল—ছিল ভুল এবং পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির ও অধঃপতনের শুরু কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভের ওপর আরোপ করতে হবে না, আরোপ করতে হবে, বলা যাক, স্তালিনের ওপর।

এই বছরের জুলাই মাসে জিনোভিয়েভ যা বলেছিলেন তা হল এই :

'আমরা বলছি যে এ সম্পর্কে এখন কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, উপদলের (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের) নির্দেশাত্মক লাইনের উদ্ভব যেমন দেখিয়েছে, ১৯২৩ সালের বিরোধীদের অন্তঃসার শ্রমিকশ্রেণীর লাইন থেকে পরিবর্তনের বিপদ এবং যন্ত্র শাসনের অশুভ উদ্ভবের বিরুদ্ধে **ঠিক সেইভাবেই সতর্ক করেছিল**।'

•

অন্য কথায়, ট্রট্‌স্কি যে লেনিনবাদকে সংশোধন করেছেন এবং ট্রট্‌স্কিবাদ যে একটি পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি এই মর্মে জিনোভিয়েভের সাম্প্রতিককালের দৃঢ় ঘোষণাসমূহ এবং ত্রয়োদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব,[৮২] এ সবকিছুই ছিল ভুল,

একটি ভুল বোঝাবুঝি এবং বিপদ নিহিত ট্রট্স্কিবাদের মধ্যে নয়, বিপদ নিহিত কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে।

এটি একটি সর্বাধিক নীতি-বিবর্জিত ট্রট্স্কিবাদের 'ব্যাপক ক্ষমা'।

অন্যদিকে ট্রট্স্কি জুলাই মাসে ঘোষণা করেন :

'কোন সন্দেহ নেই যে আমি **অক্টোবরের শিক্ষাসমূহের** নীতিতে সুবিধাবাদী পরিবর্তনসমূহ জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলাম। কেন্দ্রীয় কমিটিতে মতাদর্শগত সংগ্রাম যেমন সাক্ষ্য দেয়, সেটা ছিল একটি বিরাট ভুল। এই ভুলকে এই ঘটনার দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে যে, সাতজনের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম অনুসরণ করার আমার সুযোগ ছিল না। সুযোগ ছিল না যথাকালে এটা নির্ণয় করার যে, সুবিধাবাদী পরিবর্তনগুলি এসেছিল কমরেড জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভের বিরোধিতা করে স্তালিনের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী থেকে।'

এর অর্থ হল, ট্রট্স্কি তাঁর বহু-আলোচিত **অক্টোবরের শিক্ষাসমূহ** বইটিকে প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছিলেন এবং তার দ্বারা জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভের নিকট যে 'ব্যাপক ক্ষমা' পেয়েছিলেন তার বদলে জিনো-ভিয়েভ এবং কামেনেভের প্রতি তাঁর 'ব্যাপক ক্ষমা' প্রচার করছিলেন।

একটি সরাসরি এবং গোপন-না-করা নীতি-বিবর্জিত লেনদেন! সুতরাং পার্টির নীতিসমূহের মূল স্বরূপ এপ্রিলের বক্তব্যসমূহের প্রত্যাহার এবং একটি পারস্পরিক 'ব্যাপক ক্ষমা'—এইগুলিই ছিল উপাদান যা পার্টি-বিরোধী ব্লক হিসেবে ব্লকের পরিপূর্ণ নির্দিষ্ট আকার দেওয়া নির্ধারণ করেছিল।

৩। তৃতীয় স্তর

ব্লকের বিকাশে তৃতীয় স্তর হল মস্কো এবং লেনিনগ্রাদে এই বছর সেপ্টেম্বরের শেষে এবং অক্টোবরের প্রারম্ভে পার্টির ওপর বিরোধীদের প্রকাশ্য আক্রমণ, হল সেই সময়পর্ব যখন ব্লকের নেতারা দক্ষিণে ছুটির দিনগুলি কাটিয়ে নতুন প্রাণশক্তি অর্জন করেন এবং কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করে পার্টির ওপর সরাসরি আক্রমণ চালু করেন। পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামের গোপন ধরন থেকে প্রকাশ্য ধরনে অতিক্রান্ত হবার পূর্বে, দেখা যায় তাঁরা এখানে পলিটব্যুরোতে ঘোষণা করেন, (আমি নিজে সে সময় মস্কো থেকে দূরে ছিলাম): 'আমরা তোমাদের দেখাব। আমরা শ্রমিকদের

সভাগুলিতে ভাষণ দিতে যাচ্ছি। শ্রমিকরাই সিদ্ধান্ত নিক, কে সঠিক। আমরা তোমাদের দেখাব!' এবং তাঁরা পার্টি ইউনিটসমূহে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু আপনারা জানেন, এই পদক্ষেপের পরিণতি হয় বিরোধী-দের পক্ষে শোচনীয়। আপনারা জানেন, তাঁরা পরাজয় বরণ করেন। আপনারা সংবাদপত্র থেকে জানেন, লেনিনগ্রাদ এবং মস্কো, উভয় জায়গাতেই, সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পাঞ্চল এবং যে সমস্ত অঞ্চল শিল্পাঞ্চল নয়, সব জায়গা থেকেই বিরোধী ব্লক ব্যাপক পার্টি-সদস্যসাধারণের কাছ থেকে একটি দৃঢ়পণ প্রত্যাখানের সম্মুখীন হয়। বিরোধী ব্লক কত ভোট পায় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অনুকূলে কত ভোট পড়ে, আমি তা এখানে পুনরাবৃত্তি করব না; আপনারা সংবাদপত্র থেকে তা জানেন। একটা জিনিস পরিষ্কার: বিরোধী ব্লকের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। সেই মুহূর্ত থেকে তাঁরা পার্টিতে শান্তির অনুকূলে ঘুরে দাঁড়ালেন। স্পষ্টত:, বিরোধীদের পরাজয় এই পরিণতি ঘটাতে ব্যর্থ হয় না। তারিখটি ছিল ৪ঠা অক্টোবর, যখন বিরোধীরা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে শান্তি সম্পর্কে তাঁদের বিবৃতি দাখিল করেন এবং যখন এই প্রথম, গালিগালাজ এবং আক্রমণসমূহের পরে, আমরা বিরোধীদের কাছ থেকে পার্টির লোকজনদের কথার অনুরূপ কথা শুনলাম—'আন্তঃপার্টি বিবাদ' বন্ধ করা এবং 'মিলিত কাজ' সংগঠিত করার সময় এসেছে।

এইভাবে তাঁদের পরাজয়ের দ্বারা বিরোধীরা সেই প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে বাধ্য হন, যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের বারবার আহ্বান করেছে সেটি হল পার্টিতে শান্তির প্রশ্ন।

স্বাভাবিকভাবেই, ঐক্যের প্রয়োজনের প্রশ্নে চতুর্দশ কংগ্রেসের নির্দেশ-সমূহের প্রতি অনুগত কেন্দ্রীয় কমিটি বিরোধীদের প্রস্তাবকে চট্‌পট্‌ মেনে নেয়, যদিও তা জানত যে, প্রস্তাবটি পুরোপুরি আন্তরিক নয়।

৪। চতুর্থ স্তর

চতুর্থ স্তর ছিল সেই সময়কাল যখন বিরোধী নেতারা এই বছরের ১৬ই অক্টোবর তারিখে তাঁদের 'বিবৃতি' রচনা করেন। এটিকে সাধারণতঃ আত্ম-সমর্পণ বলে বর্ণনা করা হয়। আমি এটিকে তীব্রভাষায় বর্ণনা করব না, কিন্তু এটি পরিষ্কার যে বিবৃতিটি বিরোধী ব্লকের কোন বিজয়ের সাক্ষ্য নয়, তার পরাজয়ের সাক্ষ্য। আমি আমাদের আপোষ-আলোচনাসমূহের ইতিহাস

পুনরালোচনা করব না। আপোষ-আলোচনাসমূহের একটি আক্ষরিক রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে, আপনারা তা থেকে সমস্ত কিছুই জানতে পারবেন। আমি শুধু একটি ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। বিরোধী ব্লক তার 'বিবৃতির' অনুচ্ছেদে ঘোষণা করতে চায় যে তা তার মতামত তখনো আঁকড়ে ধরে আছে, এবং শুধু তাই নয়, তার পুরানো মতামতে 'সামগ্রিকভাবে' তা অনুগত রয়েছে। এইটির ওপর জিদ না করার জন্য আমরা বিরোধী ব্লককে রাজী করাবার চেষ্টা করি। কেন? দুটি কারণে।

প্রথমতঃ, এই কারণে যে, উপদলীয় এবং তার সাথে উপদলসমূহের স্বাধীনতার তত্ত্ব এবং বাস্তবায়ন বর্জন করে, বিরোধী ব্লক যদি অসলোভস্কি, 'শ্রমিকদের বিরোধী সংস্থা' এবং মাসলো-আরবানস গোষ্ঠী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে থাকে, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তা শুধু সংগ্রামের উপদলীয় পদ্ধতিসমূহ বর্জন করেনি, তার কিছু কিছু রাজনৈতিক মতও বর্জন করেছে। এর পরে বিরোধী ব্লক কি বলতে পারে যে তা এখনো তার ভ্রান্ত মতসমূহ আঁকড়ে ধরে আছে, 'সামগ্রিকভাবে' তার মতাদর্শগত মতসমূহে অনুগত রয়েছে? অবশ্যই না।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা বিরোধী ব্লককে বলেছিলাম যে, তার নিজের স্বার্থেই তার উচ্চৈঃস্বরে বলা উচিত হবে না যে তাঁরা, বিরোধীরা, তাঁদের পুরানো মতসমূহ আঁকড়ে ধরে আছেন এবং আছেন 'সামগ্রিকভাবে' যেহেতু সে অবস্থায় শ্রমিকদের এইটি বলার পরিপূর্ণ ন্যায্যতা থাকবে: 'তাহলে বিরোধীরা প্রতিকট্ঠ ঘবুঘবু শব্দই করে যেতে চায়! তার অর্থ হল, তাদের এখনো জোরে আঘাত করা হয়নি এবং তাদের আরও কিছু আঘাত দিতে হবে।' (হাস্যধ্বনি, চিৎকার: 'ঠিক বলেছেন!') কিন্তু তাঁরা আমাদের বক্তব্য মেনে নিতে রাজী হলেন না, এবং কেবলমাত্র 'সামগ্রিকভাবে' শব্দটি তুলে দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, তাঁদের পুরানো মতামত তাঁরা যে আঁকড়ে ধরে আছেন, তাঁদের এ বক্তব্য তাঁরা রেখে দিলেন। বেশ, তাঁরা তাঁদের শয্যা বিছিয়েছেন, এখন তাতেই তাঁদের শুতে হবে। (কণ্ঠস্বর: 'সম্পূর্ণরূপে সঠিক!')

•

৫। লেনিন এবং পার্টিতে ব্লকসমূহের প্রশ্ন

জিনোভিয়েভ সম্প্রতি বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক তাঁদের ব্লকের নিন্দাবাদ অন্যায়, যেহেতু অনুমান-অনুসারে ইলিচ সাধারণভাবে পার্টিতে ব্লকসমূহ

অনুমোদন করেছেন। কমরেডস্, আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, জিনোভিয়েভের বিবৃতি লেনিনের নীতি ও মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। লেনিন কখনো বাদবিচারহীনভাবে পার্টিতে ব্লকসমূহ অনুমোদন করেননি। মেনশেভিক, বিলুপ্তিবাদী এবং অতজোভিষ্টদের বিরুদ্ধে, লেনিন নীতির ভিত্তিতে কেবলমাত্র বিপ্লবী ব্লকসমূহের অনুকূলে ছিলেন। পার্টিতে নীতি-বিবর্জিত এবং পার্টি-বিরোধী ব্লকসমূহের বিরুদ্ধে লেনিন সর্বদা সংগ্রাম করেছেন। সকলেই কি জানে না যে একটি পার্টি-বিরোধী নীতি-বিবর্জিত ব্লক হিসেবে, ট্রট্স্কির আগস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে লেনিন তিন বছর ধরে সংগ্রাম করেছিলেন, যে পর্যন্ত না এই ব্লকের ওপর সম্পূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়েছিল? লেনিন কখনো বাদবিচার না করে ব্লকসমূহের অনুকূলে ছিলেন না। পার্টিতে তিনি মাত্র সেইসব ব্লকের অনুকূলে ছিলেন, যেগুলি প্রথমতঃ ছিল নিয়মনীতিভিত্তিক, এবং দ্বিতীয়তঃ, যেগুলির উদ্দেশ্য থাকত বিলুপ্তিবাদী, মেনশেভিক এবং দোদুল্যমান অংশসমূহের বিরুদ্ধে পার্টিকে শক্তিশালী করা। আমাদের পার্টির ইতিহাস কেবলমাত্র এরূপ একটি ব্লকের কথা জানে—বিলুপ্তিবাদীদের ব্লকের বিরুদ্ধে লেনিনবাদী এবং প্লেখানভবাদীদের ব্লক (তখন ছিল ১৯১০ থেকে ১৯১২ সাল), যখন আগস্ট ব্লক গঠিত হয়, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল পোত্রেসভ এবং অন্যান্য বিলুপ্তিবাদীরা, অ্যালেক্সিনস্কি এবং অন্যান্য অতজোভিষ্টগণ এবং যার নেতৃত্বে ছিলেন ট্রট্স্কি। একটি ব্লক ছিল, পার্টি-বিরোধী ব্লক, নীতি-বিবর্জিত এবং হঠকারী আগস্ট ব্লক; এবং আর একটি ব্লক ছিল লেনিনবাদীদের সঙ্গে প্লেখানভবাদীদের, অর্থাৎ বিপ্লবী মেনশেভিকদের ব্লক (সেই সময় প্লেখানভ ছিলেন একজন বিপ্লবী মেনশেভিক)। এই ধরনের ব্লককে লেনিন স্বীকৃতি দিতেন। এবং আমরা সকলেই এরূপ ব্লকসমূহ স্বীকার করি।

পার্টির মধ্যে কোন ব্লক যদি পার্টির সংগ্রামী মনোভাব বৃদ্ধি করে এবং পার্টির অগ্রগতিতে সাহায্য করে, তাহলে আমরা এরূপ ব্লকের পক্ষে। কিন্তু গুণসম্পন্ন বিরোধীগণ, আপনাদের ব্লক—এটা কি বলা যেতে পারে যে আপনাদের এই ব্লক আমাদের পার্টির সংগ্রামী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে? এটা কি বলা যেতে পারে যে আপনাদের এই ব্লকটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত? আচ্ছা, কোন্ নীতিসমূহ আপনাদের মেদভেদইয়েভ গোষ্ঠীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে? আচ্ছা, কোন্ নীতিসমূহ আপনাদের ফ্রান্সের সৌভরিন গোষ্ঠী, জার্মানির মাসলো গোষ্ঠীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে? 'নয়া বিরোধীশক্তি', এই সেদিনও

যারা ট্রট্স্কিবাদকে মেনশেভিকবাদের একটি রকম বলে গণ্য করতেন, কোন্ নীতিসমূহ আপনাদের ট্রট্স্কিবাদীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে, যারা মাত্র সেদিনও 'নয়া বিরোধীশক্তির' নেতাদের সুবিধাবাদী বলে গণ্য করত ?

এবং তারপরে, এটা কি বলা যেতে পারে যে আপনাদের ব্লক পার্টির স্বার্থে, পার্টির মঙ্গলের জন্য কাজ করে, পার্টির বিরুদ্ধে কাজ করে না ? এটা কি বলা যেতে পারে যে এই ব্লক আমাদের পার্টির সংগ্রামী ক্ষমতা এবং বিপ্লবী মনোভাব স্বল্প পরিমাণেও বৃদ্ধি করেছে ? কেন, এখন সমস্ত বিশ্ব জানে যে, যে ছয় অথবা আট মাস আপনাদের ব্লক বিদ্যমান ছিল, সেই সময়কাল ধরে আপনারা পার্টিকে পেছনে, 'বৈপ্লবিক' বাক্সর্বস্ব বুলি এবং নীতিহীনতার দিকে পেছনে টানতে চেষ্টা করে এসেছেন, চেষ্টা করে এসেছেন পার্টিকে খণ্ড খণ্ড করতে, অসাড়তার অবস্থায় পর্যবসিত করতে, পার্টিতে ভাঙন ধরাতে।

না, কমরেডস্, বিরোধী ব্লক এবং সুবিধাবাদীদের আগস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে ১৯১০ সালে প্রেখানভপন্থীদের সঙ্গে লেনিন যে ব্লক সম্পাদন করেছিলেন, এ দুটির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। অন্যপক্ষে, তার নীতিহীনতা এবং তার সুবিধাবাদী ভিত্তির দ্বারা বর্তমান বিরোধী ব্লক মোটের ওপর ট্রট্স্কির আগস্ট ব্লকের স্মারক।

এইভাবে, এরূপ একটি ব্লক গঠন করে, লেনিন যে মূল লাইন অনুসরণ করতে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, বিরোধীরা তা থেকে সরে গেছেন। লেনিন সব সময়ে আমাদের বলতেন, সর্বাপেক্ষা সঠিক কর্মনীতি হল একটি মূল নিয়মনীতিভিত্তিক কর্মনীতি। অন্যপক্ষে, বিরোধীরা একটি গোষ্ঠীতে দল বেঁধে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সর্বাপেক্ষা সঠিক কর্মনীতি হল একটি নিয়মনীতি-বর্জিত কর্মনীতি।

এই জন্য, বিরোধী ব্লক বেশিদিন ঠিক থাকতে পারে না ; এই ব্লক অবশ্যম্ভাবীরূপে টুক্রো টুক্রো হয়ে ভেঙে পড়তে বাধ্য।

বিরোধী ব্লকের বিকাশের এরূপই হল স্তরগুলি।

৬। বিরোধী ব্লকের পতনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া

বিরোধী ব্লকের আজ অবস্থা কি ? এই অবস্থাকে বর্ণনা করা যেতে পারে ক্রমান্বয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবার অবস্থা বলে, ব্লকের গঠনকর অংশসমূহ ক্রমে ক্রমে খসে পড়ার অবস্থা বলে, পচনের অবস্থা বলে। এটাই হল একমাত্র

পদ্ধতি যাতে বিরোধী ব্লকের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করা যেতে পারে। এবং এটাই একমাত্র প্রত্যাশিত ছিল, কেননা একটি নীতি-বিবর্জিত ব্লক, একটি সুবিধাবাদী ব্লক আমাদের পার্টির সাধারণ স্তরের কর্মীদের মধ্যে বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে না। আমরা ইতিমধ্যেই জানি, মাসলো-আরবানস গোষ্ঠী বিরোধী ব্লক থেকে সরে পড়ছে। গতকাল আমরা শুনলাম, মেদভেদইয়েভ এবং শ্লায়াপনিকভ তাঁদের ভুল প্রত্যাহার করে ব্লক ছেড়ে যাচ্ছেন। আরও, আমরা জানি যে, ব্লকের মধ্যে একটি ফাটলও ধরেছে, অর্থাৎ 'নতুন' বিরোধীদের এবং পুরানো বিরোধীদের মধ্যে, এবং এই সম্মেলনে তা অনুভূত হবে।

সুতরাং এটা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা একটি ব্লক গঠন করেছিলেন এবং গঠন করেছিলেন খুব আড়ম্বরের সঙ্গে, কিন্তু এ থেকে তাঁরা যা প্রত্যাশা করেছিলেন, ফল হয়েছে তার উল্টোটি। অবশ্য, পাটীগণিতের দিক থেকে বিবেচনা করলে তাঁদের বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল, কেননা শক্তিগুলিকে একত্রে যোগ করলে ফল বৃদ্ধি পায়; কিন্তু বিরোধীরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, পাটীগণিত ছাড়া বীজগণিতও আছে এবং বীজগণিতে শক্তিগুলিকে একত্রে যোগ করলেই ফল সব সময়ে বৃদ্ধি পায় না (**হাস্য**), কেননা ফল শুধু শক্তিগুলিকে একত্রে যোগ করার ওপর নির্ভর করে না, দফাগুলির সামনে যে চিহ্নগুলি থাকে নির্ভর করে তাদের ওপরেও। (**দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।**) এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা পাটীগণিতে ভাল কিন্তু বীজগণিতে খারাপ, ফলে তাঁদের শক্তিগুলিকে একত্রে যোগ করে তাঁদের বাহিনী বাড়ার কথা দূরে থাকুক, তাঁরা তাকে নিম্নতম সংখ্যায় নামিয়েছেন, ধ্বসে-পড়ার অবস্থায় এনেছেন।

জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর শক্তি কোথায় নিহিত ছিল?

নিহিত ছিল এই ঘটনার মধ্যে যে, এই গোষ্ঠী ট্রট্স্কিবাদের মূল সূত্রগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালিয়েছিল। কিন্তু যখনই জিনোভিয়েভ গোষ্ঠী ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম পরিত্যাগ করল, বলতে গেলে, তখনই এই গোষ্ঠী নিজেকে বলহীন, শক্তিহীন করে ফেলল।

ট্রট্স্কি গোষ্ঠীর শক্তি কোথায় নিহিত ছিল?

নিহিত ছিল এই ঘটনার মধ্যে যে এই গোষ্ঠী ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভের ভুলগুলির বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালিয়েছিল এবং আজকে সেইসব ভুলের পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়েছে। কিন্তু যখন ট্রট্স্কি গোষ্ঠী জিনোভিয়েভ-কামেনেভের বিচ্যুতির

বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম পরিত্যাগ করল, তখনই তা নিজেকে বলহীন, শক্তিহীন করে ফেলল।

পরিণতি হল বলহীন শক্তিগুলিকে একত্রে যোগ করা। (হাস্য, দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।)

সুস্পষ্টভাবে, এ থেকে ছত্রভঙ্গ অবস্থা ছাড়া পাবার কিছুই ছিল না। স্পষ্টতঃই এরপরে জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর অধিকতর সৎ অংশগুলি জিনোভিয়েভ থেকে ভিন্ন পন্থা বেছে নিতে বাধ্য হলেন, ঠিক যেমন ট্রট্স্কিবাদীদের মধ্যে উৎকৃষ্টতর অংশগুলি ট্রট্স্কিকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৭। বিরোধী ব্লক কিসের ওপর ভরসা করছে?

বিরোধীদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি? তাঁরা কিসের ওপর ভরসা করছেন? আমার মনে হয়, তাঁরা দেশে এবং পার্টিতে পরিস্থিতির একটি অবনতির ওপর ভরসা করছেন। ঠিক এখনই তাঁরা তাঁদের উপদলীয় কার্যকলাপ গুটিয়ে ফেলছেন, যেহেতু সময় তাঁদের পক্ষে 'কঠিন'। কিন্তু যদি তাঁরা তাঁদের মৌলিক মতামতসমূহ পরিত্যাগ না করেন, যদি তাঁরা তাঁদের পুরানো মতগুলিই আঁকড়ে ধরে থাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তার অর্থ হল এই যে, তাঁরা অনুকূল সময় আসার সাপেক্ষে কৌশলে কালহরণ করবেন, শক্তি সঞ্চয় করে পার্টির বিরুদ্ধে আবার বেরিয়ে আসার পক্ষে যখন সমর্থ হবেন, এমন 'অধিকতর অনুকূল সময়ের' জন্য অপেক্ষা করবেন। সে বিষয়ে কোনরকম সন্দেহই থাকতে পারে না।

সম্প্রতি, বিরোধীদের একজন, আন্দ্রেইয়েভ নামে একজন শ্রমিক, যিনি পার্টির দিকে চলে এসেছেন, বিরোধীদের পরিকল্পিত ফন্দি সম্পর্কে তিনি আমাদের কিছু হৃদয়গ্রাহী তথ্য জানিয়েছেন; আমার মতে, এই সম্মেলনে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অক্টোবর প্লেনামে কমরেড ইয়ারোস্লাভস্কি তাঁর রিপোর্টে আমাদের যা বলে-ছিলেন, তা হল এই:

> 'আন্দ্রেইয়েভ যিনি বেশ লম্বা সময়ের জন্য বিরোধী ব্লকে সক্রিয় ছিলেন, পরিশেষে তিনি এই দৃঢ়প্রত্যয়ে উপনীত হন যে, তিনি আর তার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন না। যার জন্য প্রধানতঃ তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, তা ছিল দুটি জিনিস যা তিনি বিরোধী ব্লককে বলতে

শুনেছিলেন: প্রথমটি হল এই যে, বিরোধী ব্লক শ্রমিকশ্রেণীর একটি "প্রতিক্রিয়াশীল'' মেজাজের দেখা পেয়েছে, দ্বিতীয়টি হল এই যে, বিরোধী ব্লক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যতটা খারাপ হবে মনে করেছিল, ততটা খারাপ প্রমাণিত হয়নি।'

আমি মনে করি, পূর্বের একজন বিরোধী এবং এখন পার্টি-সমর্থক, আন্দ্রেইয়েভ, বিরোধী ব্লক মনে মনে যা বিশ্বাস করে কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে বলতে সাহস করে না, তা ব্যক্ত করেছেন। সুস্পষ্টভাবে বিরোধী ব্লক মনে করে যে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তা যা প্রত্যাশা করেছিল, সেই পরিস্থিতি এখন উৎকৃষ্টতর এবং শ্রমিকদের মেজাজ যতটা খারাপ এই ব্লক চেয়েছিল, তাদের মেজাজ ততটা খারাপ নয়। সেইজন্যই সাময়িকভাবে তাদের 'কাজকর্ম' গুটিয়ে ফেলার নীতি। এটা স্পষ্ট যে, পরবর্তীকালে যদি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা পরিমাণে বেশি সঙ্গীন হয়—বিরোধীদের দৃঢ়প্রত্যয়, তা হবে—এবং তার ফলে শ্রমিকদের মেজাজে অবনতি ঘটে—সে সম্বন্ধেও বিরোধীদের দৃঢ়প্রত্যয়, তা হবে—বিরোধী ব্লক, তার 'কাজকর্ম' পুনরারম্ভ করতে, তার পুরানো মতাদর্শগত মতসমূহ, যা তারা পরিত্যাগ করেনি, সেগুলি পুনরায় গ্রহণ করতে এবং পার্টির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম চালু করতে সময় নষ্ট করবে না।

কমরেডস্, বিরোধী ব্লকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলি হল এইরূপ, এই ব্লক টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়ছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়নি এবং সম্ভবতঃ তা হবেও না যদি না পার্টি কর্তৃক একটি দৃঢ়পণ ও নির্মম সংগ্রাম চালু করা হয়।

কিন্তু যেহেতু তারা একটি সংগ্রামের জন্য তৈরী হচ্ছে এবং পার্টির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম পুনরারম্ভ করতে তারা শুধুমাত্র 'অধিকতর অনুকূল' সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে, সেইহেতু পার্টিকে অবশ্যই অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়া চলবে না। সুতরাং পার্টির করণীয় কাজগুলি হল: বিরোধী ব্লক এখনো যে সমস্ত ভ্রান্ত মতসমূহ আঁকড়ে রয়েছে সেগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানো; এই সমস্ত ধারণার সুবিধাবাদী প্রকৃতির মুখোস খুলে দেওয়া, তা সেই প্রকৃতি গোপন করতে যে 'বৈপ্লবিক' বাক্‌বৈশিষ্ট্যই ব্যবহার করা হোক না কেন, এবং এমনভাবে কাজ করা যাতে সম্পূর্ণরূপে এবং চূড়ান্তভাবে উৎখাত হবার ভয়ে বিরোধী ব্লক তার ভুলগুলি বর্জন করতে বাধ্য হয়।

২। বিরোধী ব্লকের প্রধান ভুল

কমরেডস্, আমি দ্বিতীয় বিষয়ে যাচ্ছি, আমাদের বিপ্লবের চরিত্র এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎসমূহের মূল প্রশ্নে বিরোধী ব্লকের প্রধান ভুলের বিষয়ে।

মূল বিষয়টি, যার প্রশ্নে পার্টি এবং বিরোধী ব্লক বিভক্ত, তা হল আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার বিষয়, অথবা—যা হল একই জিনিস—আমাদের বিপ্লবের চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের বিষয়।

এটি একটি নতুন বিষয় নয়: বিষয়টি, প্রসঙ্গক্রমে, ১৯২৫ সালের এপ্রিল সম্মেলনে, কমবেশি পুংখানুপুংখরূপে আলোচিত হয়েছিল। এখন, একটি নতুন পরিস্থিতিতে, বিষয়টি আবার উঠেছে এবং এটিকে আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করতে হবে। এবং যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামসমূহের সাম্প্রতিক যুক্ত সভায়, ট্রট্স্কি এবং কামেনেভ এই অভিযোগ পেশ করেন যে, বিরোধী ব্লকের ওপর তত্ত্বগুলি তাঁদের মতামত ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে, সেইহেতু বিরোধী ব্লকের ওপর তত্ত্বসমূহের মূল বক্তব্য-গুলিকে সমর্থন ও অনুমোদন করে এমন সব দলিলপত্র ও উদ্ধৃতি আমার রিপোর্টে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। কমরেডস্, আমি আগাম অপরাধ স্বীকার করছি, কিন্তু এটা করতে আমি বাধ্য।

আমরা তিনটি বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছি।

(১) এ পর্যন্ত আমাদের দেশ হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশ, অন্যান্য দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব এখনো বিজয়ী হয়নি এবং বিশ্ব-বিপ্লবের গতিবেগ মন্থর হয়েছে—এইসব তথ্য স্মরণে রাখলে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় কি সম্ভব?

(২) যদি এই বিজয় সম্ভবও হয়, তাহলেও কি তাকে একটা সম্পূর্ণ বিজয়, চূড়ান্ত বিজয় বলা যেতে পারে?

(৩) এরূপ বিজয়কে যদি চূড়ান্ত বলা না যায়, তাহলে কি কি শর্ত প্রয়োজন যাতে এই বিজয় চূড়ান্ত হতে পারে?

এরূপই হল তিনটি বিষয় যা একটিমাত্র দেশে, অর্থাৎ আমাদের দেশে, সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার সাধারণ বিষয়ের মধ্যে সংযুক্ত রয়েছে।

১। প্রাথমিক মন্তব্যসমূহ

ধরুন, গত শতাব্দীর চল্লিশ-এর দশকে, অথবা পঞ্চাশ-এর এবং ষাট-এর

দশকে, সাধারণভাবে সেই সময়পর্বে যখন একচেটিয়া পুঁজিবাদের অস্তিত্ব তখনো ঘটেনি, যখন পুঁজিবাদের অসম বিকাশ তখনো আবিষ্কৃত হয়নি এবং হতে পারেনি, এবং যখন, সেইহেতু, একক দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নটি পরবর্তীকালে যে দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করা হয়েছিল তখনো সেভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি, তখন মার্কসবাদীরা এই বিষয়টির উত্তর কিভাবে দিয়েছিল? সে সময়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস থেকে আরম্ভ করে, আমরা, মার্কসবাদীরা, সকলেই এই মত পোষণ করতাম যে, পৃথকভাবে গ্রহণ করলে একটা দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব এবং সমাজতন্ত্র বিজয়ী হবার ক্ষেত্রে কতকগুলি দেশে, অন্ততঃ কতকগুলি সর্বাধিক উন্নত, সভ্য দেশসমূহে একটি যুগপৎ বিপ্লবের প্রয়োজন। এবং সে সময়ে সেইটাই ছিল সঠিক। এই মতের ব্যাখ্যায় আমি এঙ্গেলসের রূপরেখা 'সাম্যবাদের নীতিসমূহ' থেকে একটি বৈশিষ্ট্যসূচক অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করতে চাই, যেখানে বিষয়টা যতটা সম্ভব তীব্রভাবে রাখা হয়েছে। এই রূপরেখা পরবর্তীকালে **কমিউনিস্ট ইস্তাহারের** ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। এটি লেখা হয়েছিল ১৮৪৭ সালে। এই রূপরেখায় এঙ্গেলস যা বলছেন তা নিচে দেওয়া হল, মাত্র কয়েক বছর আগে এটা প্রকাশিত হয়েছে:

'কেবলমাত্র একটি দেশে এই বিপ্লব (অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব—জে. স্তালিন) **ঘটতে পারে কি?**

উত্তর: **না**। বৃহদায়তন শিল্প, যে একটিমাত্র বিশ্ববাজার সৃষ্টি করেছে, যথাযথ এই ঘটনার দ্বারাই তা দুনিয়ার সমস্ত জাতিগুলিকে, লক্ষণীয়ভাবে সভ্য জাতিগুলিকে, এত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র বেঁধে ফেলেছে যে অন্য জাতিগুলিতে যা ঘটছে প্রতিটি জাতি তার ওপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু, সমস্ত সভ্য দেশে তা সামাজিক বিকাশকে এতদূর পর্যন্ত সমান করেছে যে তাদের সবগুলিতেই বুর্জোয়ারা এবং শ্রমিকশ্রেণী সমাজের দুটি চূড়ান্ত শ্রেণী হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের ভেতর সংগ্রাম আমাদের সময়ের প্রধান সংগ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। **সেইজন্য, সাম্যবাদী বিপ্লব শুধুমাত্র একটি জাতীয় বিপ্লব হবে না, কিন্তু সমস্ত সভ্য দেশে, অর্থাৎ, অন্ততঃ ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মানিতে, তা যুগপৎ ঘটবে।** এই সমস্ত দেশের প্রত্যেকটিতে, কোন্ দেশে অধিকতর উন্নত-

তর শিল্প, ধনৈশ্বর্যের বৃহত্তর সঞ্চয় এবং বৃহত্তর উৎপাদিকা শক্তি আছে তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে সাম্যবাদী বিপ্লব অধিকতর দ্রুত অথবা অধিকতর মন্থরগতিতে বিকশিত হবে। সেইজন্য জার্মানিতে তা ঘটাতে মন্থরতম ও কঠিনতম হবে এবং ইংলণ্ডে হবে দ্রুততম ও সহজতম। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ওপর তার বিরাট প্রভাবও পড়বে, এবং বিকাশের পূর্বতন গতিকে তা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন এবং বিরাটভাবে ত্বরান্বিত করবে। এটি হবে একটি বিশ্বব্যাপী বিপ্লব এবং সেইজন্য তার একটি বিশ্বব্যাপী ভূখণ্ডও থাকবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (এফ. এঙ্গেলস, 'সাম্যবাদের নীতিসমূহ'। কমিউনিস্টিচেস্কি ম্যানিফেস্ট, স্টেট পাবলিশিং হাউস, ১৯২৩, পৃঃ ৩৪৭)।

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এটা লেখা হয়েছিল, যখনো পর্যন্ত একচেটিয়া পুঁজিবাদের অস্তিত্ব দেখা দেয়নি। এটি বৈশিষ্ট্যসূচক যে এখানে রাশিয়ার উল্লেখ করাও হয়নি; রাশিয়াকে সর্বতোভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার যোগ্য, কেননা সেই সময়ে, রাশিয়া তার বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী নিয়ে, একটি বিপ্লবী শক্তি হিসেবে রাশিয়ায় তখনো অস্তিত্ব ছিল না, থাকতে পারতও না।

প্রাক্‌-একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবস্থাসমূহে, যে সময়কালে এঙ্গেলস এটি লিখেছিলেন, সেই সময় এখানে, এই উদ্ধৃতিতে যা বলা হয়েছে তা কি সঠিক ছিল? হাঁ, তা সঠিক ছিল।

এখন, নতুন নতুন অবস্থাসমূহে একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের অবস্থায় এই মত কি সঠিক? না, এই মত এখন আর সঠিক নয়।

পুরানো সময়পর্বে, প্রাক্‌-একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং প্রাক্‌ সাম্রাজ্যবাদী সময়পর্বে যখন দুনিয়া আর্থিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে তখনো বিভক্ত হয়নি, যখন ইতিপূর্বেই বিভক্ত দুনিয়ার জোরপূর্বক পুনর্বিভাজন তখনো পুঁজিবাদের পক্ষে জীবন বা মৃত্যুর ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়নি, যখন, পরবর্তীকালে যেমন হয়েছিল, অর্থনৈতিক বিকাশের অসমতা ততটা তীব্রভাবে লক্ষণীয় হয়নি এবং হতে পারেনি, যখন পুঁজিবাদের পরস্পর বিরোধিতাসমূহ তখনো পর্যন্ত বিকাশের সেই মাত্রায় পৌঁছায়নি, যখন তারা উন্নতিশীল পুঁজিবাদকে ধ্বংসোন্মুখ পুঁজিবাদে পরিণত করে এবং এইভাবে স্বতন্ত্র দেশসমূহে সমাজ-

তন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়—এই পুরানো সময়পর্বে এঙ্গেলসের সূত্র অনস্বীকার্যভাবে সঠিক ছিল। নতুন সময়পর্বে, সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের সময়পর্বে, যখন পুঁজিবাদী দেশসমূহের বিকাশের অসমতা সাম্রাজ্যবাদী বিকাশে নির্ধারক উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে অপরিহার্য সংঘর্ষ ও যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টকে দুর্বলতর করে এবং স্বতন্ত্র দেশ-সমূহে এই ফ্রন্টের বিদীর্ণ হওয়া সম্ভবপর করে তোলে, যখন লেনিনের আবিষ্কৃত অসম বিকাশের সূত্র স্বতন্ত্র দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের বিকাশের তত্ত্বের পক্ষে প্রারম্ভ-বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে—এইসব অবস্থায় এঙ্গেলসের পুরানো সূত্র ভুল হয়ে দাঁড়াবে এবং তার বদলে অবশ্যই অন্য একটি সূত্র অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিস্থাপিত হবে—এমন একটি সূত্র যা একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার সত্যতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষাকারী হিসেবে লেনিনের বিরাটত্ব ঠিক ঠিক এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে তিনি কখনো মার্কসবাদের আক্ষরিক ক্রীতদাস ছিলেন না। তাঁর সযত্ন পরীক্ষাসমূহে মার্কস কর্তৃক বারংবার উচ্চারিত এই যে নীতি যে মার্কসবাদ একটি আপ্তবাক্য নয়, কার্য-কলাপের পথপ্রদর্শক, সেই নীতিকে লেনিন অনুসরণ করেন। লেনিন তা জানতেন এবং মার্কসবাদের আক্ষরিক অর্থ ও সারমর্মের মধ্যে একটি যথাযথ পার্থক্য টেনে তিনি কখনো মার্কসবাদকে আপ্তবাক্য হিসেবে গণ্য করতেন না, কিন্তু পুঁজিবাদী বিকাশের নতুন অবস্থায় একটি নতুন পদ্ধতি হিসেবে তিনি মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। লেনিনের বিরাটত্ব ঠিক এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে, সমস্ত দেশের সুবিধা-বাদীরা পুরানো সূত্র আঁকড়ে ধরবে এবং তাদের সুবিধাবাদী কার্যকলাপ আড়াল করার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের নাম ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে, এই ঘটনার দ্বারা ব্যাহত না হয়ে লেনিন প্রকাশ্যভাবে এবং সততার সঙ্গে, কোন ইতস্ততঃ না করে, স্বতন্ত্র দেশসমূহে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি নতুন সূত্রের জন্য প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

অন্যদিকে যদিও মার্কস ও এঙ্গেলস প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন, তবুও তাঁদের নিকট এটা আশা করা অদ্ভুত হবে যে, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের সমস্ত সম্ভাব্য বিষয়সমূহ, যা একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের সময়কালে প্রকট

হয়েছে, তা বিকশিত একচেটিয়া পুঁজিবাদের পঞ্চাশ অথবা ষাট বছর আগে তাঁরা তা পূর্বেই যথাযথভাবে জানতে সক্ষম হবেন।

এবং এটাই প্রথম উদাহরণ ছিল না, যেখানে লেনিন স্বয়ং মার্কসের পদ্ধতির ভিত্তিতে, মার্কসবাদের আক্ষরিক অর্থ আঁকড়ে না ধরে মার্কসের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। আমার মনে রয়েছে আর একটা সদৃশ উদাহরণ—অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্ন। আমরা জানি, এই প্রশ্নে মার্কস এই মত প্রকাশ করেন যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব—পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণবিচূর্ণ করা এবং একটি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র, শ্রমিকশ্রেণীর একটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হিসেবে—ইউরোপীয় দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতিতে একটি অপরিহার্য স্তর; ইংলণ্ড ও আমেরিকার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর এই বক্তব্যের ব্যতিক্রম করেন, কেননা এইসব দেশে—মার্কস বলেছিলেন—জঙ্গীবাদ এবং আমলাতন্ত্র দুর্বলভাবে বিকশিত ছিল, অথবা আদৌ বিকশিত ছিল না এবং, সেইহেতু, সমাজতন্ত্রের দিকে অন্য কোন 'শান্তিপূর্ণ' উত্তরণ সম্ভব ছিল। সত্তরের দশকে এই বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ সঠিক। (**রাইজানভঃ** 'এমনকি তখনো তা সঠিক ছিল না।') আমি মনে করি, সামরিক মনোবৃত্তির প্রাবল্য পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যতটা বিকশিত হয়েছিল সত্তরের দশকে যখন ততটা বিকশিত ছিল না, তখন এই উক্তি ছিল সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কমরেড লেনিনের **পণ্যের মাধ্যমে কর**[৮৩] পুস্তিকাটির সেই অধ্যায়, যেখানে তিনি বলেছেন যে, সত্তরের দশকের ইংলণ্ডে এটা বাদ দেওয়া ছিল না যে, সেই দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের ভেতর একটি চুক্তির পথে সমাজতন্ত্র বিকশিত হতে পারে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী জনসমষ্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং যেখানে বুর্জোয়ারা আপোষ-মীমাংসা করতে ছিল অভ্যস্ত, যেখানে জঙ্গীবাদ ছিল দুর্বল এবং যেখানে আমলাতন্ত্রও ছিল দুর্বল, তা থেকে আপনারা নিজেদের প্রত্যয়িত করতে পারেন। কিন্তু যেখানে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে সেই উক্তি ছিল সঠিক, সেখানে উনবিংশ শতাব্দীর পরে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে, যখন ইংলণ্ড ইউরোপীয় দেশসমূহের যে-কোনটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম আমলাতান্ত্রিক, এবং বেশি না হলেও, অপেক্ষাকৃত কম জঙ্গীবাদী হয়ে দাঁড়াল না, সেই সময়ে এই উক্তি হয়ে দাঁড়াল বেঠিক। সেইহেতু কমরেড লেনিন **রাষ্ট্র ও বিপ্লব** পুস্তিকাটিতে বলেছেন যে, ইউরোপীয় দেশসমূহ সম্পর্কে মার্কসের বিশেষ বক্তব্য এখন বাতিল[৮৪], কেননা নতুন নতুন অবস্থার উদ্ভব

হয়েছে, ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে যেসব ব্যতিক্রম করা হয়েছিল তা সবই বাহুল্য হয়ে পড়েছে।

লেনিনের বিরাটত্ব ঠিক এইখানেই নিহিত যে তিনি নিজেকে মার্কস-বাদের আক্ষরিক অর্থের বন্দী হতে দেননি, তিনি মার্কসবাদের সারমর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সক্ষম হয়েছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষাসমূহ আরও বিবর্ধিত করার জন্য মার্কসবাদকে প্রারম্ভ-বিন্দু হিসেবে ব্যবহার করতে।

কমরেডস্, প্রাক্ সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদের প্রাক্-একচেটিয়া সময়পর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের প্রশ্নটি যা দাঁড়িয়েছিল, তা হল এই।

২। লেনিনবাদ, না ট্রট্স্কিবাদ ?

লেনিন ছিলেন **প্রথম** মার্কসবাদী যিনি পুঁজিবাদের নতুন এবং সর্বশেষ স্তর হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের একটি প্রকৃতরূপে মার্কসবাদী বিশ্লেষণ করেন, যিনি **স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র** পুঁজিবাদী দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্নটিকে একটি নতুন ধরনে উপস্থিত করেন এবং তার হাঁ-সূচক জবাব দেন। আমার মনে রয়েছে, **সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়** নামক লেনিনের পুস্তিকাটি। আমার মনে রয়েছে 'ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগান' নামক তাঁর প্রবন্ধটিও, এটি বের হয় ১৯১৫ সালে। ইউরোপের, কিংবা সমগ্র বিশ্বের, যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগানের প্রশ্নে ট্রট্স্কি এবং লেনিনের মধ্যেকার বিতর্কের কথাও আমার মনে আছে, যাতে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় যে সম্ভব এই তত্ত্ব লেনিন প্রথম উপস্থিত করেন।

সেই প্রবন্ধে লেনিন যা লিখেছেন, তা এই :

> 'কিন্তু পৃথক শ্লোগান হিসেবে বিশ্বের যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগান বড় একটা সঠিক শ্লোগান হবে না, প্রথমতঃ, যেহেতু এটি সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত; দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু, একক দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের অসম্ভাব্যতার অর্থে এবং অপর দেশগুলির সঙ্গে এরূপ একটি দেশের সম্পর্কের বিষয়ে এতে একটি ভুল ব্যাখ্যার উদ্ভব হতে পারে। অসম অর্থনৈতিক এবং রাজ-নৈতিক অসমতা পুঁজিবাদের একটি অমোঘ নিয়ম। এইজন্য সমাজ-তন্ত্রের বিজয় প্রথমতঃ কয়েকটি দেশে অথবা পৃথকভাবে নিলে এমনকি একটিমাত্র দেশেও সম্ভব। সেই দেশের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদীদের

সম্পত্তিচ্যুত এবং উৎপাদন সংগঠিত করে, বিশ্বের অবশিষ্ট অংশের, পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে—তাতে উদ্দেশ্যের দিকে অন্যান্য দেশসমূহের নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে আকর্ষণ করে, সেইসব দেশে পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিয়ে এবং প্রয়োজনের সময় শোষণকারী শ্রেণীসমূহ এবং তাদের রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এমনকি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে এসে।'…কেননা 'পশ্চাদ্‌পদ রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলির একটি কমবেশি দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোর সংগ্রাম ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রে জাতিসমূহের স্বাধীন সংযুক্ত সংস্থা অসম্ভব' (২৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২-৩৩)।

১৯১৫ সালে লেনিন এই কথাই লিখেছিলেন।

পুঁজিবাদের অসম বিকাশের এই নিয়মটি কি, সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা-সমূহের অধীনে যার সক্রিয়তার ফলে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা ঘটে?

এই নিয়মের কথা বলতে গিয়ে লেনিন এই মত পোষণ করেন—পুরানো প্রাক্‌-একচেটিয়া পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদে অতিক্রমণ করেছে; ভূখণ্ড, বাজার, কাঁচামালের জন্য নেতৃস্থানীয় সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে একটি উন্মত্ত সংগ্রামের পরিস্থিতিসমূহে বিশ্ব অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে; সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের প্রভাবের ক্ষেত্রগুলিতে বিশ্বের বিভাজন ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে; পুঁজিবাদী দেশগুলির বিকাশ সমভাবে অগ্রসর হয় না, এমন ধরনে অগ্রসর হয় না যে একটি অন্য দেশের অনুবর্তী হয় অথবা তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়, কিন্তু অগ্রসর হয় আকস্মিকভাবে, কতগুলি দেশ যারা পূর্বে অন্য দেশগুলিকে পেছনে ফেলে এসেছিল তাদের পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়া এবং নতুন নতুন দেশ একেবারে পুরোভাগে অগ্রসর হবার ঘটনার মধ্য দিয়ে; পুঁজিবাদী দেশ-সমূহের বিকাশের এই প্রণালী আগেই বিভক্ত দুনিয়ার নতুন করে বিভাজনের জন্য অপরিহার্যভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ ও সংঘর্ষসমূহের জন্ম দেয়; এই সমস্ত সংঘর্ষ ও যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বলতর হয়; এইজন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের চিড়-খাওয়া সহজেই সম্ভাবনাযুক্ত হয়; এবং তার জন্যই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা জানি যে একেবারে সাম্প্রতিককালে ব্রিটেন অন্য সমস্ত সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রসমূহের পুরোভাগে ছিল। আমরা আরও জানি, তারপর জার্মানি

ব্রিটেনকে ধরে ফেলতে শুরু করল এবং অন্যান্য দেশের ক্ষতিসাধন করেও, এবং প্রথমতঃ, ব্রিটেনের ক্ষতিসাধন করে 'পৃথিবীতে স্থান' দাবি করল। আমরা জানি, ঠিক এই ঘটনার ফলেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ঘটেছিল। এখন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরবর্তীকালে আমেরিকা প্রচণ্ডবেগে অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তিগুলি উভয়কেই পেছনে ফেলে এসেছে। এটা সন্দেহ করা চলে না বললেই হয় যে এর মাঝে নতুন নতুন বিরাট সংঘর্ষ ও যুদ্ধের বীজ বিধৃত রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিণতিতে রাশিয়ায় যে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে চিড় খেয়েছিল, এই ঘটনা হল প্রমাণ যে, পুঁজিবাদী বিকাশের আজকের পরিণতিসমূহে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের শিকল বাধ্যতামূলকভাবে সেই দেশে ভাঙবে না, যে দেশে শিল্প হল সর্বাধিক উন্নত, কিন্তু ভাঙবে সেই দেশে যেখানে শিকল দুর্বলতম, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর থাকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র—দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন কৃষকসমাজ—যেমনটি ঘটেছিল রাশিয়ায়।

এটা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব যে ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদী শিকল ভাঙবে সেই দেশগুলির একটিতে—ধরুন, ভারতবর্ষে—যেখানে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী মুক্তি-আন্দোলনের আকারে শ্রমিকশ্রেণীর আছে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র।

একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা দৃঢ়তাসহকারে ঘোষণা করতে গিয়ে, আমরা জানি, প্রথমতঃ ট্রট্স্কির সঙ্গে, এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গেও লেনিনের বিতর্ক হয়।

একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব—এই বিষয়ে লেনিনের প্রবন্ধ এবং তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে ট্রট্স্কির বক্তব্য কি ছিল?

লেনিনের প্রবন্ধের জবাবে ট্রট্স্কি তখন (১৯১৫ সালে) যা লিখেছিলেন তা হল এই:

ট্রট্স্কি বলছেন, 'ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগানের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত একমাত্র কমবেশি বাস্তব ঐতিহাসিক যুক্তি সুইজারল্যাণ্ডের **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাতে** নির্দিষ্টভাবে রূপায়িত হয়েছিল (সেই সময় বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র, যাতে লেনিনের উপরি-উল্লিখিত প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল—জে. স্তালিন) এই বাক্যটিতে—"অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের একটি অমোঘ নিয়ম।" এ থেকে **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত**

এই সিদ্ধান্ত টানে যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব এবং সেজন্য প্রতিটি স্বতন্ত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সাপেক্ষ করার কোন যুক্তি নেই। পৃথক পৃথক দেশে পুঁজিবাদী বিকাশ যে অসম তা সম্পূর্ণরূপে একটি অকাট্য যুক্তি। কিন্তু এই অসমতা নিজেই চূড়ান্তরূপে অসম। ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, জার্মানি অথবা ফ্রান্সের পুঁজিবাদী স্তর সমরূপ নয়। কিন্তু আফ্রিকা এবং এশিয়ার সঙ্গে তুলনায় এই সমস্ত দেশ "পুঁজিবাদী" ইউরোপের প্রতিনিধিত্ব করে, যেগুলি সামাজিক বিপ্লবের পক্ষে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। কোন দেশ যে তার সংগ্রামে অন্যান্য দেশের জন্য অবশ্যই **অপেক্ষা করবে** না—এটা হল একটা প্রাথমিক চিন্তা যা পুনরাবৃত্তি করা কার্যকর এবং প্রয়োজনীয় যাতে অনুষঙ্গী আন্তর্জাতিক সক্রিয়তার ধারণার বদলে অনুকুল সময় আসার সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক নিষ্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে কৌশলে কালহরণ করার ধারণা প্রতিস্থাপিত না হতে পারে। অন্যান্যদের জন্য অপেক্ষা না করে আমরা জাতীয়ভাবে সংগ্রাম শুরু করি এবং চালিয়ে যাই, এই পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে যে আমাদের উদ্যোগে অন্যান্য দেশের সংগ্রামে প্রেরণা যোগাবে; কিন্তু এটা যদি না ঘটে, তাহলে এটা চিন্তা করা অর্থহীন হবে—যেমন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং তাত্ত্বিক বিবেচনাসমূহ সাক্ষ্য দেয়—যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, **একটি বিপ্লবী রাশিয়া একটি রক্ষণশীল ইউরোপের সরাসরি বিরোধিতায় প্রতিরোধ করে চলতে পারবে** অথবা একটি সমাজতান্ত্রিক জার্মানি একটি পুঁজিবাদী বিশ্বে বিচ্ছিন্নভাবে টিঁকে থাকতে পারবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ট্রট্স্কির **রচনাবলী,** তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৮৯-৯০)।

১৯১৫ সালে প্যারির সংবাদপত্র **নাশে স্লোভোতে**[৮০] ট্রট্স্কি যা লেখেন তা এই; প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত **শান্তির কর্মসূচী** নামক ট্রট্স্কির প্রবন্ধসমূহের একটি সংগ্রহে আবার ছাপা হয়।

আপনারা দেখছেন যে, এই দুটি অনুচ্ছেদে লেনিন ও ট্রট্স্কির সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্ব বৈষম্যমূলকভাবে দণ্ডায়মান। যেখানে লেনিন মনে করেন, একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব, মনে করেন, যখন শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করেছে তখন পুঁজিবাদীদের সম্পত্তিচ্যুত করে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠিত করে, যাতে করে পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিকশ্রেণীকে কার্যকর

সমর্থন দেওয়া যায়, তখন তা তার ক্ষমতা শুধু বজায় রাখতে পারে না, এমনকি আরও বেশি অগ্রসরও হতে পারে; সেখানে, পক্ষান্তরে, ট্রট্স্কি মনে করেন, যদি একটি দেশের বিজয়ী বিপ্লব অন্যান্য দেশগুলিতে অতি শীঘ্র বিজয়ী বিপ্লবের উদ্ভব না ঘটায়, তাহলে বিজয়ী দেশের শ্রমিকশ্রেণী এমনকি তার ক্ষমতা বজায় রাখতেও সমর্থ হবে না (একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠিত করা দূরে থাক); কেননা, ট্রট্স্কি বলছেন, এটা চিন্তা করা নিরর্থক হবে যে রাশিয়ায় একটি বিপ্লবী সরকার একটি রক্ষণশীল ইউরোপের সরাসরি বিরোধিতায় প্রতিরোধ করে চলতে পারবে।

এগুলি হল সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন দুটি দৃষ্টিকোণ, দুটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক লাইন। লেনিনের নিকট একটি শ্রমিকশ্রেণী, যা ক্ষমতা হাতে নিয়েছে, তা সর্বোচ্চ উদ্যোগ প্রদর্শনকারী একটি সর্বাধিক সক্রিয় শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠিত করে এবং আরও অগ্রসর হয়ে অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে সমর্থন করে। পক্ষান্তরে, ট্রট্স্কির নিকট একটি শ্রমিকশ্রেণী, যা ক্ষমতা হাতে নিয়েছে, তা একটি আধা-নিষ্ক্রিয় শক্তি হয়ে দাঁড়ায়, যার অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্রের আশু বিজয়ের আত্যন্তিক সাহায্যের প্রয়োজন এবং যা নিজেকে যেন একটি সাময়িক শিবিরে রয়েছে বলে মনে করে, মনে করে অচিরেই ক্ষমতা হারাবার বিপদ তার আছে। কিন্তু যদি অন্যান্য দেশে বিপ্লবের বিজয় অবিলম্বে শুরু না হয়—তখন কি হবে? তখন, কাজটি পরিত্যাগ কর (**শ্রোতাদের মধ্যে একজন:** 'এবং দৌড়িয়ে গিয়ে লুকোও')। হাঁ, দৌড়িয়ে গিয়ে লুকোও। সেটা সম্পূর্ণরূপে সঠিক। (**হাস্য।**)

বলা যেতে পারে, লেনিন ও ট্রট্স্কির মধ্যে এই মতপার্থক্য অতীতের ঘটনা, পরবর্তীকালে কাজের গতিপথে এই মতপার্থক্য নিম্নতম পরিমাণে কমে যেতে এবং এমনকি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে থাকতে পারে। হাঁ, তা নিম্নতম পরিমাণে কমে যেতে এবং এমনকি দূরীভূত হয়ে থাকতে পারত। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, এর কোনটাই ঘটল না। পক্ষান্তরে, এই মতপার্থক্য একেবারে কমরেড লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত পুরোমাত্রায় ছিল। আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন, তা এখনো রয়েছে। আমি দৃঢ়তা সহকারে বলছি, অন্যপক্ষে, লেনিন এবং ট্রট্স্কির মধ্যেকার এই মতপার্থক্য এবং তা যে বিতর্কের উদ্ভব ঘটিয়েছিল, তা সব সময়ে চলে আসছিল; এই বিষয়বস্তুর ওপরে লেনিন ও ট্রট্স্কির প্রবন্ধসমূহ একটার পর একটা প্রকাশিত হয়, এবং সুপ্ত বিতর্ক

নিরবচ্ছিন্ন থাকে, যদিও কারও নামোল্লেখ করা হয়নি।

এই ব্যাপারে কতকগুলি ঘটনা নিচে দেওয়া হল:

১৯২১ সালে, যখন আমরা নেপ্ প্রবর্তন করলাম, লেনিন আবার সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, এইবার নেপ্-এর কর্মনীতি বরাবর আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন করার সম্ভাবনার অপেক্ষাকৃত বেশি বাস্তব ধরনে। আপনারা স্মরণ করুন, যখন ১৯২১ সালে নেপ্ প্রবর্তিত হয়, তখন আমাদের পার্টির একটি অংশ বিশেষ করে 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষ' লেনিনকে এই বলে অভিযুক্ত করে যে নেপ্ প্রবর্তন করে তিনি সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরে যাচ্ছেন। স্পষ্টতঃই এর জবাবে লেনিন তাঁর সেই সময়কার ভাষণ এবং প্রবন্ধসমূহে বারবার ঘোষণা করেন যে, 'কৃষকসমাজের সঙ্গে একত্রে' এবং 'শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে' 'আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি' স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমরা নেপ্ প্রবর্তন করছি আমাদের গতিপথ থেকে ভিন্ন পথে গমন হিসেবে নয়, কিন্তু নতুন নতুন অবস্থায় তার ধারাবাহিকতা হিসেবে (লেনিনের **পণ্যের মাধ্যমে কর** এবং নেপ্-এর বিষয়বস্তুর ওপর লেনিনের অন্যান্য প্রবন্ধগুলি দেখুন)।

যেন এর জবাবে, ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে ট্রট্স্কি তাঁর বই, **১৯০৫ সাল**-এর একটি 'ভূমিকা' প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ঘোষণা করেন, যে, আমাদের দেশে কৃষকসমাজের সঙ্গে একত্রে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব, কেননা যে পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী পাশ্চাত্যে বিজয়ী না হচ্ছে, সে পর্যন্ত আমাদের দেশের জীবন হবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের শত্রুতাপূর্ণ সংঘর্ষের একটি ধারা।

ট্রটস্কি তাঁর 'ভূমিকায়' যা লেখেন তা হল এই:

'ক্ষমতা গ্রহণ করে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম পর্যায়গুলিতে যারা শ্রমিকশ্রেণীকে সমর্থন করেছিল, শুধু সেই সমস্ত বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির সঙ্গেই নয়, কৃষকসমাজের বিরাট ব্যাপক অংশ, যাদের সাহায্যে শ্রমিক-শ্রেণী ক্ষমতায় এসেছিল, তাদের সঙ্গেও শ্রমিকশ্রেণী **শত্রুতাপূর্ণ সংঘর্ষে** আসবে। অত্যধিক পরিমাণে কৃষি জনসমষ্টি কর্তৃক অধ্যুষিত একটি পশ্চাদ্পদ দেশে একটি শ্রমিকদের সরকারের অবস্থানে বিরোধসমূহের সমাধান শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পরিধিতে, বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবাঙ্গনেই

ঘটতে পারে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ট্রট স্কির বই ১৯০৫ সাল-এর ১৯২২ সালে লিখিত 'ভূমিকা' থেকে)।

এখানেও আপনারা দেখছেন, দুটি পৃথক তত্ত্ব বৈষম্যমূলকভাবে দণ্ডায়মান। যেখানে লেনিন কৃষকসমাজের সঙ্গে একত্রে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন করার সম্ভাবনা মেনে নিচ্ছেন, সেখানে ট্রট্স্কি, পক্ষান্তরে, এই মত পোষণ করেন যে, কৃষকসমাজকে নেতৃত্ব দেওয়া শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অসম্ভব, অসম্ভব তাদের পক্ষে একটি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন করার ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করা, যেহেতু দেশের রাজনৈতিক জীবন শ্রমিকদের সরকার এবং সংখ্যাগুরু কৃষকদের মধ্যে শত্রুতাপূর্ণ সংঘর্ষসমূহের একটি ধারা হবে এবং এই সংঘর্ষসমূহের সমাধান মাত্র বিশ্ব বিপ্লবাঙ্গনেই ঘটতে পারে।

পুনশ্চ, এক বছর পরে, ১৯২২ সালে মস্কো সোভিয়েতের প্লেনারি অধিবেশনে প্রদত্ত লেনিনের ভাষণ আমাদের নিকট আছে, যেখানে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রশ্নে তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি বলেন :

> 'সমাজতন্ত্র এখন আর দূর ভবিষ্যতের বিষয় নয়, নয় একটা অবাস্তব ছবি, অথবা একটি প্রতিমূর্তি। আমরা এখনো প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে আমাদের পুরানো খারাপ ধারণাটি মনে রেখেছি। আমরা সমাজতন্ত্রকে জীবনের মধ্যে টেনে এনেছি, এবং এখানে আমাদের অবশ্যই পথ খুঁজে পেতে হবে। আমাদের দিনের, আমাদের যুগের করণীয় কাজ এই। এই করণীয় কাজ যদিও কঠিন হতে পারে, আমাদের পূর্বতন করণীয় কাজের তুলনায় যদিও নতুন হতে পারে এবং যত কিছুই অসুবিধা এই করণীয় কাজের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকতে পারে, আমরা সকলে—একদিনে নয়, কয়েক বছরের সময়কালে—যাই ঘটুক না কেন, আমরা একে সম্পাদন করব, যাতে নেপ্-এর রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া হয়ে দাঁড়ায় এই দৃঢ়প্রত্যয় প্রকাশ করে আমাকে উপসংহার করতে অনুমতি দিন' (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬)।

যেন এর জবাবে, অথবা উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে তিনি যা বলেছিলেন

তার ব্যাখ্যায়, ট্রট্স্কি তাঁর **শান্তি কর্মসূচী** পুস্তিকার একটি 'পুনশ্চ' ১৯২২ সালে প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলছেন:

'একটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব জাতীয় সীমানার মধ্যে সফলভাবে সর্বোচ্চ সীমায় পৌছাতে পারে না, **শান্তি কর্মসূচীতে** কয়েকবার পুনরাবৃত্ত এই ঘোষণা কিছু কিছু পাঠকদের কাছে প্রতীয়মান হতে পারে যে আমাদের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের প্রায় ৫ বছরের অভিজ্ঞতা তা খণ্ডন করেছে। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত হবে অন্যায্য। একটিমাত্র দেশে, যে দেশটি আবার পশ্চাদ্‌পদ, সেই দেশে শ্রমিকদের সরকার যে সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে টিঁকে আছে, এই ঘটনা শ্রমিকশ্রেণীর বিশাল শক্তির সাক্ষ্য দেয়, যা অন্যান্য অধিকতর উন্নত, অধিকতর সভ্য দেশে বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটাবার ক্ষেত্রে সত্যসত্যই সক্ষম হবে। কিন্তু যখন আমরা রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে রাষ্ট্র হিসেবে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, তখন একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টিতে আমরা পৌছাইনি, অথবা পৌছাতে শুরুও করিনি।...অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহে যতদিন বুর্জোয়ারা ক্ষমতাসীন থাকবে, ততদিন অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে, পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে সমঝওতার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে আমরা বাধ্য থাকব; সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়তার সাথে এটা বলা যেতে পারে যে এই সমস্ত সমঝওতা আমাদের কিছু কিছু অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্য প্রশমিত করা, একটি বা দুটি অগ্রপদক্ষেপ নেবার ব্যাপারে আমাদের বড় জোর সাহায্য করতে পারে, কিন্তু রাশিয়ায় একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির **প্রকৃত উন্নতি** প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশে শ্রমিকশ্রেণীর **বিজয়লাভের পরেই একমাত্র** সম্ভব হবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া —জে. স্তালিন) (ট্রট্স্কির **রচনাবলী**, ৩য় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৯২-৯৩)।

আপনারা দেখছেন, এখানেও দুটি বিরোধী যুক্তিরূপে উপস্থাপিত প্রবন্ধ বৈষম্য দেখিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্থাপিত। যেখানে লেনিন মনে করেন, আমরা ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্রকে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে টেনে এনেছি এবং, অসুবিধাসমূহ সত্ত্বেও, নেপ্-এর রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় পরিণত করতে আমরা সম্পূর্ণরূপে সক্ষম, সেখানে, পক্ষান্তরে, ট্রট্স্কি বিশ্বাস করেন যে আমরা বর্তমান রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় পরিণত করতে শুধু অক্ষমই নই, অন্যান্য দেশে যে পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী বিজয়ী না হচ্ছে সে পর্যন্ত

আমরা এমনকি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃত উন্নতিও অর্জন করতে পারি না।

সর্বশেষে আমাদের রয়েছে 'সমবায় প্রসঙ্গে' এবং 'আমাদের বিপ্লব' (সুখানভের বিরুদ্ধে পরিচালিত)-এর আকারে লেনিনের মন্তব্যসমূহ : এগুলি তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে লিখেছিলেন এবং তাঁর রাজনৈতিক দলিল হিসেবে এগুলি তিনি আমাদের কাছে রেখে গেছেন। এই মন্তব্যগুলি এই ঘটনার জন্য লক্ষণীয় যে, সেগুলিতে লেনিন আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্নটি আবার উত্থাপন করেছেন এবং এমন স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপদানপূর্বক বর্ণনা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন যা কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখে না। 'আমাদের বিপ্লব'—মন্তব্যসমূহে তিনি যা বলেছেন তা হল এই :

'…পশ্চিম ইউরোপীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির বিকাশের সময়কালে তাঁরা (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরেরা—জে. স্তালিন) যে যুক্তিটি—অর্থাৎ আমরা যে এখানো সমাজতন্ত্রের জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইনি এবং, যেমন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন "জ্ঞানী" ভদ্রলোক প্রকাশ করেছেন, সমাজতন্ত্রের জন্য বস্তুগত অর্থনৈতিক পূর্বাহ্লেই অবশ্য পূরণীয় বিষয়সমূহ আমাদের দেশে বিদ্যমান নেই—মুখস্থ করেছিলেন তা সীমাহীনভাবে গতানুগতিক ও নীরস। এবং তাঁদের কারোর নিজেকে এই প্রশ্ন করার কথা স্মরণ হয় না : কিন্তু প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়কালে সৃষ্ট বৈপ্লবিক অবস্থার মধ্যে যে জাতি নিজেকে দেখতে পেল তার সম্পর্কে কি হবে? তার অবস্থার আশাহীনতার প্রভাবে ত' কি সেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না যা তাকে, তার সভ্যতার অধিকতর বিকাশের জন্য সম্পূর্ণরূপে সাধারণ নয় এমন কতকগুলি অবস্থা অর্জনের অন্ততঃ কিছুটা সুযোগ তাকে দিয়েছিল।…

'সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য যদি সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট স্তরের প্রয়োজন হয় (যদিও কেউই বলতে পারে না সেই নির্দিষ্ট "সংস্কৃতির স্তর" ঠিক কি), আমরা সংস্কৃতির সেই নির্দিষ্ট স্তরের জন্য পূর্বাহ্লেই অবশ্য পূরণীয় বস্তুসমূহ বিপ্লবী উপায়ে প্রথমতঃ অর্জন করে শুরু করি না কেন এবং তারপরে শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার ও সোভিয়েত প্রথার ভিত্তিতে অন্যান্য জাতিসমূহকে ধরে ফেলার জন্য অগ্রসর হই না কেন?…

'আপনারা বলছেন, সমাজতন্ত্র সৃষ্টির জন্য সভ্যতার প্রয়োজন। ভাল

কথা। কিন্তু জমিদার এবং রাশিয়ার পুঁজিবাদীদের বহিষ্কার করার মতো সভ্যতার পূর্বাহ্নেই অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহ আমাদের দেশে আমরা প্রথম সৃষ্টি করতে পারব না কেন? কোন্ কেতাবগুলিতে আপনারা পড়েছেন যে, রীতিগত ঐতিহাসিক প্রণালীর এরূপ পরিবর্তনসমূহ অনুমতি-দানের অযোগ্য এবং অসম্ভব?' (লেনিনের **রচনাবলী**, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯-৪০১।)

'সমবায় প্রসঙ্গে' প্রবন্ধসমূহে লেনিন যা বলছেন তা হল এই:

'বস্তুতঃ, বৃহদায়তন উৎপাদনের সমস্ত উপায়ের ওপর রাষ্ট্রক্ষমতা, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা, লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র এবং বহু ক্ষুদ্র কৃষকদের সঙ্গে এই শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী, কৃষকসমাজের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নিশ্চিত নেতৃত্ব ইত্যাদি—সমবায়গুলি, কেবলমাত্র সমবায়গুলি থেকেই একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তা কি এই সমস্তই নয়? এগুলিকে আমরা পূর্বে ক্ষুদ্র জিনিসের ফেরিওয়ালা বলে তাচ্ছিল্য করতাম, এখন নেপ্-এর অবস্থায়, কোন একটি দিক থেকে সেগুলিকে সেইভাবে তাচ্ছিল্য করার মতো আমাদের অধিকার রয়েছে। **একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা কি এটা নয়?** এটা এখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা নয়, কিন্তু এই সমাজ গড়ে তোলার জন্য **যা কিছু প্রয়োজন এবং যথেষ্ট তা হল** এই' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (লেনিনের **রচনাবলী**, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২)।

সুতরাং, আমাদের দেশে সফলভাবে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনার মূল প্রশ্নে, পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের ওপর আমাদের অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলির বিজয়লাভের সম্ভাবনার প্রশ্নে এভাবে আমাদের আছে দুটি লাইন—কেননা, কমরেডস্, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার অর্থ পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের ওপর আমাদের অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলির বিজয়লাভের সম্ভাবনার চেয়ে এতটুকু বেশি বা কম নয়—প্রথমতঃ, আমাদের আছে লেনিন ও লেনিনবাদের লাইন, দ্বিতীয়তঃ, আমাদের আছে ট্রট্স্কি ও ট্রট্স্কিবাদের লাইন। লেনিনবাদ হাঁ-সূচক বাক্যে এই প্রশ্নের জবাব দেয়, পক্ষান্তরে, ট্রট্স্কিবাদ আমাদের বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের মাধ্যমে

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে। যেখানে প্রথম লাইনটি হল আমাদের পার্টি-লাইন, সেখানে দ্বিতীয় লাইনটি হল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মতামতের প্রায় সমরূপ।

এইজন্যই বিরোধী ব্লকের ওপর খসড়া প্রবন্ধগুলিতে বলা হয়েছে, ট্রট্স্কিবাদ আমাদের পার্টিতে একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি।

কিন্তু এ থেকে অকাট্যভাবে এইটি বেরিয়ে আসে যে, আমাদের বিপ্লব হল একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এই বিপ্লব শুধু একটি সংকেত, একটি আবেগ, বিশ্ব-বিপ্লবের পক্ষে একটি আরম্ভস্থলের প্রতীক নয়, এই বিপ্লব আমাদের দেশে একটি পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য একটি ঘাঁটিও, একটি প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত ঘাঁটি।

এবং সেইজন্য, আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে আমরা পরাস্ত করতে পারি, আমাদের অবশ্যই সেগুলিকে পরাস্ত করতে হবে, আমাদের দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ আমরা গড়ে তুলতে পারি, এবং আমাদের অবশ্যই তা গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু সেই বিজয়কে সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত বলে আখ্যা দেওয়া যায় কি? না, তা যায় না। আমরা আমাদের পুঁজিবাদীদের পরাস্ত করতে পারি, আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে, এই গড়ে তোলা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তা করে আমরা বাইরে থেকে বিপদসমূহ, হস্তক্ষেপের বিপদ, এবং সেইহেতু, পুরানো প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনঃস্থাপনের বিপদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশকে গ্যারান্টি দিতে সক্ষম। আমরা একটি দ্বীপে বাস করছি না। আমরা বাস করছি একটি পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর অভ্যন্তরে। আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছি এবং তদ্দ্বারা পুঁজিবাদী শ্রমিকদের বিপ্লবপন্থী করছি—এই ঘটনা সমগ্র পুঁজিবাদীদের ঘৃণা ও শত্রুতা না জাগিয়ে পারে না। পুঁজিবাদী জগৎ অর্থনৈতিক ফ্রন্টে আমাদের সাফল্যগুলির দিকে কৌতূহলশূন্য হয়ে তাকিয়ে থাকবে—যে সাফল্যগুলি সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবপন্থী করে তুলছে—এ কথা চিন্তা করা হল মোহগ্রস্ততার সামিল। সেইহেতু, যতদিন পর্যন্ত আমরা একটি পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর অভ্যন্তরে বাস করছি, যতদিন পর্যন্ত অন্ততঃ কিছুসংখ্যক দেশে শ্রমিকশ্রেণী বিজয়ী না হতে পারে, ততদিন আমাদের বিজয়কে চূড়ান্ত বলে গণ্য করতে পারি না; সেইহেতু, আমাদের গঠনমূলক কাজে যত সাফল্যই আমরা অর্জন করি না কেন, আমরা শ্রমিকশ্রেণীর

একনায়কত্বের দেশকে বাইরে থেকে বিপদের বিরুদ্ধে গ্যারান্টিপ্রাপ্ত মনে করতে পারি না। সুতরাং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে হলে আমাদের এইটি সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে বর্তমানের পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর বদলে একটি সমাজতান্ত্রিক পরিবেষ্টনা স্থাপিত হয়, অন্ততঃ অন্য কয়েকটি দেশে শ্রমিকশ্রেণী বিজয়লাভ করে। কেবলমাত্র তখনই আমাদের বিজয়কে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে।

এইজন্যই আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়কে সমাজতন্ত্রের শেষ কথা হিসেবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা কিছু হিসেবে গণ্য করি না, গণ্য করি অন্যান্য দেশসমূহে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রতি একটি সাহায্য, একটি উপায়, একটি পথ হিসেবে।

এই ব্যাপারে কমরেড লেনিন যা লিখেছিলেন, তা হল এই :

লেনিন বলছেন, 'আমরা শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রে বাস করছি না, বাস করছি **রাষ্ট্রসমূহের একটি প্রথার মধ্যে,** এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের পাশাপাশি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের দীর্ঘকালের জন্য অস্তিত্ব অচিন্তনীয়। পরিণামে একটি না হয় অন্যটি অবশ্যই বিজয়ী হবে। এবং সেই পরিণতি আসার পূর্বে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ধারাবাহিক ভয়ংকর সংঘর্ষসমূহ অপরিহার্য হবে। তার অর্থ হল এই যে, যদি শাসকশ্রেণী—শ্রমিকশ্রেণী—শাসন চালাতে চায়, এবং তা শাসন করবেও, তাহলে তার সামরিক সংগঠন দ্বারাও তা প্রমাণ করতে হবে' (২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১২২)।

এ থেকে এইটে বেরিয়ে আসে যে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিপদ রয়েছে এবং তা আগামী দীর্ঘকালের জন্য থেকে যাবে।

সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঠিক এখনই একটা গুরুতর হস্তক্ষেপের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পুঁজিবাদীরা সক্ষম কিনা, তা হল আলাদা প্রশ্ন। তা এখনো দেখার বিষয় রয়ে গেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকদের আচরণ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশের প্রতি তাদের সহানুভূতি, সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি তারা কতদূর অনুরক্ত তার ওপর এখানে অনেকটা নির্ভর করে। বর্তমানে পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লবের দ্বারা আমাদের বিপ্লবকে যে সমর্থন করতে পারে না তা একটি

প্রকৃত ঘটনা। কিন্তু পুঁজিবাদীরা আমাদের সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধের জন্য 'তাদের' শ্রমিকদের যে উদ্বুদ্ধ করতে অক্ষম, তাও একটি সত্য ঘটনা। এবং শ্রমিকদের একনায়কত্বের দেশের ওপর শ্রমিকদের ছাড়া যুদ্ধ ঘটানো হল এমন একটা কিছু যার মারাত্মক ঝুঁকি না নিয়ে পুঁজিবাদীরা আজকাল যুদ্ধ ঘটাতে পারে না। শ্রমিকদের অসংখ্য প্রতিনিধিবর্গ যাঁরা সমাজতন্ত্র গঠনে আমাদের কাজের সত্যতা যাচাই করতে আমাদের দেশে আসেন, তা থেকেই এটা সুস্পষ্ট। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের জন্য সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী যে গভীর সহানুভূতি পোষণ করে, তা থেকেই এটা সুস্পষ্ট। এই সহানুভূতির ওপরেই আমাদের সাধারণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান এখন দাঁড়িয়ে আছে। এটা না থাকলে হস্তক্ষেপের কতকগুলি নতুন প্রচেষ্টা আমরা এখন পেতে থাকতাম, আমাদের গঠনমূলক কাজে বাধা পড়ত এবং আমরা 'সাময়িক বিরতির' একটি সময়পর্ব পেতাম না।

কিন্তু যদি পুঁজিবাদী দুনিয়া আমাদের দেশের বিরুদ্ধে ঠিক এখনই সশস্ত্র হস্তক্ষেপের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অক্ষম থাকে, তার অর্থ এটা নয় যে পুঁজিবাদীরা কখনই তা করতে সক্ষম হবে না। যাই হোক, পুঁজিবাদীরা নিদ্রিত নয়; আমাদের সাধারণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অবস্থা দুর্বল করা এবং হস্তক্ষেপের পথ প্রস্তুত করার জন্য তারা তাদের যথাসাধ্য করছে। কাজেই, কি হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা, কি তার ফলস্বরূপ আমাদের দেশে পুরানো প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা, কোনটাই বাদ দেবার কথা বিবেচনা করা যায় না।

সেইহেতু, লেনিন সঠিকই বলেছিলেন:

'যতদিন পর্যন্ত আমাদের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র সমগ্র পুঁজিবাদী জগতের একটি বিচ্ছিন্ন সীমান্ত দেশ হিসেবে থাকবে, ঠিক ততদিন পর্যন্ত সমস্ত বিপদ অন্তর্হিত রয়েছে এটা আশা করা হাস্যকরভাবে উদ্ভট ও অলীক হবে। নিঃসন্দেহে, যতদিন পর্যন্ত এরূপ মৌলিক বিরুদ্ধ বস্তুগুলি থাকবে, বিপদসমূহও ততদিন থাকবে, এবং আমরা তাদের এড়াতে পারি না' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৯)।

এর জন্যই লেনিন বলছেন:

'কেবলমাত্র একটি বিশ্ব পরিধিতে এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকদের মিলিত কঠোর প্রচেষ্টাসমূহের দ্বারা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা যেতে পারে' (২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৯)।

এবং অতএব, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের অর্থ কি ?

এর অর্থ হল এইভাবে আমাদের বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহ পরাস্ত করে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন করা এবং সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গঠন করা।

এবং আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের অর্থ কি ?

এর অর্থ হল, অন্ততঃ, কয়েকটি দেশে একটি বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা হস্তক্ষেপ এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাসমূহের বিরুদ্ধে একটি পরিপূর্ণ গ্যারান্টি সৃষ্টি করা।

যেখানে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার অর্থ হল আভ্যন্তরীণ বিরোধিতাসমূহের সমাধান করা, যেগুলি একটিমাত্র দেশ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হতে পারে (অবশ্য, তার অর্থ হল আমাদের দেশের দ্বারা), সেখানে সমাজতান্ত্রিক চূড়ান্ত বিজয়ের সম্ভাবনার মধ্যে নিহিত রয়েছে সমাজতন্ত্রের দেশ এবং পুঁজিবাদী দেশসমূহের মধ্যে বহিরাগত বিরোধিতাসমূহের সমাধান, যেগুলি কেবলমাত্র কয়েকটি দেশে একটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের ফলে পরাস্ত করা যেতে পারে।

যে-কেউ এই দুই শ্রেণীর বিরোধিতাসমূহের মধ্যে তালগোল পাকায়, সে-ই অকর্মণ্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তি অথবা সংশোধনাতীত সুবিধাবাদী।

এরূপই হল আমাদের পার্টির মূল লাইন।

৩। রু. ক. পা (ব)-র চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, পুঁজিবাদের সুস্থিতি এবং একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্নে চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবে আমাদের পার্টির লাইন প্রথম সরকারীভাবে স্পষ্ট ও নির্দিষ্টরূপে রূপায়িত হয়। আমি মনে করি সেই প্রস্তাবটি আমাদের পার্টির ইতিহাসে অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল, শুধু এই কারণে নয় যে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্নে লেনিনবাদী লাইনের সমর্থনে প্রস্তাবটি একটি চমৎকার স্পষ্টতার প্রতীক, এই কারণেও যে, তা একই সঙ্গে ট্রট্স্কিবাদের সরাসরি নিন্দাবাদও। আমি মনে করি এই প্রস্তাবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উল্লেখ করা প্রয়োজনাতিরিক্ত হবে না, প্রস্তাবটি —এটি খুব অদ্ভুত ব্যাপার—জিনোভিয়েভের রিপোর্টের ওপরেই গৃহীত হয়েছিল **(সভাগৃহে আলোড়ন)**।

একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে প্রস্তাবটি হল এইরূপ :

'সাধারণভাবে, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় (**চূড়ান্ত** বিজয়ের অর্থে **নয়**) **প্রশ্নাতীতভাবে সম্ভব**'[৮৬] (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে :

'...দুটি সরাসরি বিরুদ্ধ সামাজিক প্রথার অস্তিত্ব, পুঁজিবাদী অবরোধ, অর্থনৈতিক চাপের অন্যান্য ধরন, সশস্ত্র হস্তক্ষেপ পূর্বাবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিনিয়ত ভীতির উদ্ভব ঘটায়। সুতরাং, **সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের** একমাত্র গ্যারান্টি, অর্থাৎ পূর্বাবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি হল, কতকগুলি দেশে বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।'[৮৭]

এবং একটি পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা সম্পর্কে ও ট্রট্স্কিবাদ সম্পর্কে প্রস্তাবটিতে যা বলা হয়েছে তা হল এই :

'এ থেকে কোনভাবেই এটা বেরিয়ে আসে না যে প্রযুক্তিকৌশল এবং অর্থনীতির দিকে অধিকতর উন্নত দেশগুলির "রাষ্ট্রীয় সাহায্য" (ট্রট্স্কি) ব্যতিরেকে রাশিয়ার মতো একটি পশ্চাদ্‌পদ দেশে একটি পুরোদস্তুর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা অসম্ভব। ট্রট্স্কির নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের একটি অখণ্ড অংশ হল এই দৃঢ় ঘোষণা যে, "প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশে শ্রমিকশ্রেণীর **বিজয়ের পরেই কেবলমাত্র** রাশিয়াতে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হবে" (ট্রট্স্কি, ১৯২২)—একটি দৃঢ় ঘোষণা যা বর্তমান সময়পর্বে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীকে অদৃষ্টবাদী নিষ্ক্রিয়তার দিকে ঠেলে দেয়। এইসব 'তত্ত্বের' বিরোধিতায় কমরেড লেনিন লিখেছিলেন: "পশ্চিম ইউরোপের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির বিকাশের সময়কালে তাঁরা যে যুক্তিটি অর্থাৎ, আমরা যে এখনো সমাজতন্ত্রের জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইনি এবং যেমন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন 'জ্ঞানী' ভদ্রলোক প্রকাশ করেছেন, সমাজতন্ত্রের জন্য বস্তুগত অর্থনৈতিক পূর্বাহ্ণেই অবশ্যপূরণীয় বিষয়সমূহ আমাদের দেশে বিদ্যমান নেই—মুখস্থ করেছিলেন তা সীমাহীনভাবে গতানুগতিক ও নীরস"' (সুখানভের ওপরে মন্তব্যসমূহ) ('কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনাম সম্পর্কে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং

ক্ল. ক. পা. (ব)-র কর্তব্যকাজ'-এর[৮৮] প্রশ্নে ক্ল. ক. পা. (ব)-র চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব)।

আমি মনে করি, চতুর্দশ সম্মেলনের এই মূল বিষয়গুলির কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এর চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে তা উপস্থিত করা যেত না। প্রস্তাবের সেই অনুচ্ছেদটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য যা ট্রট্স্কিবাদকে স্বখানভবাদের সঙ্গে সমপর্যায়ে উপস্থাপিত করেছে। এবং স্বখানভবাদ কি? স্বখানভের বিরুদ্ধে লেনিনের প্রবন্ধগুলি থেকে আমরা জানি যে স্বখানভবাদ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির, মেনশেভিকবাদের একটি রকম। এইটির ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া প্রয়োজন যাতে উপলব্ধি করা যেতে পারে কেন জিনোভিয়েভ, যিনি চতুর্দশ সম্মেলনে এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা থেকে সরে গেলেন এবং ট্রট্স্কির দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে ধরলেন, কেন তিনি ট্রট্স্কির সঙ্গে এখন একটি ব্লক গঠন করেছেন।

অধিকন্তু, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রস্তাবটিতে পার্টির মূল লাইন থেকে দুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি পার্টির পক্ষে বিপদের উৎস হতে পারে।

এই সমস্ত বিপদ সম্পর্কে প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে তা হল এই :

'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে দুটি বিপদ বর্তমান সময়কালে আমাদের পার্টির পক্ষে ভীতিজনক হতে পারে : (১) এখানে-সেখানে লক্ষণীয় পুঁজিবাদের সুস্থিতির একটি অতি-বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত নিষ্ক্রিয়তার দিকে বিচ্যুতি—আন্তর্জাতিক বিপ্লবের গতিবেগ মন্থর হওয়া সত্ত্বেও ইউ. এস. এস. আর-এ একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়তে একটি উদ্যমী এবং সুসম্বদ্ধ কাজের জন্য একটি পর্যাপ্ত প্রেরণার অভাব, এবং (২) জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবীদের কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে বিস্মরণশীলতার, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশমান, যদিও মন্থরগতিতে, বিপ্লবের ওপর ইউ. এস. এস. আর-এর ভাগ্যের প্রগাঢ় নির্ভরশীলতার প্রতি এক অ-সচেতন উপেক্ষার, এই ঘটনা যে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের পক্ষে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, সংহতি এবং শক্তিশালিতার প্রয়োজনই শুধু নয়, এ ঘটনাও যে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষেও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-

শ্রেণীর সাহায্য ও সমর্থনের প্রয়োজন, তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থতার দিকে বিচ্যুতি।' ('কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনাম সম্পর্কে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং রু. ক. পা (ব)র-করণীয় কাজগুলির' প্রশ্নে রু. ক. পা (ব)-র চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব।)

এই উদ্ধৃতি থেকে এটা পরিষ্কার যে, প্রথম বিচ্যুতির কথা বলার সময় চতুর্দশ সম্মেলনের মনে ছিল আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের বিজয়লাভে অবিশ্বাসের দিকে বিচ্যুতির কথা, এমন বিচ্যুতি যা ট্রট্স্কিপন্থীদের মধ্যে বিদ্যমান। দ্বিতীয় বিচ্যুতির কথা বলার সময় সম্মেলনের মনে ছিল আমাদের দেশের বিপ্লবের আন্তর্জাতিক সম্ভাব্য ভবিষ্যৎসমূহের বিস্মরণশীলতার দিকে বিচ্যুতি; এই বিচ্যুতি বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আমাদের কর্মকর্তাদের মধ্যে কিছুটা পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে, পরাধীন দেশসমূহে 'প্রভাবের ক্ষেত্র' স্থাপন করার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবার দিকে যাদের মধ্যে মধ্যে ঝোঁক দেখা দেয়।

এই উভয় বিচ্যুতিকে কলংকিত বলে ঘোষণা করে সমগ্রভাবে পার্টি এবং তার কেন্দ্রীয় কমিটি এই বিচ্যুতিসমূহ থেকে উদ্ভূত বিপদরাজির ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এরূপই হল ঘটনাসমূহ।

এটা কিভাবে ঘটতে পারল যে জিনোভিয়েভ, যিনি চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবের জন্য বিষয়টি একটি বিশেষ রিপোর্টে উপস্থিত করেছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে এই প্রস্তাবের লাইন, যা একই সময়ে লেনিনবাদের লাইনও, তা থেকে সরে গেলেন? এটা কিভাবে ঘটতে পারল যে, লেনিনবাদ থেকে সরে গিয়ে তিনি পার্টির বিরুদ্ধে জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার হাস্যকর অভিযোগ ছুঁড়ে দিলেন, এবং লেনিনবাদ থেকে তাঁর অপসারণ ঢাকবার জন্য তাকে আবরণ হিসেবে ব্যবহার করলেন?—কমরেডস্, এই চাতুরী সম্পর্কে আমি এখন আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করব।

৪। 'নয়া বিরোধীশক্তির' ট্রট্স্কিবাদে অতিক্রমণ

আমারে দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্নে 'নয়া বিরোধীশক্তির' বর্তমান নেতৃবৃন্দ, জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ এবং আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যেকার মতপার্থক্য চতুর্দশ সম্মেলনের প্রাক্কালে প্রথম প্রকাশ্য রূপ গ্রহণ করে। সম্মেলনের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর একটি সভার কথা উল্লেখ

করছি, যেখানে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ এই প্রশ্নে একটি অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ওকালতি করার চেষ্টা করেন—এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পার্টির লাইনের কোন সম্পর্ক নেই এবং সমস্ত মূল সূত্রে সুখানভের নীতি ও মনোভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সদৃশ।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, অর্থাৎ ৭ মাস পরে, প্রাক্তন লেনিনগ্রাদ শীর্ষ নেতৃত্বের বিবৃতির জবাবে এই সম্পর্কে রু. ক. পা (ব) র মস্কো কমিটি যা লিখেছিল, তা হল এই :

'সম্প্রতি, পলিটব্যুরোতে, আমাদের কৃৎকৌশলগত এবং অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতার জন্য আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ অসুবিধাগুলির মোকাবিলা করতে পারি না, যদি না একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লব আমাদের উদ্ধারে আসে—কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ওকালতি করেন। অবশ্য, আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্য মনে করি যে আমাদের কৃৎকৌশলগত পশ্চাদ্‌পদতা সত্ত্বেও এবং তবুও আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারি, গড়ে তুলছি এবং তা সম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলব। আমরা মনে করি, একটি বিশ্ব-বিপ্লবের পরিস্থিতিসমূহের অবস্থানের তুলনায় গড়ে তোলার কাজ, নিঃসন্দেহে, অনেক বেশি মন্থরগতিতে অগ্রসর হবে; তৎসত্ত্বেও, আমরা অগ্রসর হচ্ছি এবং অগ্রসর হতে থাকব। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ যে মত পোষণ করেন তা আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর ও ব্যাপক কৃষকসাধারণ যারা তাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করে তাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহে অবিশ্বাস প্রকাশ করে। আমরা বিশ্বাস করি এটি লেনিনীয় নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে যাওয়া' ('জবাব' দেখুন)।

কমরেডস্, আমি অবশ্যই মন্তব্য করব যে, চতুর্দশ কংগ্রেসের প্রথমদিককার অধিবেশনগুলির সময়কালে প্রাভদায় প্রকাশিত মস্কো কমিটির বিবৃতিকে কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ খণ্ডন করতে এমনকি চেষ্টাও করেননি, তার দ্বারা তাঁরা নীরবে স্বীকার করে নিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মস্কো কমিটির আনীত অভিযোগগুলি সত্য ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

চতুর্দশ সম্মেলনেই, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে পার্টির-লাইনের সঠিকতা কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেন। স্পষ্টতঃ তাঁরা তা করতে বাধ্য হন, কেননা কেন্দ্রীয় কমিটির

সদস্যদের মধ্যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কোন সহানুভূতি পায়নি। তার চেয়েও বেশি, আমি যেমন এর আগে বলেছি, জিনোভিয়েভ চতুর্দশ সম্মেলনে একটি বিশেষ রিপোর্টে চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবের জন্য বিষয়টি এমনকি উপস্থিতও করলেন—যা, যেমন আপনারা নিজেদের প্রত্যায়িত করবার সুযোগ পেয়েছেন, আমাদের পার্টির লাইনকে প্রকাশ করে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাগুলি দেখিয়ে দিল যে, চতুর্দশ সম্মেলনে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ পার্টি-লাইন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে, বাহ্যিকভাবে সমর্থন করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মত আঁকড়ে ধরে থেকেছেন। এই সম্পর্কে, ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবির্ভূত জিনোভিয়েভের বই **লেনিনবাদ** এমন একটি 'ঘটনা' ঘটাল যা, জিনোভিয়েভ যিনি চতুর্দশ সম্মেলনে পার্টি-লাইনের বিষয় উপস্থিত করেছিলেন এবং জিনোভিয়েভ, যিনি পার্টি-লাইন, লেনিনবাদ থেকে সরে ট্রট্স্কিবাদের মতাদর্শগত অবস্থানে ভিড়েছেন, এই দুই জিনোভিয়েভের মধ্যে একটি বিভাজক লাইন টানল।

জিনোভিয়েভ তাঁর বইয়ে যা লিখেছেন তা হল এই :

> 'সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় এই অর্থ প্রকাশ করে যে, অন্ততঃপক্ষে : (১) শ্রেণীসমূহের বিলোপ, এবং সেজন্য (২) একটি শ্রেণীর একনায়কত্বের বিলোপ, এই ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।'...জিনোভিয়েভ আরও বলছেন, '১৯২৫ সালে এখানে ইউ. এস. এস. আর-এ প্রশ্নটি কিভাবে দাঁড়ায়, সে সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা পেতে গেলে, আমাদের অবশ্যই দুটি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য টানতে হবে : (১) সমাজতন্ত্র গড়ে তোলায় প্রবৃত্ত হবার নিশ্চিত **সম্ভাবনা**—এটা যুক্তিসঙ্গত যে এরূপ একটি সম্ভাবনা একটি দেশের সীমানার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর **হয়**; (২) সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত গঠন ও সংহতি অর্থাৎ একটি সমাজতান্ত্রিক প্রথা, একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ অর্জন' (জিনোভিয়েভের **লেনিনবাদ**, পৃঃ ২৯১ ও ২৯৩)।

আপনারা দেখছেন, এখানে সব কিছুকেই তালগোল পাকানো হয়েছে, সব কিছুকেই সম্পূর্ণরূপে ওলট-পালট করা হয়েছে। জিনোভিয়েভের মতে বিজয় বলতে যা বোঝায়—অর্থাৎ একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়—তা হল সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা পাওয়া, কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার সম্ভাবনা নয়। গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত হওয়া, কিন্তু তা এই নিশ্চয়তার সঙ্গে যে

আমরা যা গড়ে তুলছি তা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হব না। প্রতীয়মান হয়, একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় বলতে জিনোভিয়েভ এইটিই বোঝেন। (**হাস্য।**) একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার প্রশ্নের ব্যাপারে, তিনি চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলছেন এবং এইভাবে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সমগ্র বিষয়টির ক্ষেত্রে তিনি তাঁর উপলব্ধির পুরোপুরি অভাব প্রকাশ করছেন। সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা যাবে না, এটা জেনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলায় প্রবৃত্ত হওয়া—জিনোভিয়েভ এই পর্যায় পর্যন্ত নেমেছেন।

এটা বলার বড় একটা প্রয়োজন হয় না যে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার লেনিনবাদের মূলগত লাইনের সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বিসদৃশ। এটা বলার বড় একটা প্রয়োজন হয় না যে, এরূপ একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যা আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে শ্রমিকশ্রেণীর ইচ্ছাশক্তি দুর্বলতর করা এবং সেইজন্য অন্যান্য দেশে বিপ্লবের সংঘটনকে বিলম্বিত করার ঝোঁকবিশিষ্ট হয়, তা আন্তর্জাতিকতাবাদের যথার্থ নীতিসমূহকে সম্পূর্ণরূপে উল্টে দেয়। এটি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা ট্রট্স্কিবাদের মতাদর্শগত অবস্থানের সন্নিকটবর্তী হয়, তার দিকে হস্ত প্রসারিত করে।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চতুর্দশ কংগ্রেসে জিনোভিয়েভের বিবৃতিসমূহ সম্পর্কে একই কথা বলতে হয়। সেখানে ইয়াকোভ্লেভকে সমালোচনা করে জিনোভিয়েভ যা বলেছিলেন তা হল এই:

> 'দৃষ্টান্তস্বরূপ, গত কুরস্ক গুবেনিয়া পার্টি সম্মেলনে কমরেড ইয়াকোভ্লেভ কতদূর পর্যন্ত বলেছিলেন, সেদিকে একবার দৃষ্টি দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন: "যেহেতু আমরা পুঁজিবাদী শত্রুদের দ্বারা চারিপাশে পরিবেষ্টিত, সেক্ষেত্রে এরূপ অবস্থাসমূহের অধীনে একটিমাত্র দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?" এবং তিনি জবাব দিচ্ছেন: "যা সব বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে আমাদের বলার অধিকার আছে যে, আমরা শুধু সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছি না, এ কথা বলারও অধিকার আছে যে, আপাততঃ আমরা একাকী, এবং আপাততঃ বিশ্বে আমরা একমাত্র সোভিয়েত দেশ, একমাত্র সোভিয়েত রাষ্ট্র, এই ঘটনা সত্ত্বেও আমরা সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলব" (**কুরস্কায়া প্রাভদা**, সংখ্যা ২৭৯, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৫)। জিনোভিয়েভ জিজ্ঞাসা করছেন, "**বিষয় উপস্থিত**

করার এটিই কি লেনিনীয় পদ্ধতি, এটি কি জাতীয় সংকীর্ণ-চিত্ততার গন্ধ বিকিরণ করে না?" (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (জিনোভিয়েভ, চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে আলোচনার জবাবে)।

এথেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, যেহেতু ইয়াকোভ্লেভ মোটের ওপর পার্টির লাইন ও লেনিনবাদ উচ্চে তুলে ধরেছিলেন, সেইহেতু তিনি জাতীয় সংকীর্ণ-চিত্ততার অভিযোগ অর্জন করেছেন। এ থেকে এইটি অনুসৃত হয় যে চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবে রূপায়িত পার্টি-লাইন উচ্চে তুলে ধরা হল জাতীয় সংকীর্ণ-চিত্ততার অপরাধে অপরাধী হওয়া। জনসাধারণ সে সম্পর্কে বলবে: কি পর্যায়েই না নেমে যাওয়া! এখানেই নিহিত রয়েছে জিনোভিয়েভ যে চাতুরী খেলছেন সেই সমগ্র চাতুরী, লেনিনবাদ থেকে তাঁর নিজের অপসারণ ঢাকার প্রচেষ্টায় লেনিনবাদীদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততার হাস্যকর অভিযোগ তোলা এই চাতুরীর অন্তর্ভুক্ত।

বিরোধী ব্লকের ওপর তত্ত্বসমূহ সেজন্য যথাযথ সত্য বর্ণনা করছে, যখন সেগুলিতে দৃঢ়তাসহকারে বলা হচ্ছে যে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্নে, অথবা—যা হল একই বিষয়—আমাদের বিপ্লবের চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলির প্রশ্নে 'নয়া বিরোধীশক্তি' ট্রট্স্কিবাদে অতিক্রমণ করেছে।

এখানে এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, এই প্রশ্নে **আনুষ্ঠানিকভাবে,** কামেনেভ সামান্য পরিমাণে বিশেষ একটি অবস্থান ধারণ করে আছেন। এটা সত্য ঘটনা যে চতুর্দশ পার্টি সম্মেলন এবং চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস দুটিতেই, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্নে, জিনোভিয়েভের বৈপরীত্যে, কামেনেভ পার্টি-লাইনের সঙ্গে তাঁর সংহতি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন। তৎসত্ত্বেও, চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস কামেনেভের বিবৃতিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেনি, তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করেনি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের ওপর তাঁর প্রস্তাবে কংগ্রেস যেসব ব্যক্তি লেনিনবাদ থেকে সরে গেছে, তাদের গোষ্ঠীতে কামেনেভকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেন? পার্টি-লাইনের সঙ্গে সংহতি সম্পর্কে তাঁর বিবৃতি কাজের দ্বারা সমর্থন করতে কামেনেভ অস্বীকার করেন, তা করার কোন প্রয়োজন তিনি দেখেন না। এবং কাজের দ্বারা বিবৃতি সমর্থন করার অর্থ কি? তার অর্থ হল, পার্টি-লাইনের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করছে তাদের

থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। পার্টি বহু ঘটনা জানে, যেখানে পার্টির সঙ্গে সংহতির কথা যারা মুখে ঘোষণা করেছে এমন সব লোক একই সময়ে যারা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে সেইসব লোকজনদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেছে। এই ধরনের সব ঘটনায় লেনিন বলতেন, পার্টি-লাইনের এরূপ 'সমর্থকেরা' বিরোধীদের চেয়ে অধিকতর খারাপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়কালে ট্রটস্কি বারবার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি-সমূহের সঙ্গে তাঁর সংহতি ও সে-সবের প্রতি তাঁর আনুগত্য দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতেন। কিন্তু লেনিন তাঁকে সেই সময় 'সামাজিক উগ্রজাতীয়তাবাদীদের প্ররোচক' বলে অভিহিত করতেন। কেন? যেহেতু, যখন ট্রটস্কি আন্তর্জাতিকতাবাদ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতেন, তখন সেই একই সময়ে ট্রটস্কি কাউটস্কি ও মার্তভ, পোত্রেসভ ও ছ্খেইদঝের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে অস্বীকার করতেন। এবং লেনিন, নিঃসন্দেহে, সঠিক ছিলেন। আপনি কি চান, আপনার বিবৃতি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হোক? তাহলে কাজের দ্বারা তাকে সমর্থন করুন এবং পার্টি-লাইনের বিরুদ্ধে যেসব লোক লড়াই করছে তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করুন।

সেইজন্য আমি মনে করি সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্নে পার্টি-লাইনের সঙ্গে তাঁর সংহতি সম্পর্কে কামেনেভের বিবৃতিসমূহ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা যায় না—এইটি দেখে যে, তিনি তাঁর কথা কাজের দ্বারা সমর্থন করতে অস্বীকার করেন এবং ট্রটস্কিবাদীদের সঙ্গে একটি ব্লকে থাকছেন।

৫। ট্রট্স্কির এড়িয়ে যাওয়া। স্মিলগা। রাদেক

বলা যেতে পারে, এ সমস্তই ভাল এবং সঠিক, কিন্তু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে এবং লেনিনবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বিরোধী ব্লকের নেতারা যে অনিচ্ছুক হবেন না, তা দেখাবার কি কোন যুক্তি বা দলিল নেই? দৃষ্টান্তস্বরূপ, ট্রটস্কির **সমাজতন্ত্র, না পুঁজিবাদের দিকে?** বইখানা দেখুন। এই বইখানা কি একটি নিদর্শন নয় যে ট্রটস্কি তাঁর নীতি-সংক্রান্ত ভুলগুলি বর্জন করতে অনিচ্ছুক নন? কেউ কেউ এমনকি মনে করেন যে এই বইয়ে ট্রটস্কি তাঁর নীতি-সংক্রান্ত ভুলগুলি বর্জন করেছেন বা বর্জন করার চেষ্টা করছেন। যেহেতু আমি একজন পাপী, তাই এই বিষয়ে আমি কোন একটি সন্দেহবাদ থেকে ভুগছি (**হাস্য**) এবং দুর্ভাগ্যক্রমে,

আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, এইরকম অনুমান সত্য ঘটনাসমূহের দ্বারা পুরোপুরি অপ্রমাণিত।

ট্রট্স্কির **সমাজতন্ত্র, না পুঁজিবাদের দিকে?** বইতে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় অনুচ্ছেদটি হল এই:

> 'রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন (গসপ্ল্যান) ১৯২৫।২৬ সালে ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির জন্য "নিয়ন্ত্রণ" সংখ্যাসমূহের একটি ছক-কাটা তালিকাভুক্ত সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেছে। এ সমস্তই অত্যন্ত নীরস এবং, বলতে গেলে, আমলাতান্ত্রিক মনে হয়। কিন্তু এই সমস্ত নীরস পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তালিকাগুলিতে এবং প্রায় সমভাবে তাদের নীরস ও চাঁছাছোলা ব্যাখ্যাসমূহে, আমরা ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্রের অত্যুৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক সঙ্গীত শুনতে পাই' (এল. ট্রট্স্কি, **সমাজতন্ত্র, না পুঁজিবাদের দিকে?**, প্রানোভয়ে খোজিআইস্তভো পাবলিশিং হাউস, ১৯২৫, পৃ: ১)।

'ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্রের এই অত্যুৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক সঙ্গীত' কি? এই 'অত্যুৎকৃষ্ট' শব্দসমষ্টির অর্থ কি, অবশ্য যদি তার আদৌ কোন অর্থ থাকে? আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব কিনা এই প্রশ্নটির কোন অর্থ, অথবা এমনকি অর্থের কোন ইঙ্গিতও তা দেয় কি? ১৯১৭ সালে, যখন আমরা বুর্জোয়াদের উৎখাত করেছিলাম, তখন এবং ১৯২০ সালে যখন আমরা আমাদের দেশ থেকে হস্তক্ষেপকারীদের বিতাড়িত করেছিলাম, তখন—এই উভয় সময়ে—কেউ ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক সঙ্গীতের কথা বলতে পারত। কেননা তা প্রকৃতপক্ষে ছিল ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্রের অত্যুৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক সঙ্গীত, যখন আমরা ১৯১৮ সালে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করেছিলাম ও হস্তক্ষেপকারীদের বিতাড়িত করেছিলাম এবং তার দ্বারা সারা দুনিয়াকে আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্রের শক্তি ও প্রবল ক্ষমতার প্রমাণ জুগিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের দেশে সফলভাবে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনার প্রশ্নের সঙ্গে তার আদৌ কি কোন সম্পর্ক আছে, না থাকতে পারে? ট্রট্স্কি বলছেন, আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে পারি। কিন্তু আমরা কি সমাজতন্ত্রে **উপনীত হতে পারি?** এটাই হল প্রশ্ন। সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়া যাবে না জেনে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া—তা কি বোকামি নয়?

না, কমরেডস্, সঙ্গীত এবং তার বাকিটা সম্পর্কে ট্রট্স্কির 'অত্যুৎকৃষ্ট' শব্দসমষ্টি প্রশ্নের জবাব নয়; তা হল উকীলসুলভ একটি এড়ানোর কৌশল, এবং প্রশ্নটির একটি 'সুরেলা' চাতুরী (**শ্রোতাদের নিকট থেকে উক্তি:** 'সম্পূর্ণরূপে সঠিক!')

আমি মনে করি ট্রট্স্কির এই অত্যুৎকৃষ্ট এবং সুরেলা চাতুরী, লেনিনবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে তাঁর পুস্তিকা **নতুন পথ**-এ তিনি যে চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সাথে এক পর্যায়ে রাখা যেতে পারে।

মনযোগ দিয়ে **শুনুন:**

> 'একটি বিপ্লবী কর্মতৎপরতার প্রথা হিসেবে, লেনিনবাদ গভীর বিবেচনা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষিত একটি বিপ্লবী প্রেরণাকে মেনে নেয়, যা সামাজিক ক্ষেত্রে, দৈহিক পরিশ্রমে মাংসপেশী-সংক্রান্ত চেতনালাভের তুল্য (এল. ট্রট্স্কি, **নতুন পথ**, ক্র্যাস্‌নায়া নোভ পাবলিশিং হাউস, ১৯২৪, পৃঃ ৪৭)।

লেনিনবাদকে বলা হচ্ছে 'দৈহিক পরিশ্রমে মাংসপেশী-সংক্রান্ত চেতনালাভ' হিসেবে। নতুন, মৌলিক এবং অত্যন্ত গভীর জ্ঞানপূর্ণ, নয় কি? আপনারা কি এর মাথামুণ্ডু কিছু খুঁজে পান? (**হাস্য**।) এ সমস্তই অত্যন্ত রঙীন এবং সুরেলা, এমনকি অত্যুৎকৃষ্টও বলতে পারেন। কিন্তু শুধুমাত্র একটা 'ছোট্ট জিনিসের' অভাব: লেনিনবাদের একটি সহজ এবং বোধগম্য সংজ্ঞার।

সুরেলা শব্দসমষ্টির জন্য ট্রট্স্কির বিশেষ অনুরক্তির এই সমস্ত উদাহরণ লেনিনের মনে ছিল, যখন তিনি তাঁর সম্পর্কে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিম্নোক্ত তিক্ত কিন্তু সত্য কথাগুলি লেখেন:

> 'যা-ই ঝকমক্ করে তাই সোনা নয়। ট্রট্স্কির শব্দসমষ্টিতে অনেক ঝকমকানি এবং ধ্বনি আছে, কিন্তু সেগুলি অর্থহীন' (১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩)।

১৯২৫ সালে প্রকাশিত ট্রট্স্কির **সমাজতন্ত্র, না পুঁজিবাদের দিকে?** সম্পর্কে এই পর্যন্ত।

আরও সাম্প্রতিককাল সম্পর্কে, ধরুন ১৯২৬, ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ট্রট্স্কির স্বাক্ষরিত একটি দলিল আছে, যা কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে তিনি পার্টি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত তার মত আঁকড়ে ধরে আছেন। আমার

মনে রয়েছে বিরোধীদের কাছে ট্রট্স্কির চিঠিটি।

দলিলটি যা বলছে তা হল এই :

'লেনিনগ্রাদের বিরোধীরা গ্রামাঞ্চলে পৃথকীকরণকে উপেক্ষা করায়, কুলাকদের বেড়ে যাওয়ায় এবং কেবলমাত্র প্রাথমিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির ওপর নয়, সোভিয়েত সরকারের ওপরও তাদের প্রভাবের উদ্ভবে, তৎপরতার সঙ্গে বিপদসংকেত উত্থাপন করল; বিপদসংকেত উত্থাপন করল এই ঘটনায় যে আমাদের নিজেদের পার্টির সাধারণ কর্মীদের মধ্যে, বুখারিনের পৃষ্ঠপোষকতায়, একটি তাত্ত্বিক স্কুল উদ্ভূত হয়েছে, যা আমাদের অর্থনীতিতে পেটি বুর্জোয়াদের প্রাথমিক শক্তিসমূহের চাপ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে; **লেনিনগ্রাদের বিরোধীরা জাতীয় সংকীর্ণ-চিন্তার তাত্ত্বিক সমর্থন বলে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের প্রচণ্ড বিরোধিতা করল**।...' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (আন্তঃপার্টি পরিস্থিতির প্রশ্নে সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর অধিবেশনগুলির আক্ষরিক রিপোর্টের পরিশিষ্টসমূহ থেকে, ৮ই এবং ১১ই অক্টোবর, ১৯২৬)।

এখানে, ট্রট্স্কির স্বাক্ষরিত এই দলিলে, সবকিছুই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে; স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এই ঘটনা যে 'নয়া বিরোধীশক্তির' নেতারা ট্রট্স্কিবাদের পক্ষে লেনিনবাদকে পরিত্যাগ করেছে, এই ঘটনা যে ট্রট্স্কি পরিপূর্ণভাবে এবং কোনরূপ ঢাকাঢাকি না করে তাঁর পুরানো অবস্থান আঁকড়ে ধরে চলেছেন, যা হল আমাদের পার্টিতে একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি।

ভাল কথা, বিরোধী ব্লকের অন্যান্য নেতাদের ব্যাপার কি—দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্মিলগা ও রাদেক-এর? আমি মনে করি, এই ব্যক্তিরা বিরোধী ব্লকের নেতৃবৃন্দও। স্মিলগা ও রাদেক—তাঁরা কি নেতার পর্যায়ে পড়েন না? আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্নে তাঁরা পার্টির অবস্থানের, লেনিনবাদের অবস্থানের কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট অ্যাকাডেমিতে স্মিলগা যা বলেছিলেন তা হল এই :

তিনি বলেন, '**আমি দৃঢ়তাসহকারে বলছি** যে তিনি (বুখারিন—

জে. স্তালিন) পুনর্বাসন মতাদর্শের পুরোপুরি প্রভাবাধীন **রয়েছেন**, বলছি যে তিনি **এটা প্রমাণিত বলে ধরে নিয়েছেন যে, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতা রাশিয়ায় একটি সমাজতান্ত্রিক প্রথা গড়ে তোলার পথে বাধা হতে পারে না।**…আমি বিবেচনা করি যে, যেহেতু আমরা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে নিযুক্ত, সেইহেতু আমরা নিশ্চিতরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছি। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে : মার্কসবাদ এবং লেনিনবাদের এই মৌলিক মতবাদ যে **রণকৌশলের দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ দেশে সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা যায় না** তা পরীক্ষা ও সংশোধন করার জন্য পুনর্বাসন সময়পর্ব কি কোন ভিত্তি সরবরাহ করে ?' (১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিয়ন্ত্রণ সংখ্যাসমূহের ওপর কমিউনিস্ট অ্যাকাডেমিতে স্মিলগার বক্তৃতা।)

আপনারা দেখছেন, তাও একটি 'অবস্থান' যা আমাদের বিপ্লবের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের মূল প্রশ্নে মঃ সুখানভের অবস্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সদৃশ। এটা কি সত্য নয় যে, স্মিলগার অবস্থান ট্রট্স্কির অবস্থানের সম্পূর্ণ অনুরূপ, যাকে আমি অভিহিত করেছি, এবং সঠিকভাবে করেছি, একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতির অবস্থান বলে ? (**কণ্ঠস্বর :** 'সম্পূর্ণরূপে সঠিক !')

স্মিলগার এই সমস্ত ঘোষণার জন্য বিরোধী ব্লককে কি দায়ী বলে ধরা যায় ? ধরা যেতে পারে এবং অবশ্যই ধরতে হবে। বিরোধী ব্লক স্মিলগাকে মেনে নিতে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা কি কখনো করেছে ? না, করেনি। পক্ষান্তরে, কমিউনিস্ট অ্যাকাডেমিতে তাঁর ঘোষণাসমূহের ক্ষেত্রে বিরোধী ব্লক তাঁকে সবরকম উৎসাহ দিয়েছে।

তারপর, আর একজন নেতা আছেন, রাদেক, যিনি স্মিলগার সঙ্গে একত্রে কমিউনিস্ট অ্যাকাডেমিতে ভাষণ দেন এবং আমাদের একেবারে 'ধূলি ও ছাইয়ে' পরিণত করেন। (**হাস্য।**) এমন একটি দলিল আছে যা দেখিয়ে দেয়, সমাজতন্ত্র একটিমাত্র দেশে যে গড়ে তোলা যেতে পারে, এই তত্ত্বকে রাদেক অবজ্ঞাভরে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন, 'একটি উইয়েজ্‌দে', এমনকি 'একটিমাত্র রাস্তায়' সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার তত্ত্ব বলে তিনি একে অভিহিত করেন। এবং যখন শ্রোতাদের মধ্যে কমরেডরা বাধা দিয়ে বলে, এই তত্ত্ব হল 'লেনিনের ধারণা', তখন রাদেক বক্রকণ্ঠে জবাব দেন :

'আপনারা খুব যত্নসহকারে লেনিনের রচনাবলী পড়েননি। আজ যদি ভ্লাদিমির ইলিচ বেঁচে থাকতেন, তিনি বলতেন যে এটি একটি সেড্রিন ধারণা। সেড্রিনের বই **দি পম্পাডুর্স**-এ একজন অদ্বিতীয় পম্পাডুর রয়েছে, যার ধারণা ছিল একটিমাত্র উয়েজ্দে উদারনীতি গড়ে তোলা' (কমিউনিস্ট অ্যাকাডেমিতে রাদেকের বক্তৃতা)।

একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ধারণাকে স্থূল উদারনৈতিক-সুলভ রাদেকের এই অবজ্ঞাভরে বিদ্রূপ করাকে লেনিনবাদের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছেদ ছাড়া আর কিছু গণ্য করা যেতে পারে কি? রাদেকের এই অমার্জিত বাকচাতুর্যের আক্রমণের জন্য বিরোধী ব্লককে কি উত্তরদায়ী করা যেতে পারে? নিশ্চিতরূপে তাদের দায়ী করা যেতে পারে। কেন তাহলে ব্লক এই উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে না? কেননা, বিরোধী ব্লকের লেনিনবাদ থেকে সরে আসার নীতি ও মনোভাব পরিত্যাগ করার কোন অভিপ্রায় নেই।

৬। আমাদের গঠনমূলক কার্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের প্রশ্নের নির্ধারক গুরুত্ব

জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে: আমাদের বিপ্লবের চরিত্র এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাসমূহের প্রশ্নে কেন এইসব বিতর্ক? ভবিষ্যতে কি ঘটবে বা ঘটতে পারে সেসব নিয়ে কেন এইসব বিতর্ক? এটা কি ভাল হবে না যে এইসব বিতর্ক দূরে সরিয়ে রেখে হাতেকলমে কাজে নেমে পড়া?

কমরেডস্, আমি মনে করি প্রশ্নটির এরূপ সূত্রায়ন মূলতঃ ভুল।

কোথায় যেতে হবে তা না জেনে, আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য কি তা না জেনে আমরা অগ্রসর হতে পারি না। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ ব্যতিরেকে, একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে শুরু করে আমরা তা সম্পূর্ণ করতে পারি এই নিশ্চিতি ব্যতিরেকে আমরা গড়ে তুলতে পারি না। ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট সম্ভাবনাসমূহ ব্যতীত, সুস্পষ্ট লক্ষ্য ব্যতীত, পার্টি নির্মাণের কাজ পরিচালিত করতে পারে না। বার্ণস্টেইনের এই যে নির্দেশপত্র: 'আন্দোলনই হল সব কিছু, লক্ষ্য কিছুই নয়', সেই অনুযায়ী আমরা থাকতে পারি না। অন্যপক্ষে, বিপ্লবী হিসেবে, আমাদের অগ্রসর আন্দোলনকে, আমাদের হাতেকলমে কাজকে শ্রমিকশ্রেণীর গঠনমূলক কাজের মূল শ্রেণী-লক্ষ্যের অধীন আমাদের

অবশ্যই করতে হবে। তা না হলে আমরা নিশ্চিতরূপে এবং অপরিহার্যভাবে সুবিধাবাদের পংকে নিমজ্জিত হব।

আরও, যদি আমাদের গঠনমূলক কাজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলি সুস্পষ্ট না হয়, সমাজতন্ত্র গঠন যে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে এতে নিশ্চিতি না থাকলে, ব্যাপক মেহনতী জনগণ **সচেতনভাবে** গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না, পারে না কৃষকসমাজকে **সচেতনভাবে** নেতৃত্ব দিতে। যদি কোন নিশ্চিতি না থাকে যে সমাজতন্ত্র গঠন পূর্ণ করা যেতে পারে, তাহলে সমাজতন্ত্র গঠন করার কোন সংকল্পও থাকতে পারে না। যা সে গঠন করছে তা সম্পূর্ণ করতে পারবে না, এটা জেনে কে গঠন করতে চাইবে? এই নিমিত্ত, আমাদের গঠন-মূলক কাজের জন্য সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের অভাবের ফলে গঠনের বিষয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংকল্প নিশ্চিতরূপে এবং অপরিহার্যভাবে দুর্বলতর হয়।

আরও, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার বিষয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংকল্প যদি দুর্বলতর হয়, তাহলে তার পরিণতিতে আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের প্রভাব জোরদার হতে বাধ্য। কেননা, যদি আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজি-বাদী অংশসমূহকে পরাস্ত করা না যায় তাহলে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কি অর্থ হতে পারে? শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে হতাশাগ্রস্ত এবং পরাজয়ের মনোভাব পুরানো প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের আশাসমূহকে প্রজ্জ্বলিত করতে বাধ্য। যে-কেউই আমাদের গঠনমূলক কাজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, সে-ই আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহকে সাহায্য করে, আত্মসমর্পণের মনোভাবকে উৎসাহিত করে তোলে।

সর্বশেষে, আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের ওপর শ্রমিক-শ্রেণীর বিজয়লাভের সংকল্প যদি দুর্বলতর হয়, এইভাবে আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজ ব্যাহত করে, তাতে সমস্ত দেশে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সংঘটন বিলম্বিত হতে বাধ্য। এটা বিস্মৃত হওয়া উচিত হবে না যে, বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণী, আমরা এই সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসব, আমরা সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলতে সফল হব, এই আশা নিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক গঠনের কাজ এবং এই ফ্রন্টে আমাদের সাফল্যসমূহ সতর্কভাবে নিরীক্ষণ করছে। শ্রমিকদের অসংখ্য প্রতিনিধিমণ্ডলী পাশ্চাত্য থেকে যে আমাদের দেশে আসছেন এবং আমাদের গঠনমূলক কাজের প্রত্যেকটি দিক যে খুঁটিয়ে দেখছেন, এটাই সূচিত

করে যে গঠনমূলক কাজের ফ্রণ্টে আমাদের সংগ্রাম সমস্ত দেশের শ্রমিক-শ্রেণীকে বিপ্লবপন্থী করার দৃষ্টিকোণ থেকে বিরাটভাবে আন্তর্জাতিক তাৎপর্য-পূর্ণ। যে-কেউই আমাদের গঠনমূলক কাজের সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-সমূহ নস্যাৎ করার চেষ্টা করে সে-ই আমরা যে বিজয়ী হব, আন্তর্জাতিক শ্রেণীসমূহের মধ্যে এই আশা নির্বাপিত করার চেষ্টা করছে, এবং যে-কেউ সেই আশা নির্বাপিত করে, সে-ই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রাথমিক দাবিসমূহ লংঘন করছে। লেনিন হাজার গুণ সঠিক ছিলেন যখন তিনি বলেন:

> 'বর্তমান সময়ে আমাদের অর্থনৈতিক নীতির দ্বারা **আন্তর্জাতিক** বিপ্লবের ওপর আমাদের মুখ্য প্রভাব ব্যবহার করছি। বিশ্বের সমস্ত দেশের মেহনতী জনগণের চোখ, ব্যতিক্রমহীনভাবে এবং অত্যুক্তি না করে সমস্ত চোখ আজ সোভিয়েত রাশিয়ার সাধারণতন্ত্রের ওপর নিবদ্ধ।...এই ক্ষেত্রেই বিশ্বব্যাপী পরিধিতে সংগ্রাম স্থানান্তরিত হয়েছে। আমরা যদি এই সমস্যার সমাধান করি, তাহলে আন্তর্জাতিক পরিধিতে আমরা **নিশ্চিতরূপে এবং চূড়ান্তভাবে** জয়লাভ করে ফেলব। এরজন্যই অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যের বিষয়গুলি আমাদের কাছে পরিপূর্ণভাবে তুলনাহীন তাৎপর্য ধারণ করে। এই ফ্রণ্টে ওপরের দিকে এবং সামনের দিকে মন্থর, ক্রমাগত—এটা দ্রুত হতে পারে না—কিন্তু স্থিতিশীল উন্নতিলাভের দ্বারা আমাদের অবশ্যই বিজয় অর্জন করতে হবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৬শ খণ্ড, পৃ: ৪১০-৪১১)।

এর জন্যই আমি মনে করি, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা-সমূহের প্রশ্নে আমাদের বিতর্ক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই সমস্ত বিতর্কে আমাদের কাজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ, তার শ্রেণী-লক্ষ্যগুলি, আশু পুরোবর্তী সময়পর্বে তার মূল লাইনের প্রশ্নগুলির জবাবের ক্ষেত্রে নিদারুণভাবে সমালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

এরজন্যই আমি মনে করি, আমাদের গঠনমূলক কাজের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের প্রশ্ন আমাদের পক্ষে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ।

৭। বিরোধী ব্লকের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ

আমাদের বিপ্লবের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কে তার মূল ভ্রান্তি

বিরোধী ব্লকের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

যেহেতু আন্তর্জাতিক বিপ্লব বিলম্বিত হচ্ছে এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের ওপর বিরোধী ব্লকের আস্থা নেই, সেজন্য তার সামনে দুটি বিকল্প ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে :

হয় পার্টি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের অধঃপতন, সরকার থেকে সাম্যবাদের 'সর্বোৎকৃষ্ট অংশসমূহের (অর্থাৎ বিরোধীদের) প্রকৃত অবসর গ্রহণ এবং এই অংশসমূহ থেকে একটি 'বিশুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর' পার্টি গঠন, যা সরকারী, 'বিশুদ্ধ' নয় এমন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বিরোধিতার স্থান গ্রহণ করবে (অস্‌সোভস্কির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা) ;

- **অথবা** তার নিজের অধৈযকে বাস্তব হিসেবে চালানো, পুঁজিবাদের আংশিক স্থিতিশীলতার অস্বীকার, আভ্যন্তরীণ নীতি (অতি-শিল্পায়ন) এবং বৈদেশিক নীতি ('অতি-বামপন্থী' শব্দসমষ্টি এবং সংকেত), উভয় ক্ষেত্রে 'অতি-মানবিক', 'বীরত্বপূর্ণ' লম্ফপ্রদান এবং বহিরাক্রমণ।

আমি মনে করি, সমস্ত বিরোধীদের মধ্যে অস্‌সোভস্কি হলেন সবচেয়ে দুঃসাহসিক ও তেজী। বিরোধী ব্লক যদি তেজী এবং সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে তার অস্‌সোভস্কির লাইন গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু যেহেতু তার সঙ্গতিপূর্ণতা ও তেজস্বিতার অভাব সেইজন্য তার দ্বিতীয় সম্ভাবনার পথ নেবার প্রবণতা রয়েছে—যে পথ হল ঘটনাসমূহের বাস্তব গতিধারার মধ্যে 'অতি-মানবিক' লম্ফপ্রদান এবং 'বীরত্বপূর্ণ' বহিরাক্রমণের পথ।

সেইজন্যই পুঁজিবাদের আংশিক স্থিতিশীলতার অস্বীকার, পাশ্চাত্যের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ থেকে দূরে সরে থাকার বা সেগুলি থেকে প্রত্যাহার করার আহ্বান, ইঙ্গ-রুশ কমিটিকে ধ্বংস করার তার দাবি, কেবলমাত্র ছয় মাসের মধ্যেই আমাদের দেশকে শিল্পায়িত করতে হবে, তার এই দাবি ইত্যাদি।

সেইজন্যই, বিরোধী ব্লকের হঠকারী নীতি।

এই সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল, এখানে আমাদের দেশে, আমাদের দেশকে শিল্পায়িত করার ব্যাপারে কৃষকসমাজকে ডিঙিয়ে যাবার বিরোধী ব্লকের তত্ত্ব (এটি ট্রট্স্কিবাদের তত্ত্বও) এবং পাশ্চাত্যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে, বিশেষভাবে ব্রিটেনে ধর্মঘট সম্পর্কে ডিঙিয়ে যাবার তত্ত্ব।

বিরোধী ব্লক মনে করে একটি পার্টির শুধু একটি সঠিক লাইন রচনা করতে

হবে, তাহলে তা অবিলম্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি গণ-পার্টি হয়ে দাঁড়াবে, অবিলম্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনগণকে চূড়ান্ত সংগ্রামসমূহে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। বিরোধী ব্লক এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, জনগণকে নেতৃত্ব দেবার এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে লেনিনবাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন সম্পর্ক নেই।

১৯১১ সালের বসন্তকালে প্রকাশিত, সোভিয়েত বিপ্লবের প্রশ্নে, লেনিনের এপ্রিল মাসের তত্ত্বসমূহ কি সঠিক ছিল?[৮৯] হাঁ, সেগুলি সঠিক ছিল। তাহলে, কেন লেনিন তখন অবিলম্বে কেরেনস্কি সরকারের উচ্ছেদের আহ্বান দেননি? তাহলে, কেন তিনি আমাদের পার্টিতে 'অতি-বাম' গোষ্ঠীসমূহ, যারা অস্থায়ী সরকারকে অবিলম্বে উচ্ছেদ করার শ্লোগান উপস্থিত করেছিল, তাদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন? কারণ, লেনিন জানতেন, একটি বিপ্লব সম্পাদনের জন্য একটি সঠিক পার্টি-লাইন থাকাই যথেষ্ট নয়। কারণ লেনিন জানতেন, একটি বিপ্লব সম্পাদনের জন্য আরও কিছু ঘটনার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ পার্টির লাইন যে সঠিক সে সম্পর্কে ব্যাপক জনগণ, বিরাট ব্যাপক শ্রমিকসাধারণ **তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে** দৃঢ়প্রত্যয়িত হবে। এবং, তার বৈশিষ্ট্য, এতে সময়ের দরকার হয়, দরকার হয় ব্যাপক জনগণের মধ্যে পার্টির অক্লান্ত পরিশ্রম, পার্টি-লাইন যে সঠিক সে সম্পর্কে তাদের দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম। ঠিক এই কারণে, যে সময়ে তিনি তাঁর বৈপ্লবিক এপ্রিলের তত্ত্বসমূহ প্রচার করেন, সেই একই সময়ে ঐ সমস্ত প্রবন্ধের সঠিকতা সম্পর্কে ব্যাপক জনগণের দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদন করার জন্য 'ধৈর্যশীল' প্রচারের শ্লোগান দেন। সেই ধৈর্যশীল কাজে আট মাস অতিবাহিত হয়। কিন্তু সেগুলি ছিল বৈপ্লবিক মাস, সাধারণ, 'নিয়মতান্ত্রিক' সময়ের অন্ততঃ কয়েক বছরের সমান। আমরা অক্টোবর বিপ্লবে জয়লাভ করেছিলাম, কেননা আমরা একটি সঠিক পার্টি-লাইন এবং ব্যাপক জনগণের দ্বারা সেই পার্টি-লাইনের সঠিকতা মেনে নেবার মধ্যে পার্থক্য টানতে সক্ষম হয়েছিলাম। 'অতি-মানবিক' লম্ফপ্রদানের বিরোধী বীরেরা তা বুঝতে পারেন না এবং বুঝবেনও না।

ব্রিটেনে ধর্মঘটের সময় ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান কি সঠিক ছিল? হাঁ, মোটের ওপর সঠিক ছিল। তাহলে, তখন ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর বিশাল ব্যাপক অংশের অনুবর্তিতা অর্জন করতে পার্টি কেন **তৎক্ষণাৎ** কৃতকার্য হল না? কারণ, এত অল্প সময়ের মধ্যে তার লাইনের সঠিকতা সম্পর্কে ব্যাপক

জনগণের প্রত্যয় উৎপাদন করতে পার্টি কৃতকার্য হল না, কৃতকার্য হতেও পারত না। কারণ, যে সময় পার্টি একটি সঠিক লাইন রচনা করে এবং যে সময় পার্টি বিরাট ব্যাপক জনগণের অনুবর্তিতা অর্জন করতে সফল হয়, এই দুই সময়কালের মধ্যে একটি কম বা বেশি দীর্ঘ অন্তর্বর্তীকাল থাকে, যে সময়ে ব্যাপক জনগণকে তার নীতির সঠিকতা সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়িত করার জন্য পার্টিকে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতে হয়। এই অন্তর্বর্তীকালকে ডিঙিয়ে যাওয়া যায় না। একে ডিঙিয়ে যাওয়া যায় তা চিন্তা করা বোকামি। ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য ধৈর্যশীল কাজের দ্বারাই মাত্র তাকে অতিক্রম করা যায়।

ব্যাপক জনগণের লেনিনবাদী নেতৃত্বের এই সমস্ত মৌলিক সত্যগুলি বিরোধী ব্লক উপলব্ধি করে না এবং এটি তার রাজনৈতিক ভুলের উৎসসমূহের অন্যতম একটি।

ট্রট্স্কির 'অতি-মানবিক' লম্ফপ্রদান এবং বেপরোয়া সংকেতসমূহের অসংখ্য নমুনার একটি হল এই :

> ট্রট্স্কি এক সময় বলেছিলেন, 'আমাদের বুর্জোয়া বিপ্লবে সাময়িক বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার শুধুমাত্র পরিণতিতে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার সংগঠিত শত্রুতার সম্মুখীন হবে এবং সম্মুখীন হবে বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সংগঠিত সমর্থনের একটি তৎপরতার। যদি রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে তার নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে যে মুহূর্তে কৃষকসমাজ তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াবে, সেই মুহূর্তে প্রতিবিপ্লব দ্বারা তা অপরিহার্যরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হবে। তার রাজনৈতিক শাসনের ভাগ্য এবং, সেই নিমিত্ত, সমগ্র রুশ বিপ্লবের ভাগ্যকে ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সংযুক্ত করা ছাড়া তার আর কোন বিকল্প থাকবে না। রাশিয়ার বুর্জোয়া বিপ্লবে সাময়িক বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মিলন তাকে যে বিশাল রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়েছে, তাকে তা (রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী—অনুবাদক, বাং সং) সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার শ্রেণী-সংগ্রামের তুলাদণ্ডে নিক্ষেপ করবে। **তার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা, প্রতিবিপ্লব তার পেছনে এবং ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা তার সামনে, এই নিয়ে সারা বিশ্বে তার সহযোগীদের কাছে তা পুরানো সোচ্চার যুদ্ধ-আহ্বান প্রেরণ করবে,**

যা এইবার হবে শেষ আক্রমণের জন্য আহ্বান : "সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণী, এক হও !" ' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ট্রট্স্কি, **ফলাফল ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ**, পৃঃ ৮০ ।)

আপনারা এতে কিভাবে খুশি হবেন ? দেখা যাচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণী রাশিয়াতে অবশ্যই ক্ষমতা দখল করবে ; কিন্তু ক্ষমতা দখল করে তা অবশ্যই কৃষকসমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে বাধ্য হবে ; এবং কৃষকসমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে এসে, 'প্রতিবিপ্লবকে পেছনে নিয়ে' এবং 'ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের' সামনে নিয়ে, তাকে বিশ্ব-বুর্জোয়াদের সঙ্গে একটি মরীয়া সংঘর্ষে নিজেকে নিক্ষেপ করতে হবে।

ট্রট্স্কির এই 'পরিকল্পনায়' যে যথেষ্ট 'সুরেলা' 'অতি-মানবিক' এবং 'বেপরোয়াভাবে অত্যুৎকৃষ্ট' বস্তু আছে তা আমরা ভালভাবেই মেনে নিতে পারি। কিন্তু এতে যে কোন মার্কসীয় বা বৈপ্লবিক বস্তু নেই, এখানে আমরা যা পাচ্ছি তা যে শুধু বিপ্লব নিয়ে খেলা এবং নিছক রাজনৈতিক হঠকারিতা—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

তথাপি এটা অনস্বীকার্য যে, ট্রট্স্কির এই 'পরিকল্পনা' বিরোধী ব্লকের বর্তমান রাজনৈতিক সম্ভাবনাসমূহের প্রত্যক্ষ প্রকাশ, ট্রট্স্কির 'ডিঙিয়ে যাওয়া' ধরনের আন্দোলনের তত্ত্ব যা এখনো তাদের সময়কাল অতিক্রম করেনি তার পরিণতি ও ফলাফল।

৩। বিরোধী ব্লকের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুলসমুহ

বিরোধী ব্লকের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুলসমুহ আমাদের বিপ্লবের চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের মূল প্রশ্নে প্রধান ভুলের প্রত্যক্ষ পরিণতি।

আমি যখন বিরোধী ব্লকের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুলসমূহের কথা বলছি, আমার মনে রয়েছে অর্থনৈতিক নির্মাণযজ্ঞে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, শিল্পায়নের প্রশ্ন, পার্টিযন্ত্রের প্রশ্ন, এবং পার্টিতে 'শাসনের' প্রশ্ন প্রভৃতি বিষয়গুলি।

পার্টি এই মত পোষণ করে যে, সাধারণভাবে তার নীতিতে, এবং বিশেষভাবে তার অর্থনৈতিক নীতিতে, কৃষি থেকে শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব, এবং অর্থনীতির এই দুটি মূল শাখা অবশ্যই একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে

তাদের সংযুক্ত করা, ঐক্যবদ্ধ করার কর্মনীতি অনুযায়ী বিকশিত হবে।

এই কারণে আমাদের পদ্ধতি, শিল্পায়নের বিকাশের জন্য মুখ্য ভিত্তি হিসেবে, কৃষকসমাজের বিশাল ব্যাপক অংশ সহ ব্যাপক মেহনতী জনগণের জীবনযাত্রার মানসমূহের নিয়ত উন্নতিবর্ধনের মাধ্যমে দেশকে শিল্পায়িত করার সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি। শিল্পায়নের পুঁজিবাদী পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যে আমি শিল্পায়নের সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বলছি—জনসমষ্টির মেহনতী অংশসমূহের বিরাট ব্যাপক জনসাধারণকে দরিদ্র করার মাধ্যমে পুঁজিবাদী পদ্ধতি সম্পাদিত হয়।

শিল্পায়নের পুঁজিবাদী পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি কি? ত্রুটি হল এই যে, এর ফলে শিল্পায়নের স্বার্থসমূহ ব্যাপক মেহনতী জনগণের স্বার্থসমূহের বিরোধী করা হয়, দেশের আভ্যন্তরীণ বিরোধিতাসমূহের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, বিরাট ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণ দরিদ্র হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বিরাট ব্যাপক জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার জন্য নয়, পরন্তু পুঁজি রপ্তানীর জন্য এবং দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদী শোষণের ভিত্তি সম্প্রসারিত করার জন্য মুনাফাসমূহ কাজে লাগানো হয়।

শিল্পায়নের সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির গুণ কি? গুণ হল এই যে, এর ফলে শিল্পায়নের স্বার্থসমূহ এবং জনসমষ্টির মেহনতী অংশসমূহের প্রধান ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থসমূহের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এর ফলে বিরাট ব্যাপক জনসাধারণ দরিদ্র হয় না, পরন্তু তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, আভ্যন্তরীণ বিরোধিতাসমূহের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় না, পরন্তু বিরোধিতাগুলির ধার কমিয়ে সেগুলিকে অতিক্রম করা হয় এবং তা সুস্থিরভাবে আভ্যন্তরীণ বাজারকে প্রসারিত করে, তার আত্মস্থ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং এইভাবে শিল্পায়নের বিকাশের জন্য একটি পাকাপোক্ত আভ্যন্তরীণ ঘাঁটি সৃষ্টি করে।

এই নিমিত্ত, কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষকসাধারণ শিল্পায়নের সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে আগ্রহী।

সেইজন্যই, সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজে, এবং বিশেষভাবে দেশকে শিল্পায়িত করার কাজে কৃষকসমাজের সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব অর্জনের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা।

এইজন্য, প্রধানতঃ সমবায়সমূহে কৃষকসমাজের গণ-সংগঠনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক শিল্প এবং কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে একটি বন্ধনের ধারণা এবং কৃষি সম্পর্কে শিল্পের নেতৃত্বপ্রদানকারী ভূমিকার ধারণা।

সুতরাং, আমাদের করারোপ নীতি এবং যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের দাম কমাবার নীতি, যা শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রী জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা হিসেবের বিষয়ীভূত করে।

পক্ষান্তরে, বিরোধী ব্লক শিল্পকে কৃষির বিপরীতে রেখে সমভার করে যাত্রারম্ভ করে এবং কৃষি থেকে শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করার পথ নেবার দিকে ঝোঁকে। তা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় এবং মেনে নিতে অস্বীকার করে যে কৃষির স্বার্থ যদি উপেক্ষিত বা লংঘিত হয় তাহলে শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। তা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে যেখানে শিল্প জাতীয় অর্থ-নীতিতে নেতৃত্বদায়ী উপাদান, সেখানে তার বৈশিষ্ট্য কৃষি হল ভিত্তি যার ওপর আমাদের শিল্প বিকশিত হতে পারে।

এই কারণে একটা 'উপনিবেশ' হিসেবে, একটা কিছু হিসেবে যাকে শ্রমিক-শ্রেণীর রাষ্ট্রের 'শোষণ' করতে হবে, কৃষি-অর্থনীতি সম্পর্কে তার (বিরোধী ব্লকের—অনুবাদক, বাং সং) অভিমত (প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি)।

এই নিমিত্ত, আমাদের অর্থনীতিকে বিশৃংখল করার অনুমান অনুসারে সমর্থ একটি উপাদান হিসেবে একটি ভাল শস্যফলনে তার ভীতি (ট্রট্স্কি)।

এই কারণে বিরোধী ব্লকের অদ্ভুত নীতি, এমন একটা নীতি যা শিল্প ও কৃষির মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধিতাগুলি তীব্রতর করার দিকে, দেশকে শিল্পায়িত করার পুঁজিবাদী পদ্ধতিসমূহের দিকে প্রবণতা দেখায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিরোধী ব্লকের অন্যতম নেতা প্রিয়োব্রাঝেন্স্কির বক্তব্য আপনারা শুনতে চান কি? তাঁর একটি প্রবন্ধে তিনি যা বলছেন তা হল এই:

> 'একটি দেশ যা উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের দিকে অতিক্রমণ করছে, তা যত বেশি অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্পদ, পেটি-বুর্জোয়া এবং কৃষক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হবে...তত বেশি তাকে সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের জন্য **অর্থনীতির প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক রূপসমূহের শোষণের** ওপর নির্ভর করতে হবে।...অন্যদিকে, একটি দেশ যেখানে সমাজ-

তান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়লাভ করেছে, তা অর্থনৈতিক এবং শিল্পের দিক থেকে যত বেশি উন্নত...এবং সেই দেশের শ্রমিকশ্রেণী **উপনিবেশসমূহের** উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের জন্য তার নিজের উৎপন্ন জিনিসপত্রের অসম বিনিময় কমানো, অর্থাৎ **শেষোক্তগুলির শোষণ** কমানো যত বেশি প্রয়োজনীয় মনে করবে, তত বেশি সেই দেশ সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের জন্য সমাজতান্ত্রিক রূপসমূহের উৎপাদনশীল ভিত্তি, অর্থাৎ তার নিজের শিল্পের ও নিজের কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল হবে' (১৯২৪ সালে ৮নং **ভেস্তনিক কোম্যাকাদেমিয়াইতে** ই. প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কির প্রবন্ধ 'সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের মৌলিক বিধি')।

এটা প্রমাণ করার বড় একটা দরকার হয় না যে, আমাদের শিল্পের স্বার্থসমূহ এবং আমাদের কৃষি-অর্থনীতির স্বার্থসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধনের অযোগ্য বিরোধিতা রয়েছে তা গণ্য করা এবং সেইহেতু শিল্পায়নের পুঁজিবাদী পদ্ধতিসমূহের দিকে প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি প্রবণতা দেখাচ্ছেন।

আমি মনে করি যে, কৃষি-অর্থনীতিকে 'উপনিবেশের' সঙ্গে তুলনা করায়, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে সম্পর্কসমূহ **শোষণের** সম্পর্কসমূহের রূপ নিচ্ছে তা বলতে চেষ্টা করায় প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি, নিজে তা উপলব্ধি না করে, সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সমস্ত সম্ভাবনার ক্ষতিসাধন করছেন বা ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করছেন।

আমি দৃঢ়তাসহকারে বলছি যে, এই নীতি পার্টির নীতির সম্পূর্ণরূপে বিরোধী, যে পার্টি শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক **সহযোগিতার** ওপর শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপন করে।

ট্রট্‌স্কির সম্বন্ধে একই কথা, অথবা প্রায় একই কথা অবশ্যই বলতে হবে, ট্রট্‌স্কি একটি 'উৎকৃষ্ট ফলন' সম্পর্কে ভীত এবং, স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে, তিনি মনে করেন উৎকৃষ্ট ফলন আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে বিপজ্জনক হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এপ্রিল প্লেনামে তিনি যা বলেছিলেন তা হল এই:

'এই সমস্ত অবস্থায় (ট্রট্‌স্কি বর্তমান অবস্থাসমূহের অসামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করছেন—জে. স্তালিন) **একটি উৎকৃষ্ট ফলন**, অর্থাৎ কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের উদ্বৃত্তসমূহের একটি কার্যকর বৃদ্ধি **এমন একটি উপাদান**

হতে পারে, যা সমাজতন্ত্রের দিকে অর্থনৈতিক বিকাশের হার ত্বরান্বিত করা দূরে থাক, শহর ও গ্রামের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ করে, এবং শহরের মধ্যেই, পণ্যদ্রব্য ভোগকারী ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ করে **অর্থনীতিকে বিশৃংখল করে তুলবে। কার্যতঃ** বলতে গেলে, **একটি উৎকৃষ্ট ফলনের** জন্য—যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের ঘাটতি সরবরাহ সহ—শস্যের **বেআইনী মদে** বর্ধিত চোলাই এবং **শহরে দীর্ঘতর সারিতে দাঁড়ানো** সম্ভব হতে পারে। **রাজনৈতিক দিক থেকে** এর অর্থ **হবে বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অবস্থার বিরুদ্ধে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম।'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (কেন্দ্রীয় কমিটির এপ্রিল প্লেনামের অধিবেশনসমূহের আক্ষরিক রিপোর্ট, রাইকভের খসড়া প্রস্তাবে ট্রট্‌স্কির সংশোধনসমূহ, পৃঃ ১৬৩।)

ট্রট্‌স্কির বিবৃতি যে সামগ্রিকভাবে কত ভুল তা উপলব্ধি করার জন্য, যখন জিনিসপত্রের দুর্ভিক্ষ তুঙ্গে ছিল, সেই সময়কালে কমরেড লেনিনের এই বিবৃতি যে, একটি উৎকৃষ্ট ফলন হবে 'রাষ্ট্রের মুক্তির'[১০] উপায়—তার বিরুদ্ধে ট্রট্‌স্কির অদ্ভুত থেকেও বেশি কিছু ধরনের বিবৃতিকে বৈষম্য প্রদর্শনের জন্য শুধু তুলনা করতে হবে।

গ্রামাঞ্চলের মেহনতী মানুষের জীবনধারণের মানের ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়েই যে আমাদের দেশের শিল্পায়ন শুধুমাত্র বিকাশলাভ করতে পারে বাহ্যতঃ ট্রট্‌স্কি এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন না।

স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, ট্রট্‌স্কি এই মত পোষণ করেন যে, কোন ধরনের, বলতে গেলে, 'খারাপ ফলনের' মাধ্যমেই আমাদের দেশে শিল্পায়ন অবশ্যই সংঘটিত হবে।

সেইজন্যই বিরোধী ব্লকের বাস্তব প্রস্তাবসমূহ—জিনিসপত্রের পাইকারি দাম বাড়াতে হবে, কৃষকসমাজের ওপর আরও গুরুভার কর বসাতে হবে ইত্যাদি—প্রস্তাবগুলি, যা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার পরিবর্তে তাতে ভাঙন ধরাবে; যা অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের অবস্থাসমূহ প্রস্তুত করার পরিবর্তে তা ধ্বংস করবে; যা শিল্প এবং কৃষি অর্থনীতির মধ্যে বন্ধন এগিয়ে নেবার পরিবর্তে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে।

কৃষকসমাজের পৃথকীকরণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা। পৃথকীকরণের উদ্ভব সম্পর্কে বিরোধী ব্লক কর্তৃক সুউচ্চ চিৎকার ও আতংকের কথা সকলেই জানে। সকলেই জানে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র বেসরকারী পুঁজির উৎপত্তির প্রশ্নে বিরোধী ব্লকের চেয়ে অধিকতর আতংক আর কেউই ছড়ায়নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে? যা ঘটছে তা হল এই:

প্রথমতঃ, সত্য ঘটনারাজি দেখায় যে, আমাদের কৃষকসমাজের মধ্যে পৃথগ্‌ভবন অত্যন্ত অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনে এগিয়ে চলেছে—মাঝারি কৃষকের 'মিলিয়ে-যাওয়ার' মাধ্যমে নয়, পরন্তু, পক্ষান্তরে, তার সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে, এবং ঠিক সেই সময়ে প্রান্তবর্তী মেরুসমূহ বেশ ভাল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। অধিকন্তু, জমির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, সমবায়গুলিতে কৃষকসমাজের গণ-সংগঠন, আমাদের করারোপের নীতি ইত্যাদি পৃথকীকরণের ক্ষেত্রেই সীমা-পরিসীমা স্থাপন না করে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—এবং এটাই প্রধান কথা—গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র বেসরকারী পুঁজির উদ্ভবকে আমাদের শিল্পের বিকাশের ন্যায় একটি চূড়ান্ত উপাদান তুল্যশক্তিতে বিরোধিতা করে সমভার করছে, সমভার করার চেয়েও বেশি কিছু করছে—এই শিল্পবিকাশ শ্রমিকশ্রেণী এবং অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপসমূহের অবস্থানকে শক্তিশালী করছে এবং প্রতিটি আকারে ও ধরনে বেসরকারী পুঁজির মুখ্য প্রতিষেধক গঠন করছে।

এই সমস্ত ঘটনা আপাতঃদৃষ্টিতে 'নয়া বিরোধীশক্তির' নজর এড়িয়ে গেছে এবং অভ্যাসের শক্তি থেকে গ্রামাঞ্চলে বেসরকারী পুঁজির প্রশ্নে তা চিৎকার এবং আতংক তীব্রতর করে চলেছে।

সম্ভবতঃ, বিরোধী ব্লককে এই বিষয়বস্তুর ওপর লেনিনের কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া অনাবশ্যক হবে না। এই সম্পর্কে কমরেড লেনিন যা বলেছিলেন তা হল এই:

> 'বৃহদায়তন উৎপাদনের অবস্থায় প্রতিটি উন্নতি, কয়েকটি বড় কারখানা চালু করার সম্ভাবনা শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানকে এত পরিমাণে শক্তিশালী করে যে, পেটি-বুর্জোয়াদের, এমনকি যদি তাদের সংখ্যা বেড়েও যায় তাহলেও, প্রাথমিক শক্তিসমূহকে ভয় করার পক্ষে কোন সঙ্গত কারণই নেই। পেটি-বুর্জোয়া এবং ক্ষুদ্র পুঁজির উদ্ভব এমন কিছু নয় যাকে ভয় করতে হবে। যা ভয় করতে হবে তা হল, চরম ক্ষুধার অবস্থার অতি

দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব, অভাব এবং উৎপাদিত জিনিসপত্রের ঘাটতি, যার পরিণতিতে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি নিঃশেষিত হচ্ছে এবং পেটি-বুর্জোয়া দ্বিধাগ্রস্ততা ও হতাশার প্রাথমিক শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা আরও বেশি ভয়ানক। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যদি বাড়ে, পেটি-বুর্জোয়াদের কোনরূপ বিবর্ধন খুব অসুবিধাজনক হবে না, যেহেতু তা বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশকে উন্নীত করে.' (২৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৬)।

বিরোধীরা কখনো কি উপলব্ধি করবেন যে গ্রামাঞ্চলে পৃথকীকরণ এবং বেসরকারী পুঁজির প্রশ্নে তাঁদের আতংক আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র সফলভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের অবিশ্বাসেরই উল্টো পিঠ?

পার্টিযন্ত্র এবং পার্টিতে 'শাসনের' বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষের সংগ্রাম সম্পর্কে কয়েকটি কথা।

পার্টিযন্ত্র—যা হল আমাদের পার্টির নির্দেশদানকারী অন্তঃসার—তার বিরুদ্ধে বিরোধীদের সংগ্রামের প্রকৃত অর্থ কি? এটা প্রমাণ করার বড় একটা দরকার হয় না যে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার অর্থ হল পার্টি নেতৃত্বে ভাঙন ধরাবার প্রচেষ্টা এবং পার্টিযন্ত্রের উন্নতিসাধন, পার্টিযন্ত্রকে আমলাতন্ত্র থেকে মুক্ত করা এবং পার্টিযন্ত্রের ওপর নেতৃত্ব করার জন্য তার সংগ্রামে পার্টিকে নিরস্ত্র করা।

পার্টিতে 'শাসনের' বিরুদ্ধে বিরোধীদের সংগ্রামের ফলে কি ঘটবে? এর ফলে পার্টিতে সেই লৌহদৃঢ় শৃংখলার ক্ষতিসাধন হবে, যে শৃংখলা ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অচিন্তনীয়, এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, এর ফলে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তিসমূহই কম্পিত হবে।

সেইহেতু পার্টি সঠিক যখন তা দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করে যে, বিরোধী-দের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুলভ্রান্তিসমূহ আমাদের পার্টি এবং শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের ওপর অ-শ্রমিক অংশসমূহ দ্বারা প্রযুক্ত চাপের প্রতিফলন।

কমরেডস্‌, এরূপই হল বিরোধী ব্লকের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তিসমূহ।

৪। কয়েকটি সিদ্ধান্ত

কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সাম্প্রতিক প্লেনামে[১]

ট্রট্স্কি ঘোষণা করেন যে, বিরোধী ব্লকের ওপর তত্ত্বসমূহ যদি সম্মেলন গ্রহণ করে তাহলে তার অপরিহার্য পরিণতি হবে পার্টি থেকে বিরোধী নেতাদের বহিষ্কার করা। কমরেডস্, আমি নিশ্চিতরূপে ঘোষণা করছি যে ট্রট্স্কির এই বিবৃতি একেবারে ভিত্তিহীন, এটা অসত্য। আমি নিশ্চিতরূপে ঘোষণা করছি, বিরোধী ব্লকের ওপর তত্ত্বসমূহ গ্রহণের একটিমাত্র উদ্দেশ্যই থাকতে পারে, তা হল : বিরোধীদের নীতিগত ভুলগুলি দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে সেইসব ভুলের বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়পণ সংগ্রাম পরিচালিত করা।

প্রত্যেকেই জানেন, আমাদের পার্টির দশম কংগ্রেস নৈরাজ্যবাদী শ্রমিক-তন্ত্রবাদ বিচ্যুতির ওপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৯২] এবং এই নৈরাজ্যবাদী-শ্রমিকতন্ত্রবাদ বিচ্যুতি কি? কেউ বলবে না যে নৈরাজ্যবাদী-শ্রমিকতন্ত্রবাদ বিচ্যুতি সোশ্যাল-ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি থেকে 'উৎকৃষ্টতর'। কিন্তু নৈরাজ্য-বাদী-শ্রমিকতন্ত্রবাদ বিচ্যুতির ওপর যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, এই ঘটনা থেকে কেউই এখনো এই সিদ্ধান্ত টানেননি যে 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষের' সদস্যদের অবশ্যম্ভাবীরূপে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে।

ট্রট্স্কি এ কথা না জেনে পারেন না যে আমাদের পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস ট্রট্স্কিবাদকে একটি 'ডাহা পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি' বলে ঘোষণা করে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউই এ মত পোষণ করেননি যে সেই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে ট্রট্স্কিবাদী বিরোধী নেতাদের অবশ্যম্ভাবীরূপে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে।

ত্রয়োদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব থেকে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি হল এই :

> 'বর্তমানের "বিরোধিতার" মধ্যে আমরা শুধু বলশেভিকবাদ সংশোধন করার প্রচেষ্টা পাই না, লেনিনবাদ থেকে সরাসরি প্রস্থানও পাই না, পাই একটি **ডাহা পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতিও**। কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির অবস্থান ও তার নীতির ওপর পেটি-বুর্জোয়াদের প্রযুক্ত চাপ এই "বিরোধিতায়" বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ত্রয়োদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব থেকে)।

ট্রট্স্কি আমাদের বলুন কোন্ পদ্ধতিতে একটি পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি থেকে উৎকৃষ্টতর।

একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতির যে একটি রকম তা উপলব্ধি করা কি এতই শক্ত? আমরা যখন একটি সোশ্যাল

ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতির কথা বলি, তখন আমাদের চতুর্দশ কংগ্রেসে যা বলা হয়েছিল, আমরা আরও ঠিকঠিকভাবে যে শুধুমাত্র তাই-ই উপস্থাপিত করছি, তা উপলব্ধি করা কি এতই শক্ত? আমরা কোনভাবেই ঘোষণা করি না যে বিরোধীদের নেতৃবন্দ হলেন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক। আমরা কেবলমাত্র বলি যে বিরোধী ব্লকে একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি লক্ষ্য করতে হবে এবং আমরা তাকে এইভাবে সতর্ক করছি যে এই বিচ্যুতি ত্যাগ করার পক্ষে এখনো সময় বয়ে যায়নি এবং এই বিচ্যুতি ত্যাগ করতে তাদের আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

ট্রট্স্কিবাদ সম্পর্কে ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রস্তাবে[৭৩] যা বলা হয়েছিল তা হল এই:

> 'বাস্তবিকই বর্তমান দিনের ট্রট্স্কিবাদ হল, মেকি-মার্কসবাদের "ইউরোপীয়" ধরনসমূহের সন্নিকটবর্তিতার প্রকৃতিতে, অর্থাৎ, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, "ইউরোপীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির" প্রকৃতিতে সাম্যবাদের মিথ্যাকরণ।' (১৯২৫ সালের ১৭ই জুন তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামের প্রস্তাব থেকে।)

আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, এই দুটি প্রস্তাবের খসড়া মোটের ওপর জিনোভিয়েভ করেছিলেন। তথাপি সমগ্রভাবে কি পার্টি, এমনকি বিশেষভাবে জিনোভিয়েভও এই সিদ্ধান্ত টানেননি যে ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধী নেতাদের অবশ্যই পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

সম্ভবতঃ ট্রট্স্কিবাদ সম্পর্কে কামেনেভ যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করা প্রয়োজনাতিরিক্ত হবে না, তিনি ট্রট্স্কিবাদকে মেনশেভিকবাদের সঙ্গে এক বন্ধনীর মধ্যে স্থাপন করেন। মনোযোগ সহকারে শুনুন:

> 'ট্রট্স্কিবাদ সব সময়েই হল **মেনশেভিকবাদের** সর্বাধিক বাকচাতুর্যে মনোহর এবং সর্বাপেক্ষা সতর্কতা-অবলম্বিত ছদ্মবেশী রূপ, এমন একটি রূপ যা ঠিকঠিক শ্রমিকদের বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন অংশকে প্রতারিত করার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী।' (এল. কামেনেভের প্রবন্ধ, **লেনিনবাদের পক্ষে** আলোচনার্থ সভায় 'পার্টি ও ট্রট্স্কিবাদ', পৃঃ ৫১।)

এই সমস্ত ঘটনা আমাদের ৫ম কেউ-এর কাছে যেমন, ট্রট্স্কির কাছেও তেমনি সুবিদিত। তথাপি ত্রয়োদশ কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে কেউ

প্রস্তাব করেননি যে ট্রট্স্কি ও তাঁর অনুগামীদের পার্টি থেকে বের করে দিতে হবে।

এরজন্যই আমি মনে করি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনে ট্রট্স্কির বিবৃতি ছিল কপট ও মিথ্যা।

যখন কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অক্টোবর প্লেনাম বিরোধী ব্লকের ওপর তত্ত্বসমূহ মূলগতভাবে অনুমোদন করেছিল তখন তার মনে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাগুলি ছিল না, মনে ছিল বিরোধীদের নীতিগত ভুল-ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা; এইসব ভুলভ্রান্তি বিরোধীরা আজও পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন নি এবং এইগুলির সমর্থনে—যেমন তাঁরা তাঁদের ১৬ই অক্টোবরের 'বিবৃতিতে' বলেছেন—তাঁরা পার্টির নিয়ম-বিধির কাঠামোর মধ্যে সংগ্রাম করে যাবেন। এইভাবে কাজ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনাম তার সূচনা-বিন্দু হিসেবে এইটিই গ্রহণ করে যে, বিরোধীদের নীতিগত ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল এই সমস্ত ভুলভ্রান্তি দূর করার একমাত্র পথ এবং সেগুলির দূরীকরণই হল পার্টিতে প্রকৃত ঐক্যের দিকেও একমাত্র পথ। বিরোধী ব্লককে ছত্রভঙ্গ করে এবং তাকে উপদলীয়তা বর্জন করতে বাধ্য করে, পার্টি সেই সর্বনিম্ন অবস্থা অর্জন করল যা ব্যতিরেকে পার্টিতে ঐক্য অসম্ভব। অবশ্য তা অনেকখানি। কিন্তু তা আবার যথেষ্ট নয়। পরিপূর্ণ ঐক্য অর্জন করতে হলে আর এক পা এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন বিরোধী ব্লককে তার নীতিগত ভুলভ্রান্তি-সমূহ বর্জন করানো এবং এইভাবে পার্টি ও লেনিনবাদকে আক্রমণ ও সংশোধন-বাদের প্রচেষ্টা থেকে পার্টিকে রক্ষা করা।

এটিই হল প্রথম সিদ্ধান্ত।

বিরোধী ব্লকের মৌলিক অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে এবং একটি নতুন আলোচনা শুরু করার তার প্রচেষ্টাসমূহ প্রতিরোধ করে, ব্যাপক পার্টি-সদস্যেরা বলেন: 'এটি কথাবার্তা চালাবার মুহূর্ত নয়, সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজে পুরোপুরিভাবে নেমে পড়ার সময় এসেছে।' সুতরাং সিদ্ধান্ত হল: কম কথা বল, অধিকতর সৃজনশীল ও নিশ্চিত কাজ কর, সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজে এগিয়ে যাও!

এটাই হল দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

এবং একটি তৃতীয় সিদ্ধান্ত হল এই যে, আন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালানো এবং

পার্টির ওপর বিরোধীদের আক্রমণ প্রতিহত করার গতিপথে, আমাদের গঠনমূলক কাজের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের **ভিত্তিতে** পার্টি আগেকার যে-কোন সময়ের তুলনায় দৃঢ়তরভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

এটাই হল তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

আমাদের গঠনমূলক কাজের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎসমূহের **ভিত্তিতে** ঐক্যবদ্ধ একটি পার্টি হল ঠিকঠিক সেই লিভার, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজকে এগিয়ে নেবার জন্য বর্তমান সময়ে আমাদের যা প্রয়োজন।

বিরোধী ব্লকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গতিপথে আমরা এই লিভার তৈরী করেছি।

সংগ্রাম আমাদের গঠনমূলক কাজের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের ভিত্তিতে পার্টিকে তার কেন্দ্রীয় কমিটির চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক সম্মেলনের কাছে উপস্থাপিত তত্ত্বসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে—আমি আশা করি সম্মেলন তা গ্রহণ করবে—সম্মেলন এই ঐক্যকে অবশ্যই সমর্থন করবে।

আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, সম্মেলন এই কর্তব্যকাজ কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করবে। (**প্রচণ্ড এবং দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি। সমস্ত প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়ান। জয়ধ্বনি।**)

প্রাভদা, সংখ্যা ২৫৬ ও ২৫৭
৫ই ও ৬ই নভেম্বর, ১৯২৬

আমাদের পার্টিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতির প্রশ্নে রিপোর্টের ওপর আলোচনার জবাব

৩রা নভেম্বর, ১৯২৬

১। কতকগুলি সাধারণ প্রশ্ন

১। মার্কসবাদ আপ্তবাক্য নয়, কাজের পথপ্রদর্শক

কমরেডস্, আমি আমার রিপোর্টে বলেছি যে, মার্কসবাদ আপ্তবাক্য নয়, মার্কসবাদ কাজের পথপ্রদর্শক, বলেছি যে এঙ্গেলসের গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের সুবিদিত সূত্র সে সময়ে সঠিক ছিল, কিন্তু আজ তা পর্যাপ্ত নয়। এর জন্য আমি বলেছি যে, এঙ্গেলসের সূত্রের বদলে লেনিনের সূত্র প্রতিস্থাপিত করতে হবে; লেনিনের সূত্র বলছে যে, পুঁজিবাদের বিকাশ ও শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের নতুন পরিস্থিতিসমূহে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয় সম্পূর্ণরূপে সম্ভব এবং বিশ্বাসযোগ্য।

আলোচনার সময়ে আমার সেই বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। এ বিষয়ে জিনোভিয়েভ ছিলেন বিশেষভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমী। সেজন্য আমি এই প্রশ্নে ফিরে যেতে এবং অধিকতর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি।

আমার মনে হয় জিনোভিয়েভ এঙ্গেলসের 'সাম্যবাদের নীতিসমূহ' পড়েননি, অথবা যদি পড়েও থাকেন, তিনি সেগুলি বোঝেননি। নচেৎ, তিনি আপত্তি তুলতেন না; তিনি উপলব্ধি করতেন যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি লেনিনবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে এঙ্গেলসের পুরানো সূত্রকে আঁকড়ে ধরে আছে; উপলব্ধি করতেন যে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পদাংক অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি 'অধঃপতনের' কোন-না-কোন বিপদের সম্মুখে নিজেকে অনাবৃত করতে পারেন।

এঙ্গেলস তাঁর 'সাম্যবাদের নীতিসমূহে'[৯৪] প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে ব্যক্তিগত প্রস্তাবসমূহের ব্যাখ্যা হিসেবে যা বলেছেন তা হল এই।

প্রশ্নঃ এক আঘাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করা কি সম্ভব হবে?

উত্তর : না, এক আঘাতে ঠিক ততটা পরিমাণে সম্ভব হবে, সামাজিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিদ্যমান উৎপাদন শক্তিগুলি যতটা পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব। সুতরাং, **শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) যার আসার সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে, যা কেবলমাত্র ধীরে ধীরে বর্তমান সমাজকে পুনর্গঠন করবে এবং শুধুমাত্র তারপর, যখন উৎপাদনের উপায়ের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সৃষ্টি হবে, তখন তা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করতে পারে।

প্রশ্ন : বিপ্লবের বিকাশের গতিধারা কি হবে?

উত্তর : সর্বপ্রথম তা একটা গণতান্ত্রিক প্রথা স্থাপন করবে, এবং তার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠা করবে।'

এখানে সুস্পষ্টরূপে যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে তা হল বুর্জোয়াদের উৎখাত এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপন। কমরেডস্, আপনারা জানেন যে, আমাদের দেশে আমরা এই বিষয়টি এর আগেই সম্পাদন করেছি, এবং বেশ পুরোদস্তুরভাবে। (**কণ্ঠস্বর :** 'ঠিক!' 'ঠিকই বলেছেন!')

আরও :

'ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আরও ব্যবস্থাসমূহ সম্পাদন করার উপায় হিসেবে যদি গণতন্ত্রকে অবিলম্বে ব্যবহার করা না হয়, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ নিরর্থক হবে। এই ব্যবস্থাসমূহের প্রধান প্রধানগুলি, যা অবশ্য প্রয়োজনীয়ভাবে বর্তমান অবস্থাসমূহ থেকে বেরিয়ে আসে, সেগুলি হল :

'(১) বৃদ্ধিমূলক কর, গুরুভার উত্তরাধিকার কর, জ্ঞাতিত্বমূলক লাইন দ্বারা (ভাই, ভাইপো) উত্তরাধিকারের বিলোপ প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সীমিতকরণ।'

আপনারা জানেন, আমাদের দেশে বেশ পুরোদস্তুরভাবে এইসব ব্যবস্থা সম্পাদিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

আরও :

'(২) অংশতঃ রাষ্ট্রীয় শিল্পের পক্ষে প্রতিযোগিতার দ্বারা, অংশতঃ অ্যাসিগনাটে (১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার কর্তৃক প্রচারিত

নোট—অনুবাদক, বাং সং) প্রদত্ত সরাসরি ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি, কারখানা, রেল এবং জাহাজের মালিকদের ক্রমে ক্রমে সম্পত্তিচ্যুত করা।'

আপনারা জানেন, আমাদের বিপ্লবের গোড়াকার বছরগুলিতে আমরা এই ব্যবস্থাসমূহ সম্পাদন করেছিলাম।

আরও:

'(৩) সমস্ত দেশত্যাগী এবং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।'

আপনারা জানেন, আমরা বাজেয়াপ্ত করেছি এবং এতদূর বাজেয়াপ্ত করেছি যে আর বাজেয়াপ্ত করার কিছুই নেই। (**হাস্য।**)

আরও:

'(৪) শ্রমিকদের সংগঠিত করা অথবা জাতীয় ভূভাগে এবং জাতীয় ফ্যাক্টরি ও ওয়ার্কশপে তাদের কাজের ব্যবস্থা করা, যাতে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হবে, এবং ফ্যাক্টরি মালিকেরা, তাদের মধ্যে যদি কেউ বিদ্যমান থাকে, রাষ্ট্র যত উঁচু বেতন দেয় ঠিক ততটা উঁচু বেতন দিতে বাধ্য হবে।'

আপনারা জানেন, আমরা এই পথ অনুসরণ করেছি এবং এর দ্বারা বহু সংখ্যক জয় অর্জন করছি, এবং মোটের ওপর আমরা এই বিষয়টি সফলভাবে সম্পাদন করেছি।

আরও:

'(৫) ব্যক্তিগত সম্পত্তি যতদিন না সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়, ততদিন সমাজের সমস্ত সদস্যদের পক্ষে শ্রমের প্রতি সমান বাধ্যবাধকতা। শিল্প-বাহিনীসমূহের গঠন, বিশেষভাবে কৃষির জন্য।'

আপনারা জানেন, যুদ্ধের ভিত্তিতে সাম্যবাদের সময়কালে আমরা শিল্প-বাহিনী গঠনের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমরা এর দ্বারা বিরাট কোন ফল পাইনি। আমরা তখন ঘুরানো পথে একই উদ্দেশ্য অর্জনে অগ্রসর হলাম, এবং সন্দেহ করার কিছু নেই, এই ক্ষেত্রে আমরা চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করব।

আরও:

'(৬) রাষ্ট্রীয় পুঁজি-সম্বলিত একটি জাতীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণদান

প্রথা ও অর্থের বাজার রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করা। এবং সমস্ত বেসরকারী ব্যাঙ্ক ও ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কারদের দমন করা।'

এটিও, কমরেডস্, আপনারা ভালভাবেই জানেন যে, ইতিমধ্যেই মোটের ওপর আমরা সম্পাদন করেছি।

আরও:

'(৭) জাতির আয়ত্তিতে পুঁজি ও শ্রমশক্তি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনিভাবে জাতীয় ফ্যাক্টরি, ওয়ার্কশপ, রেলওয়েসমূহ ও জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, সমস্ত অকর্ষিত জমির চাষ এবং আগেই কর্ষিত জমির উন্নত চাষবাসের ব্যবস্থা।'

আপনারা জানেন এটি সম্পাদিত হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের অগ্রগতি ভালই হচ্ছে। এই বিষয়টির আরও বলিষ্ঠ অগ্রগতি ঘটছে এই ঘটনার দ্বারা যে আমরা জমি ও শিল্পের প্রধান প্রধান শাখা রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি।

আরও:

'(৮) যে মুহূর্তে শিশুরা মায়ের তত্ত্বাবধান ছাড়া থাকতে পারে সেই মুহূর্ত থেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং জাতির খরচে শিশুদের শিক্ষাদান।'

আমরা এটি সম্পাদন করছি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করা থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে রয়েছি, কারণ, যুদ্ধ এবং অবৈধ হস্তক্ষেপের ধ্বংসাত্মক ফলাফলের দরুণ দেশের সমস্ত শিশুকে শিক্ষা দেবার জন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আনতে আমরা এখনো সমর্থ হইনি।

আরও:

'(৯) জাতীয় ভূসম্পত্তিসমূহে বড় বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরী করা, যেগুলি নাগরিকদের কমিউনের জন্য সার্বজনীন আবাসের কাজ করবে, যেগুলি শিল্প ও কৃষি উভয় কাজেই প্রবৃত্ত হবে এবং যেগুলি শহর ও গ্রামীণ জীবনের একপেশেমি এবং অসুবিধা ব্যতিরেকে উভয় ধরনের জীবনের সুবিধাসমূহের সংযোগসাধন করে।'

এটি সুস্পষ্টরূপে আবাসিক সমস্যার বৃহৎ পরিমাণ সমস্যার কথা উল্লেখ করছে। আপনারা জানেন, আমরা এ কাজ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, এবং এই

কাজটি যদি এখনো মোটের ওপর সম্পাদিত না হয়ে থাকে, এবং সম্ভবতঃ দ্রুত সম্পাদিত হবেও না, তার কারণ হল, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শিল্পের ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থার দরুণ, বিস্তৃতভাবে আবাস নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সঞ্চয় করতে আমরা এখনো কৃতকার্য হইনি এবং সম্ভবতঃ কৃতকার্য হতে পারতামও না।

আরও :

'(১০) সমস্ত অস্বাস্থ্যকর এবং খারাপভাবে নির্মিত বাড়িগুলি এবং শহর অঞ্চলগুলি ভেঙে ফেলা।'

এই বিষয়টি পূর্ববর্তী বিষয়টির অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং সেইহেতু শেষোক্তটি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা এটি সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

আরও :

'(১১) যথাবিধি বিবাহজাত এবং জারজ শিশুদের জন্য সমান উত্তরাধিকার অধিকারসমূহ।'

আমি মনে করি আমরা এ বিষয়টি সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করছি।

এবং সর্বশেষ বিষয়টি :

'(১২) যানবাহনের সমস্ত উপায় জাতির হাতে কেন্দ্রীভূত করা।'

আপনারা জানেন, আমরা ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি পুরোপুরি সম্পাদন করেছি।

কমরেডস্, এঙ্গেলস তাঁর 'সাম্যবাদের নীতিসমূহে' শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের এই কর্মসূচীই ঘোষণা করেছেন।

কমরেডস্, আপনারা দেখতে পাবেন, এই কর্মসূচীর নয়-দশমাংশই বিপ্লব কর্তৃক **ইতিমধ্যেই** সম্পাদিত হয়েছে।

আরও :

'প্রশ্ন : এই বিপ্লব (অর্থাৎ, উপরি-উল্লিখিত বিপ্লব—জে. স্তালিন) **কি একটিমাত্র দেশে** ঘটতে পারে?

'উত্তর : না। বৃহদায়তন শিল্প একটি বিশ্ববাজার সৃষ্টি করেছে, ঠিকঠিক এই ঘটনার দ্বারা তা বিশ্বের সমস্ত জাতিকে—এবং লক্ষণীয়ভাবে সভ্য জাতিগুলিকে—এত ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে বন্ধন করেছে যে প্রত্যেকটি

জাতি অন্যগুলিতে কি ঘটছে তার ওপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু, সমস্ত সভ্য দেশে তা সামাজিক বিকাশকে এতদূর পর্যন্ত সমাবদ্ধ করেছে যে তাদের সবগুলিতেই বুর্জোয়ারা এবং শ্রমিকশ্রেণী সমাজের দুটি চূড়ান্ত শ্রেণী হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের মধ্যেকার সংগ্রাম আমাদের সময়ের সর্বপ্রধান সংগ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। **সেইজন্য, কমিউনিস্ট বিপ্লব শুধুমাত্র একটি জাতীয় বিপ্লব হবে না, পরন্তু তা যুগপৎ সমস্ত সভ্যদেশে সংঘটিত হবে, অর্থাৎ অন্ততঃ ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মানিতে'**··· (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (এফ. এঙ্গেলসের 'সাম্যবাদের নীতিসমূহ' দেখুন)।

কমরেডস্, এরূপই হল ঘটনা।

এঙ্গেলস বলছেন, উপরে ঘোষিত কর্মসূচীসহ একটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব কোন একটি স্বতন্ত্র দেশে ঘটতে **পারে না**। কিন্তু ঘটনা হল এই যে, শ্রমিক-শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের নতুন পরিস্থিতিতে, সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে, আমরা মোটের ওপর একটি স্বতন্ত্র দেশে **ইতিমধ্যেই** এরূপ একটি বিপ্লব **সম্পাদন করেছি**—সম্পাদন করেছি আমাদের দেশে এর কর্মসূচীর নয়-দশমাংশ পূরণ করে।

জিনোভিয়েভ বলতে পারেন এই কর্মসূচী, এই বিষয়গুলি সম্পাদন করে আমরা ভুল করেছি। (**হাস্য**।) এটাও বরং হতে পারে যে এই বিষয়গুলি সম্পাদন করে আমরা কোন-না-কোন 'জাতীয় সংকীর্ণ চত্তার' অপরাধে অপরাধী হয়েছি। (**হাস্য**।) কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটা ব্যাপার পরিষ্কার, অর্থাৎ, গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকে, প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরিস্থিতিসমূহে এঙ্গেলস একটি দেশের পক্ষে যা অকার্যকর এবং অসম্ভব বিবেচনা করেন, তা সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিসমূহে কার্যকর ও সম্ভবপর হল।

এঙ্গেলস বেঁচে থাকলে, নিঃসন্দেহে, তিনি পুরানো সূত্র আঁকড়ে ধরে থাকতেন না। অপরপক্ষে তিনি আমাদের বিপ্লবকে স্বাগত জানাতেন এবং বলতেন যে, 'সমস্ত পুরানো সূত্রগুলি জাহান্নমে যাক! ইউ. এস. এস. আর-এর বিজয়ী বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!" (**হর্ষধ্বনি**।)

কিন্তু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শিবিরের ভদ্রলোকেরা সেভাবে জিনিসটি দেখছেন না। এঙ্গেলসের পুরানো সূত্রকে আবরণ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য, আমাদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামকে

সহজতর করার জন্য তাঁরা এই সূত্র আঁকড়ে ধরে আছেন। সেটা অবশ্য তাঁদের ব্যাপার। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হল এই যে, জিনোভিয়েভ এইসব ভদ্রলোকদের হীনভাবে অনুকরণ করছেন এবং বর্তমান ক্ষেত্রে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পথ গ্রহণ করছেন।

এঙ্গেলসের সূত্র উদ্ধৃত করায় এবং তাকে বিশদভাবে পরীক্ষা করায় আমার মনে তিনটি বিবেচনা ছিল :

প্রথমতঃ, একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্নে লেনিনের সূত্রের বিরুদ্ধে এঙ্গেলসের সূত্র, যা ছিল পুরানো দিনের মার্কসবাদীদের সর্বাধিক চূড়ান্ত এবং তীব্রতম মতপ্রকাশ, তাকে তুলনামূলক বৈষম্য প্রদর্শনের জন্য স্থাপিত করে বিষয়টিকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করা ;

দ্বিতীয়তঃ, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সংস্কারবাদ এবং প্রতিবিপ্লবী চরিত্রের মুখোস উন্মোচিত করা, এই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি এঙ্গেলসের পুরানো সূত্র উল্লেখ করে তার সুবিধাবাদ ঢাকতে চায় ;

তৃতীয়তঃ, এইটে দেখানো যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্ন মীমাংসা করায় লেনিনই ছিলেন **সর্বপ্রথম**।

কমরেডস্, এটা স্বীকার করতে হবে যে লেনিনই—আর কেউ নয়—এই সত্য আবিষ্কার করেন যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব। অধিকার হিসেবে যা লেনিনের তা লেনিনের কাছ থেকে অবশ্যই কেড়ে নেওয়া চলবে না। সত্যকে অবশ্যই কারও ভঙ্গ করা চলবে না, যে-কারও এ কথা খোলাখুলি বলার সাহস থাকা উচিত যে লেনিনই ছিলেন মার্কসবাদীদের মধ্যে **সর্বপ্রথম** যিনি একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নটিকে একটি নতুন ধরনে উপস্থিত করেছিলেন এবং তার হাঁ-সূচক জবাব দিয়েছিলেন।

এ দ্বারা আমি বলতে চাইছি না যে, চিন্তানায়ক হিসেবে লেনিন মার্কস বা এঙ্গেলসের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। এদ্বারা মাত্র দুটি জিনিস বলতে চাইছি :

প্রথমতঃ, মার্কস ও এঙ্গেলস চিন্তানায়ক হিসেবে যত বিরাট প্রতিভাধরই হোন না কেন, তাঁদের কাছ থেকে এটা আশা করা যেতে পারে না যে তাঁরা প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদের সময়কালে, অর্ধশতকের বেশি সময়কাল পরে উন্নত একচেটিয়া পুঁজিবাদের সময়পর্বে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রাম এবং শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবের যে সমস্ত সম্ভাব্য বিষয়সমূহ উদ্ঘাটিত হয়েছিল, তা তাঁরা আগে থেকেই জেনে ফেলবেন ;

দ্বিতীয়তঃ, এ ঘটনায় কিছুই বিস্ময়কর নেই যে, মার্কস ও এঙ্গেলসের সুদক্ষ শিষ্য হিসেবে, লেনিন পুঁজিবাদী বিকাশের নতুন পরিস্থিতিসমূহে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের নতুন নতুন সম্ভাবনা লক্ষ্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং এইরূপে এই সত্য আবিষ্কার করেন যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব।

মার্কসবাদের আক্ষরিক অর্থ ও সারমর্মের, তার বিভিন্ন বক্তব্য ও পদ্ধতির মধ্যে কিভাবে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে হয়, তা অবশ্যই জানা উচিত। একটি-মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় যে সম্ভব লেনিন এই সত্য আবিষ্কার করতে কৃতকার্য হয়েছিলেন, কেননা তিনি মার্কসবাদকে আপ্তবাক্য হিসেবে গণ্য করতেন না, গণ্য করতেন কাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে, কেননা তিনি আক্ষরিক অর্থের ক্রীতদাস ছিলেন না এবং মার্কসবাদে যা প্রাথমিক ও মৌলিক তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে তাঁর **'বামপন্থী' কমিউনিজম্. একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা** পুস্তিকাটিতে তিনি যা লিখেছিলেন তা হল এই :

> 'মার্কস এবং এঙ্গেলস বলেছেন, আমাদের তত্ত্ব একটি আপ্তবাক্য নয়, পরন্তু **কাজের পথপ্রদর্শক** এবং কার্ল কাউট্স্কি, অটো বওয়ার প্রভৃতির মতো "বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত" মার্কসবাদীদের পক্ষে এটা সর্বপ্রধান ভুল, সর্বপ্রধান অপরাধ যে তাঁরা এটি উপলব্ধি করতে পারেননি, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের কঠোর মুহূর্তে তাঁরা এটা প্রয়োগ করতে অপারগ হয়েছেন' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২১১)।

এটাই হল পথ, মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের পথ, যা আমরা অনুসরণ করে চলেছি এবং যদি আমরা শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী থাকতে চাই তাহলে যে পথ আমাদের অবশ্যই নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করতে হবে।

এটা এইজন্য যে, লেনিনবাদ এই পথ ধরে চলেছে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে এবং লেনিনবাদ যে সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ তাতে তা নিজেকে অটল রেখেছে। এই পথ থেকে সরে যাবার অর্থ হল, সুবিধাবাদের বদ্ধজলায় নিমজ্জিত হওয়া। এই পথ থেকে বিচ্যুত হবার অর্থ হল, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির লেজুড় হয়ে হেঁচড়িয়ে চলা—এই ঘটনায় জিনোভিয়েভের ব্যাপারে যা ঠিকঠিক ঘটেছে।

জিনোভিয়েভ এখানে ঘোষণা করেছেন যে মার্কস ও এঙ্গেলস পরবর্তীকালে এঙ্গেলসের পুরানো সূত্রের সুর নামান এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সম্ভাবনা মেনে নেন। তিনি এঙ্গেলসের এই কথাগুলি উদ্ধৃত করেন, 'ফরাসীরা এটি শুরু করবে এবং জার্মানিরা তা সমাধা করবে।'[৯৫] সে সমস্তই সত্য। এটা এমন কিছু যা আজকাল সোভিয়েত পার্টি স্কুলের প্রতিটি ছাত্র জানে। কিন্তু ঠিক এখনই এটি বিচার্য বিষয় নয়। এটা বলা হল এই জিনিস: বিপ্লব শুরু কর, কেননা অতি নিকট ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশের সফল বিপ্লব তোমাকে সমর্থন করবে, এবং অন্যান্য দেশে এরূপ বিজয় ঘটলে তুমি বিজয়ের ওপর ভরসা রাখতে পার। সেটা এক জিনিস। এটা বলা অন্য জিনিস: বিপ্লব শুরু কর এবং এই অবগতি নিয়ে অগ্রসর হও যে এমনকি যদি নিকট ভবিষ্যতে অন্য দেশসমূহের বিপ্লব তোমার সাহায্যে নাও আসে, এখন, উন্নত সাম্রাজ্যবাদের সময়পর্বে সংগ্রামের পরিস্থিতিসমূহ এমনিই যে তৎসত্বেও তুমি বিজয়ী হতে পার এবং এইরূপে তারপর অন্যান্য দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দাও। তা হল অন্য জিনিস।

এবং যদি আমি এঙ্গেলসের পুরানো সূত্র উদ্ধৃত করে থাকি, তা করেছি এঙ্গেলস ও মার্কস পরবর্তীকালে এই তীব্র ও চূড়ান্ত সূত্রের যে সুর নামিয়েছিলেন সেই তথ্য এড়াবার জন্য নয়, করেছি এই জন্য যে:

(ক) বৈষম্য প্রদর্শনার্থে দুটি সূত্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্থাপিত করে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য;

(খ) সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি, যা এঙ্গেলসের পুরানো সূত্রের পেছনে আড়াল নিতে চেষ্টা করে, তাকে উদ্ঘাটিত করার জন্য;

(গ) এটা দেখাতে যে লেনিনই ছিলেন সর্বপ্রথম যিনি একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় নতুন ধরনে উপস্থিত করেন এবং তার হাঁ-সূচক অর্থ দেন!

কমরেডস্, তাহলেই আপনারা দেখছেন যে আমি সঠিক ছিলাম যখন আমি বলেছিলাম যে জিনোভিয়েভ 'সাম্যবাদের নীতিসমূহ' পড়েননি অথবা পড়ে থাকলেও উপলব্ধি করেননি, যেহেতু তিনি এঙ্গেলসের পুরানো সূত্রকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এইভাবে সুবিধাবাদে পিছলে পড়েছেন।

২। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্নে লেনিনের কতকগুলি মন্তব্য

আরও, আমি আমার রিপোর্টে বলেছিলাম, বিবর্ধিত সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা-সমূহে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের কমবেশি অনুরূপ উদাহরণ আছে। আমি বলেছিলাম যে, পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করা এবং একটি নতুন শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলার অর্থে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে, মার্কস তাঁর সময়কালে (উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে) মার্কস ব্রিটেন সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রম করেছিলেন, এবং সম্ভবতঃ আমেরিকার সম্পর্কেও, যেখানে জঙ্গীবাদ ও আমলাতন্ত্র সামান্যমাত্রই বিকশিত হয়েছিল এবং যেখানে অন্যান্য উপায়ে, 'শান্তিপূর্ণ' উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন সে সময়ে সম্ভবপর ছিল। আমি বলেছিলাম ব্রিটেন ও আমেরিকা সম্পর্কে কৃত মার্কসের এই ব্যতিক্রম, এই সংরক্ষিতভাবে বলা সে-সময়ে ছিল সঠিক, কিন্তু, লেনিনের মতে বিবর্ধিত সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান অবস্থাসমূহে তা ভুল এবং অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে, যখন জঙ্গীবাদ ও আমলাতন্ত্র অন্যান্য দেশের মতো একই ধরনে ব্রিটেনে ও আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে উন্নতিলাভ করছে।

কমরেডস্, আমাকে মার্কসের কথায় আসতে দিন। ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসে কুগেলম্যানকে লিখিত চিঠিতে মার্কস যা লিখেছিলেন তা হল এই :

> '...আমার **অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারের** শেষ অধ্যায় যদি আপনি দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন, আমি বলছি যে ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী প্রচেষ্টা আগের মতো, আর আমলাতান্ত্রিক-সামরিক মেশিন এক হাত থেকে আর এক হাতে স্থানান্তর করা হবে না, পরন্তু তা হবে **চূর্ণবিচূর্ণ** করা...এবং এইটিই হল **ইউরোপীয় মহাদেশে** প্রতিটি খাঁটি জনগণের বিপ্লবের পক্ষে প্রাথমিক শর্ত। এবং আমাদের বীর পার্টি-সদস্যেরা প্যারিসে তাই-ই করার চেষ্টা করছেন।' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (আমি লেনিনের **রাষ্ট্র ও বিপ্লব** থেকে উদ্ধৃত করেছি, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪)।

১৮৭১ সালে মার্কস এই কথাই লিখেছিলেন।

আপনারা জানেন এই অনুচ্ছেদটিকে সমস্ত রং-এর সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা

ছো মেরে ধরল এবং প্রথমতঃ ধরলেন কাউট্স্কি; কাউট্স্কি দৃঢ়তা সহকারে বললেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা একটি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সাধিত বিপ্লব সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির একটি অপরিহার্য পদ্ধতি নয়, বললেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে অবশ্যই অপরিহার্যরূপে এই অর্থে উপলব্ধি করা হবে না যে, তা হল পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করা এবং একটি নতুন, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলা, এবং বললেন যে, সেইজন্য শ্রমিকশ্রেণীর যার জন্য চেষ্টা করতে হবে তা হল পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের শান্তিপূর্ণ পথ।

এতে কমরেড লেনিন কি বক্তব্য রাখলেন? এ বিষয়ে তিনি তাঁর বই **রাষ্ট্র ও বিপ্লব**-এ যা লিখেছিলেন তা হল এই:

'মার্কসের উপরি-উদ্ধৃত যুক্তিতে বিশেষভাবে দুটি বিষয় লক্ষ্য করা চিত্তাকর্ষক। প্রথমতঃ, তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ইউরোপীয় মহাদেশে সীমাবদ্ধ রাখছেন। ১৮৭১ সালে এর অর্থ বোঝা যেত, যখন ইংলণ্ড তখনো পর্যন্ত বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী দেশের আদর্শ ছিল, কিন্তু সেখানে জঙ্গীবাদ ছিল না, এবং বেশ কিছু মাত্রায় ছিল না আমলাতন্ত্র। এইজন্য মার্কস ইংলণ্ডকে বাদ দিয়েছিলেন যেখানে "তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্রকে" ধ্বংস করার প্রাথমিক শর্ত **ব্যতিরেকেই** একটি বিপ্লব, এমনকি একটি জনগণের বিপ্লব তখন সম্ভবপর মনে হতো, এবং বস্তুতঃ সম্ভবপর ছিল।

'আজ, ১৯১৭ সালে, প্রথম বিরাট সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে **মার্কস প্রদত্ত এই বৈশিষ্ট্য আর অখণ্ডনীয় নয়।** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।) ব্রিটেন এবং আমেরিকা উভয়েরই জঙ্গীবাদ ও আমলাতন্ত্র নেই এই অর্থে অ্যাংলো-স্যাকসন "স্বাধীনতার"—সারা বিশ্বে—বৃহত্তম এবং সর্বশেষ প্রতিনিধি, এই দুটি দেশ আমলাতান্ত্রিক-সামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সারা-ইউরোপীয় নোংরা, রক্তাক্ত জলাশয়ে পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়েছে; এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সবকিছুকে তাদের অধীন করে এবং সবকিছুকেই পায়ের তলায় মাড়ায়। আজ, ব্রিটেনে এবং আমেরিকাতেও "প্রতিটি খাঁটি জনগণের বিপ্লবের পক্ষে প্রাথমিক শর্ত" হল "তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্রকে" **চূর্ণ করা** এবং **ধ্বংস করা** (এই সমস্ত দেশে ১৯১৪ এবং ১৯১৭ সালের মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্র "ইউরোপীয়" সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী মান পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হয়েছে)' (২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫)।

তাহলে, আপনারা দেখছেন, আমরা এখানে একটা দৃষ্টান্ত পাচ্ছি যা সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে এঙ্গেলসের পুরানো সূত্রের ব্যাপারে আমি যা বলেছিলাম কমবেশি তার অনুরূপ।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা সম্পর্কে মার্কস যে ব্যতিক্রম করেছিলেন, সংযত হয়ে বলেছিলেন, তা যতদিন পর্যন্ত ওই সমস্ত বিবর্ধিত জঙ্গীবাদ এবং বিবর্ধিত আমলাতান্ত্রিকতা হয়নি, ততদিন পর্যন্ত যুক্তিসহ ছিল। লেনিনের মতে এই ব্যতিক্রম একচেটিয়া পুঁজিবাদের নতুন নতুন পরিস্থিতিতে বাতিল হল, যখন ব্রিটেনে এবং আমেরিকায় জঙ্গীবাদ ও আমলাতান্ত্রিকতা ইউরোপীয় দেশগুলিতে যেমন, অন্ততঃ ততটা বিরাট মাত্রায় বিকশিত হয়েছিল।

সেইহেতু, ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির জন্য শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা বলপূর্বক সাধিত একটি বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব একটি অপরিহার্য ও অমোঘ শর্ত।

সেইহেতু, যখন সমস্ত দেশের সুবিধাবাদীরা মার্কস কর্তৃক শর্তযুক্তভাবে কৃত এই ব্যতিক্রমকে আঁকড়ে ধরে এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রচার করে, তখন তারা মার্কসবাদের জন্য ওকালতি করে না, ওকালতি করে নিজেদের সুবিধাবাদী উদ্দেশ্যের জন্য।

লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন কারণ তিনি জানতেন মার্কসবাদের আক্ষরিক অর্থ এবং সারমর্মের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য টানতে হয়, কারণ তিনি মার্কসবাদকে একটি আপ্তবাক্য হিসেবে নয়, কাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য করতেন।

এটা প্রত্যাশা করা অদ্ভুত হবে যে কয়েক দশক আগেভাগেই পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ বিকাশ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনসমূহকে মার্কসের আগেই বোঝা উচিত ছিল; কিন্তু আরও অদ্ভুত হবে এই সত্য ঘটনায় বিস্মিত হওয়া যে, যখন এই সমস্ত সম্ভাবনাগুলি আবির্ভূত হয়েছে এবং পর্যাপ্ত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় বিবর্ধিত হয়েছে, তখন লেনিন পুঁজিবাদের বিকাশের নতুন নতুন পরিস্থিতিতে সেই সম্ভাবনাগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং সাধারণ সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন।

শ্রোতাদের মধ্যে কেউ এখানে কিছু বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, আমার মনে হয় রাইয়াঝানভ এই মর্মে বলেছিলেন যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিষয়ে মার্কস যে ব্যতিক্রম করেছিলেন, তা শুধু শ্রেণী-সংগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি-

সমূহে ভুল নয়, তা ভুল ছিল এমনকি মার্কস যখন ব্যতিক্রম করেছিলেন, তখনকার বিদ্যমান পরিস্থিতিসমূহেও। আমি রাইয়াঝানভের সাথে একমত নই। আমি মনে করি, রাইয়াঝানভ ভ্রান্ত। যে-কোন অবস্থাতেই, লেনিন ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করেন যে সত্তরের দশকে ইংলণ্ড ও আমেরিকা সম্পর্কে এই ব্যতিক্রম করায় মার্কস সঠিক ছিলেন।

পণ্যের মাধ্যমে কর নামক তাঁর পুস্তিকায় লেনিন যা লিখছেন তা এই :

'কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে বুখারিনের সঙ্গে আমাদের বিতর্ককালে, অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে তিনি মন্তব্য করেন, বিশেষজ্ঞদের জন্য উচ্চ বেতনার প্রশ্নে "আমরা" "লেনিনের তুলনায় অধিকতর দক্ষিণপন্থী", কেননা কতকগুলি অবস্থার অধীনে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হবে "এই দুর্বৃত্তের দলকে অর্থাদি প্রদানপূর্বক কিনে নেওয়া" (অর্থাৎ পুঁজিবাদী দুর্বৃত্তের দল, 'অর্থাৎ বুর্জোয়াদের কাছ থেকে জমি, কল-কারখানাগুলি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়সমূহ **ক্রয় করা**—মার্কসের এই কথাগুলি স্মরণ করে আমরা নীতি থেকে কোন বিচ্যুতি এখানে দেখছি না। এটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মন্তব্য।' '…মার্কসের ধারণা সযত্নে বিবেচনা করুন। মার্কস গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের ইংলণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, আলোচনা করছিলেন প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ সীমায় পৌছানোর সময়কাল, আলোচনা করছিলেন এমন একটি দেশ সম্পর্কে যেখানে অন্য যে কোন দেশের তুলনায় কম জঙ্গীবাদ ও আমলাতান্ত্রিকতা ছিল, এমন একটি দেশ সম্পর্কে যেখানে শ্রমিকদের পক্ষে বুর্জোয়াদের "কিনে নেবার" অর্থে সমাজতন্ত্রের জন্য একটি "শান্তিপূর্ণ" বিজয়ের তখন সর্বাধিক সম্ভাবনা ছিল। এবং মার্কস বলেছিলেন : কতকগুলি অবস্থার অধীনে শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের কিনে নিতে নিশ্চিতরূপে অস্বীকার করবে না। বিপ্লব ঘটানোর ধরন, পদ্ধতি এবং উপায় সম্পর্কে মার্কস নিজেকে—অথবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নেতাদের—কোনরকমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেননি, কেননা তিনি সম্পূর্ণ ভালভাবেই উপলব্ধি করতেন যে, বিপ্লবের গতিপথে কত বিরাটসংখ্যক নতুন নতুন সমস্যা উঠবে, সমস্ত পরিস্থিতি কিভাবে পরিবর্তিত হবে এবং কত **ঘনঘন** এবং কত **বেশিরকমে** বিপ্লবের গতিপথে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হবে। তারপর, এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর, শোষকদের

সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং আত্মঘাতমূলক কাজ চূর্ণ হবার পর—এটা কি স্পষ্ট নয় যে এমন কতকগুলি অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যেগুলি, অর্ধশতাব্দী আগে ব্রিটেন যদি সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ শুরু করত, তাহলে ব্রিটেনে যে সমস্ত ঘটনার উৎপত্তি হতে পারত, সেগুলির অনুরূপ? নিম্নোক্ত ঘটনাগুলির জন্য তখন ব্রিটেনে শ্রমিকদের কাছে পুঁজিবাদীদের বশ্যতা স্বীকার সুনিশ্চিত হতে পারত: (১) একটি কৃষকসমাজের অনুপস্থিতির জন্য শ্রমিকদের, সর্বহারাদের সুনিশ্চিত সংখ্যাধিক্য (সত্তরের দশকে ব্রিটেনে এমন সব লক্ষণ বর্তমান ছিল, যাতে খেতমজুরদের মধ্যে সমাজ-তন্ত্রের অতি দ্রুত বিস্তার আশা করা যেতে পারত); (২) ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর চমৎকার সংগঠন (এই বিষয়ে ব্রিটেন সেই সময়ে বিশ্বে নেতৃত্বদানকারী দেশ ছিল); (৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিকাশের শতাব্দীসমূহ দ্বারা শিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতির অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তর; (৪) আপোষ-মীমাংসার দ্বারা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নসমূহ মীমাংসা করার ক্ষেত্রে অত্যুৎকৃষ্টভাবে সংগঠিত ব্রিটিশ পুঁজিবাদী-দের পুরানো অভ্যাস (সেই সময়ে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা বিশ্বের অন্য যে-কোন দেশের তুলনায় অধিকতর সুসংগঠিত ছিল (এই উৎকর্ষ এখন জার্মানিতে চলে গেছে)। সেই সময়ে এগুলিই ছিল ঘটনা যাতে এই ধারণার উদ্ভব হতে পারত যে শ্রমিকদের কাছে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের **শান্তিপূর্ণ বশ্যতা স্বীকার** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) **ছিল সম্ভব**।

·· মার্কস প্রগাঢ়ভাবে সঠিক ছিলেন, যখন তিনি শ্রমিকদের এই মর্মে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ঠিকঠিক সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সহজতর করার উদ্দেশ্যে বৃহদায়তন উৎপাদনের সংগঠন সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ, শিখিয়েছিলেন যে **পুঁজিবাদীদের ভাল অর্থ দেওয়া**, তাদের কিনে নেবার ধারণা সম্পূর্ণ-রূপে অনুমতিদানের যোগ্য যদি-(**ব্যতিক্রমের** পথে, এবং ব্রিটেন সেই সময়ে ছিল একটা ব্যতিক্রম) ঘটনাসমূহ এমনভাবে বিকশিত হবে যাতে ক্ষতিপূরণ দেবার শর্তে পুঁজিবাদীদের শান্তিপূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকার করতে এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন ও সংগঠিত ধরনে সমাজতন্ত্রের দিকে চলে **আসতে বাধ্য করা যায়**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩২৭-২৮)।

সুস্পষ্টভাবে, এখানে লেনিনই ছিলেন সঠিক, রাইয়াজানভ নন।

৩। পুঁজিবাদী দেশসমূহের বিকাশের অসমতা

আমি আমার রিপোর্টে বলেছি, লেনিন পুঁজিবাদী দেশসমূহের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশের অসমতার নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন ও তার প্রমাণ দিয়েছিলেন এবং এই নিয়মের ও এই ঘটনার ভিত্তিতে যে এই অসমতা বিকশিত ও অধিকতর সুস্পষ্ট হচ্ছে, এই ঘটনা থেকে লেনিন এই ধারণায় উপনীত হলেন যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব। ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ লেনিনের এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। ট্রট্স্কি বলেন যে, তত্ত্বের দিক থেকে এটা ভুল। এবং জিনোভিয়েভ, ট্রট্স্কির সঙ্গে একত্রে, দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, পূর্বে, প্রাক্-একচেটিয়া সময়কালে, বিকাশের অসমতা এখনকার, একচেটিয়া পুঁজিবাদের সময়কালের তুলনায় অধিকতর বেশি ছিল এবং সেইজন্য একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনাকে পুঁজিবাদী বিকাশের অসমতার নিয়মের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে না।

অসম বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে লেনিনের তাত্ত্বিক গবেষণামূলক প্রবন্ধে ট্রট্স্কি যে আপত্তি করছেন তা আদৌ বিস্ময়কর নয়, কেননা এটা সুবিদিত যে এই নিয়ম ট্রট্স্কির নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বকে খণ্ডন করে।

অধিকন্তু, ট্রট্স্কি এখানে সুস্পষ্টভাবে অসংস্কৃত দৃষ্টিভঙ্গির প্রবণতা দেখাচ্ছেন। তিনি অতীতে বিভিন্ন দেশের **অর্থনৈতিক অসমতা** গুলিয়ে ফেলছেন—অসমতা যা তাদের আকস্মিক বিকাশের দিকে সবসময়ে পরিচালনা করত না, করতে পারত না,—সাম্রাজ্যবাদের সময়কালে **অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশের অসমতা নিয়ে**, যখন দেশগুলির অর্থনৈতিক অসমতা অতীতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের অসমতা অতীতের তুলনায় অতুলনীয়ভাবে অধিকতর বেশি এবং অতীতের তুলনায় নিজেকে অধিকতর তীব্রভাবে অভিব্যক্ত করে; অধিকন্তু তার ফলে অবশ্যম্ভাবী-রূপে এবং অপরিহার্যভাবে আকস্মিক বিকাশ ঘটে, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যাতে যে দেশগুলি শিল্পগতভাবে পশ্চাদ্পদ ছিল, তারা কমবেশি অল্প সময়ে যে দেশগুলি এগিয়ে গেছে তাদের ধরে ফেলে, এবং এই ঘটনা বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রাক্-পরিস্থিতি এবং একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনাকে সৃষ্টি না করে পারে না।

এটা প্রমাণ করার বড় একটা দরকার হয় না যে, দুটি পৃথক ধারণার এই তালগোল পাকানো ট্রট্স্কির পক্ষে 'তাত্ত্বিক' জ্ঞানের একটি উঁচু স্তরের সাক্ষ্য দেয় না এবং দিতে পারে না।

কিন্তু আমি জিনোভিয়েভকে বুঝতে পারি না, তিনি মোটের ওপর একজন বলশেভিক ছিলেন এবং বলশেভিকবাদ সম্পর্কে তাঁর সামান্য জ্ঞানও ছিল। অতি-সাম্রাজ্যবাদ এবং কাউট্স্কিবাদে নিমজ্জিত হবার ঝুঁক না নিয়ে কিভাবে এটা দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে এখনকার, একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবস্থা-সমূহের তুলনায় বিকাশের অসমতা পূর্বে অধিকতর বেশি ছিল? কিভাবে এটা দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ধারণা অসম বিকাশের নিয়মের সঙ্গে সংযুক্ত নয়? এটা কি জানা নয় যে যথার্থতঃ অসম বিকাশের নিয়ম থেকে লেনিন এই ধারণার সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ, লেনিনের নিম্নোক্ত কথাগুলি কি সূচিত করে?

> 'অসম অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের একটি নিশ্চিত নিয়ম। **সুতরাং** প্রথমে কতকগুলি দেশে অথবা পৃথকভাবে গৃহীত একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব' (মোটা হরফ আমার দেওয়া —জে. স্তালিন) (১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২)।

অসম বিকাশের নিয়ম কোথা থেকে উদ্ভূত হয়েছে?

তা এই ঘটনা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে:

(১) পুরানো, প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদে, সাম্রাজ্যবাদে পরিণত এবং বিকশিত হয়েছে;

(২) সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রসমূহের প্রভাবের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভাজন এর আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে;

(৩) বাজার, কাঁচামাল এবং প্রভাবের পুরানো ক্ষেত্রসমূহের সম্প্রসারণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের একটি বেপরোয়া, মরণপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্বের অর্থনৈতিক বিকাশ অগ্রসর হচ্ছে;

(৪) এই বিকাশ সমান নয়, আকস্মিক; যে রাষ্ট্রগুলি সম্মুখে এগিয়ে গেছে তারা বাজার থেকে উৎখাত হচ্ছে এবং নতুন নতুন রাষ্ট্র সম্মুখে এগিয়ে আসছে;

(৫) প্রযুক্তিকৌশল বিকশিত করা, পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা এবং

অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের ক্ষতি করে বাজার দখল করায় কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর দ্রুত সক্ষম হওয়া থেকে বিকাশের এই প্রণালী উদ্ভূত হয় ;

(৬) পূর্বেই বিভক্ত বিশ্বের পর্যাবৃত্ত পুনর্বিভাজন এইভাবে একটি নিশ্চিত প্রয়োজন হয়ে পড়ে,

(৭) সুতরাং, একমাত্র বলপূর্বক সাধিত উপায়ের দ্বারা, অথবা এইটি বা সেইটি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর শক্তি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষার দ্বারা এরূপ পুনর্বিভাজন কার্যকর হতে পারে ;

(৮) এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুদ্ধ না ঘটে পারে না ;

(৯) ঘটনাসমূহের এইরূপ অবস্থার ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের পারস্পরিক দুর্বলতর হওয়া অপরিহার্যভাবে ঘটে এবং এই অবস্থা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টে ভাঙনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে ;

(১০) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টে ভাঙন ঘটবার সম্ভাবনা একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদের অবস্থাসমূহে যা অসমতাকে তীব্র করে এবং অসম বিকাশে চূড়ান্ত তাৎপর্য দেয় তা কি ?

দুটি প্রধান ঘটনা :

প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বিশ্বের বিভাজন সম্পূর্ণ হয়েছে, 'শূন্য' ভূভাগের মতো জিনিস আর কোথাও বিদ্যমান নেই এবং অর্থনৈতিক 'ভারসাম্য' অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধসমূহের মাধ্যমে ইতিপূর্বে বিভক্ত বিশ্বের পুনর্বিভাজন একটি নিশ্চিত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, কথাটির বিস্তৃত অর্থে, প্রযুক্তিকৌশলের বিশাল এবং এ পর্যন্ত অতুলনীয় বিকাশ, বাজারসমূহ, কাঁচামালের উৎস প্রভৃতি দখল করার জন্য সংগ্রামে অন্যদের ধরে ফেলতে এবং ছাড়িয়ে যেতে কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর পক্ষে কাজ সহজতর করে।

কিন্তু কেবলমাত্র বিবর্ধিত সাম্রাজ্যবাদের সময়কালে এই সমস্ত ঘটনা বিকশিত হয়েছিল ও চরমে পৌঁছেছিল। এবং তা অন্যরূপ হতে পারত না, যেহেতু কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদের সময়কালে বিশ্বের বিভাজন সম্পূর্ণ হতে পারত

এবং কেবলমাত্র বিবর্ধিত সাম্রাজ্যবাদের সময়কালে বিশাল প্রযুক্তিকৌশলগত সম্ভাবনাসমূহ প্রকট হতে পারত। এবং এর ওপর অবশ্যই এই ঘটনা আরোপ করতে হবে যে, যেখানে পূর্বে ব্রিটেন শিল্পগতভাবে অন্যান্য সমস্ত দেশের অগ্রবর্তী হতে এবং একশ বছরের বেশি সময়কাল তাদের পেছনে ফেলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, সেখানে, পরবর্তীকালে, একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে, ব্রিটেনকে পেছনে ফেলে যেতে শুরু করতে জার্মানির প্রয়োজন হয়েছিল মাত্র প্রায় দশক দুই, আর ইউরোপীয় দেশগুলিকে ধরে ফেলতে আমেরিকার প্রয়োজন হয়েছিল তার চেয়েও কম সময়।

এর পরে, কিভাবে এটা দৃঢ়তাসহকারে বলা যেতে পারে যে, এখনকার তুলনায় বিকাশের অসমতা পূর্বে অধিকতর বেশি ছিল এবং একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার ধারণা সাম্রাজ্যবাদের সময়কালে পুঁজিবাদের অসম বিকাশের নিয়মের সঙ্গে সংযুক্ত নয়?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে তত্ত্বের ব্যাপারে শুধুমাত্র অমার্জিত, সংস্কৃতিহীন ব্যক্তিরা অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নিয়মের সঙ্গে অতীতের শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক অসমতা গুলিয়ে ফেলতে পারে—যে অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ কেবলমাত্র বিবর্ধিত একচেটিয়া পুঁজিবাদের সময়কালে বিশেষ শক্তি ও তীব্রতা ধারণ করেছিল?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, লেনিনবাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিপূর্ণ অজ্ঞতা, পুঁজি-বাদী দেশসমূহের অসম অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশের নিয়মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লেনিনের বক্তব্যসমূহের প্রতি অদ্ভুত থেকেও বেশি আপত্তি উপ-স্থাপিত করতে জিনোভিয়েভ এবং তাঁর বন্ধুদের প্রণোদিত করতে পারত?

২। কামেনেভ ট্রট্‌স্কির জন্য পথ পরিষ্কার করছেন

এই সম্মেলনে কামেনেভের ভাষণের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এবং কামেনেভের স্বাভাবিক কূটনীতি উপেক্ষা করলে দেখা যাবে যে তাঁর ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল ট্রট্‌স্কিকে তাঁর অবস্থান রক্ষা করতে সাহায্য করা, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার মূল প্রশ্নে লেনিনবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামে তাঁকে সাহায্য করা।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে, প্রধান প্রবন্ধটি (১৯১৫) যাতে লেনিন একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা আলোচনা করেছিলেন তাতে রাশিয়ার

যে কোন সম্পর্ক ছিল না এইটি প্রমাণ করার 'কাজ' এবং যখন লেনিন এরূপ সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন তখন তাঁর মনে রাশিয়ার কথা ছিল না, ছিল অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের কথা তা প্রমাণ করার কাজও কামেনেভ নিজের ওপর টেনে নিলেন ; কামেনেভ নিজের ওপর এই সন্দেহজনক 'কাজ' টেনে নিলেন, তার দ্বারা ট্রট্স্কির জন্য পথ পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে, যাঁর 'পরিকল্পনা' হল, এবং না হয়ে পারে না, ১৯১৫ সালে লিখিত লেনিনের প্রবন্ধটিকে টুকরো টুকরো করা।

স্থূলভাবে বলতে গেলে, ট্রট্স্কির জন্য রাস্তার সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে কামেনেভ তাঁর গোলাবাড়ি-প্রাঙ্গণ রক্ষার ভূমিকা নিয়েছেন (**হাস্য**)। গোলাবাড়ি-প্রাঙ্গণ রক্ষকের ভূমিকায় লেনিন ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরকে দেখা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক—এজন্য নয় যে গোলাবাড়ি-প্রাঙ্গণ রক্ষকের কাজ কিছু হীন কাজ, বরং এইজন্য যে, কামেনেভ, যিনি নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ ব্যক্তি, আমি মনে করি তিনি একটি আরও মর্যাদাসম্পন্ন দক্ষতাপূর্ণ কাজ নিজের ওপর টেনে নিতে পারতেন (**হাস্য**)। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে এই ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ; এবং, অবশ্যই, এটি গ্রহণ করার তাঁর পুরো স্বাধীনতা ছিল, তাই এ বিষয়ে কিছু করার নেই।

এখন দেখা যাক কামেনেভ কিভাবে তাঁর অতি-অদ্ভুত কাজ সম্পাদন করেছিলেন।

কামেনেভ তাঁর ভাষণে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, ১৯১৫ সালের লেনিনের প্রবন্ধের মূল বক্তব্য, যা একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়ের সম্ভাবনা দৃঢ়তা-সহকারে বিবৃত করে, যে বক্তব্য আমাদের বিপ্লবের এবং গঠনমূলক কাজের লাইন যথাযথভাবে নিরূপণ করে, তা রাশিয়ার সম্পর্কে ছিল না বা রাশিয়ার সম্পর্কে হতে পারত না ; তিনি বলেন যে লেনিন যখন একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন তখন তাঁর মনে রাশিয়ার কথা ছিল না, ছিল শুধুমাত্র অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের কথা। এটা অবিশ্বাস্য এবং বিস্ময়কর। এটা খুব বেশিভাবে কমরেড লেনিনের ডাহা কুৎসার মতো মনে হয়। কিন্তু লেনিনের সম্পর্কে এই মিথ্যা বক্তব্যে পার্টি কি মনে করতে পারে, আপাতঃ-দৃষ্টিতে কামেনেভ তার কোন তোয়াক্কা করেন না। তাঁর একমাত্র আগ্রহের বিষয় হল, যে-কোন মূল্যে ট্রট্স্কির জন্য পথ পরিষ্কার করা।

তাঁর এই অদ্ভুত মজার উক্তি সত্য বলে প্রমাণ করতে তিনি কিভাবে চেষ্টা করেন?

তিনি বলছেন, তাঁর এই প্রবন্ধের দুই সপ্তাহ পরে রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবের চরিত্রের প্রশ্নে কমরেড লেনিন তাঁর সুবিদিত তত্ত্বসমূহ[৯৬] প্রকাশ করেন, যাতে লেনিন বলেন, মার্কসবাদীদের কর্মসূচী রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় অর্জনে সীমাবদ্ধ ছিল; কামেনেভ আরও বলছেন যে লেনিন এই কথা বলেছিলেন কারণ লেনিন অনুমান-অনুসারে এই মত পোষণ করতেন যে রাশিয়ার বিপ্লব বুর্জোয়া পর্যায়ে থেমে যেতে এবং একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত না হতে বাধ্য। ভাল কথা, এবং যেহেতু একটিমাত্র দেশের সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্নে লেনিনের প্রবন্ধ বুর্জোয়াদের সম্পর্কে আলোচনা করেনি, আলোচনা করেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে, এটা স্পষ্ট যে সেই প্রবন্ধে লেনিনের রাশিয়ার কথা মনে থাকতে পারত না।

সুতরাং, কামেনেভের বক্তব্য অনুসারে এটা বেরিয়ে আসে যে, লেনিন রাশিয়ার বিপ্লবের পরিধি সম্পর্কে একজন বামপন্থী বিপ্লবী অথবা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ধরনের একজন সংস্কারবাদী যেরকম বোঝে সেইরকম বুঝেছিলেন, শেষোক্তরা এই মত পোষণ করে যে বুর্জোয়া বিপ্লব একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবে না এবং বুর্জোয়া বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক ফারাক, একটি দীর্ঘ বিচ্ছেদ, একটি অন্তর্বর্তী সময় থাকবে যা অন্ততঃ কয়েক দশক টিঁকে থাকবে, যে সময়কালে পুঁজিবাদ ঐশ্বর্যপূর্ণ হবে এবং শ্রমিকশ্রেণী দুঃখ-দুর্দশায় নিস্তেজ হয়ে পড়বে।

এটা বেরিয়ে আসে যে, যখন ১৯১৫ সালে লেনিন তাঁর প্রবন্ধ লিখেছিলেন তখন বুর্জোয়া বিপ্লবের বিজয় থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তাৎক্ষণিক উত্তরণের কথা লেনিন চিন্তা করেননি, তাঁর তা অভিপ্রায়ও ছিল না এবং তার জন্য তিনি কঠোর প্রচেষ্টাও চালাননি।

আপনারা বলবেন এটা অবিশ্বাস্য এবং বিস্ময়কর। হাঁ, কামেনেভের মজার বক্তব্য সত্যসত্যই অবিশ্বাস্য এবং বিস্ময়কর। কিন্তু কামেনেভকে তা দিয়ে অসুবিধায় ফেলা যাবে না।

আমি কয়েকটি দলিল উদ্ধৃত করছি যা দেখাবে যে এই বিষয়ে কামেনেভ স্পষ্টভাবে লেনিন সম্পর্কে মিথ্যা বক্তব্য রাখছেন।

১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে যখন রাশিয়ার বিপ্লবের পরিধি তত্ত্বটা

শক্তিশালী ছিল না, এবং হতে পারত না, যতটা শক্তিশালী তা হয়েছিল পরবর্তীকালের, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিণতিতে, সেই সময় রাশিয়ার বিপ্লবের চরিত্র সম্বন্ধে লেনিন যা লিখেছিলেন তা হল এই :

'গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আমরা **তৎক্ষণাৎ**, এবং আমাদের শক্তি, শ্রেণী-সচেতন ও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর শক্তির ঠিক পরিমাণ অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অতিক্রম করতে শুরু করব' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬)।

১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত লেনিনের একটি প্রবন্ধ থেকে এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত হয়েছে।

কামেনেভ এই প্রবন্ধের অস্তিত্বের কথা জানেন কি? আমি মনে করি, লেনিন ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরের প্রবন্ধটির অস্তিত্বের কথা জানা উচিত।

সুতরাং, এটা বেরিয়ে আসে যে, লেনিন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়কে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের এবং সাধারণভাবে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হিসেবে কল্পনা করেননি, কল্পনা করেছেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে প্রথম পর্যায় এবং উত্তরণমূলক ধাপ হিসেবে।

কিন্তু সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে লেনিন রাশিয়ার বিপ্লবের চরিত্র ও পরিধি সম্পর্কে তাঁর মত পাল্টেছিলেন? আর একটা দলিল নেওয়া যাক। একটি-মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নে লেনিনের মূল প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার তিন মাস পরে, ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত লেনিনের একটি প্রবন্ধের কথা আমি উল্লেখ করছি। তিনি সেখানে যা বলেছেন তা হল এই :

'ক্ষমতা দখলের জন্য, একটি সাধারণতন্ত্রের জন্য, জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্য, **অর্থাৎ** কৃষকসমাজকে বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিযুক্ত করা এবং তার বৈপ্লবিক শক্তিসমূহকে **যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করার** জন্য, বুর্জোয়া রাশিয়াকে **সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক** "সাম্রাজ্যবাদ" (অর্থাৎ জারতন্ত্র) থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রাম করছে এবং সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করবে। এবং শ্রমিকশ্রেণী জারতন্ত্র থেকে, জমিদারদের জমি সম্বন্ধীয় ক্ষমতা থেকে বুর্জোয়া-রাশিয়ার এই মুক্তির সুবিধা **তৎক্ষণাৎ** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) গ্রহণ করবে, গ্রামীণ

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ধনী কৃষকদের সংগ্রামে তাদের সাহায্য করার জন্য নয়, পরন্তু সুবিধা গ্রহণ করবে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীসমূহের মৈত্রীবদ্ধ হয়ে **সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার জন্য**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৮)।

আপনারা দেখছেন, পূর্ববর্তী উদ্ধৃতির মতো এখানে, ১৯০৫ সালে এবং ১৯১৫ সালে সমভাবে, লেনিন এই মত পোষণ করতেন যে, রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিপ্লব অবশ্যই একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবে, রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় রাশিয়ার বিপ্লবের প্রথম স্তর হবে, যার প্রয়োজন হল তৎক্ষণাৎ তার দ্বিতীয় স্তর, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অতিক্রম করা।

ভাল কথা, এবং কামেনেভ তাঁর ভাষণে লেনিনের ১৯১৫ সালের যে তত্ত্বগুলির কথা উল্লেখ করেছেন এবং যা রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের করণীয় কাজসমূহের কথা বলছে, তাদের সম্বন্ধে কি হবে ? এগুলি কি বুর্জোয়া বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবে এই ধারণার বিরোধিতা করে না ? অবশ্যই না। পক্ষান্তরে, এই তত্ত্বসমূহের অন্তর্নিহিত ভাব হল ঠিকঠিক বুর্জোয়া বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়া, রাশিয়ার বিপ্লবের প্রথম স্তর দ্বিতীয় স্তরে অতিক্রান্ত হওয়া। প্রথমতঃ, লেনিন তাঁর এই তত্ত্বসমূহে এ কথা বলেননি যে, রাশিয়ার বিপ্লবের পরিধি এবং রাশিয়ার মার্কসবাদীদের কর্তব্য-কাজসমূহ জার ও জমিদারদের উচ্ছেদ করায়, অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের করণীয় কাজসমূহে **সীমাবদ্ধ**। দ্বিতীয়তঃ, লেনিন এই তত্ত্বসমূহে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের করণীয় কাজসমূহ বর্ণনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, কেননা তিনি এই বিপ্লবকে **প্রথম** স্তর এবং রাশিয়ার মার্কসবাদীদের **আশু** করণীয় কাজ হিসেবে গণ্য করতেন। তৃতীয়তঃ, লেনিন এই মত পোষণ করতেন যে রাশিয়ার মার্কসবাদীরা দ্বিতীয় স্তর থেকে তাদের করণীয় কাজ সম্পাদন শুরু করবে না (যেমন ট্রট্স্কি 'জার নয়, শ্রমিকদের সরকার' তাঁর এই পরিকল্পনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন) কিন্তু তারা শুরু করবে প্রথম স্তর, বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্তর থেকে।

বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবার ধারণার সঙ্গে এখানে কোন বিরোধিতা, বিরোধিতার ছায়ামাত্র আছে কি ? সুস্পষ্টভাবে, না।

তাহলে এটা বেরিয়ে আসে,* কামেনেভ অতি অসৎভাবে লেনিনের অবস্থানের ভুল বর্ণনা দিয়েছেন।

কিন্তু কামেনেভের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য শুধুমাত্র লেনিনের দলিলের আকারে নেই। সাক্ষ্য রয়েছে জীবিত মানুষের আকারে, উদাহরণস্বরূপ ট্রট্‌স্কি, অথবা আমাদের পার্টির চতুর্দশ সম্মেলনের আকারে, অথবা, সর্বশেষে, অদ্ভুত মনে হলেও, কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভের নিজেদের আকারেই।

আমরা জানি, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্নে লেনিনের প্রবন্ধটি ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা জানি ট্রট্‌স্কি যিনি সে সময়ে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে লেনিনের সঙ্গে বিতর্ক চালাচ্ছিলেন, তিনি, অবিলম্বে অর্থাৎ ১৯১৫ সালেই, একটি বিশেষ সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে লেনিনের এই প্রবন্ধের জবাব দেন। তখন, ১৯১৫ সালে ট্রট্‌স্কি তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধে কি বলেছিলেন? তিনি কিভাবে কমরেড লেনিনের প্রবন্ধের মূল্যায়ন করেছিলেন? তিনি কি এই অর্থে বুঝেছিলেন যে লেনিন যখন একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের কথা বলেছেন, তখন লেনিনের মনে রাশিয়ার কথা ছিল না, অথবা তিনি তা ভিন্নভাবে বুঝেছিলেন, ধরুন, আমরা সকলে এখন যে অর্থে বুঝি, সেই অর্থে? ট্রট্‌স্কির প্রবন্ধ থেকে একটি অনুচ্ছেদ হল এই :

> 'ইউরোপের একটি যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগানের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত একটি কমবেশি বাস্তব ঐতিহাসিক যুক্তি সুইজারল্যাণ্ডের **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাট** (সেই সময় বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র, যাতে লেনিনের উপরে-উল্লিখিত প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল—জে. স্তালিন) নিম্নোক্ত বাক্যে ছাপা হয়েছিল যে "অসম অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের একটি নিশ্চিত নিয়ম।" এ থেকে **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাট** এই সিদ্ধান্ত টানে যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব এবং সেইজন্য প্রতিটি স্বতন্ত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে ইউরোপে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাপেক্ষ করার কোন যুক্তি নেই।···কোন দেশই যে তার সংগ্রামে অন্যান্যদের জন্য অবশ্যই "অপেক্ষা" করবে না, এটা হল একটি প্রাথমিক চিন্তা যা পুনরাবৃত্তি করা উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়, যাতে সমকালে সংঘটিত আন্তর্জাতিক সক্রিয়তার ধারণার বদলে অনুকূল সময় আসার সাপেক্ষে কৌশলে কালহরণ করার আন্তর্জাতিক নিষ্ক্রিয়তার ধারণা প্রতিস্থাপিত না হতে পারে। আমাদের উদ্যোগ অন্যান্য দেশের সংগ্রামে প্রেরণা সঞ্চার করবে এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে, অন্যদের জন্য অপেক্ষা না

করে আমরা সংগ্রাম শুরু করি এবং চালিয়ে যাই; কিন্তু এটা যদি না ঘটে, তাহলে এটা ভাবা অনর্থক হবে—ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং তাত্ত্বিক বিবেচনাসমূহ, যেমন সাক্ষ্য দেয়—যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, **একটি বিপ্লবী রাশিয়া একটি রক্ষণশীল ইউরোপের সামনে প্রতিরোধ করে চলতে পারবে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন), অথবা একটি সমাজতান্ত্রিক জার্মানি পুঁজিবাদী বিশ্বে বিচ্ছিন্নভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে' (ট্রট্স্কির **রচনাবলী**, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৮৯-৯০)।

এ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, কামেনেভ এখন যেভাবে 'বুঝতে' চেষ্টা করছেন, ট্রট্স্কি সে সময় সেভাবে লেনিনের প্রবন্ধটি বোঝেননি, বুঝেছেন যেভাবে লেনিন বুঝেছিলেন, পার্টি যেভাবে বোঝে, এবং আমরা সকলে যেভাবে বুঝি, নচেৎ ট্রট্স্কি লেনিনের সঙ্গে তাঁর বিতর্কে **রাশিয়াকে ভিত্তি করে** একটা যুক্তি দিয়ে নিজের উক্তি সমর্থন করতেন না।

এ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, ট্রট্স্কি এখানে এই অনুচ্ছেদে, তাঁর বর্তমান মিত্র কামেনেভের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

কেন তাহলে এই সম্মেলনে ট্রট্স্কি কামেনেভের বিরুদ্ধে বললেন না? কেন ট্রট্স্কি এখানে প্রকাশ্যভাবে এবং সততার সঙ্গে ঘোষণা করলেন না যে, কামেনেভ লেনিনকে অতি অসৎভাবে বিকৃত করছেন? ট্রট্স্কি কি মনে করেন যে, এই ব্যাপারে তাঁর নীরবতাকে সৎ বিতর্কের একটি আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে? ট্রট্স্কি এখানে কেন কামেনেভের বিরুদ্ধে বলেননি তার কারণ হল স্পষ্টতঃ তিনি সরাসরি লেনিনের কুৎসা করার সন্দেহজনক "কাজে" নিজেকে জড়িত করতে চাননি—এই নোংরা কাজটি তিনি কামেনেভের হাতে ছেড়ে দিতে পছন্দ করলেন।

এবং পার্টি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, চতুর্দশ সম্মেলনে তার প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে, এই ব্যাপারটি কিভাবে বিবেচনা করেছিল? একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রসঙ্গে চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবে যা বলা হয়েছিল হল এই:

'"অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশের অসমতা, যা পুঁজিবাদের একটি নিশ্চিত নিয়ম" তা থেকে কমরেড লেনিন সঠিকভাবে দুটি সিদ্ধান্ত টানেন: (ক) "কয়েকটি, এমনকি পৃথকভাবে গৃহীত পুঁজিবাদী দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের" সম্ভাবনা এবং (খ) এই সম্ভাবনা যে এই কয়েকটি

দেশ, এমনকি একটিমাত্র দেশ অপরিহার্যভাবে সর্বাপেক্ষা উন্নত পুঁজিবাদের দেশ হবে না (বিশেষভাবে, সুখানভের ওপর মন্তব্য দেখুন)। **রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা প্রকট করেছে** যে কেবলমাত্র একটি দেশে এরূপ প্রথম বিজয় যে সম্ভব তাই নয়, কিন্তু কতকগুলি অনুকূল অবস্থা থাকলে, প্রথম দেশ যেখানে শ্রমিকশ্রেণী বিজয়ী হবে (যদি তা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী থেকে কিছুটা পরিমাণ সমর্থন পায়) বহুদিনের জন্য নিজেকে বজায় রাখে এবং তার অবস্থান সুসংহত করে, এমনকি যদিও এই সমর্থন অন্যান্য দেশে প্রত্যক্ষ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ না করে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) ('কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং রু. ক. পা (ব)-র কর্তব্যকাজের'[৯৭] প্রশ্নে চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাব থেকে)।

এ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে সামগ্রিকভাবে পার্টি, চতুর্দশ সম্মেলনে তার প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে, কামেনেভের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে, সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর এই দৃঢ় উক্তির বিরুদ্ধে যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নে প্রবন্ধটিতে লেনিনের রাশিয়ার কথা মনে হয়নি। তা না হলে সম্মেলন বলত না যে 'রাশিয়ার বিপ্লবের অভিজ্ঞতা' একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নে লেনিনের প্রবন্ধের সঠিকতা 'প্রকট করেছে'।

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে চতুর্দশ সম্মেলন লেনিন নিজে যেভাবে বুঝেছিলেন, ট্রট্স্কি যেভাবে বুঝেছিলেন এবং আমরা সকলে যেভাবে বুঝছি কমরেড লেনিনের প্রবন্ধটি সেইভাবে বুঝেছিল।

এবং চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবের প্রতি কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল? এটা কি একটা সত্য ঘটনা নয় যে একটা কমিশন কর্তৃক, যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ, **সর্বসম্মতভাবে** প্রস্তাবটির খসড়া রচিত এবং অনুমোদিত হয়েছিল? এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে কামেনেভ চতুর্দশ সম্মেলনে, যাতে প্রস্তাবটি **সর্বসম্মতভাবে** গৃহীত হয়, সেই সম্মেলনে চেয়ারম্যান ছিলেন এবং জিনোভিয়েভ প্রস্তাবটির ওপর রিপোর্ট করেন? এটা কি করে ব্যাখ্যা করা যাবে যে কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ এই প্রস্তাবের পক্ষে, তার সমস্ত ধারার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন? এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে কামেনেভ লেনিনের প্রবন্ধটিকে তখন যেভাবে বুঝেছিলেন এখন

তা থেকে ভিন্নভাবে 'বুঝতে' চেষ্টা করছেন—যে প্রবন্ধটি থেকে একটা উদ্ধৃতি সরাসরি চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল? কোন্ কামেনেভকে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে—যে কামেনেভ চতুর্দশ সম্মেলনে চেয়ারম্যান ছিলেন এবং প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁকে, অথবা যে কামেনেভ এখানে পঞ্চদশ সম্মেলনে ট্রট্স্কির গোলাবাড়ি-প্রাঙ্গণ রক্ষক হিসেবে এগিয়ে আসছেন তাঁকে?

এ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে চতুর্দশ সম্মেলনের সময়কালের কামেনেভ পঞ্চদশ সম্মেলনের কামেনেভের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

এবং জিনোভিয়েভ কেন চুপ করে বসে আছেন ও কামেনেভকে সংশোধন করার কোন চেষ্টা করছেন না, যে কামেনেভ লেনিনের ১৯১৫ সালের প্রবন্ধ এবং চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব অতি অসংভাবে দুটিরই ভুল বর্ণনা দিচ্ছেন? এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে জিনোভিয়েভ ছাড়া আর কেউ একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নে চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবটি সম্পর্কে অনুকূল বক্তব্য উপস্থিত করেননি?

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে জিনোভিয়েভের হাত সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। (**কণ্ঠস্বর:** 'খুবই অপরিষ্কার!') একে কি সততাপূর্ণ বিতর্ক বলা চলে?

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ এখন সততাপূর্ণ বিতর্কের অতীত।

এবং সিদ্ধান্ত কি? সিদ্ধান্ত হল এই যে কামেনেভ ট্রট্স্কির গোলাবাড়ি-প্রাঙ্গণ রক্ষকের ভূমিকায় ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি ট্রট্স্কির আশার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করেননি।

৩। একটি অবিশ্বাস্য তালগোল পাকানো, অথবা বৈপ্লবিক নীতি ও মনোভাব এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্নে জিনোভিয়েভ

আমি এখন জিনোভিয়েভ সম্পর্কে আলোচনায় যাচ্ছি। যদি কামেনেভের সমগ্র ভাষণটি ট্রট্স্কির জন্য পথ পরিষ্কার করার প্রচেষ্টা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে জিনোভিয়েভ এটি প্রমাণ করার জন্য তাঁর কর্তব্যকাজ হিসেবে বেছে নিলেন যে বিরোধী নেতারা হলেন সমগ্র বিশ্বে একমাত্র বিপ্লবী এবং একমাত্র আন্তর্জাতিকতাবাদী।

তাঁর 'যুক্তিগুলি' বিশ্লেষণ করা যাক।

তিনি বুখারিনের এই বিবৃতি গ্রহণ করেন যে, অভ্যন্তরস্থ বিন্যাসের প্রশ্নগুলি (সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা) পরীক্ষা করার সময়কালে বহিঃস্থ বিন্যাসের প্রশ্নগুলি থেকে নিয়মাবদ্ধভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্নে বিরোধী ব্লকের ওপর তত্ত্বগুলির সঙ্গে বুখারিনের এই বক্তব্য তুলনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বুখারিন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি যা মোর্টের ওপর প্রবন্ধগুলি অনুমোদন করেছে, তাঁরা আমাদের বিপ্লবের আন্তর্জাতিক কর্তব্যকাজসমূহ, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থসমূহ ভুলে যাচ্ছেন।

এ সমস্ত কি সত্য? কমরেডস্, এ সমস্তই অর্থহীন বক্তব্য। রহস্যটা এই যে নিয়মাবদ্ধতা হল জিনোভিয়েভের অন্যতম দুর্বল বিষয়; তিনি সহজতম জিনিসগুলি গুলিয়ে ফেলেন এবং নিজের তালগোল পাকানোকে ঘটনাসমূহের প্রকৃত অবস্থা হিসেবে প্রতিপাদন করেন। বুখারিন বলছেন যে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্নকে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ সম্পর্কে গ্যারান্টি সৃষ্টি করার প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই গুলিয়ে ফেলা যাবে না, বলছেন যে আভ্যন্তরীণ প্রশ্নসমূহকে অবশ্যই বহিঃস্থ প্রশ্নসমূহের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। বুখারিন বলছেন না যে আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন বহিঃস্থ, আন্তর্জাতিক প্রশ্নসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। যা কিছু তিনি বলছেন তা হল, প্রথমোক্তকে শেষোক্তের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। তা-ই হল নিয়মাবদ্ধতার প্রধান এবং প্রাথমিক প্রয়োজন। জিনোভিয়েভ যদি নিয়মাবদ্ধতার প্রাথমিক প্রশ্নগুলি না বোঝেন, তাহলে কাকে দায়ী করা যাবে?

আমরা এই মত পোষণ করি যে, আমাদের দেশ দুই শ্রেণীর বিরোধিতা প্রদর্শন করছে: আভ্যন্তরীণ বিন্যাসের বিরোধিতাসমূহ এবং বহিঃস্থ বিন্যাসের বিরোধিতাসমূহ। আভ্যন্তরীণ বিরোধিতাসমূহের মধ্যে প্রধানতঃ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী অংশসমূহ। আমরা বলি, আমরা আমাদের নিজেদের কঠোর প্রচেষ্টাসমূহের দ্বারা এই সমস্ত বিরোধিতা জয় করতে পারি, আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহ পরাস্ত করতে পারি, সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজে কৃষকসমাজের বিরাট ব্যাপক অংশকে টেনে আনতে পারি এবং একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজকে পুরোপুরি গড়ে তুলতে পারি।

বহিঃস্থ বিরোধিতাগুলির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং তার পুঁজিবাদী আবেষ্টনীর মধ্যে সংগ্রাম। আমরা বলি যে, শুধুমাত্র আমাদের কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা আমরা এই সমস্ত বিরোধিতার সমাধান করতে পারি না, বলি যে এগুলির সমাধান করতে হলে অন্ততঃ কতকগুলি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রয়োজন। ঠিক এই কারণেই আমরা বলি, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় তাতেই শেষ হয়ে যায় না, কিন্তু তা হল সমস্ত দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজয়ের পক্ষে একটি সাহায্য, একটি উপায় এবং একটি হাতিয়ার।

এসব কি সত্য? জিনোভিয়েভ প্রমাণ করুন যে তা সত্য নয়।

জিনোভিয়েভের বিপদ হল এই যে তিনি বিরোধিতাসমূহের এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য দেখেন না, তিনি এই দুটিকে অযৌক্তিকভাবে গুলিয়ে ফেলেন এবং যে কেউ আভ্যন্তরীণ বিন্যাসের প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করার সময়কালে বহিঃস্থ বিন্যাসের প্রশ্নগুলি থেকে নিজেকে নিয়মাবদ্ধভাবে বিচ্ছিন্ন রাখেন, তিনিই আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থসমূহ ভুলে যাচ্ছেন, এই বিশ্বাসে নিজের তালগোল পাকানোকে 'প্রকৃত' আন্তর্জাতিকতাবাদ হিসেবে প্রতিপাদন করেন।

এটা অত্যন্ত কৌতুককর, কিন্তু তাঁর সত্যসত্যই বোঝা উচিত যে তা প্রত্যয় উৎপাদন করে না।

তত্ত্বগুলি সম্পর্কে, যা অভিযোগক্রমে আমাদের বিপ্লবের আন্তর্জাতিক উপাদানকে উপেক্ষা করছে, সেগুলি শুধু পড়ার দরকার এইটি উপলব্ধি করার জন্য যে জিনোভিয়েভ আবার তালগোল পাকানো অবস্থায় পড়েছেন। তত্ত্বগুলিতে যা বলা হয়েছে তা হল এই:

> 'পার্টি এই মত পোষণ করে যে, আমাদের বিপ্লব হল একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, অক্টোবর বিপ্লব কেবলমাত্র একটি সংকেত, একটি প্রেরণা, পাশ্চাত্ত্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে একটি প্রস্থান নয়, কিন্তু একই সময়ে এই বিপ্লব হল, প্রথমতঃ, বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশের একটি ঘাঁটি, দ্বিতীয়তঃ, তা ইউ. এস. এস. আর-এ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কাল আমদানী করে (শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব), যে সময়ে শ্রমিকশ্রেণী যদি কৃষকসমাজের প্রতি একটি সঠিক নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তা একটি সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে পারে এবং

করবে, অবশ্য, যদি, একদিকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষমতা, এবং অন্যদিকে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা ইউ. এস. এস. আর-কে সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট বিরাট হয়।'

তাহলে আপনারা দেখছেন যে তত্ত্বগুলিতে আন্তর্জাতিক উপাদানকে পরিপূর্ণভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে হিসেবের বিষয়ীভূত করা হয়েছে।

অধিকন্তু, জিনোভিয়েভ, এবং ট্রট্স্কিও, লেনিনের রচনাসমূহ থেকে এই মর্মে অনুচ্ছেদগুলি উদ্ধৃত করেন যে, 'একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের **সম্পূর্ণ** বিজয় অকল্পনীয়, এবং তার জন্য অন্ততঃ কতকগুলি উন্নত দেশের সক্রিয় সমর্থনের প্রয়োজন হয়' এবং এক অদ্ভুত উপায়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে একটিমাত্র দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাতীত। কিন্তু কমরেডস্, এটি একটি নিছক তালগোল পাকানো! পার্টি কি কখনো বলেছে যে সমাজতন্ত্রের **সম্পূর্ণ** বিজয়, **চূড়ান্ত** বিজয় আমাদের দেশে সম্ভব, একটিমাত্র দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত? তাঁরা বলুন, কোথায় এবং কখন পার্টি এ কথা বলেছে। পার্টি কি এ কথা বলে না, পার্টি কি লেনিনের সঙ্গে একত্রে সর্বদাই বলেনি যে, সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব একমাত্র যদি কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ী হয়? পার্টি কি শত শতবার ব্যাখ্যা করে বলেনি যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়কে সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে অবশ্যই গুলিয়ে ফেলা চলবে না?

পার্টি সর্বদা এই মত পোষণ করে এসেছে যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সেই দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা সূচিত করে এবং একাকী একটিমাত্র দেশের দ্বারা এই কর্তব্যকাজ সম্পাদিত হতে পারে, পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিজয় হস্তক্ষেপ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে একটি গ্যারান্টি সূচিত করে এবং কয়েকটি দেশে বিপ্লবের বিজয়ের ঘটনায় কেবলমাত্র এই কর্তব্যকাজ সম্পাদিত হতে পারে। তাহলে এই দুটি কর্মসূচীকে এত অযৌক্তিকভাবে গুলিয়ে ফেলা কি করে সম্ভব? কে দোষী হবে যদি জিনোভিয়েভ, এবং ট্রট্স্কিও, সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বিজয়কে এত অযৌক্তিকভাবে গুলিয়ে ফেলেন? সেক্ষেত্রে, তাঁদের শুধুমাত্র চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব পড়া উচিত, যেখানে এই বিষয়টি এমন সঠিকভাবে

ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা এমনকি সোভিয়েত-পার্টি স্কুলের একটি ছাত্রকেও সন্দেহ-মুক্ত করতে পারে।

জিনোভিয়েভ, এবং ট্রটস্কিও, ব্রেস্ট শান্তিচুক্তির সময়কালের রচনাবলী থেকে কতকগুলি উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, আমাদের বিপ্লব বহিঃস্থ শত্রুসমূহের দ্বারা চূর্ণ হতে পারে। কিন্তু এটা উপলব্ধি করা কি এতই শক্ত যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনার প্রশ্নের সঙ্গে এই সমস্ত উদ্ধৃতির কোন সম্পর্ক নেই? কমরেড লেনিন বলছেন, হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আমাদের গ্যারান্টি নেই, এবং তা সম্পূর্ণরূপে সত্য। কিন্তু পার্টি কি কখনো বলেছে যে একমাত্র আমাদের কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা হস্তক্ষেপের বিপদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের দেশকে গ্যারান্টি দিতে পারি? আমাদের পার্টি কি সর্বদা দৃঢ়তা সহকারে বলেনি, এবং এখনো কি ক্রমাগত বলে চলছে না যে, কয়েকটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজয়ের দ্বারাই একমাত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি পাওয়া যেতে পারে? **এই সমস্ত চুক্তিতে** কিভাবে এটা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা সম্ভব যে আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা বহির্ভূত? আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্ন, দেশাভ্যন্তরে আমাদের পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের ওপর বিজয়লাভের প্রশ্নের সঙ্গে বহিঃস্থ প্রশ্নসমূহ, বিশ্বের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রশ্নসমূহের স্বেচ্ছাকৃত তালগোল পাকানো বন্ধ করার সময় কি হয়নি?

আরও, জিনোভিয়েভ **কমিউনিস্ট ইস্তাহার** থেকে একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করছেন: 'অন্ততঃ নেতৃস্থানীয় সভ্য দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির পক্ষে অন্যতম প্রথম শর্ত'—এই উদ্ধৃতির সঙ্গে কমরেড লেনিনের অন্যতম পাণ্ডুলিপি থেকে একটি উদ্ধৃতিকে তিনি তুলনা করছেন যাতে বলা হয়েছে 'সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পক্ষে প্রয়োজন কয়েকটি উন্নত দেশের শ্রমিকদের যুক্ত প্রচেষ্টা'—এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে আমাদের পার্টি এই সাধারণভাবে গৃহীত এবং অকাট্য বক্তব্যগুলির বিরুদ্ধে গেছে ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের জন্য আন্তর্জাতিক শর্তসমূহ পার্টি বিস্মৃত হয়েছে। ভাল কথা, কমরেডস্, এটা কি হাস্যকর নয়? কোথায় এবং কখন আমাদের পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাসমূহের এবং আমাদের দেশে বিপ্লবের বিজয়ের পক্ষে আন্তর্জাতিক শর্তসমূহের চূড়ান্ত তাৎপর্যের অপেক্ষাকৃত কম মূল্যায়ন করেছে?

এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক তাহলে কি, যদি তা বিশ্ব-বিপ্লব এবং আমাদের বিপ্লবের বিকাশ উভয়ের জন্য, শুধু উন্নত দেশগুলির নয়, বিশ্বের সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর প্রচেষ্টাসমূহ ঐক্যবদ্ধ করার প্রকাশ না হয়? এবং যদি আমাদের পার্টি না হয় তাহলে কে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক স্থাপন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং কেই-বা তার অগ্রগামী বাহিনী গঠন করে? এবং ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টনীতি কি, যদি তা শুধুমাত্র উন্নত দেশ-সমূহের নয়, সাধারণভাবে সমস্ত দেশের শ্রমিকদের প্রচেষ্টাসমূহ ঐক্যবদ্ধ করা না হয়? সারা বিশ্বে ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টনীতি উন্নীত করায় আমাদের পার্টির প্রধান ভূমিকা কে অস্বীকার করতে পারে? এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে আমাদের বিপ্লব সমস্ত দেশের বিপ্লবের বিকাশকে সর্বদা সমর্থন করে এসেছে এবং সমর্থন করে চলেছে? এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে সমস্ত দেশের শ্রমিকেরা আমাদের বিপ্লবের জন্য তাঁদের সহানুভূতি এবং হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টাসমূহের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের দ্বারা আমাদের বিপ্লবকে সমর্থন করেছেন, সমর্থন করে যাচ্ছেন? যদি তা আমাদের বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সমস্ত দেশের শ্রমিকদের প্রচেষ্টাসমূহ ঐক্যবদ্ধ করা না হয়, তাহলে তা কি? এবং কার্জনের কুখ্যাত নোট[৯৮] সম্পর্কে কার্জনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শ্রমিকদের সংগ্রাম সম্বন্ধে কি হবে? এবং ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকরা ব্রিটিশ খনি শ্রমিকদের যে সমর্থন দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধেই-বা কি হবে? কমরেডস্, প্রয়োজন হলে এই ধরনের আরও বহু সুবিদিত সত্য ঘটনা আমি উপস্থাপিত করতে পারি।

তাহলে, আমাদের বিপ্লবের আন্তর্জাতিক কর্তব্যকাজগুলি সম্পর্কে এ সবে কোনরূপ বিস্মৃতি কোথায়?

তাহলে এখানে রহস্য কি? রহস্য হল এই যে, আমাদের দেশে সমাজ-তন্ত্রের বিজয় অর্জনের জন্য সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা যুক্ত প্রচেষ্টার প্রশ্নটিকে জিনোভিয়েভ ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় সমর্থন ব্যতিরেকে আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনার মৌলিক প্রশ্নটির বদলে, বর্তমান সময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিসমূহে একটি রক্ষণশীল ইউরোপের সামনে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর শাসন টিঁকে থাকতে পারবে কিনা, সেই মৌলিক প্রশ্নটির বদলে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা করছেন।

জিনোভিয়েভের বর্তমান শিক্ষক, ট্রট্স্কি বলছেন:

'এটা মনে করা অর্থহীন হবে…যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বিপ্লবী রাশিয়া একটি রক্ষণশীল ইউরোপের সামনে টিঁকে থাকতে পারে' (ট্রট্স্কি, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯০)।

জিনোভিয়েভের বর্তমান শিক্ষক, ট্রট্স্কি বলছেন :

'ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে সরাসরি সমর্থন ব্যতিরেকে, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় নিজেকে অধিষ্ঠিত রাখতে এবং তার সাময়িক শাসনকে একটি স্থায়ী সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে না। এ বিষয়ে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের সন্দেহ থাকতে পারে না' (**আমাদের বিপ্লব**, পৃঃ ২৭৮)।

সুতরাং, জিনোভিয়েভ ইউরোপ ও রাশিয়ার যুক্ত প্রচেষ্টাসমূহের প্রশ্নটিকে, ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় সাপেক্ষে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নটির বদলে প্রতিস্থাপিত করছেন ('ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় সমর্থন')।

এটাই হল বিষয় এবং এই বিষয় নিয়েই আমাদের বিতর্ক।

লেনিনের রচনাবলী এবং **কমিউনিস্ট ইস্তাহার** থেকে উদ্ধৃতি উপস্থিত করে জিনোভিয়েভ একটি প্রশ্নের বদলে আর একটি প্রশ্নকে স্থাপন করতে চেষ্টা করছেন।

আমাদের বিপ্লবের আন্তর্জাতিক কর্তব্যকাজসমূহের আমাদের পার্টির 'বিস্মৃতির' বিষয়বস্তুর প্রশ্নে জিনোভিয়েভের চর্চাসমূহের রহস্য হল এই।

এটাই হল জিনোভিয়েভের চাতুরী, বিভ্রান্তি এবং তালগোল পাকানোর রহস্য।

এবং এই অবিশ্বাস্য বিভ্রান্তি, তাঁর নিজের মনে এই খিঁচুড়ি মনোভাব, এই গুলিয়ে ফেলাকে 'খাঁটি' বিপ্লবী মনোভাব এবং বিরোধী ব্লকের 'প্রকৃত' আন্তর্জাতিকতাবাদ হিসেবে চালিয়ে দেবার 'বিনয়' জিনোভিয়েভের রয়েছে।

কমরেডস্, এটা হাস্যকর নয় কি ?

না, যখন কেউ আমাদের পার্টির কর্মীস্তরে রয়েছে, তখন তার পক্ষে আজকাল একজন আন্তর্জাতিক বিপ্লবী হবার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে আমাদের পার্টিকে শক্তিশালী ও সমর্থন করা, যে পার্টি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অগ্রগামী বাহিনীও বটে। কিন্তু বিরোধীরা আমাদের

পার্টিতে ভাঙন ধরাবার, পার্টির সুনামহানি করার চেষ্টা করছে।

আজকাল একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী হতে গেলে প্রয়োজন সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে শক্তিশালী ও সমর্থন করা। কিন্তু সমস্ত ধরনের মাস্‌লো এবং সৌভরিনদের সমর্থন ও পরামর্শ দিয়ে বিরোধীরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে টুকরো টুকরো করতে, তাতে ভাঙন ধরাতে চেষ্টা করছে।

আমাদের পার্টি, যা হল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অগ্রগামী বাহিনী, সেই পার্টির সঙ্গে যদি কেউ সংগ্রামরত থাকে তাহলে সে একজন বিপ্লবী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী থাকতে পারে না, এটা উপলব্ধি করার সময় হয়েছে। (**হর্ষধ্বনি**।)

এটা উপলব্ধি করার সময় হয়েছে যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সংগ্রামরত হয়ে বিরোধীরা বিপ্লবী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী থাকতে বিরত হয়েছে। (**হর্ষধ্বনি**।)

এটা বুঝবার সময় হয়েছে যে বিরোধীরা বিপ্লবী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী নয়, তারা বিপ্লব ও আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে বাচাল। (**হর্ষধ্বনি**।)

এটা বুঝবার সময় হয়েছে যে তারা কাজের ক্ষেত্রে বিপ্লবী নয়, তারা বিপ্লবী বাগাড়ম্বরকারী এবং সিনেমার পর্দার জন্য ছবি উঠাবার ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। (**হাস্য, হর্ষধ্বনি**।)

এটা বুঝবার সময় হয়েছে যে তারা কাজের ক্ষেত্রে বিপ্লবী নয়, সিনেমা-বিপ্লবী। (**হাস্য, হর্ষধ্বনি**।)

৪। ট্রট্স্কি লেনিনবাদের মিথ্যা বর্ণনা দিচ্ছেন

১। ট্রট্স্কির ঐন্দ্রজালিক চাতুরীসমূহ, অথবা 'নিরন্তর বিপ্লবের' প্রশ্ন

আমি এখন ট্রট্স্কির ভাষণের আলোচনায় যাচ্ছি।

ট্রট্স্কি ঘোষণা করেছেন যে নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের সঙ্গে আলোচনাধীন প্রশ্নের—আমাদের বিপ্লবের চরিত্র ও তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ—এর কোন সম্পর্ক নেই।

খুব কম করে বলতে গেলে, এটা খুবই অদ্ভুত। এটা কি করে ঘটে? নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব কি বিপ্লবের চালিকাশক্তিসমূহের তত্ত্ব নয়? এটা

কি সত্য নয় যে নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব প্রধানতঃ আমাদের বিপ্লবের চালিকা-শক্তিসমূহের সম্পর্কে আলোচনা করে? বেশ, তাহলে আমাদের বিপ্লবের চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের প্রশ্নটি কি, যদি না তা বিপ্লবের চালিকা-শক্তিসমূহের প্রশ্ন হয়? এটা কিভাবে বলা যেতে পারে যে আলোচনাধীন প্রশ্নের সঙ্গে নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই? কমরেডস্, তা সত্য নয়। এটা একটা ভোজবাজি, একটা ঐন্দ্রজালিক চাতুরী। এটা হল এক-জনের গতিপথ রুদ্ধ করা, বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া। বৃথা চেষ্টা! আপনার বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টার কোন ফল হবে না—আপনি কৃতকার্য হবেন না!

তাঁর ভাষণের অন্য অংশে ট্রট্স্কি এই 'ইংগিত' দিতে চেষ্টা করেন যে নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের ওপর কোন ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করতে তিনি বহুকাল বিরত হয়েছেন। এবং কামেনেভ তাঁর ভাষণে এটা 'বুঝতে দিয়ে-ছিলেন' যে ট্রট্স্কি নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব বর্জন করার বিরোধী নন, যদি অবশ্য ইতিমধ্যেই তা তিনি পরিত্যাগ করে না থাকেন।

একটা বিস্ময়কর ব্যাপার—তার চেয়ে কম কিছু নয়!

বিষয়টি পরীক্ষা করা যাক। এটা কি সত্য যে আলোচনাধীন প্রশ্নের সঙ্গে নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই, এবং তা যদি সত্য হয় তাহলে কামেনেভ যখন বলছেন যে, ট্রট্স্কি নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না এবং এর আগেই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তখন কামেনেভের বক্তব্য কি বিশ্বাস করা যায়?

দলিলগুলির দিকে তাকানো যাক। সর্বপ্রথমে, আমার মনে রয়েছে ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে কমরেড ওলমিন্স্কির কাছে লেখা ট্রট্স্কির চিঠিখানা, যেটা ১৯২৫ সালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল—এই চিঠিটা অস্বীকার করতে ট্রট্স্কি কখনো চেষ্টা করেননি এবং আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ-ভাবে ও পরোক্ষভাবে অস্বীকার করেননি এবং তাই চিঠিখানা পূর্ণমাত্রায় চালু রয়েছে। নিরন্তর বিপ্লব সম্পর্কে এই চিঠিটা কি বলছে?

মনোযোগ দিয়ে শুনুন:

'আমি কোনভাবেই মনে করি না, বলশেভিকদের সঙ্গে আমার মতানৈক্যসমূহে আমি সমস্ত দফাতেই ভ্রান্ত ছিলাম। আমি ভ্রান্ত-ছিলাম—এবং মূলগতভাবে ভ্রান্ত ছিলাম—মেনশেভিক উপদলের সম্পর্কে

আমার মূল্যায়নের বিষয়ে, যেহেতু আমি তার বিপ্লবী ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-সমূহের বিষয়ে অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছিলাম এবং আশা করেছিলাম যে দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন ও নিঃশেষ করা সম্ভব হবে। সে যাই হোক, মূলগত ভুল এই ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয় যে নিরন্তর বিপ্লবের এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে **আমি বলশেভিক এবং মেনশেভিক, দুই উপদলের কাছেই গিয়েছিলাম,** যখন বলশেভিক এবং মেনশেভিক উভয়েই সে সময়ে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব এবং একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে ধরেছিল। আমি ভেবেছিলাম, নীতির দিক থেকে দুটি উপদলের মধ্যে মতানৈক্য তত বেশি গভীর নয়, এবং আশা করেছিলাম (এই আশা আমি চিঠিপত্র এবং বক্তৃতাসমূহে বারবার প্রকাশ করেছি) যে, ঠিকঠিক বিপ্লবের গতিপথ দুটি উপদলকে নিরন্তর বিপ্লবের এবং শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতালাভের—যা বস্তুতঃ ১৯০৫ সালে আংশিকভাবে ঘটেছিল—অবস্থানে পরিচালিত করবে। (রুশ বিপ্লবের চালিকাশক্তিসমূহের ওপর কাউট্‌স্কির প্রবন্ধে কমরেড লেনিনের ভূমিকা, এবং **নাচালো** সংবাদপত্রের সমগ্র লাইন।)

'আমি মনে করি বিপ্লবের চালিকাশক্তিসমূহ সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন পুরোপুরি সঠিক ছিল এবং এ থেকে দুটি উপদল সম্পর্কে আমি যে সিদ্ধান্ত-গুলি টেনেছিলাম, সেগুলি নিশ্চিতরূপে ভুল ছিল। বলশেভিকবাদ আপোষ-মীমাংসা করার অসাধ্য যে লাইন নিয়েছিল তার কল্যাণে একমাত্র বলশেভিকবাদ পুরানো বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশ উভয়ের প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী অংশসমূহকে তার সাধারণ কর্মীদের স্তরে কেন্দ্রীভূত করেছিল। বলশেভিকবাদ বিপ্লবের দিক থেকে এই দৃঢ়-সংযুক্ত সংগঠনকে সৃষ্টি করতে যে কৃতকার্য হয়েছিল, কেবলমাত্র এই ঘটনার কল্যাণে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক অবস্থানে এরূপ দ্রুতভাবে মোড় ঘোরা সম্ভব হল।

'এমনকি এখনো মেনশেভিক এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আমার বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলি আমি সহজেই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি: বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের বিশ্লেষণে লিখিত প্রবন্ধাবলী (রোজা লাক্সেমবুর্গের পোলিশ তাত্ত্বিক মুখপত্র, **নিউই ঝাইতে**) এবং রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মধ্যে উপদল ও

তাদের সংঘর্ষসমূহ ইত্যাদির মূল্যায়নে লিখিত প্রবন্ধাবলী। এমনকি এখনো বিনা সংশোধনেই আমি প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি পুনঃপ্রকাশ করতে পারি, যেহেতু সেগুলি পরিপূর্ণভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে, ১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে আমাদের পার্টির অবস্থানের সঙ্গে মিলে যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি সুস্পষ্টভাবে ভ্রান্ত এবং পুনঃপ্রকাশের যোগ্য নয়' (কমরেড ওলমিনৃস্কির ভূমিকা সহ **ট্রট্স্কি সম্পর্কে লেনিন,** ১৯২৫ দেখুন)।

এ থেকে আমরা কি পাই ?

এ থেকে ফলতঃ প্রমাণিত হয় যে ট্রট্স্কি সংগঠনের প্রশ্নসমূহে ভ্রান্ত ছিলেন, কিন্তু আমাদের বিপ্লবের মূল্যায়নের প্রশ্নসমূহে এবং নিরন্তর বিপ্লবের প্রশ্নে তিনি সঠিক ছিলেন ও সঠিক থেকে এসেছেন।

সত্য কথা, ট্রট্স্কি না জেনে পারেন না যে লেনিন তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ট্রট্স্কির কোন মাথাব্যথা নেই।

ফলতঃ, আরও প্রমাণিত হয় যে, বলশেভিক এবং মেনশেভিক, উভয় উপদলেরই নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বে উপনীত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলশেভিকরাই তাতে উপনীত হয়, কেননা তাদের ছিল শ্রমিক ও প্রবীণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিপ্লবের দিক থেকে নিবিড় সংযুক্ত সংগঠন; কিন্তু তাঁরা তৎক্ষণাৎ এতে উপনীত হন না, উপনীত হন, '১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে'।

সর্বশেষে, ফলতঃ প্রমাণিত হয় যে, নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব 'পরিপূর্ণভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে, ১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে আমাদের পার্টির অবস্থানের সঙ্গে মিলে যায়।'

এখন আপনারাই বিচার করুন, এতে কি এটা দেখায় যে, ট্রট্স্কি নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন না? না, তা দেখায় না। পক্ষান্তরে, যদি নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে '১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে' পার্টির অবস্থানের সঙ্গে মিল খেত, তাহলে এ থেকে একমাত্র সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে যে ট্রট্স্কি এই তত্ত্বটিকে আমাদের সমগ্র পার্টির পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন এবং তা লাগাতরভাবে মনে করে যাচ্ছেন।

কিন্তু 'মিল খায়' কথাটির অর্থ কি? ট্রট্স্কির নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব কিভাবে

পার্টির অবস্থানের সঙ্গে মিল খেতে পারত, যখন এটা জানা ঘটনা যে আমাদের পার্টি, লেনিনের ব্যক্তিত্বের ভেতর দিয়ে, সর্বক্ষণ এই তত্ত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে?

একটি কিংবা অন্যটি: হয় আমাদের পার্টির নিজের কোন তত্ত্ব ছিল না এবং পরবর্তীকালে ঘটনাসমূহের গতিধারায় ট্রট্‌স্কির নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল; না হয় পার্টির নিজের একটি তত্ত্ব ছিল, কিন্তু সেই তত্ত্ব '১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে' ট্রট্‌স্কির নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব দ্বারা স্থানচ্যুত হয়েছিল।

১৯০৫ সাল নামক তাঁর বইয়ের ১৯২২ সালে লিখিত 'ভূমিকায়' ট্রট্‌স্কি পরবর্তীকালে আমাদের জন্য এই 'হেঁয়ালি' ব্যাখ্যা দেন। নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের সারমর্মের ব্যাখ্যা করে এবং এই তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়নের একটি বিশ্লেষণ দিয়ে ট্রট্‌স্কি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন:

> 'যদিও বার বছর অতিবাহিত হবার পর, এই মূল্যায়ন সমগ্রভাবে অনুমোদিত হয়' (ট্রট্‌স্কি, **১৯০৫ সাল**, 'ভূমিকা')।

অন্য কথায় ১৯০৫ সালে ট্রট্‌স্কির দ্বারা 'গঠিত' স্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্ব, বার বছর পরে ১৯১৭ সালে 'সমগ্রভাবে অনুমোদিত' হয়।

কিন্তু কিভাবে এটা অনুমোদিত হতে পারল? এবং বলশেভিকরা— তারা কোথায় অন্তর্হিত হল? নিজেদের কোন তত্ত্ব না থাকলেও তারা কি সত্যসত্যই বিপ্লবে রত হল? বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং বিপ্লবী শ্রমিকদের দৃঢ়-সংযুক্ত করার ক্ষেত্রেই কি তারা প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র সক্ষম ছিল? এবং তাহলে, কি ভিত্তিতে, কি নীতিসমূহের ভিত্তিতে তারা শ্রমিকদের দৃঢ়-সংযুক্ত করেছিল? নিশ্চয়ই, বলশেভিকদের কোন তত্ত্ব ছিল, বিপ্লবের কোন মূল্যবিচার ছিল, কোন মূল্যবিচার ছিল তার চালিকাশক্তি-সমূহের। আমাদের পার্টির কি নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব ছাড়া সত্যসত্যই আর কোন তত্ত্ব ছিল না?

নিজেরাই বিচার করুন। আমরা, বলশেভিকরা, কোন পরিপ্রেক্ষিতে, কোন বিপ্লবী তত্ত্ব ব্যতিরেকেই বিদ্যমান ছিলাম, বিবর্ধিত হয়েছিলাম। আমরা সেইভাবে বিদ্যমান ছিলাম ১৯০৩ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত; এবং তারপর

'১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে' আমরা অদৃশ্যভাবে নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব গলাধঃকরণ করলাম এবং আমাদের পায়ের ওপর দাঁড়ালাম! নিঃসন্দেহে, এটা একটা খুবই চিত্তাকর্ষক রূপকথা। কিন্তু পার্টিতে একটা সংগ্রাম, একটা বৈপ্লবিক আন্দোলন ব্যতীত এটা কিভাবে অদৃশ্যভাবে ঘটতে পারল? এত সহজে, আপাতঃ কোন কারণ ছাড়াই এটা কিভাবে ঘটতে পারল? নিশ্চিতভাবে, প্রত্যেকেই জানে যে লেনিন ও তাঁর পার্টি নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বকে তার একেবারে আবির্ভাব থেকেই তার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে, আর একটা দলিলে ট্রটস্কি আমাদের জন্য এই 'হেঁয়ালিটা' ব্যাখ্যা করেছেন। আমার মনে পড়ছে, ট্রট্স্কির প্রবন্ধ, 'আমাদের মতপার্থক্যসমূহের' ১৯২২ সালে লিখিত তাঁর 'টীকা'টি।

ট্রট্স্কির সেই প্রবন্ধটি থেকে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি হল এই:

'**"আমাদের বিপ্লব হল একটা বুর্জোয়া বিপ্লব"**: এই বিমূর্ত ধারণা থেকে অগ্রসর হয়ে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রক্ষমতা জয় করা পর্যন্ত, যেখানে মেনশেভিকরা উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের আচরণের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র রণকৌশল উপযোগী করে নেবার ধারণায় উপনীত হয়, সেখানে বলশেভিকরা সমভাবে শূন্যগর্ভ বিমূর্ত ধারণা—**"একটি গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব নয়"**—থেকে অগ্রসর হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা যখন শ্রমিকশ্রেণীর দখলে, তখন শ্রমিকশ্রেণীর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আত্মসীমাবদ্ধকরণের ধারণায় উপনীত হয়। সত্য বটে, এই ব্যাপারে তাদের ভেতর পার্থক্য অত্যন্ত বেশি: যেখানে মেনশেভিকবাদের বিপ্লব-বিরোধী দিকগুলি ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণভাবে প্রতীয়মান, সেখানে বলশেভিকবাদের বিপ্লববিরোধী বৈশিষ্ট্যসমূহ কেবলমাত্র একটি বৈপ্লবিক বিজয়ের ঘটনায় ভয়ংকর বিপদের ভয় দেখায়' (ট্রট্স্কি, ১৯০৫ সাল, পৃঃ ২৮৫)।

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে শুধু মেনশেভিকবাদের বিপ্লব-বিরোধী দিকগুলি ছিল না; বলশেভিকবাদও 'বিপ্লব-বিরোধী বৈশিষ্ট্যসমূহ' থেকে মুক্ত ছিল না, যা 'কেবলমাত্র একটি বৈপ্লবিক বিজয়ের ঘটনায় ভংকর বিপদের' ভয় দেখিয়েছিল।

বলশেভিকবাদের 'বিপ্লব-বিরোধী বৈশিষ্ট্যসমূহ' থেকে কি বলশেভিকরা পরবর্তীকালে নিজেদের মুক্ত করেছিল? এবং যদি করে থাকে, কিভাবে?

ট্রট্স্কি তাঁর প্রবন্ধ, 'আমাদের মতপার্থক্যসমূহের টীকায়' আমাদের জন্ত এই 'হেঁয়ালি' ব্যাখ্যা করেছেন।

মনোযোগ দিয়ে শুনুন :

> 'আমরা জানি, এটা ঘটেনি, যেহেতু কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের বসন্তকালে, অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের আগে এই মৌলিক বিষয়ে বলশেভিকবাদ মতাদর্শগতভাবে (আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম ব্যতিরেকে নয়) নিজেকে পুনঃসজ্জিত করল' (ট্রট্স্কি, **১৯০৫ সাল**, পৃঃ ২৮৫)।

এবং সেইজন্য, নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের ভিত্তিতে '১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে' বলশেভিকরা নিজেদের 'পুনঃসজ্জিত করল'; যার ফলে 'বলশেভিক-বাদের প্রতিবিপ্লবী বৈশিষ্ট্যসমূহ' থেকে বলশেভিকরা নিজেদের রক্ষা করল; এবং সর্বশেষে, নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব এইভাবে 'সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত হল'। এইরূপই হল ট্রট্স্কির সিদ্ধান্ত।

কিন্তু লেনিনবাদে, বলশেভিবাদের তত্ত্বে, আমাদের বিপ্লবের এবং তার চালিকাশক্তিসমূহ ইত্যাদির মূল্যবিচারে কি ঘটল? হয় তারা 'সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত' হয়নি, না হয় তারা আদৌ অনুমোদিত হয়নি, অথবা পার্টিকে 'পুনঃসজ্জিত' করার জন্য নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বকে রাস্তা করে দিয়ে তারা হাল্কা বাতাসে অন্তর্হিত হল।

এবং সেইজন্য, একদা বলশেভিক নামে পরিচিত লোকজন ছিল, যারা ১৯০৩ সাল থেকে 'শুরু করে' কোনভাবে একটি পার্টিকে 'দৃঢ়-সংযুক্ত' করতে সুযোগাদির সদ্ব্যবহার করল, কিন্তু তাদের কোন বিপ্লবী তত্ত্ব ছিল না। সুতরাং ১৯০৩ সাল থেকে 'শুরু করে' ভেসে ভেসে চলল, যে পর্যন্ত না তারা কোনভাবে ১৯১৭ সালে এসে পৌছাবার ব্যবস্থা করল। তারপরে, ট্রট্স্কিকে তাঁর নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বসহ নিরীক্ষণ করে, তারা 'নিজেদের পুনঃসজ্জিত করার' সিদ্ধান্ত নিল এবং তারপর 'নিজেদের পুনঃসজ্জিত করে' তারা লেনিনবাদের, লেনিনের তত্ত্বের শেষ অবশিষ্টসমূহ হারিয়ে ফেলল, এবং এইভাবে আমাদের পার্টির 'অবস্থানের' সঙ্গে নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের পরিপূর্ণ মিল ঘটাল।

কমরেডস্, এটা একটা খুবই চিত্তাকর্ষক রূপকথা। আপনারা যদি পছন্দ করেন, তাহলে এটা ঐন্দ্রজালিক চাতুরীসমূহের অন্যতম, যা আপনারা সার্কাসে দেখতে পারেন। কিন্তু এটা সার্কাস নয়; এটা আমাদের পার্টির একটা

সম্মেলন। অথবা, সে যাই হোক, আমরা ট্রট্স্কিকে একজন মার্কসশিল্পী হিসেবে ভাড়া করিনি। তাহলে কেন এইসব ঐন্দ্রজালিক চাতুরী?

ট্রট্স্কির নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব সম্পর্কে কমরেড লেনিনের কি অভিমত ছিল? এ সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধে যা লিখেছিলেন তা হল এই, যেখানে তিনি এই তত্ত্বকে একটা 'মৌলিক' এবং 'চমৎকার' তত্ত্ব হিসেবে বিদ্রূপ করেছিলেন:

> 'আসন্ন বিপ্লবে শ্রেণীসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্পষ্ট করা বিপ্লবী পার্টির একটি প্রধান সমস্যা।...ট্রট্স্কি **নাশে স্লোভোতে** ভুলভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করেছেন যেখানে তিনি তাঁর ১৯০৫ সালের "মৌলিক" প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি করছেন এবং কেন দশটি সমগ্র বছর ধরে ঘটনার প্রকৃত অগ্রগতি এই চমৎকার তত্ত্বটি উপেক্ষা করে এসেছে তার কারণসমূহ গভীরভাবে বিবেচনা করতে অস্বীকার করছেন।
>
> 'ট্রট্স্কির এই মৌলিক তত্ত্ব বলশেভিকদের কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা একটি দৃঢ়পণ বিপ্লবী সংগ্রাম চালানো এবং তাদের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য আহ্বান ধার করছে এবং মেনশেভিকদের কাছ থেকে ধার করছে কৃষকসমাজের ভূমিকার "অস্বীকৃতি"।'...তার দ্বারা 'ট্রট্স্কি রাশিয়ার উদারনৈতিক শ্রমিক রাজনীতিকদের কার্যতঃ সাহায্য করছেন যারা বোঝে যে কৃষকসমাজের ভূমিকার "অস্বীকৃতির" অর্থ হল কৃষকদের বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করাকে "প্রত্যাখ্যান" করা!' (১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৭-৩১৮।)

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে লেনিনের মতে নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব একটি আধা-মেনশেভিক তত্ত্ব যা রাশিয়ার বিপ্লবে কৃষকসমাজের ভূমিকাকে উপেক্ষা করে।

দুর্বোধ্য বিষয় হল এই যে কিভাবে এই আধা-মেনশেভিক তত্ত্ব, এমনকি যদি '১৯১৭ সাল থেকে শুরু করেও' আমাদের পার্টির অবস্থানের সঙ্গে 'পরিপূর্ণভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে মিলে যেতে' পারল?

এবং নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের পার্টির মোটামুটি হিসেবটা কি? এ সম্পর্কে চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাব যা বলছে তা হল এই:

> 'ট্রট্স্কির নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের একটি অখণ্ড অংশ হল এই দৃঢ় ঘোষণা যে, "রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি প্রকৃত অগ্রগতি ইউরোপীয় প্রধান প্রধান দেশে শ্রমিকশ্রেণীর **বিজয়ের পরেই কেবলমাত্র** সম্ভবপর

হবে" (ট্রট্স্কি, ১৯২২)—একটি দৃঢ় ঘোষণা যা বর্তমান সময়কালে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীকে একটি মারাত্মক নিষ্ক্রিয়তায় নিমজ্জিত করবে। এই সমস্ত "তত্ত্বের" বিরোধিতায় কমরেড লেনিন লিখেছিলেন: "পশ্চিম ইউরোপীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিকাশের সময় তারা যে যুক্তি মুখস্থ করছিল তা সীমাহীনভাবে একঘেঁয়ে—অর্থাৎ, আমরা এখনো সমাজতন্ত্রের জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইনি এবং যেমন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন 'পণ্ডিত' ভদ্রলোক প্রকাশ করেন, সমাজতন্ত্রের জন্য পূর্বাহ্নেই অবশ্য পূরণীয় বাস্তব অর্থনৈতিক বস্তুগুলি আমাদের দেশে বিদ্যমান নেই"' (সুখানভের ওপর মন্তব্যসমূহ)। (চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাব।[৯৯])

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব সুখানভবাদের সমতুল্য যাকে কমরেড লেনিন 'আমাদের বিপ্লব'-এর টীকায় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

দুর্বোধ্য বিষয় হল এই যে, কিভাবে এমন একটি তত্ত্ব আমাদের বলশেভিক পার্টিকে 'পুনঃসজ্জিত' করতে পারল।

কামেনেভ তাঁর ভাষণে 'এটা বুঝতে দিয়েছিলেন' যে ট্রট্স্কি তাঁর নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্ব বর্জন করছেন এবং এর নিশ্চিত প্রমাণে তিনি বিরোধীদের কাছে ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিখিত শেষতম চিঠি থেকে নিম্নোক্ত অতি-দ্ব্যর্থবোধক অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেন:

> 'আমরা এই মত পোষণ করি যে, যেমন অভিজ্ঞতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে, যখনই আমাদের কেউ নীতির প্রশ্নে লেনিনের সঙ্গে ভিন্নমত হয়েছে, তখনই ভ্লাদিমির ইলিচ প্রশ্নাতীতভাবে সঠিক ছিলেন।'

কিন্তু কামেনেভ এটা উল্লেখ করতে বিরত হয়েছেন যে সেই একই চিঠিতে ট্রট্স্কি নিম্নোক্ত বিবৃতি দেন যা আগেকার বিবৃতিকে নাকচ করে দেয়:

> 'লেনিনগ্রাদের বিরোধীরা, **জাতীয় সংকীর্ণচিন্তার একটি তাত্ত্বিক ন্যায্যতা প্রতিপাদন হিসেবে**, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের তত্ত্বকে প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করে' (১৯২৬ সালের ৮ই ও ১১ই অক্টোবর সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনসমূহের আক্ষরিক রিপোর্টে অতিরিক্ত অংশরূপে সংযুক্ত ট্রট্স্কির ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের চিঠি দেখুন)।

ট্রট্স্কির দ্বিতীয় বিবৃতি, যা তাঁর প্রথম বিবৃতিটিকে নাকচ করে তাঁর সেই প্রথম, দ্ব্যর্থবোধক স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মত-না-দেবার বিবৃতির কি অর্থ থাকতে পারে?

নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বটি কি? তা হল লেনিনের 'একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের' তত্ত্বের অস্বীকৃতি।

লেনিনের 'একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের' তত্ত্বটি কি? তা হল ট্রটস্কির নিরন্তর বিপ্লবের তত্ত্বের অস্বীকৃতি।

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে যখন কামেনেভ চিঠি থেকে প্রথম অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেছিলেন এবং দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, তখন তিনি আমাদের পার্টিকে বিভ্রান্ত করা এবং প্রতারিত করার চেষ্টা করছিলেন?

কিন্তু আমাদের পার্টিকে প্রতারিত করা এত সহজ নয়।

২। উদ্ধৃতিগুলি নিয়ে ভোজবাজি দেখানো, অথবা ট্রট্স্কি লেনিনবাদের মিথ্যা বর্ণনা দিচ্ছেন

কমরেডস্, আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে ট্রট্স্কির সমগ্র ভাষণটিতে লেনিনের রচনাবলী থেকে বিচ্ছিন্নতম উদ্ধৃতিসমূহ প্রচুরভাবে মেশানো ছিল? লেনিনের বিভিন্ন প্রবন্ধসমূহ থেকে এইসব বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি পড়লে যে-কেউ ট্রট্স্কির প্রধান উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবে: সেগুলির সাহায্যে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করা অথবা কমরেড লেনিন যে 'স্ববিরোধিতা' করছেন তা 'ধরে ফেলা'। লেনিনের রচনাবলী থেকে তিনি এক গোছা উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেগুলি বলে যে কয়েকটি দেশে বিপ্লবের বিজয় থেকে কেবলমাত্র হস্তক্ষেপের বিপদ পরাস্ত করা যায়, স্পষ্টভাবে এই চিন্তা করে যে তার দ্বারা পার্টির 'মুখোস খুলে' দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করছেন না, অথবা উপলব্ধি করবেন না যে এই সমস্ত উদ্ধৃতি পার্টির নীতি ও মনোভাবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় না, কিন্তু সাক্ষ্য দেয় তাঁর নিজের অবস্থানের বিরুদ্ধে, কেননা বিদেশ থেকে বিপদের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে পার্টির মূল্যবিচার সম্পূর্ণরূপে লেনিনের লাইনের সঙ্গে খাপ খায়। ট্রট্স্কি আরও এক গোছা উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেগুলি বলে যে কয়েকটি দেশে বিপ্লবের বিজয় ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিজয় অসম্ভব এবং ট্রট্স্কি সর্বরকমের সম্ভাব্য উপায়ে এইসব উদ্ধৃতি নিয়ে ভোজবাজি খেলেছেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করছেন না, অথবা করবেন না যে সমাজ-

তন্ত্রের সম্পূর্ণ বিজয়কে (হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি) অবশ্যই সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না (একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা); তিনি উপলব্ধি করছেন না, অথবা উপলব্ধি করবেন না যে লেনিনের এই সমস্ত উদ্ধৃতি পার্টির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় না, কিন্তু সাক্ষ্য দেয় তাঁর নিজের অবস্থানের বিরুদ্ধে।

কিন্তু একরাশ নানারকমের উদ্ধৃতি উল্লেখ করার সময় একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রশ্নে লেনিনের মূল প্রবন্ধ (১৯১৫) নিয়ে আলোচনা করতে ট্রট্স্কি অস্বীকার করেন, সুস্পষ্টভাবে এইটি ধরে নিয়ে যে কামেনেভের ভাষণ সন্তোষজনকভাবে এই প্রবন্ধটি তাঁর হয়ে মীমাংসা করে দিয়েছে। কিন্তু এখন এটা নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে যে কামেনেভ তাঁর ভূমিকায় ব্যর্থ হয়েছেন এবং লেনিনের প্রবন্ধটির অখণ্ডনীয়তা বজায় রয়েছে।

অধিকন্তু, ট্রট্স্কি কমরেড লেনিনের প্রবন্ধ থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছেন যাতে বলা হয়েছে, যতদূর পর্যন্ত বর্তমান নীতি সংশ্লিষ্ট ততদূর পর্যন্ত কৃষক প্রশ্নের ওপর তাঁদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। অবশ্য, তিনি বলতে ভুলে গেছেন যে লেনিনের এই প্রবন্ধটি **আমাদের দেশে একটি সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা সম্পর্কে** কৃষক প্রশ্নের ওপর ট্রট্স্কি ও লেনিনের মধ্যেকার মতানৈক্য লেনিনের এই প্রবন্ধটি যে শুধু সমাধান করেনি তাই নয়, সে সম্বন্ধে কিছু বলেওনি।

বস্তুতঃপক্ষে, তা ব্যাখ্যা করে উদ্ধৃতিগুলি নিয়ে ট্রট্স্কির কার্যকলাপ কেন ফাঁকা ভোজবাজি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের মাধ্যমে আমাদের দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার সম্ভাবনার প্রশ্নে ট্রট্স্কি লেনিনের মতের সঙ্গে তাঁর মতের 'মিলে যাওয়া' প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু কিভাবে অপ্রমেয়কে প্রমাণ করা যায়?

লেনিনের এই তত্ত্বটি যে, 'প্রথমে কয়েকটি দেশে অথবা এমনকি পৃথকভাবে গৃহীত একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব'[১০০] কিভাবে ট্রট্স্কির এই তত্ত্বের সঙ্গে যে, 'এটা চিন্তা করা অর্থহীন হবে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বিপ্লবী রাশিয়া একটি রক্ষণশীল ইউরোপের সামনে টিঁকে থাকতে পারে' সমন্বয়সাধন করা যেতে পারে?

আরও, লেনিনের এই তত্ত্বকে যে, 'সেই দেশের (অর্থাৎ একটিমাত্র দেশের —জে. স্তালিন) বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদীদের সম্পত্তিচ্যুত করে এবং উৎপাদন সংগঠিত করে অবশিষ্ট বিশ্ব, পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে উত্থিত হবে'[১০১]—কিভাবে ট্রট্স্কির এই তত্ত্বের সঙ্গে যে, 'ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণী থেকে সরাসরি **রাষ্ট্রীয়** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) সমর্থন ব্যতিরেকে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে এবং তার সাময়িক শাসনকে একটি চিরস্থায়ী সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে না—এর সমন্বয়সাধন করা যেতে পারে ?

সর্বশেষে, লেনিনের এই তত্ত্বটিকে যে, 'যে পর্যন্ত না অন্যান্য দেশে বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে, সে পর্যন্ত কৃষকসমাজের সঙ্গে মৈত্রী একমাত্র রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করতে পারবে'[১০২] কিভাবে ট্রট্স্কির এই তত্ত্বের সঙ্গে 'বিরাটভাবে কৃষকপ্রধান দেশে একটি শ্রমিকদের সরকারের অবস্থানের বিরোধিতাগুলি একমাত্র আন্তর্জাতিক পরিধিতে, বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের রণক্ষেত্রে সমাধান করা যেতে পারে'—এর সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে ?

অধিকন্তু, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নে ট্রট্স্কির দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে প্রকৃতপক্ষে মেনশেভিক অটো বওয়ারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পৃথক, যিনি বলছেন :

'রাশিয়ায়, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী জাতির মাত্র একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ, সেখানে তা তার শাসন শুধুমাত্র সাময়িকভাবে বজায় রাখতে পারে', 'যেইমাত্র জাতির ব্যাপক কৃষক-সাধারণ নিজের হাতে ক্ষমতা নেবার জন্য সংস্কৃতির দিক থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে, তখনই শ্রমিকশ্রেণী আবার তার ক্ষমতা হারাবে এবং 'কেবলমাত্র শিল্পোন্নত পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলে' রাশিয়ায় 'শিল্পগত সমাজতন্ত্রের শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ?'

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, ট্রট্স্কি লেনিন অপেক্ষা বওয়ারের কাছে ঘনিষ্ঠতর ? এবং এটা কি সত্য নয় যে ট্রট্স্কির দৃষ্টিভঙ্গি হল একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচ্যুতি এবং ট্রট্স্কি বস্তুতঃ আমাদের বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র অস্বীকার করছেন ?

ট্রট্স্কি তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ—একটি শ্রমিকশ্রেণীর শাসনের পক্ষে একটি রক্ষণশীল ইউরোপের সামনে টিঁকে থাকা অসম্ভব হবে—প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন এই যুক্তি দিয়ে যে আজকের দিনের ইউরোপ রক্ষণশীল নয়, কিন্তু কম-

বেশি উদারনৈতিক এবং ইউরোপ যদি সত্যসত্যই রক্ষণশীল হতো তাহলে আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষমতা বজায় রাখা অসম্ভব হতো। কিন্তু এটা কি উপলব্ধি করা শক্ত যে ট্রট্‌স্কি এখানে সমগ্রভাবে ও চূড়ান্তভাবে জড়িয়ে পড়েছেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা আজকের দিনের ইতালী, ব্রিটেন অথবা ফ্রান্সকে কি বলব—রক্ষণশীল, না উদারনৈতিক? আজকের দিনের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কি—এটা কি একটা রক্ষণশীল, না উদারনৈতিক দেশ? এবং আমাদের সাধারণতন্ত্রের পক্ষে এই রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক ইউরোপের মধ্যে পার্থক্যের ওপর এই 'সূক্ষ্ম' ও হাস্যকর জোর দেবার কি তাৎপর্য থাকতে পারে? কলচাক ও ডেনিকিনের সময় আমাদের দেশে হস্তক্ষেপের বিষয়ে রাজতন্ত্রবাদী এবং রক্ষণশীল ব্রিটেনের মতোই সাধারণতন্ত্রবাদী ফ্রান্স এবং গণতান্ত্রিক আমেরিকা কি সমভাবে সক্রিয় ছিল না?

ট্রট্‌স্কি তাঁর ভাষণের বেশ বড় একটা অংশ মাঝারি কৃষকদের প্রশ্নে ব্যয় করেছেন। তিনি ১৯০৬ সালের সময়কালে লেনিনের লেখাগুলি থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন যাতে লেনিন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে **বুর্জোয়া** বিপ্লবের বিজয়ের পরে মাঝারি কৃষকসমাজের একটি অংশ প্রতিবিপ্লবের দিকে চলে যেতে পারে; স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে ট্রট্‌স্কি এইভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, এই উদ্ধৃতিটি **সমাজতান্ত্রিক** বিপ্লবের বিজয়ের পরে কৃষকসমাজের প্রশ্নের প্রতি তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে 'মিলে যায়'। এটা উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে ট্রট্‌স্কি এখানে তুলনার অযোগ্য এমন জিনিসের তুলনা করছেন। ট্রট্‌স্কি মাঝারি কৃষকসমাজকে একটি 'স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা', একটি স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় কিছু হিসেবে গণ্য করতে অনুরাগী। কিন্তু বলশেভিকরা কখনো মাঝারি কৃষককে সেভাবে গণ্য করেনি।

স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে ট্রট্‌স্কি বিস্মৃত হয়েছেন যে, কৃষকসমাজের বিরাট ব্যাপক অংশ সম্পর্কে বলশেভিকদের তিনটি পরিকল্পনা ছিল: একটি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়পর্বের জন্য, দ্বিতীয়টি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সময়পর্বের জন্য এবং তৃতীয়টি সোভিয়েত ক্ষমতা সুসংহত হবার অনুবর্তী সময়পর্বের জন্য।

প্রথম সময়পর্বে বলশেভিকরা বলেছিল: •একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য জার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে, সমস্ত কৃষকসমাজকে একত্রে নিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের নিরপেক্ষ করে।

দ্বিতীয় সময়পর্বে বলশেভিকরা বলেছিল: একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য

বুর্জোয়া এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে গরিব কৃষকসমাজকে একত্রে নিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে মাঝারি কৃষকসমাজকে নিরপেক্ষ করে। এবং মাঝারি কৃষকসমাজকে নিরপেক্ষ করার অর্থ কি? তার অর্থ হল তাকে অতন্দ্র রাজনৈতিক তত্ত্বাবধানে রাখা, তাকে বিশ্বাস না করা এবং হাতের বাইরে যেতে তাকে বাধা দেবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

তৃতীয় সময়পর্বে, যে সময়পর্বে আমরা এখন আছি, বলশেভিকরা বলে: সমাজতান্ত্রিক গঠনযজ্ঞের বিজয়ের জন্য, শহরে ও গ্রামাঞ্চলে আমাদের অর্থ-নীতির পুঁজিবাদী অংশসমূহের বিরুদ্ধে, গরিব কৃষকসমাজকে একত্রে নিয়ে, মাঝারি কৃষকসমাজের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীবদ্ধ হওয়া।

যে-কেউই এই তিনটি পরিকল্পনা, এই তিনটি বিভিন্ন লাইন, যা আমাদের বিপ্লবের তিনটি সময়পর্বকে প্রতিফলিত করে, তাদের গুলিয়ে ফেলে, সে-ই বলশেভিকবাদের কিছুই বোঝে না।

লেনিন সম্পূর্ণরূপে সঠিক ছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে, বুর্জোয়া বিপ্লবের পরে মাঝারি কৃষকসমাজের একটি অংশ প্রতিবিপ্লবের দিকে যাবে। ঠিক এই জিনিসই ঘটেছিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'উফা সরকারের'[১০৩] সময়কালে যখন ভল্‌গার মাঝারি কৃষকদের একটি অংশ প্রতিবিপ্লবের দিকে, কুলাকদের দিকে চলে গেল, আর তাদের বৃহত্তর অংশ বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মধ্যে দোদুল্য-মান রইল। এবং এটা অন্যরকম হতে পারত না। ঠিক যেহেতু সে মাঝারি কৃষক, সেইজন্য মাঝারি কৃষকের প্রকৃতিতেই রয়েছে অনুকূল সময়ের সাপেক্ষে কৌশলে কালহরণ করা, দোদুল্যমান হওয়া এবং বলা: 'কে জানে কে কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হবে; তারচেয়ে অপেক্ষা করা ও দেখা ভাল।' কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবের ওপর প্রথম মোটারকমের বিজয়সমূহের পর এবং বিশেষ করে সোভিয়েত শাসনের সংহতির পর মাঝারি কৃষক—স্পষ্টতঃ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যে, যে-কোন ধরনের কর্তৃপক্ষ থাকা দরকার, বলশেভিক শাসন শক্তিশালী হয়েছে এবং একমাত্র বাঁচবার রাস্তা হল এই শাসনের সঙ্গে কাজ করা—সোভিয়েত শাসনের দিকে ঝুঁকে পড়তে নিশ্চিতভাবে শুরু করল। ঠিক এই সময়কালেই কমরেড লেনিন এই ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন: 'আমরা সমাজতান্ত্রিক গঠনযজ্ঞের একটি পর্যায়ে প্রবেশ করেছি যাতে গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত বাস্তব এবং বিশদ নিয়ম ও নির্দেশগুলি আমাদের অবশ্যই রচনা করতে হবে এবং যেগুলির

ধারা মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে একটি **স্থায়ী মৈত্রী অর্জনের জন্য** আমাদের অবশ্যই পরিচালিত হতে হবে' (পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে ভাষণ, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১১৪)।

মাঝারি কৃষকদের প্রশ্নে বিষয়গুলি এইভাবেই অবস্থান করছে।

ট্রট্স্কির ভুল হল এই যে তিনি মাঝারি কৃষকদের প্রশ্নটিকে অধিবিদ্যাগত-ভাবে দেখছেন, তিনি মাঝারি কৃষকদের একটি 'স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা' হিসেবে গণ্য করছেন এবং সেইজন্য তিনি প্রশ্নটিকে গুলিয়ে ফেলছেন ও লেনিনবাদকে বিকৃত করছেন, তার মিথ্যা বর্ণনা দিচ্ছেন।

সর্বশেষে, বিষয়টি আদৌ এ নয় যে শ্রমিকশ্রেণী এবং মাঝারি কৃষকদের কোন একটি অংশের মধ্যে তথাপি বিরোধ ও সংঘর্ষসমূহ থাকবে। পার্টি এবং বিরোধীদের মধ্যে মতানৈক্য আদৌ এই প্রশ্নে নয়। মতানৈক্য এই ঘটনার মধ্যে নিহিত আছে যে, যেখানে পার্টি বিবেচনা করে, একমাত্র আমাদের বিপ্লবের শক্তিসমূহের দ্বারাই এই সমস্ত বিরোধিতা ও সম্ভাব্য সংঘর্ষসমূহ **পরিপূর্ণভাবে অতিক্রম** করা যেতে পারে, সেখানে ট্রট্স্কি এবং বিরোধীরা বিবেচনা করেন, এই সমস্ত বিরোধ ও সংঘর্ষ অতিক্রম করা যেতে পারে '**কেবল-মাত্র** একটি আন্তর্জাতিক পরিধিতে, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের রণক্ষেত্রে।'

এই মতানৈক্যগুলি দৃষ্টির বাইরে নেবার চেষ্টায় ট্রট্স্কি উদ্ধৃতিগুলি নিয়ে ভোজবাজি খেলছেন। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে, তিনি আমাদের পার্টিকে প্রতারিত করতে সফল হবেন না।

তাহলে সিদ্ধান্ত কি? সিদ্ধান্ত হল এই যে, ব্যক্তিকে অবশ্যই হতে হবে একজন দ্বন্দ্বমূলক বিচারকারী, জাদুকর নয়। সুযোগ্য বিরোধীরা, আপনারা কমরেড লেনিনের দ্বন্দ্ববাদ থেকে পাঠ নিলে, তাঁর রচনাবলী পড়লে ভাল করবেন—এটা আপনাদের উপকারে আসবে। (**হর্ষধ্বনি, হাস্য**।)

৩। 'তুচ্ছ জিনিস' ও কৌতূহল

এই সমস্ত তাত্ত্বিক প্রবন্ধের রচয়িতা হিসেবে ট্রট্স্কি আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন, যেহেতু এই প্রবন্ধগুলিতে আমাদের বিপ্লবকে একটি 'স্বয়ংসিদ্ধ' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়েছে। ট্রট্স্কি মনে করেন যে বিপ্লবের প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি হল অধিবিদ্যামূলক। আমি কোনভাবেই তাঁর সাথে একমত হতে পারি না।

কেন এই প্রবন্ধগুলিতে বিপ্লবকে একটি 'স্বয়ংসিদ্ধ' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়েছে? কারণ আমাদের বিপ্লবের মূল্যায়ন করার ব্যাপারে তা আমাদের পার্টির মত এবং বিরোধীদের মতের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্যের ওপর জোর দিচ্ছে।

এই পার্থক্য কিসে নিহিত আছে? এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে যেখানে আমাদের পার্টি আমাদের বিপ্লবকে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হিসেবে, একটি নির্দিষ্ট স্বাধীন শক্তি যা পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম পরিচালনা করতে সক্ষম তার প্রতিনিধিত্বকারী একটি বিপ্লব হিসেবে গণ্য করে, সেখানে বিরোধীরা আমাদের বিপ্লবকে শ্রমিকশ্রেণীর ভবিষ্যতের যে বিপ্লব এখনো পাশ্চাত্যে বিজয় অর্জন করেনি তার একটি উপকারসাধক পরিপূরক হিসেবে, পাশ্চাত্যের ভবিষ্যৎ বিপ্লবের একটি 'আনুষঙ্গিক বস্তু' হিসেবে, যার নিজস্ব কোন স্বাধীন শক্তি নেই এমন একটা কিছু হিসেবে গণ্য করেন। আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের মূল্যবিচারের সঙ্গে বিরোধী ব্লকের মূল্যবিচার তুলনা করলে তাদের মধ্যে বিরাট ফারাক দেখা যাবে। যেখানে চূড়ান্ত উদ্যোগ নিতে সক্ষম শক্তি যা একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সংগঠিত করে, তারপর বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ সমর্থনে এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এগিয়ে আসবে সেই শক্তি হিসেবে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে গণ্য করেন, যেখানে বিরোধীরা, পক্ষান্তরে, আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে একটি নিষ্ক্রিয় শক্তি হিসেবে গণ্য করে, যে শক্তি 'একটি রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে' আশু ক্ষমতা হারাবার ভয়ে বাস করে।

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে আমাদের বিপ্লব সম্পর্কে বিরোধীদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক মূল্যবিচারের ত্রুটি আড়াল করার জন্য 'অধিবিদ্যা' শব্দটিকে কাজে লাগাতে হয়েছিল?

ট্রট্স্কি আরও বলেছেন, আমার বই **লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহে** ১৯২৪ সালে প্রদত্ত একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নের অযথার্থ ও অশুদ্ধ সূত্রায়নের বদলে আমি আর একটি অধিকতর যথার্থ এবং শুদ্ধ সূত্রায়ন প্রতিস্থাপিত করেছি। আপাতঃদৃষ্টিতে ট্রট্স্কি এতে অসন্তুষ্ট—কিন্তু কেন, কি যুক্তিতে, ট্রট্স্কি তা বলেননি। একটি অযথার্থ সূত্রায়ন আমি শুদ্ধ করায় এবং তার বদলে একটি যথার্থ সূত্রায়ন স্থাপন করায় অন্যায়টা কি?

আমি কোনভাবেই নিজেকে অভ্রান্ত মনে করি না। আমি মনে করি যদি কোন কমরেড ভুল করে পরবর্তীকালে তা স্বীকার করেন এবং শুদ্ধ করেন তাতে পার্টির লাভই মাত্র হয়। এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে ট্রট্স্কি বস্তুতঃপক্ষে কি বলতে চান? সম্ভবতঃ তিনি একটি সৎ উদাহরণ অনুসরণ করতে এবং, অবশেষে দীর্ঘকাল পরে, তাঁর নিজের অসংখ্য ভুল শুদ্ধ করতে শুরু করতে উদ্বিগ্ন? (**হর্ষধ্বনি, হাস্য।**) ভাল কথা, আমার সাহায্যের দরকার হলে আমি তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত; আমি তাঁকে অনুপ্রাণিত এবং সাহায্য করতে প্রস্তুত। (**হর্ষধ্বনি, হাস্য।**) কিন্তু স্পষ্টতঃ ট্রট্স্কি অন্য কোন উদ্দেশ্য অনুসরণ করছেন। তা যদি হয়, তাহলে আমি অবশ্যই বলব, তাঁর প্রচেষ্টা নিরর্থক।

ট্রট্স্কি তাঁর ভাষণে আমাদের সুনিশ্চিত করেছেন যে পার্টির সংখ্যাগুরু অংশের মুখপাত্রেরা তাঁকে যত খারাপ কমিউনিস্ট হিসেবে প্রতিপাদন করছেন তিনি তত খারাপ কমিউনিস্ট নন। তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলি থেকে কতকগুলি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন যা সূচিত করেছে যে তিনি, ট্রট্স্কি, আমাদের কাজের 'সমাজতান্ত্রিক চরিত্র' স্বীকার করেছেন ও স্বীকার করে যাচ্ছেন এবং তিনি আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্পের 'সমাজতান্ত্রিক চরিত্র' অস্বীকার করেন না ইত্যাদি, ইত্যাদি। সংবাদ হিসেবে আপনারা এটাকে কি মনে করেন! আমাদের কাজের, আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্প ইত্যাদির সমাজতান্ত্রিক চরিত্র অস্বীকার করার মতো অতদূর যেতে ট্রট্স্কি সাহস করবেন না। এই সত্য ঘটনা এখন প্রত্যেকেই স্বীকার করছে, অটো বওয়ারের কথা কিছু না বললেও এমনকি নিউ ইয়র্কের স্টক একচেঞ্জ, এমনকি আমাদের নেপ্‌ম্যানরাও স্বীকার করছে। প্রত্যেকেই, শত্রু ও মিত্রেরা একইভাবে, এখন দেখছে যে পুঁজিবাদীরা যে ধরনে শিল্প গড়ে তোলে, আমরা সে ধরনে শিল্প গড়ে তুলছি না এবং আমরা আমাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিকাশে কতকগুলি নতুন উপাদান প্রবর্তন করছি যেগুলির সঙ্গে পুঁজিবাদের কোন সাদৃশ্য নেই।

সুযোগ্য বিরোধীরা, না, বিষয়টি এখন তা নয়।

বিরোধী ব্লক যা মনে করেন বিষয়গুলি এখন তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বিষয়টি এখন আমাদের শিল্পের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র নয়, বিষয়টি এখন হল পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনী সত্ত্বেও, আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ শত্রু যারা শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের পতনের অপেক্ষা করছে, তাদের থাকার ঘটনা সত্ত্বেও,

সমগ্রভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা। বিষয়টি হল আমাদের পার্টিতে লেনিনবাদের সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করা।

এখন তুচ্ছ জিনিস ও কৌতূহলের বিষয় নয়। তুচ্ছ জিনিস ও কৌতূহল দিয়ে আপনারা এখন প্রতারিত করতে পারবেন না। পার্টি এখন বিরোধী-দের কাছ থেকে আরও কিছু দাবি করে।

হয়, আপনারা নীতিগত ভুলগুলি বর্জন করতে প্রকাশ্যভাবে এবং আন্তরিক-ভাবে সাহস ও সামর্থ্য প্রদর্শন করুন; অথবা, আপনারা যদি তা না করেন, পার্টি আপনাদের অবস্থানকে যোগ্যভাবে বিশেষিত করবে—একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি হিসেবে।

এটি, না হয় অন্যটি।

বিরোধীদের কাজ হল এটি বা অন্যটিকে বাছাই করা। (**সমবেত কণ্ঠস্বর :** 'সম্পূর্ণরূপে সঠিক!' **হর্ষধ্বনি।**)

৫। বিরোধীদের বাস্তব কর্মসূচী। পার্টির দাবিসমূহ

উদ্ধৃতিসমূহ নিয়ে ভোজবাজি খেলা থেকে বিরোধী নেতারা একটি বাস্তব চরিত্রের মতানৈক্যসমূহে অতিক্রান্ত হতে চেষ্টা করেন। ট্রট্স্কি ও কামেনেভ, এবং জিনোভিয়েভও, এই সমস্ত মতানৈক্য সূত্রবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন এবং দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করেন যে তাত্ত্বিক মতানৈক্যসমূহ নয়, বাস্তব মতানৈক্যসমূহই গুরুত্বপূর্ণ। সে যাই হোক, আমি অবশ্যই বলব যে এই সম্মেলনে প্রদত্ত বিরোধীদের মতানৈক্যসমূহের একটিও বাস্তবতা অথবা সম্পূর্ণতার দ্বারা চিহ্নিত নয়।

আপনারা কি জানতে চান আমাদের বাস্তব মতানৈক্যসমূহ কি? আপনারা কি জানতে চান পার্টি আপনাদের কাছ থেকে কি কি দাবি করে?

মনোযোগ দিয়ে শুনুন :

(১) পার্টি আর সহ্য করবে না এবং সহ্য করতে পারে না যে প্রত্যেকবারই আমাদের পার্টিতে আপনারা যখন নিজেদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে দেখেন তখন আপনারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন, পার্টিতে একটা সংকট ঘোষণা করেন এবং এতে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। পার্টি আর এটা সহ্য করবেন না। (**সমবেত কণ্ঠস্বর :** 'ঠিকই বলেছেন!' **হর্ষধ্বনি।**)

(২) পার্টি সহ্য করতে পারে না এবং করবে না যে, আমাদের পার্টিতে

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের আশা হারিয়ে, আপনারা একত্রিত হবেন এবং একটি নতুন পার্টির উপাদান হিসেবে সমস্তরকমের অসন্তুষ্ট অংশকে জড়ো করবেন। পার্টি তা সহ্য করতে পারে না এবং করবে না। (হর্ষধ্বনি।)

(৩) পার্টি সহ্য করতে পারে না এবং করবে না যে, পার্টির পরিচালক-যন্ত্রের কুৎসা করা, পার্টিতে শাসন ব্যবস্থা ভাঙার সঙ্গে, পার্টিতে লৌহদৃঢ় শৃংখলা ভঙ্গ করার সঙ্গে পার্টি দ্বারা নিন্দিত সমস্ত ঝোঁককে ঐক্যবদ্ধ করে আপনারা উপদল গঠনের স্বাধীনতার অজুহাতে তাদের দিয়ে একটি নতুন পার্টি গঠন করবেন। পার্টি তা সহ্য করবে না। (হর্ষধ্বনি।)

(৪) আমরা জানি সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের বিরাট বিরাট অসুবিধার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আমরা এই সমস্ত অসুবিধা দেখছি এবং আমরা সেগুলি অতিক্রম করতে সমর্থ। এই অসুবিধাগুলি জয় করার ব্যাপারে আমরা বিরোধীদের কাছ থেকে যে-কোন সাহায্যকে স্বাগত জানাই। কিন্তু পার্টি সহ্য করতে পারে না এবং সহ্য করবে না যে আমাদের অবস্থানকে ধ্বংস করার জন্য এবং পার্টির ওপর আক্রমণ ও যুক্তিতর্ক দ্বারা পার্টিকে পরাস্ত করার জন্য আপনারা এই সমস্ত অসুবিধা কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন। (হর্ষধ্বনি।)

(৫) সমস্ত বিরোধীদের একত্রিত করলেও পার্টি তাদের তুলনায় অধিকতর ভালভাবেই বোঝে যে শিল্পায়নের উন্নতিবর্ধন করা যায় এবং সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ-রূপে গড়ে তোলা যায় কেবলমাত্র যদি শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানসমূহের নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি সাধিত হয়। যাতে শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি সাধিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য পার্টি সমস্ত সম্ভাব্য উপায় গ্রহণ করছে এবং লাগাতর গ্রহণ করতে থাকবে। কিন্তু পার্টি সহ্য করতে পারে না এবং সহ্য করবে না যে অবিলম্বে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির দাবি-সম্বলিত জননেতাসুলভ বড় গলায় ঘোষণা নিয়ে বিরোধীরা রাস্তায় এসে দাঁড়াবে, যেহেতু তা এটা সত্যসত্যই জানে যে বর্তমান মুহূর্তে শিল্প এরূপ মজুরি বৃদ্ধি সহ্য করতে পারে না, যেহেতু তা সত্যসত্যই জানে যে এই সমস্ত জননেতাসুলভ বড় গলায় ঘোষণাসমূহের উদ্দেশ্য শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতিসাধন করা নয়, বরং উদ্দেশ্য হল শ্রমিকশ্রেণীর পশ্চাদ্‌পদ অংশের মধ্যে অসন্তোষ প্ররোচিত করা এবং পার্টির বিরুদ্ধে, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ সংগঠিত করা। পার্টি তা সহ্য করতে পারে না

এবং করবে না। (**সমবেত কণ্ঠস্বর :** 'সম্পূর্ণরূপে সঠিক!' (**হর্ষধ্বনি**।)

(৬) পার্টি সহ্য করতে পারে না এবং করবে না যে, পাইকারি মূল্য বৃদ্ধি এবং কৃষকসমাজের ওপর অধিকতর গুরুতর করারোপের জন্য প্রচার চালিয়ে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে সম্পর্কগুলি অর্থনৈতিক **সহযোগিতার সম্পর্ক** হিসেবে নয়, পরন্তু শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষকসমাজকে **শোষণ করার সম্পর্ক** হিসেবে 'গঠন করার' জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে, বিরোধীরা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বন্ধনের ভিত্তিসমূহ, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধনসমূহ অবিরাম ধ্বংস করে যাবে। পার্টি তা সহ্য করতে পারে না এবং করবে না। (**হর্ষধ্বনি**।)

(৭) পার্টি সহ্য করতে পারে না এবং করবে না যে, বিরোধীরা পার্টিতে মতাদর্শগত বিভ্রান্তি সম্প্রসারণ, আমাদের অসুবিধাসমূহের অতিরঞ্জন, একটি পরাজয়ের মনোভাব পোষণ, আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার অসুবিধা প্রচার এবং তার দ্বারা লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহের অবমূল্যায়ন করে যাবে। পার্টি তা সহ্য করতে পারে না এবং করবে না। (**সমবেত কণ্ঠস্বর :** 'ঠিকই বলেছেন!' **হর্ষধ্বনি**।)

(৮) পার্টি সহ্য করতে পারে না এবং করবে না—যদিও এটি কেবল পার্টির ব্যাপার নয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সমস্ত অংশের ব্যাপার—যে, আপনারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে গোলমাল পাকিয়ে যাবেন, তার অংশসমূহকে দুর্নীতিগ্রস্ত করবেন এবং তার নেতৃত্বের সুনামহানি করতে থাকবেন। পার্টি তা সহ্য করতে পারে না এবং করবে না। (**হর্ষধ্বনি**।)

এগুলিই হল আমাদের বাস্তব মতানৈক্যসমূহ।

বিরোধী ব্লকের রাজনৈতিক এবং বাস্তব কর্মসূচীর সারমর্ম হল এই, এবং পার্টি এখন তার সাথেই লড়াই করছে।

ট্রট্স্কি তাঁর ভাষণে এই কর্মসূচীর কতকগুলি বিষয় ব্যাখ্যা করা এবং সযত্নে অন্যান্য বিষয়গুলি লুকানোর সময় প্রশ্ন করেন: এতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক কি আছে?, একটা অদ্ভুত প্রশ্ন! এবং আমি জিজ্ঞাসা করি: বিরোধী ব্লকের এই কর্মসূচীর মধ্যে কমিউনিস্ট চরিত্রের কি আছে? এর মধ্যে এমন কি আছে যা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক নয়? এটা কি স্পষ্ট নয় যে বিরোধী ব্লকের বাস্তব কর্মসূচী লেনিনবাদ থেকে প্রস্থানের লাইন, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নিকটবর্তী হবার লাইন অনুসরণ করছে?

সুযোগ্য বিরোধীরা, আপনারা জানতে চেয়েছিলেন পার্টি আপনাদের কাছ থেকে কি দাবি করে? এখন আপনারা জানলেন পার্টি আপনাদের কাছ থেকে কি দাবি করে।

হয় আপনারা এই সমস্ত শর্ত, যেগুলি একই সময়ে আমাদের পার্টির পূর্ণ ঐক্যের পক্ষে শর্তও, সেগুলি পালন করুন; অথবা আপনারা পালন করবেন না —এবং তার পরে পার্টি যে পার্টি, গতদিনে আপনাদের আঘাত করেছিল, তা আগামীদিনে আপনাদের ধ্বংস করে দেবে। (**হর্ষধ্বনি**।)

৬। সিদ্ধান্ত

আমাদের আন্তঃপার্টি সংগ্রামের সিদ্ধান্তসমূহ, ফলগুলি কি কি?

আমার কাছে এখানে ১৯২৬ সালে ট্রট্স্কির স্বাক্ষরিত একটি দলিল আছে। এই দলিলটি এই ঘটনার জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, এর মধ্যে আন্তঃপার্টি সংগ্রামের ফলগুলি পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করার প্রচেষ্টার আকারে কিছু, আমাদের আন্তঃপার্টি সংগ্রামের ভবিষ্যদ্বাণী বলা, রূপরেখা রচনা করা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ বলার প্রচেষ্টার আকারে কিছু আছে। এই দলিল বলছে:

> 'ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা এপ্রিল ও জুলাই মাসে প্রকট করেছে এবং অক্টোবর মাসেও প্রকট করবে যে তাদের মতামতের ঐক্য তাদের ওপর যে প্রাজ্জ্বল্যমান এবং বিশ্বাসঘাতক নির্যাতন করা হচ্ছে তার প্রভাবে কেবলমাত্র অধিকতর শক্তিশালী হয় এবং পার্টি এটা উপলব্ধি করবে যে কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের মতামতের ভিত্তিতেই বর্তমানের গুরুতর সংকট থেকে বের হবার পথ রয়েছে' (১৯২৬ সালের ৮ই ও ১১ই অক্টোবরের পলিটব্যুরোর অধিবেশনসমূহের আক্ষরিক রিপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিখিত বিরোধীদের কাছে ট্রট্স্কির চিঠি দেখুন)।

তাহলে আপনারা দেখছেন, এটি প্রায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী (**একটি কণ্ঠস্বর:** 'হাঁ, প্রায়!') এটি সত্যিকারের মার্কসবাদী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী, দুটি সমগ্র মাসের পুরোবর্তী ভবিষ্যদ্বাণী। (**হাস্য**।)

অবশ্য এতে সামান্য একটু অতিরঞ্জন আছে। (**হাস্য**।) দৃষ্টান্তস্বরূপ, এতে আমাদের পার্টিতে বর্তমানের গুরুতর সংকটের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা জীবিত আছি, উন্নতিলাভ করছি এবং এমনকি কোন

সংকট লক্ষ্য করিনি। অবশ্য, সংকটের আকারে কিছু আছে—তবে তা পার্টিতে নয়, আছে বিরোধী ব্লক বলে পরিচিত কোন একটি উপদলে। কিন্তু, মোটের ওপর, একটি ক্ষুদ্র উপদলে সংকট দশ লক্ষ সদস্যের একটি পার্টিতে সংকটের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

ট্রট্স্কির দলিল আরও বলছে যে, বিরোধী ব্লক অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবে। আমি মনে করি এখানেও সামান্য একটু অতিরঞ্জন আছে। (**হাস্য**।) এই সত্য ঘটনা অস্বীকার করা যায় না যে, বিরোধী ব্লক টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, তার সর্বোৎকৃষ্ট কর্মীরা তা থেকে ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তা তার আভ্যন্তরীণ বিরোধিতাসমূহের মধ্যেই শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে, কমরেড ক্রুপস্কায়া বিরোধী ব্লক ত্যাগ করছেন? (**প্রবল হর্ষধ্বনি**।) এটা কি আকস্মিক?

সর্বশেষে, ট্রট্স্কির দলিল বলছে যে, কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের মতামতের ভিত্তিতেই বর্তমান সংকট থেকে বের হবার একটা পথ রয়েছে। আমি মনে করি এখানেও ট্রট্স্কি সামান্য একটু অতিরঞ্জন করছেন। (**হাস্য**।) বিরোধীরা এটা না জেনে পারেন না যে, পার্টি যে ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়েছে তা বিরোধী ব্লকের মতামতের ভিত্তিতে নয়, হয়েছে সেইসব মতামতের বিরুদ্ধে লড়াই করে, হয়েছে আমাদের গঠনমূলক কাজের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের ভিত্তিতে। ট্রট্স্কির দলিলের অতিরঞ্জন জাজ্বল্যমান।

কিন্তু আমরা যদি ট্রট্স্কির দলিলসমূহের অতিরঞ্জন একপাশে সরিয়ে রাখি, তাহলে, কমরেডস্, এটা দেখা যাবে, যেন তার ভবিষ্যদ্বাণীর আর কিছুই থাকছে না। (**সাধারণ হাস্য**।)

আপনারা তাহলে দেখছেন, সিদ্ধান্তটি ট্রট্স্কি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সিদ্ধান্তের রূপরেখা রচনা করেছিলেন তার বিরোধী সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে।

কমরেডস্, আমি শেষ করছি।

জিনোভিয়েভ এক সময়ে গর্ব করে বলেছিলেন যে তিনি জানেন মাটিতে কিভাবে কান পেতে দিতে হয় (**হাস্য**) এবং তিনি যখন মাটিতে কান পাতেন তখন ইতিহাসের পদধ্বনি শুনতে পান। এটা বেশ ভালভাবেই হতে পারে যে তা প্রকৃতপক্ষে ঐরূপই। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতে হবে, এবং তা হল এই যে, জিনোভিয়েভ যখন মাটিতে কান পাততে ও ইতিহাসের পদধ্বনি

শুনতে সক্ষম হন, তখন তিনি কখনো কখনো কিছু কিছু 'তুচ্ছ জিনিস' শুনতে ব্যর্থ হন। এটা হতে পারে যে, বিরোধীরা মাটিতে কান পাততে এবং ইতিহাসের পদধ্বনির মতো বিস্ময়কর জিনিস শুনতে প্রকৃতপক্ষে সক্ষম। কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁরা যখন এরূপ বিস্ময়কর জিনিস শুনতে সক্ষম, তখন তাঁরা এরূপ একটি 'তুচ্ছ জিনিস' শুনতে ব্যর্থ হয়েছেন যে বহুকাল পূর্বেই পার্টি তাঁদের দিকে পিঠ ফিরিয়েছে এবং তাঁদের অবস্থা এখন টলটলায়মান। এটা শুনতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। (**সমবেত কণ্ঠস্বর :** 'বেশ বলেছেন!')

এ থেকে কি বেরিয়ে আসে? এইটি বেরিয়ে আসে যে, বিরোধীদের কানে স্পষ্টতঃই কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।

সেইজন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে : সুযোগ্য বিরোধীগণ, আপনাদের কানে কি গণ্ডগোল হয়েছে তা দেখান! **(প্রবল এবং দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি। কমরেড স্তালিন যখন বক্তৃতামঞ্চ ছেড়ে যান, তখন প্রতিনিধিরা তাঁদের আসন ছেড়ে হাততালি দিয়ে তাঁকে সমর্থন করেন।)**

প্রাভদা, সংখ্যা ২৬২
১২ই নভেম্বর, ১৯২৬

চীনে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ

(কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের চীনা কমিশনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ৩০শে নভেম্বর, ১৯২৬)

কমরেডস্, আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করার পূর্বে আমি এটা বলা প্রয়োজন মনে করি যে, চীনা বিপ্লবের পূর্ণ চিত্র উপস্থাপিত করার জন্য চীনের প্রশ্নে যে প্রচুর উপাদান প্রয়োজন, তা আমার কাছে নেই। কাজেই মৌলিক চরিত্রের কতকগুলি সাধারণ মন্তব্যে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে আমি বাধ্য হচ্ছি, যা চীনা বিপ্লবের মূল প্রবণতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

চীনের প্রশ্নে আমার কাছে আছে পেত্রভের প্রবন্ধগুলি, মিফের প্রবন্ধগুলি, তাং পিং-শানের দুটি রিপোর্ট এবং রেক্‌সের মন্তব্যসমূহ। আমার মনে হয়, এইসব দলিলের মূল্য থাকলেও, তাদের গুরুতর ত্রুটি এই যে, চীনা বিপ্লবের অনেকগুলি অপরিহার্য প্রশ্ন তাতে উপেক্ষিত হয়েছে। আমি মনে করি, সর্বোপরি এইসব ত্রুটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এই কারণে একই সময়ে আমার মন্তব্যগুলি সমালোচনামূলক চরিত্রেরও হবে।

১। চীনা বিপ্লবের চরিত্র

লেনিন বলেছিলেন যে, চীনারা শীঘ্রই তাদের ১৯০৫ সাল লাভ করবে। কিছুসংখ্যক কমরেড এ কথার এই অর্থ বুঝেছিলেন যে, এখানে এই রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে যা ঘটেছিল চীনাদের মধ্যেও ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। তা সত্য নয়, কমরেডস্। লেনিন কোনভাবেই এ কথা বলেননি যে, চীনা বিপ্লব ১৯০৫ সালের রাশিয়ার বিপ্লবেরই অবিকল প্রতিরূপ হবে। তিনি বলেছিলেন এই কথাই যে, চীনারা **তাদের** ১৯০৫ সাল লাভ করবে। এর অর্থ, ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছাড়া চীনের বিপ্লবে তার কতকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে, যা অবশ্যম্ভাবীরূপে চীনা বিপ্লবে তার বিশেষ ছাপ রাখবে।

এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

প্রথম নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল এই যে, চীনের বিপ্লব যেমন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, তেমনি তা একই সঙ্গে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনও, যার বর্শাফলক চীনে

বৈদেশিক সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। সর্বোপরি, এইটিই হল সেই বিষয় রাশিয়ার বিপ্লবের সাথে যার পার্থক্য। প্রাসঙ্গিক বিষয় হল, চীনে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রকাশ শুধু তার সামরিক শক্তিতেই নয়, এই শাসনের প্রকাশ প্রধানতঃ এই বিষয়ে যে, চীনের মুখ্য শিল্পসূত্রগুলির—রেলপথ, কল ও কারখানা, খনি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির মালিকানা অথবা নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। এ থেকে এইটাই দাঁড়ায় যে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তার চীনা দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চীনা বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য। এই ঘটনা চীনা বিপ্লবকে সব দেশের শ্রমিকদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করছে।

চীনা বিপ্লবের দ্বিতীয় নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল, চীনের বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়াদের চূড়ান্ত দুর্বলতা, তারা ১৯০৫ সালের সময়কালের রাশিয়ার বুর্জোয়াদের চেয়ে এত দুর্বলতর, যার কোন তুলনাই চলে না। এটা বোধগম্য। চীনের মুখ্য শিল্পসূত্রগুলি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা দুর্বল ও পশ্চাদ্বর্তী হতে বাধ্য। এই বিষয়ে মিফের এই মন্তব্য সর্বতোভাবে সঠিক যে, চীনের জাতীয় বুর্জোয়াদের দুর্বলতা চীনা বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত আসে যে, চীনা বিপ্লবের প্রবর্তক ও পরিচালকের ভূমিকা, চীনা কৃষকসমাজের নেতৃত্বের ভূমিকা অবশ্যম্ভাবীরূপে গ্রহণ করবে চীনের শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি।

চীনা বিপ্লবের তৃতীয় নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যও উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ, চীনের পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন রয়েছে ও তার অগ্রগতি ঘটছে, এবং তার বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা ও সাহায্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং চীনের মধ্যযুগীয় ও সামন্ততান্ত্রিক উদ্বর্তনগুলির বিরুদ্ধে চীনের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম সহজতর না করে পারে না।

এইগুলি হল চীনা বিপ্লবের প্রধান প্রধান নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যা তার চরিত্র ও প্রবণতা নির্ধারণ করছে।

২। সাম্রাজ্যবাদ এবং চীনে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ

উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলির প্রথম ত্রুটি এই যে, চীনে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের প্রশ্ন হয় তাতে উপেক্ষিত হয়েছে, না হয় তা কম করে দেখানো হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলি পড়লে মনে হতে পারে যে বর্তমানে, ঠিকভাবে বলতে গেলে, চীনে

কোন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ নেই—সংগ্রাম চলছে শুধু উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী ও দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে, অথবা একদল সেনাপতির সঙ্গে অন্য একদল সেনাপতির। তা ছাড়া, অনেকে হস্তক্ষেপ বলতে এমন একটা অবস্থা বোঝেন, যা চীনা ভূখণ্ডে বৈদেশিক সৈন্যসমূহের বলপূর্বক প্রবেশের দ্বারা চিহ্নিত এবং ঘটনা যদি সেরকম না হয়, তাহলে হস্তক্ষেপ নেই বলে তাঁরা ধরে নেন।

এটা প্রকাণ্ড ভুল, কমরেডস্। হস্তক্ষেপ কেবল বলপূর্বক সৈন্যবাহিনীর প্রবেশের মধ্যে কোনক্রমেই সীমাবদ্ধ নয়, এবং বলপূর্বক সৈন্যবাহিনীর প্রবেশ কোনক্রমেই হস্তক্ষেপের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। পুঁজিবাদী দেশসমূহে বৈপ্লবিক আন্দোলনের আজকের দিনের পরিস্থিতিতে যখন সোজাসুজি বলপূর্বক বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠতে পারে এবং বিরোধ শুরু হতে পারে, তখন হস্তক্ষেপ এখন আরও নমনীয় হয়েছে এবং আরও ছদ্মাবরণ নিয়েছে। এখনকার বর্তমান অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ পরাধীন দেশে হস্তক্ষেপ করতে চায় সেখানে গৃহযুদ্ধ সংগঠিত করে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহকে অর্থ সাহায্য দিয়ে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে চীনা দালালদের নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন জুগিয়ে। রাশিয়ায় বিপ্লবের বিরুদ্ধে ডেনিকিন ও কলচাকের, য়ুদেনিচ ও র‍্যাঙ্গেলের যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদীরা সম্পূর্ণরূপে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে চিত্রিত করার দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু আমরা সকলেই জানতাম—এবং শুধু আমরা নই, সমগ্র বিশ্বই জানত—যে এই সব প্রতিবিপ্লবী রুশ সেনাপতিদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল ব্রিটেন ও আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদীরা; তাদের সমর্থন না পেলে রাশিয়ায় প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিল। চীন সম্পর্কে এই কথা অবশ্যই বলতে হবে। চীনে বিপ্লবের বিরুদ্ধে উ পেই-ফু, সান চুয়ান-ফ্যাং, চ্যাং সো-লিন এবং চ্যাং সুং-চ্যাং-এর যুদ্ধ সম্ভবই হতো না, যদি না এইসব প্রতিবিপ্লবী সেনাপতি সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্ররোচিত হতো, এবং সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অর্থ, অস্ত্র, শিক্ষাদাতা, 'উপদেষ্টা' প্রভৃতি না জোগাত।

ক্যান্টন সৈন্যবাহিনীসমূহের শক্তি কিসে নিহিত? নিহিত এই ঘটনায় যে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে একটি আদর্শে, উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত; এই ঘটনায় যে তারা চীনের মুক্তি আনছে। চীনের প্রতিবিপ্লবী সেনাপতিদের শক্তি কিসে নিহিত? নিহিত এই ঘটনায় যে

তারা সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের এবং চীনের সমস্ত রেলপথ, বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, কল ও কারখানা, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত।

সুতরাং, সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের প্রতিবিপ্লবীদের যে সমর্থন জোগাচ্ছে, তা শুধু বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর বলপূর্বক প্রবেশের ব্যাপার নয়, অথবা এমনকি তা ততটাও নয়। অন্যদের হাত দিয়ে হস্তক্ষেপ—সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের মূল এখন এইখানে নিহিত।

অতএব, চীনে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ সন্দেহাতীত ব্যাপার এবং চীনা বিপ্লবের বর্শাফলক তার বিরুদ্ধেই।

অতএব, চীনে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের ব্যাপারটি যারাই উপেক্ষা করে, অথবা ছোট করে দেখে, তারাই চীনের প্রধান সর্বাধিক মৌলিক বিষয়টি উপেক্ষা করে এবং তা ছোট করে দেখে।

বলা হয়ে থাকে যে, ক্যাণ্টনবাহিনীর প্রতি এবং সাধারণভাবে চীনা বিপ্লবের প্রতি জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা কতকগুলি 'সদিচ্ছার' লক্ষণ দেখাচ্ছে। বলা হয় যে, এই ব্যাপারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের পেছনে পড়ে নেই। কমরেডস্‌, এটা আত্মপ্রবঞ্চনা। জাপানী সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতিসহ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির সারাংশ ও তার ছদ্মবেশের মধ্যেকার পার্থক্য অতি অবশ্যই বুঝতে হবে। লেনিন প্রায়ই বলতেন যে, গদা ও ঘুসির সাহায্যে বিপ্লবীদের ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া শক্ত, কিন্তু ভুলিয়ে তাদের প্রতারিত করা সময় সময় খুবই সহজ। কমরেডস্‌, লেনিনের এই সত্য কথাটি কখনো ভোলা উচিত নয়। সে যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এর মূল্য খুব ভালভাবেই বুঝেছে। সুতরাং, ক্যাণ্টনবাহিনীর ওপর যে মিষ্ট কথা ও প্রশংসা বর্ষিত হয়, তার এবং এই বিষয়টির মধ্যেকার তীব্র পার্থক্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, মিষ্ট ভাষণে সবচেয়ে বেশি উদার সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে 'তাদের' বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও রেলপথ সবচেয়ে বেশি শক্ত করে আঁকড়ে থাকে এবং কোন মূল্যেই তারা তা ছাড়তে রাজী হবে না।

৩। চীনের বিপ্লবী সেনাবাহিনী

উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আমার দ্বিতীয় মন্তব্য চীনের বিপ্লবী

সেনাবাহিনীর প্রশ্ন সম্পর্কে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে—সেনাবাহিনী-সংক্রান্ত প্রশ্নটি প্রবন্ধগুলিতে হয় উপেক্ষিত হয়েছে, অথবা তা ছোট করে দেখা হয়েছে। (**শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে কণ্ঠস্বর:** 'সম্পূর্ণ ঠিক!') এটি তাদের দ্বিতীয় ত্রুটি। ক্যাণ্টনবাহিনীর উত্তরাভিমুখী অগ্রগতিকে সাধারণতঃ চীনা বিপ্লবের সম্প্রসারণ বলে গণ্য করা হয় না, গণ্য করা হয় উ পেই-ফু ও সান্ চুয়ান-ফ্যাং-এর সংগ্রাম বলে, গণ্য করা হয় কর্তৃত্বলাভের জন্য কতকগুলি সেনাপতির অন্য কতকগুলি সেনাপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে। কমরেডস্, এটা একটা প্রকাণ্ড ভুল। চীনা শ্রমিক ও কৃষকদের মুক্তি-সংগ্রামে চীনের বিপ্লবী বাহিনীগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ফেন উ-সিয়াং-এর সেনা-বাহিনীসমূহের পরাজয়ের পর থেকে এ বছর মে-জুন পর্যন্ত চীনের পরিস্থিতি প্রতিক্রিয়ার শাসন বলে গণ্য হওয়া এবং পরে এই বছরের গ্রীষ্মকালে বিজয়ী ক্যাণ্টনবাহিনী উত্তরদিকে শুধু এগিয়ে গিয়ে হুপে অধিকার করায় বিপ্লবের অনুকূলে সমগ্র চিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটা কি আকস্মিক ব্যাপার? না, এটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। কেননা ক্যাণ্টনবাহিনীর অগ্রগতি হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং তার চীনা দালালদের বিরুদ্ধে আঘাত; এর অর্থ—সভা-সমিতিতে সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা, ধর্মঘট করার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সাধারণভাবে চীনের বৈপ্লবিক অংশগুলির এবং বিশেষভাবে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা। এই নিয়ে গঠিত চীনের বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং তার চরম গুরুত্ব।

পূর্ববর্তীকালে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণতঃ বিপ্লব শুরু হতো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরস্ত্র অথবা সামান্য অস্ত্রে সজ্জিত জনগণের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে; পুরানো শাসকশক্তির সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটত যে শাসকশক্তি ঐ সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিতে অথবা অন্ততঃ তার কতকাংশকে নিজেদের দিকে জয় করে আনতে চেষ্টা করত। অতীতে এই ছিল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্যমূলক রূপ। এখানে ১৯০৫ সালে রাশিয়াতেও তাই ঘটেছিল। চীনে ঘটনাস্রোত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। চীনে পুরানো সরকারের সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র জনগণের সম্মুখীন হয়নি—জনগণের বিপ্লবী সেনাবাহিনীর আকারে সশস্ত্র জনগণের সম্মুখীন হয়েছে। চীনে সশস্ত্র বিপ্লব যুদ্ধ করছে সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের সাথে। এই হল চীনা বিপ্লবের অন্যতম

সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং অন্যতম সুবিধা। এবং সেখানেই রয়েছে চীনের বিপ্লবী বাহিনীর বিশেষ গুরুত্ব।

এইজন্যই উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলির এটি অমার্জনীয় ত্রুটি যে তাতে বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে ছোট করে দেখা হয়েছে।

এ থেকে এই সিদ্ধান্তই আসে যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজের প্রতি অবশ্যই চীনের কমিউনিস্টদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

প্রথমতঃ, চীনের কমিউনিস্টদের সেনাবাহিনীর মধ্যে সর্বতোভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা অতি অবশ্য বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেনাবাহিনী যাতে চীনা বিপ্লবের উদ্দেশ্যসমূহের প্রকৃত ও অনুকরণীয় বাহন হয় তার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে হবে। এটা বিশেষ করে প্রয়োজন এই কারণে যে, কুওমিনতাঙ-এর সঙ্গে যাদের কোনরকম মিল নেই এরকম সব ধরনের সেনাপতিরা এখন একটা শক্তিরূপে ক্যান্টনবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে চীনা জনগণের শত্রুদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করছে এবং ক্যান্টনবাহিনীর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে তারা সেনাবাহিনীতে নীতিভ্রষ্টতা আনছে। এরূপ 'মিত্রদের' প্রভাব ব্যাহত করার অথবা তাদের প্রকৃত কুওমিনতাঙপন্থীতে পরিণত করার একমাত্র উপায় হল রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের ওপর বিপ্লবী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। তা যদি না করা হয়, তাহলে সেনাবাহিনী অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়তে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কমিউনিস্টরা সমেত চীনা বিপ্লবীরা অতি অবশ্য পুংখানুপুংখরূপে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করবে। একে তারা অতি অবশ্যই গৌণ ব্যাপার মনে করবে না, কারণ বর্তমানে চীনা বিপ্লবে এটি একটি মুখ্য বিষয়। চীনা বিপ্লবীরা, অতএব কমিউনিস্টরাও, অতি অবশ্য যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করবে যাতে তারা ধীরে ধীরে আগু সারিতে আসতে পারে এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রধান পদগুলি অধিকার করতে সমর্থ হয়। চীনের বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সঠিক পথে অগ্রগতির—লক্ষ্যের দিকে সরাসরি অগ্রগতির এই হল গ্যারান্টি। এটা যদি না করা হয়, তাহলে সেনাবাহিনীর মধ্যে দ্বিধা ও দোদুল্যমানতা আসা অবশ্যম্ভাবী হতে পারে।

৪। চীনে ভবিষ্যৎ সরকারের চরিত্র

আমার তৃতীয় মন্তব্য এই সম্পর্কে যে, চীনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সরকারের

চরিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলিতে কিছুই বলা হয়নি, অথবা যথেষ্ট বলা হয়নি। মিফ তাঁর প্রবন্ধগুলিতে এই প্রসঙ্গের কাছাকাছি এসেছেন, এটা তাঁর পক্ষে কৃতিত্বের বিষয়। কিন্তু কাছাকাছি আসার পর কোনও কারণে তিনি ভয় পেয়ে যান, এবং এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তিনি সাহস পাননি। মিফ মনে করেন, চীনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সরকার হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবী পেটি-বুর্জোয়া সরকার। তার অর্থটা কি? ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরাও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিই ছিল, এবং কিছুটা পরিমাণে বিপ্লবীও। তার অর্থ কি এই যে, চীনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সরকার হবে একটি সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি-মেনশেভিক সরকার? না তা নয়। কিন্তু কেন? কারণ সোশ্যালিষ্ট রেভলিউশনারি-মেনশেভিক সরকার প্রকৃতপ্রস্তাবে ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী সরকার, তদ্বিপরীতে চীনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সবকার একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সরকার হতে বাধ্য। এখানে পার্থক্যটা মূলগত।

এমনকি, ম্যাকডোনাল্ড সরকারও ছিল একটি 'শ্রমিক' সরকার, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী সরকার, কারণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারত এবং মিশর প্রভৃতির ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার ভিত্তির ওপরেই রচিত ছিল সে সরকার। ম্যাকডোনাল্ড সরকারের তুলনায় চীনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সরকারের সুবিধা হবে এই যে, তা হবে একটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সরকার।

বিষয়টি শুধু এই নয় যে ক্যান্টন সরকারের চরিত্র হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক —এটা সারা চীনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সরকারের ভ্রূণও; সর্বোপরি বিষয়টি হল, এই সরকার হবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, হতে বাধ্য, এর প্রত্যেকটি অগ্রগতি বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি আঘাত—এবং এই কারণে প্রত্যেকটি আঘাত বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের অনুকূল।

লেনিন ঠিকই বলেছেন যে, যেখানে পূর্ববর্তীকালে, বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে জাতীয় মুক্তি ছিল সামগ্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের অংশ, সেখানে এখন রাশিয়ায় সোভিয়েত বিপ্লব জয়ী হওয়াতে এবং বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের যুগ শুরু হওয়ায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের অংশে পরিণত হয়েছে।

এই সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যটি মিফ হিসেবে ধরেননি।

আমার মনে হয়, ১৯০৫ সালে আমাদের দেশে যে সরকারের কথা আমরা আলোচনা করতাম, চীনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সরকারের চরিত্র সাধারণভাবে সেইরকমই হবে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের গণতান্ত্রিক এক-নায়কত্বের অনুরূপ একটা কিছু। অবশ্য তাতে এই পার্থক্য থাকবে যে, সে সরকার প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সরকার হবে।

এ সরকার হবে চীনের অ-পুঁজিবাদী উন্নয়নের, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার।

চীনের বিপ্লবের গতি হবে এই দিকেই।

তিনটি অবস্থা বিপ্লব বিকশিত হবার এই ধারার অনুকূল:

প্রথমতঃ, চীনের বিপ্লব জাতীয় মুক্তিসাধনের বিপ্লব, সেজন্য তার বর্শাফলক থাকবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং তার চীনা দালালদের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়তঃ, চীনের বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়ারা দুর্বল, রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের সময়কার জাতীয় বুর্জোয়াদের চেয়েও তারা দুর্বল, যার ফলে এখানে চীনে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর ওপর কর্তৃত্ব ও কৃষকসমাজের ওপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ।

তৃতীয়তঃ, এমন অবস্থাতে চীনা বিপ্লবের বিকাশ ঘটবে, যাতে তার পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সফল বিপ্লব থেকে অভিজ্ঞতা ও সহায়তা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

এই পথে নিরংকুশ ও নিরস্ত্র বিপ্লব আসবে কিনা, তা নানা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু যে-কোনভাবেই হোক একটি বিষয় পরিষ্কার এবং সে বিষয়টি হল চীনা বিপ্লবের জন্য ঠিক এই ধারায় সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া চীনা কমিউনিস্টদের মূল করণীয় কাজ।

এ থেকে কুওমিনতাঙ ও চীনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সরকার সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্টদের মনোভাব গঠনের কর্তব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে, চীনা কমিউনিস্টদের কুওমিনতাঙ থেকে চলে আসা উচিত। কমরেডস্, তা করলে ভুল করা হবে। বর্তমান সময়ে চীনা কমিউনিস্টরা কুওমিনতাঙ থেকে চলে এলে দারুণ ভুল করবে। চীনা বিপ্লবের সমগ্র ধারা, চরিত্র ও প্রত্যাশাসমূহ চীনা কমিউনিস্টদের কুওমিনতাঙ-এ থাকার এবং তার মধ্যে তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কিন্তু চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কি ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সরকারে অংশগ্রহণ

করতে পারে? শুধু পারে না তা নয়, তা করা অবশ্য কর্তব্যও। চীনা বিপ্লবের ধারা, চরিত্র ও প্রত্যাশাসমূহ চীনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সরকারে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণের অনুকূলে জোরালো সাক্ষ্য।

বস্তুতঃ, এতেই চীনের শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম প্রকৃত গ্যারাণ্টি রয়েছে।

৫। চীনের কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্ন

আমার চতুর্থ মন্তব্য হল চীনের কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে। মিফ মনে করেন যে, সোভিয়েত গঠনের—চীনের গ্রামাঞ্চলে কৃষক-সোভিয়েত গঠনের স্লোগান এখনই তোলা দরকার। আমার মনে হয় এটা ভুল হবে। মিফ বড় বেশি এগিয়ে যাচ্ছেন। চীনের শিল্প-কেন্দ্রগুলিকে বাদ দিয়ে গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত গঠন করা যায় না। কিন্তু চীনের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে সোভিয়েত গঠন বর্তমান অবস্থার উপযোগী নয়। তা ছাড়া স্মরণ রাখতে হবে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যোগ না রেখে সোভিয়েতের কথা বিবেচনা করা যায় না। সোভিয়েত—বর্তমান ক্ষেত্রে কৃষক-সোভিয়েত—একমাত্র সংগঠিত করা চলতে পারত, যদি এটা চীনে কৃষক-আন্দোলন তুঙ্গে ওঠার সময়কাল হতো, যে আন্দোলন পুরাতন ব্যবস্থা চূর্ণ করে নতুন শক্তি সৃষ্টি করছে, এবং এতে এই গণনাও রয়েছে যে, চীনের শিল্পকেন্দ্রগুলি ইতিমধ্যেই বাঁধ ভেঙেছে এবং সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করার পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ কথা কি বলা চলে যে, চীনের কৃষকসমাজ এবং সাধারণভাবে চীনের বিপ্লব ইতিমধ্যেই এই পর্যায়ে প্রবেশ করেছে? না, তা বলা চলে না। কাজেই, এখন সোভিয়েতের কথা বলাটা বড় বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া হবে। সুতরাং, এখন যে প্রশ্ন তুলতে হবে তা সোভিয়েত গঠন সম্পর্কে নয়—কৃষক কমিটি গঠন সম্পর্কে। আমি এমন সব কমিটির কথা চিন্তা করছি, যা কৃষকদের দ্বারা নির্বাচিত হবে, যেসব কমিটি কৃষকসমাজের মূল দাবিগুলি সূত্রায়িত করতে পারবে এবং বৈপ্লবিক উপায়ে এইসব দাবি পূরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। এই কৃষক কমিটিগুলি অক্ষদণ্ডের মতো কাজ করবে, যাকে ঘিরে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের বিকাশ ঘটবে।

আমি জানি, এমন সব কুওমিনতাঙপন্থী, এমনকি চীনা কমিউনিস্ট আছেন, যাঁরা গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব শুরু করা সম্ভব মনে করেন না, কারণ তাঁদের ভয়—কৃষকসমাজকে বিপ্লবের মধ্যে টেনে আনলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে

যাবে। কমরেডস্, এটা দারুণ ভুল। চীনের কৃষকসম্প্রদায়কে যত সত্বর এবং যত ব্যাপকভাবে বিপ্লবের মধ্যে টেনে আনা যাবে, চীনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট তত বেশি সুদৃঢ় ও ক্ষমতাশালী হবে। এই প্রবন্ধগুলির লেখকেরা, বিশেষতঃ তাং পি-শান ও রেফ্‌স ঠিকই বলেছেন যে, চীনা বিপ্লবের বিজয়ের জন্য কৃষকদের কতকগুলি সর্বাধিক জরুরী দাবি অবিলম্বে পূর্ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমার মনে হয়, কুওমিনতাঙ-এর কোন কোন মহলের তৎপরতায় কৃষকসমাজ সম্পর্কে যে নিষ্ক্রিয়তা ও 'নিরপেক্ষতা' লক্ষিত হয়, তার অবসানের পূর্ণ কাল সমুপস্থিত। আমি মনে করি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, কুওমিনতাঙ তথা ক্যান্টন সরকারের এখনই কথা ছেড়ে কাজ শুরু করা উচিত এবং কৃষকদের অত্যাবশ্যক দাবিসমূহ অবিলম্বে পূর্ণ করার প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত।

এই সম্পর্কে পরিপ্রেক্ষিতসমূহ কি হবে এবং কতদূর যাওয়া সম্ভব ও প্রয়োজন, তা বিপ্লবের গতিধারার ওপর নির্ভর করে। আমি মনে করি, ব্যাপারটির পরিশেষে জমির রাষ্ট্রীয়করণ পর্যন্ত যাওয়া উচিত। মোটের ওপর, জমির রাষ্ট্রীয়করণের মতো শ্লোগান আমরা বাদ দিতে পারি না।

চীনের বিরাট ব্যাপক কৃষকজনতাকে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চীনা বিপ্লবীরা অতি অবশ্যই কি পন্থা ও উপায় গ্রহণ করবেন?

আমার মনে হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনটি উপায়ের কথা বলা যেতে পারে।

প্রথম উপায় হল, কৃষক কমিটিসমূহ গঠন এবং সেগুলিতে কমিউনিস্টদের প্রবেশ, যাতে তারা কৃষকসমাজকে প্রভাবিত করতে পারে। (**শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে কণ্ঠস্বর:** 'কৃষক সংঘগুলি সম্বন্ধে কি বলেন?') আমি মনে করি, কৃষক সংঘগুলি কৃষক কমিটিসমূহের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হবে, অথবা সংঘগুলি কৃষক কমিটিসমূহে রূপান্তরিত হবে, কৃষকদের দাবি পূরণের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্ষমতা থাকবে। এই উপায় সম্বন্ধে আমি পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এই পথই যথেষ্ট নয়। এ কথা মনে করা হাস্যকর হবে যে, এই কাজের জন্য চীনে যথেষ্ট সংখ্যক বিপ্লবী আছেন। চীনের জনসংখ্যা মোটামুটি ৪০ কোটি। তাদের মধ্যে প্রায় ৩৫ কোটি হল চীনা, এবং তার নয়-দশমাংশ কৃষক। যদি কেউ মনে করেন যে, এই কৃষক-জনসমুদ্রের পক্ষে কয়েক লক্ষ চীনা বিপ্লবীই যথেষ্ট, তাহলে তিনি ভুল করবেন। সুতরাং অতিরিক্ত ব্যবস্থাও আবশ্যক।

দ্বিতীয় উপায় হল, জনগণের নতুন বিপ্লবী সরকারীযন্ত্রের মাধ্যমে কৃষক-সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করা। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সদ্যমুক্ত প্রদেশগুলিতে ক্যান্টন ধাঁচের সরকার গঠিত হবে। এতেও সন্দেহ নেই যে, এইসব জায়গায় কর্তৃপক্ষ ও শাসনযন্ত্র যদি সত্যসত্যই বিপ্লবকে এগিয়ে নিতে চায়, তাহলে কৃষকদের সবচেয়ে জরুরী দাবিগুলি তাদের মেটাতেই হবে। তখন নতুন সরকারীযন্ত্রে অনুপ্রবেশ করা কমিউনিস্টদের ও সাধারণভাবে চীনা বিপ্লবীদের কর্তব্য, যাতে এই যন্ত্রকে তারা ব্যাপক কৃষকজনতার আরও কাছে নিয়ে যেতে পারে এবং এর সাহায্যে ব্যাপক কৃষকজনতাকে তাদের জরুরী দাবিসমূহ পূরণে সাহায্য করতে পারে—তা, অবস্থা অনুযায়ী জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করেই হোক, অথবা কর এবং খাজনা কমিয়েই হোক।

তৃতীয় উপায় হল, বিপ্লবী সেনাবাহিনীর মাধ্যমে কৃষকসমাজকে প্রভাবিত করা। চীনা বিপ্লবে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর বিরাট গুরুত্বের কথা আমি ইতিপূর্বে বলেছি। চীনের বিপ্লবী সেনাবাহিনী এমন একটি শক্তি যা সর্বপ্রথম নতুন নতুন প্রদেশে প্রবেশ করে এবং সর্বপ্রথম ঘনবসতিপূর্ণ কৃষক এলাকাসমূহ অতিক্রম করে, এবং সর্বোপরি এর দ্বারাই নতুন সরকার ভাল কি মন্দ সে সম্পর্কে কৃষকেরা তাদের বিচার-বিবেচনা স্থির করে। নতুন সরকার, কুওমিনতাঙ ও সাধারণভাবে চীনা বিপ্লবের প্রতি কৃষকসমাজের মনোভাব কিরূপ হবে, তা প্রধানতঃ নির্ভর করে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর আচরণের ওপর, কৃষকসমাজ ও জমিদার সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের মনোভাবের ওপর এবং কৃষকদের সাহায্য করার জন্য তাদের আগ্রহের ওপর। এ কথা যদি স্মরণে রাখা যায় যে, বেশ কিছুসংখ্যক সন্দেহভাজন লোক চীনের বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে এবং তারা সেনাবাহিনীর রূপ খারাপের দিকে পরিবর্তন করতে পারে, তাহলেই বোঝা যাবে, সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক রূপ, বলা চলে, তার কৃষকনীতি কৃষকসমাজের কাছে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্যই সেনাবাহিনীতে অবস্থিত কৃষক-বিরোধীদের প্রতিরোধ করার জন্য, সেনাবাহিনীর বিপ্লবী নীতি ও মনোভাব অটুট রাখার জন্য এবং এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে সেনাবাহিনী কৃষকদের সাহায্য করে ও তাদের বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করে, চীনা কমিউনিস্টরা ও সাধারণভাবে চীনা বিপ্লবীরা অতি অবশ্যই সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

আমরা শুনেছি যে, চীনে বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে দুহাত বাড়িয়ে

অভ্যর্থনা জানানো হয়; কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, তখন কিছুটা ভুল ভাঙতে থাকে। এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহযুদ্ধের সময়কালে একই জিনিস ঘটেছিল। এর ব্যাখ্যা এই যে, সেনাবাহিনী যখন নতুন নতুন প্রদেশ মুক্ত করে এবং সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, তখন যে-কোনভাবেই হোক স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে নিয়েই তাদের খেতে হয়। আমরা, সোভিয়েত বিপ্লবীরা, সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে জমিদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদের সাহায্য করার প্রচেষ্টা চালিয়ে এইসব অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সাধারণতঃ সফল হয়েছিলাম। সেনাবাহিনীর মাধ্যমে নির্ভুল কৃষকনীতি অনুসরণ করে কিভাবে এই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে ওঠা যায়, তা চীনা বিপ্লবীদের অতি অবশ্যই শিখতে হবে।

৬। শ্রমিকশ্রেণী এবং চীনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব

আমার পঞ্চম মন্তব্য হল, চীনা শ্রমিকশ্রেণীর প্রশ্ন সম্পর্কে। আমার মনে হয়, প্রবন্ধগুলিতে চীনের শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ও গুরুত্বের ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়নি। রেফ্‌স প্রশ্ন করেছেন, চীনের কমিউনিস্টরা স্পষ্টভাবে কাদের অভিমুখী হবে—বামপন্থীদের, না মধ্যপন্থী কুওমিনতাঙ-এর? এটি একটি অদ্ভুত প্রশ্ন। আমার মনে হয়, চীনের কমিউনিস্টরা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ স্পষ্টভাবে শ্রমিকশ্রেণীর অভিমুখী হবে এবং চীনের মুক্তি-আন্দোলনের নেতাদের বিপ্লব-অভিমুখী করবে। এই হল প্রশ্নটি উত্থাপনের একমাত্র নির্ভুল উপায়। আমি জানি চীনা কমিউনিস্টদের মধ্যে এমন সব কমরেড আছেন যাঁরা শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থা ও আইনগত অধিকারের উন্নতির জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘট অনুমোদন করেন না এবং শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। (**কণ্ঠস্বরঃ** 'ক্যাণ্টন ও সাংহাইতে তা ঘটেছিল।') কমরেডস্, এটা খুবই ভুল। এটা হল চীনা শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ও গুরুত্ব ভয়ংকরভাবে কম করে দেখা। এই বিষয়টিকে চরম আপত্তিকর বলে প্রবন্ধগুলিতে উল্লেখ করা উচিত ছিল। এমনকি ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে বাস্তব অবস্থার ও আইনগত অধিকারের উন্নতিসাধনে শ্রমিককের সাহায্য করার বর্তমান অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ যদি চীনা কমিউনিস্টরা নিতে না পারেন, তাহলে দারুণ ভুল হবে। তা যদি না হয়, তবে চীনের বিপ্লব কি উদ্দেশ্য সাধন করবে? ধর্মঘটের সময় শ্রমিকশ্রেণীর সন্তানরা যদি সাম্রাজ্যবাদের দালালদের দ্বারা বেত্রাহত ও নিগৃহীত হয়,

তাহলে শ্রমিকশ্রেণী নেতৃশক্তি হতে পারে না। চীনের শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা ও মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি করতে হলে এবং বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনা করায় তাদের সক্ষম করতে হলে যে-কোনও উপায়ে এই মধ্যযুগীয় দৌরাত্মসমূহ অতি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এ না হলে চীনে বিপ্লবের কল্পনাই করা যায় না। চীনের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার বেশ ভালরকম উন্নতির উদ্দেশ্যে তাদের অর্থনৈতিক ও আইনগত দাবিগুলি প্রবন্ধসমূহে যথাযথভাবে সন্নিবদ্ধ করতে হবে। (মিফ ঃ 'প্রবন্ধগুলিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।') হাঁ, প্রবন্ধগুলিতে তার উল্লেখ আছে বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই দাবিগুলি যথেষ্ট প্রাধান্য পায়নি।

৭। চীনে যুবশক্তি-সংক্রান্ত প্রশ্ন

আমার ষষ্ঠ মন্তব্য হল, চীনের যুবশক্তি-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে। আশ্চর্যের বিষয়, প্রবন্ধগুলিতে এই প্রশ্নটি বিবেচিত হয়নি। অথচ এখন চীনে এটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তাং পিং-শানের রিপোর্টগুলিতে এই প্রশ্নের উল্লেখ আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। বর্তমানে যুবশক্তি-সংক্রান্ত প্রশ্ন চীনে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ। যুবক ছাত্র (বিপ্লবী ছাত্রসমূহ), যুবক শ্রমিক ও যুবক কৃষকদের যদি কুওমিনতাঙ-এর মতাদর্শগত প্রভাবে ও রাজনৈতিক প্রভাবে আনা যায়, তাহলে তা বিপ্লবকে প্রচণ্ড পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তিতে পরিণত হতে পারে।* স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, চীনের যুবকদের মতো এমন গভীরভাবে ও তীব্রভাবে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার আর কেউ সহ্য করে না, এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাও এমন তীব্রভাবে ও মর্মান্তিকভাবে আর কেউ অনুভব করে না। এই অবস্থাটি চীনা কমিউনিস্টদের ও চীনা বিপ্লবীদের পূর্ণমাত্রায় বিবেচনার বিষয়ীভূত করা প্রয়োজন, এবং যুবকদের মধ্যে তাদের তৎপরতা চূড়ান্তভাবে তীব্র করা উচিত। চীনের প্রশ্ন-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলিতে যুবশক্তির স্থান হওয়া আবশ্যক।

* **টীকা।** তখনকার অবস্থাতে এই নীতি সঠিক ছিল, কারণ তখন কুওমিনতাঙ কমিউনিস্টদের ও কমবেশি বামপন্থী কুওমিনতাঙপন্থী, যারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী নীতি অনুসরণ করত, তাদের একটি ব্লকের প্রতিনিধিত্ব করত। চীনা বিপ্লবের স্বার্থের সঙ্গে তা আর সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় পরবর্তীকালে এই নীতি পরিত্যক্ত হয় ; কারণ কুওমিনতাঙ বিপ্লব বর্জন করে এবং পরে বিপ্লব-বিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় ; আর কমিউনিস্টরা কুওমিনতাঙ থেকে সরে যায় এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

৮। কতকগুলি সিদ্ধান্ত

চীনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম সম্পর্কে এবং কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আমি কতকগুলি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করতে চাই।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এখন অসম চুক্তিসমূহের অবসানের দাবিতে নিজেকে আর আবদ্ধ রাখতে পারে না। এ দাবি তো এমনকি চ্যাং সুয়ে-লিয়াং-এর মতো প্রতিবিপ্লবীও এখন তুলেছে। স্পষ্টতঃ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে এখন অতি অবশ্যই আরও এগিয়ে যেতে হবে।

তা ছাড়া, পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটা প্রয়োজন এবং এরজন্য কাজ করাও দরকার।

আরও, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কল ও কারখানাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার পরিপ্রেক্ষিতও মনে রাখা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে সেইসব কর্মপ্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রশ্ন ওঠে যেগুলি মালিকরা চীনা জনগণের প্রতি বিশেষ শত্রুতা ও বিশেষ আক্রমণাত্মক ভাব প্রকাশ করে। চীনে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের সঙ্গে কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্ন যুক্ত করে তাকে প্রাধান্য দেওয়াও আবশ্যক। আমার মনে হয়, কৃষকদের কল্যাণের জন্য জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা এবং জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্যই শেষ পর্যন্ত কাজ করতে হবে।

অবশিষ্টটা স্বতঃসিদ্ধ।

কমরেডস্, যেসব মন্তব্য আমি করতে চেয়েছিলাম সেগুলি হল এই।

'কমিউনিস্টিচেস্কি ইন্টারন্যাশনাল' ম্যাগাজিন
সংখ্যা ১৩ (৭১),
১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৬

টীকা

১। এখানে ১৯২৩ সালের শরৎকালে জার্মানিতে গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তখন সারা দেশে শক্তিশালী বৈপ্লবিক আন্দোলন চলে এবং শ্রমিকেরা দলবদ্ধভাবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে আসতে শুরু করে। স্যাক্সনিতে এবং থুরিঙ্গিয়ায় শ্রমিকদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অবিলম্বে শ্রমিকশ্রেণীর সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা এবং কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখল একেবারে আসন্ন হয়ে ওঠে। হামবুর্গে শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। জার্মানিতে বৈপ্লবিক আন্দোলন পরাজিত হয়, তারপর দেশে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

২। এখানে মরক্কো ও সিরিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের (১৯২৫-২৬) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব যুদ্ধে ফ্রান্সের একশ কোটির বেশি ফ্রাঁ ব্যয় হয়েছিল।

৩। এখানে বলশেভিক পার্টির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ('বামপন্থী কমিউনিস্টদের' সম্পর্কে 'সো. ইউ ক. পা-(ব) র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ,' মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ৩৩৩-৩৩৮ এবং ভি. আই, লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪৬-৫৩, ৫৭-৬২, ৬৫-১০১, ২৯১-৩১৯ দেখুন।)

৪। ১৯০৮ সালের সারা-রুশ পার্টি সম্মেলন—রু. সো. ডি. লে. পার্টির পঞ্চম সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় প্যারিসে ১৯০৯ সালের ৩-৯ তারিখগুলিতে (পুরানো পঞ্জিকানুযায়ী ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরের ২১-২৭ তারিখগুলিতে)। এই সম্মেলনে লেনিন এবং বলশেভিকরা দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করেন: মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদীদের বিরুদ্ধে এবং 'বামপন্থী বিলুপ্তিবাদী' অটজোভিস্টদের বিরুদ্ধে। লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে এই সম্মেলনে মেনশেভিক এবং অটজোভিস্টদের বিলুপ্তিবাদের জোরালো নিন্দা করা হয় এবং প্রতিক্রিয়ার সময়কালে বলশেভিকদের রণকৌশলগত কর্মপন্থা নির্ধারিত হয় ('সো. ইউ. ক. পা (ব) র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ১৯৫-২০৫ এবং 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ', মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ২১০-২১২ দেখুন)।

৫। এই 'ভূমিকা' হল 'লেনিনবাদের প্রশ্নসমূহ সংক্রান্ত' গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশ। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত সংকলনগ্রন্থ 'লেনিনবাদের প্রশ্নসমূহের' মুখবন্ধের পরিবর্তে ১৯২৬ সালের জানুয়ারিতে জে. ভি. স্তালিন এটা লিখেছিলেন।

৬। জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭১-১৯৬ দেখুন।

৭। ঐ, পৃঃ ৩৭৪-৪২০ দেখুন।

৮। ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯০-১৩৪ দেখুন।

৯। ঐ, পৃঃ ১৫৮-২১৪ দেখুন।

১০। ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৩ দেখুন।

১১। ভি. আই লেনিনের **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৩-২৯০ দেখুন।

১২। ঐ, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৩-৪৬২ দেখুন।

১৩। ঐ, ২৮শ খণ্ড, পৃঃ ২০৭-৩০২ দেখুন।

১৪। ঐ, ৩১শ খণ্ড, পৃঃ ১-৯৭ দেখুন।

১৫। জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১২৬ দেখুন।

১৬। ঐ, পৃঃ ১০৭ দেখুন।

১৭। ঐ, পৃঃ ১৮৫-১৮৬ দেখুন।

১৮। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম অভিভাষণ' (**নির্বাচিত রচনাবলী**, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৯৮-১০৮ দেখুন।)

১৯। জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯-৮০ দেখুন।

২০। ঐ, পৃঃ ১৮৫-৮৬ দেখুন।

২১। ১৯২০ সালের ১৯শে জুলাই থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। জে. ভি. স্তালিন এখানে 'কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা' সম্পর্কে লেনিনের বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করছেন।

২২। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ১৬ দেখুন।

২৩। ৎসেকত্রান—অর্থাৎ রেলওয়ে এবং জলপথে পরিবহনের শ্রমিকদের যুক্ত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত হয়। ১৯২০ সালে এবং ১৯২১ সালের প্রথমে ৎসেকত্রানের নেতৃত্ব ছিল ট্রট্স্কিপন্থীদের

হাতে; তারা ট্রেড ইউনিয়নের কাজ চালানোর জন্য নিছক বাধ্য করার ও হুকুম দেওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করত। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে রেলপথের ও জলপথের পরিবহনের শ্রমিকদের প্রথম সারা-রুশ যুক্ত কংগ্রেস ৎসেকত্রানের নেতৃত্ব থেকে ট্রট্স্কিপন্থীদের বহিষ্কার করে, নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করে এবং ট্রেড ইউনিয়নের কাজ সম্পর্কে নতুন পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

২৪। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ১-২২ দেখুন।

২৫। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে 'শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা' সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি কংগ্রেসের একটি প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয় (প্রস্তাবটির জন্য ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৩য় রুশ সংস্করণ, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৫৬০-৬৬ দেখুন)।

২৬। জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০৯ দেখুন।

২৭। জে. ভি. স্তালিনের 'লেনিন ও লেনিনবাদ', ১৯২৪, নামক পুস্তিকার পৃঃ ৬০ দেখুন।

২৮। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪২৭-৩৫ দেখুন।

২৯। চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনে গৃহীত 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনাম অনুসারে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এবং রু. ক. পা (ব)-র কর্মসূচী' সংক্রান্ত প্রস্তাবের জন্য 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৪৩-৫২ দেখুন।

৩০। জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড পৃঃ ১১১, ১২০-২১ দেখুন।

৩১। ঐ, পৃঃ ১১১, ১১৭-১৮ দেখুন।

৩২। ঐ, পৃঃ ১২০ দেখুন।

৩৩। ঐ পৃঃ ২৬৭-৪০৩ দেখুন।

৩৪। এখানে ১৯২৫ সালের ২৩-৩০শে এপ্রিলে রু. ক. পা. (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্লেনামে রু. ক. পা (ব)-র চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত হয়, যার মধ্যে ছিল 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনাম অনুসারে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এবং রু. ক. পা (ব)-র কর্মসূচী' সংক্রান্ত প্রস্তাব;

এই প্রস্তাবে ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নে পার্টির অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছিল ('সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৪৩-৫২ দেখুন)।

৩৫। 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৪৯ ও ৪৬ দেখুন।

৩৬। এখানে ১৯২৫-এর ২৭-২৯শে এপ্রিলে রু. ক. পা (ব)-র চতুর্দশ সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৭। রু. ক. পা (ব)-র মস্কো কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত লেনিনগ্রাদ গুবেনিয়া পার্টির ২২তম সম্মেলনের চিঠির উত্তর। এই চিঠি হল জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের অনুগামীদের উপদলীয় আক্রমণ। ২৯১ নং **প্রাভদাতে,** ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়।

৩৮। 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৭৭ দেখুন।

৩৯। জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩৭-৩৮, ১৪০, ১৪১ দেখুন।

৪০। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪২৮ দেখুন।

৪১। 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৭৮ দেখুন।

৪২। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮-৪৩ দেখুন।

৪৩। 'যুগের দর্শন' ছিল জিনোভিয়েভ লিখিত একটি পার্টি-বিরোধী প্রবন্ধের শিরোনাম। এই প্রবন্ধের সমালোচনার জন্য জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫-৮৮ দেখুন।

৪৪। 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৭৫, ৭৭ দেখুন।

৪৫। এখানে 'শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের প্রশ্ন সম্পর্কে' জে. ভি. স্তালিনের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; ১৯২৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে রু. ক. পা (ব)-র মস্কো সংগঠনের ত্রয়োদশ গুবের্নিয়া সম্মেলনে গ্রামাঞ্চলে কাজ

সম্বন্ধে আলোচনার সময় স্তালিন এই বক্তৃতা করেছিলেন (জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৫-৩৩ দেখুন)।

৪৬। 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৭০-৮২ দেখুন।

৪৭। ১৯২৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩নং **বলশেভিক** পত্রিকায় জে. ভি. স্তালিনের 'লেনিনবাদের প্রশ্ন সম্পর্কে' শীর্ষক রচনাটি ছিল।

বলশেভিক—সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র, তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক পত্রিকা। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে এর প্রকাশ আরম্ভ হয়। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাস থেকে **কমিউনিস্ট** নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

৪৮। ১৯২৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের ষষ্ঠ বর্ধিত প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে এই বিষয়গুলির আলোচনা হয়—কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের এবং ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির কাজ সংক্রান্ত রিপোর্ট, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্টদের আশু কর্মসূচী এবং দ্বিতীয় সাংগঠনিক সম্মেলনের ফল সংক্রান্ত রিপোর্ট ও প্লেনামে যে বারটি কমিশন কাজ করছিল তাদের রিপোর্ট। যুক্ত-ফ্রন্ট রণকৌশলের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিপ্লবী ঐক্যের জন্য এই প্লেনামে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। জে. ভি. স্তালিন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, প্লেনামের রাজনৈতিক কমিশন, প্রাচ্য কমিশন ও ফরাসী কমিশনের সদস্য এবং জার্মান কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

৪৯। এখানে ১৯২৩ সালের শরৎকালে জার্মানিতে প্রচণ্ড বৈপ্লবিক সংকটের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

৫০। **বুলেটিন কমিউনিস্ট**—পাক্ষিক সংবাদপত্র, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী শাখার মুখপত্র, প্যারিস থেকে প্রকাশিত হতো। ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়; পনেরটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। শেষ সংখ্যায় ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী শাখার পার্টি-বিরোধী ঘোষণা প্রকাশিত হয়।

৫১। ১৯২৬ সালের ৬-৯ই এপ্রিলে সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। ৯ই এপ্রিল সকালের অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিন 'অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও আর্থিক নীতি' সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ

দেন, এবং সন্ধ্যাবেলায় সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম এবং পলিটব্যুরোর কর্ম পরিকল্পনা সংক্রান্ত ১৯২৬ সালের রিপোর্ট পেশ করেন। (প্লেনামের সিদ্ধান্তগুলির জন্য 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ১৩৮-৪৭ দেখুন।)

৫২। এখানে '১৯২৬-২৭ সালের অভিযানের শস্য-সংগ্রহ যন্ত্রের গঠন' সম্পর্কিত প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে। ১৯২৬ সালের ৯ই এপ্রিল সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫৩। জে. ভি. স্তালিনের 'মার্কসবাদ এবং জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন' নামক-সংগ্রহ-গ্রন্থে (মস্কো ১৯৩৪) ১৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় এই চিঠি আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

৫৪। ১৯২৬ সালের ৩-১২ই মে ব্রিটেনে সাধারণ ধর্মঘট হয়। সমস্ত প্রধান প্রধান শিল্পের এবং পরিবহনের ৫০ লক্ষের বেশি সংগঠিত শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগ দেন।

৫৫। এখানে ১৯২৬ সালের ১২-১৩ই মে পিলসুদস্কির সশস্ত্র ক্যু-র কথা বলা হয়েছে। এই ক্যু-র দ্বারা তিনি ও তাঁর চক্রীদল পোল্যাণ্ডে একনায়কত্বের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধীরে ধীরে দেশে ফ্যাসিষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

৫৬। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'ব্রিটেন সম্পর্কে' গ্রন্থের (মস্কো ১৯৫৩), পৃঃ ৪৯২ দেখুন।

৫৭। ব্রিটেনে সাধারণ ধর্মঘটের সংবাদ পেয়ে ১৯২৬ সালের ৫ই মে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভাপতিমণ্ডলীর সভায় (তাতে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন) এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, ব্রিটেনে ধর্মঘটরত শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের একদিনের আয়ের এক-চতুর্থাংশ দিতে আহ্বান জানানো হবে, এবং সেইদিনই ব্রিটিশ টি. ইউ. সি জেনারেল কাউন্সিলের কাছে আড়াই লক্ষ রুবল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ৭ই মে এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকদের সংগৃহীত আরও ২০ লক্ষ রুবল জেনারেল কাউন্সিলের কাছে পাঠায়। ৯ই মে জেনারেল কাউন্সিল এ.ইউ.সি.সি.টি.ইউকে জানায় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে তারা অর্থ সাহায্য বা অন্য কোনরকম সাহায্য নিতে অপারগ।

৫৮। এখানে ১৯২৬ সালের ১৫ই মার্চ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের ষষ্ঠ বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত 'আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের আশু সমস্যাসমূহ' সংক্রান্ত তত্ত্বমূলক প্রবন্ধগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ('কমিনটার্নের ষষ্ঠ বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের তত্ত্বমূলক প্রবন্ধসমূহ ও প্রস্তাবসমূহ', গিজ, ১৯২৬, পৃঃ ৪-৩৯ দেখুন)।

৫৯। সেজ্‌মের গোষ্ঠীসমূহ হল পোলিশ বুর্জোয়া পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদের গোষ্ঠীগুলি। ১৯২৬ সালে সেজ্‌মের ডেপুটিরা বিভিন্ন শ্রেণীর এবং পোলিশ সমাজের মধ্যবর্তী অংশগুলির স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে ত্রিশটিরও বেশি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল।

৬০। এখানে আর্নস্ট থেলম্যানের প্রবন্ধ, 'পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির রণ-কৌশল' সংক্রান্ত প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৬ সালের ৩০শে মে ১২৩ নং **প্রাভদায়** প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

৬১। ১৯২৫ সালের ৬-৮ই এপ্রিলে এক ইঙ্গ-সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর উদ্যোগে ইঙ্গ-রুশ ঐক্য কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিতে ছিলেন এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর এবং টি. ইউ. সি জেনারেল কাউন্সিলের চেয়ারম্যানরা ও সম্পাদকরা এবং এইসব সংগঠনের প্রত্যেটির আরও তিনজন করে সদস্য। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিশ্বাস-ঘাতক নীতির জন্য ১৯২৭ সালের শরৎকালে এই কমিটি ভেঙে যায়।

৬২। ১৯২৬ সালের ১৪-২৩শে জুলাই সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত প্লেনাম হয়। এই প্লেনামে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল—ব্রিটিশ সাধারণ ধর্মঘট এবং পোল্যাণ্ড ও চীনের ঘটনাগুলির ব্যাপারে পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে ব্যুরোর একখানি চিঠি, সোভিয়েতসমূহে নির্বাচনের ফলাফলের ওপর রিপোর্ট, লাশেভিচ এবং অন্যান্যদের ব্যাপার, পার্টির ঐক্য, গৃহনির্মাণ এবং শস্য-সংগ্রহের অভিযান সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি। এই প্লেনামে ব্রিটেন, পোল্যাণ্ড ও চীনের ঘটনাবলীর ব্যাপারে পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে ব্যুরোর চিঠি, লাশেভিচ এবং অন্যান্যদের ব্যাপারে সি. পি. এস. ইউ (বি)-র সভাপতিমণ্ডলীর রিপোর্ট, পার্টির ঐক্য এবং অন্যান্য প্রশ্ন সম্পর্কে জে. ভি. স্তালিন বক্তৃতা করেছিলেন। এই প্লেনামে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর কার্যাবলী এবং আন্তর্জাতিক প্রশ্ন সম্পর্কে ই. সি. সি. আইতে সি. পি. এস.

ইউ (বি)-র প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাজ অনুমোদিত হয় এবং রাষ্ট্রের ও অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে, পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবন ও শ্রমিকদের অবস্থার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্লেনামে জিনোভিয়েভ কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো থেকে বহিষ্কৃত হন। (প্লেনামের প্রস্তাবগুলির জন্য 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ১৪৮-১৬৯ দেখুন।)

৬৩। এখানে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আমস্টারডামে এক আন্ত-র্জাতিক কংগ্রেসে গঠিত আমস্টারডাম ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের কথা বলা হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন-সমূহ এবং আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আমস্টারডাম আন্তর্জাতিক সংস্কারবাদী নীতি অনুসরণ করে এবং আন্তর্জাতিক লেবার অফিসে প্রকাশ্যে বুর্জোয়াদের সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করে, শ্রমিক-আন্দোলনে যুক্তফ্রন্টের বিরোধিতা করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন করে, যার ফলে শ্রমিক-আন্দোলনে তার প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমস্টারডাম আন্তর্জাতিকের কাজ কার্যতঃ বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বিশ্ব ফেডারেশন গঠনের ঘটনায় সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়।

৬৪। স্যাসেনবাক্ এবং আউদেগীষ্ট সংস্কারবাদী আমস্টারডাম ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের সেক্রেটারী এবং তার দক্ষিণপন্থী শাখার নেতা ছিলেন।

৬৫। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১২৩ দেখুন।

৬৬। ঐ, পৃঃ ২১৬ দেখুন।

৬৭। 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষ'—শ্লায়াপনিকভ, মেদভেদইয়েভ এবং অন্য কয়েকজনের নেতৃত্বাধীন রু. ক. পা (ব)-র মধ্যে পার্টি-বিরোধী একটি নৈরাজ্যবাদী-শ্রমিকতন্ত্রবাদী গোষ্ঠী। ১৯২০ সালের শেষার্ধে এই গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল এবং তারা পার্টির লেনিনবাদী কর্মপন্থার বিরোধিতা করে। রু. ক. পা (ব)-র দশম কংগ্রেসে 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষের' নিন্দা করা হয় এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নৈরাজ্যবাদী-শ্রমিকতন্ত্রবাদী বিচ্যুতির ভাবসমূহ প্রচার

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। পরাজিত 'শ্রমিকদের বিরোধীপক্ষের' যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা পরবর্তীকালে ট্রট্স্কিপন্থী প্রতি-বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

৬৮। **সৎসিয়ালিস্তিচেস্কি ভেস্তনিক** (সমাজতান্ত্রিক বার্তাবহ)—একখানি পত্রিকা, দেশত্যাগী মেনশেভিক শ্বেতরক্ষীদের মুখপত্র, ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্তভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৩ সালের মার্চ পর্যন্ত বার্লিনে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং ঐ বছরের মে মাস থেকে ১৯৪০ সালের জুন পর্যন্ত প্যারিতে প্রকাশিত হয়। এখন প্রকাশিত হয় আমেরিকায়, এবং এটি হল চরম প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী মহলের মুখপত্র।

৬৯। ১৯২৬ সালের ৭ই জুলাই বার্লিনে গ্রেট ব্রিটেনের খনি শ্রমিক ফেডারেশন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের খনি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মালিক কর্তৃক বন্ধ-করা ব্রিটিশ খনিগুলির শ্রমিকদের সাহায্যদানের অভিযান চালিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। 'দুনিয়ার শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে' এই মর্মে একটি ঘোষণার প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়, এই ঘোষণায় ব্রিটিশ খনি শ্রমিকদের প্রতি সোৎসাহে সমর্থন জানাবার আবেদন জানানো হয় এবং শীঘ্রই ইঙ্গ-রুশ ঐক্য কমিটির বৈঠক আহ্বানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। পারস্পরিক সংযোগ রক্ষার জন্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের খনি শ্রমিক ও আন্তর্জাতিক খনি শ্রমিক ফেডারেশনের ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী কর্মতৎপরতা অর্জনের জন্য একটি ইঙ্গ-সোভিয়েত খনি শ্রমিক কমিটি গঠনের উপযোগিতা সম্বন্ধে এই সম্মেলন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৭০। ১৯২৬ সালের ৭ই জুন এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যে' আবেদনমূলক একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়; এই ঘোষণাটি ছিল ব্রিটিশ সাধারণ ধর্মঘটের প্রতি লেবার পার্টির সংস্কারবাদী নেতাদের এবং টি. ইউ. সি. জেনারেল কাউন্সিলের বিশ্বাস-ঘাতকতা সম্পর্কে। ১৯২৬ সালের ৮ই জুন ১৩০ নং প্রাভদায় এই ঘোষণাটি প্রকাশিত হয়।

৭১। 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে (কালো শুক্রবার)'-র বীরের দল—ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দ, টমাস (রেল শ্রমিকদের), হজেস (খনি শ্রমিকদের), উইলিয়ামস (পরিবহন শ্রমিকদের) ধর্মঘটী খনি শ্রমিকদের সমর্থনে রেল শ্রমিক ও পরিবহন শ্রমিকদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট বাতিল করে দেয়। ১৯২১ সালের

১৩ই এপ্রিল এই ধর্মঘট হওয়ার কথা ছিল। এইজন্য, ঐ দিনটিকে ব্রিটিশ শ্রমিকরা 'কালো শুক্রবার' নাম দিয়েছে।

৭২। **ডেইলি ওয়ার্কার**—আমেরিকার শ্রমিক (কমিউনিস্ট) পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র; ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯২৭-এর জানুয়ারি পর্যন্ত শিকাগোয় প্রকাশিত হয়েছিল, তার পর থেকে নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়। প্রথমে নাম ছিল **দি ওয়ার্কার** এবং ১৯২৪-এর জানুয়ারি থেকে নাম হয় **ডেইলি ওয়ার্কার**।

৭৩। **দি নিউ লীডার**—সাপ্তাহিক পত্রিকা, আমেরিকার তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট পার্টির মুখপত্র, ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭৪। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৩য় রুশ সংস্করণ, ৩০শ খণ্ড, পৃঃ ৪২৮ দেখুন।

৭৫। সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর অনুরোধে, 'সি. পি. এস. ইউ (বি)তে বিরোধী ব্লক' নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি জে. ভি. স্তালিন ১৯২৬ সালের ২১শে অক্টোবর থেকে ২৫শে অক্টোবরের মধ্যে লিখেছিলেন। ঐগুলি পলিটব্যুরো কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ২৬শে অক্টোবর সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আলোচিত ও গৃহীত হয়। ৩রা নভেম্বর সারা-ইউনিয়ন পার্টি সম্মেলনে প্রবন্ধগুলি সম্মেলনের সিদ্ধান্তরূপে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সেইদিনই সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ঐগুলি অনুমোদিত হয় ('সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স, কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত-সমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ২০৯-২২০ দেখুন)।

৭৬। লেনিনের '**পণ্যের মাধ্যমে কর** নামক পুস্তিকার পরিকল্পনার' জন্য তাঁর **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ২৯৯-৩০৭ দেখুন।

৭৭। 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদীরা' রু. ক. পা (ব)-র অভ্যন্তরে স্যাপ্রোনভ ও ওসিনস্কির নেতৃত্বাধীন একটি পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠী। যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের যুগে এর উদ্ভব ঘটেছিল। এই গোষ্ঠী সোভিয়েতগুলিতে পার্টির মুখ্য ভূমিকার বিরোধিতা করে, এক ব্যক্তির কর্তৃত্বে কল-কারখানা চালানোর এবং কারখানা-পরিচালকদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের এরা বিরোধী, সাংগঠনিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে লেনিনের নির্ধারিত পন্থার এরা বিরোধিতা করে, এবং পার্টির

অভ্যন্তরে গোষ্ঠীসমূহের স্বাধীনতা দাবি করে। নবম ও দশম পার্টি কংগ্রেসে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদীদের' পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠী বলে নিন্দা করা হয়। ১৯২৭ সালে সি. পি. এস. ইউ (বি)-র পার্টি কংগ্রেসে ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধী গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্যগণসহ এই গোষ্ঠীও পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল।

৭৮। 'সৌভরিন মার্কা বিলুপ্তিবাদীরা'—ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য ট্রট্স্কিপন্থী বরিস সৌভরিনের অনুগামীগণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে প্রচারের অভিযোগে ১৯২৬ সালে ই. সি. সি. আই-এর সপ্তম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ইনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন।

৭৯। ১৯২৬ সালের ২৬শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত সি. পি. এস. ইউ (বি)-র পঞ্চদশ সম্মেলনের অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়: আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি; দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পার্টির করণীয় কাজসমূহ; ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কাজের ফল ও তাদের বর্তমান কর্তব্যকাজসমূহ; বিরোধীশক্তি ও পার্টির আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি। এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় কমিটির নীতি অনুমোদন করে এবং 'সি. পি. এস. ইউ (বি)-র অভ্যন্তরে বিরোধী ব্লক' সম্পর্কে জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্টের গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে; এই রিপোর্টে ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভের বিরোধী ব্লককে বলশেভিক পার্টির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতিরূপে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সহায়ক বাহিনীরূপে বর্ণনা করা হয়। এই সম্মেলনে ইউ. এস. এস. আর-এর সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সফলতার কল্পনাকে রূপ দেওয়া হয় ও তার দ্বারা পার্টিকে সজ্জিত করা হয়, এবং পার্টির ঐক্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়পণ সংগ্রাম পরিচালনের জন্য ও ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ ব্লকের স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৮০। এখানে ১৯২৬ সালের ৬-৯ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথা বলা হয়েছে।

৮১। এখানে ১৯২৬ সালের ১৪-২৩শে জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথা বলা হয়েছে।

৮২। এখানে ক. ক. পা (ব)-র ত্রয়োদশ সম্মেলনে গৃহীত এবং ক. ক. পা

(ব)-র ত্রয়োদশ কংগ্রেসের প্রস্তাবরূপে অনুমোদিত 'আলোচনার ফলাফল এবং পার্টিতে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি' সংক্রান্ত প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে। ('সো. ইউ ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৭৭৮-৮৬ দেখুন।)

৮৩। লেনিনের **পণ্যের মাধ্যমে কর** নামক রচনার এই অধ্যায়ের শিরোনামা 'রাশিয়ার সমসাময়িক অর্থনীতি' (ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮-৩১৯ দেখুন)।

৮৪। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭ দেখুন।

৮৫। **নাশে স্লোভো** (আমাদের কথা)—মেনশেভিক-ট্রট্স্কি সংবাদপত্র, ১৯১৫-এর জানুয়ারি থেকে ১৯১৬-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারিতে প্রকাশিত হয়।

৮৬। 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৪৮ দেখুন।

৮৭। ঐ, পৃঃ ৪৯ দেখুন।

৮৮। ঐ, পৃঃ ৪৯ দেখুন।

৮৯। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১-৭ দেখুন।

৯০। ঐ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ২০৪ দেখুন।

৯১। এখানে ১৯২৬ সালের ২৩শে অক্টোবর এবং ২৬শে অক্টোবরের সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথা বলা হয়েছে। এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়: এফ. ই. জারঝিন্স্কির মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে সদস্যপদ খালি হয় তা পূর্ণ করার প্রশ্ন, পঞ্চদশ সারা-ইউনিয়ন পার্টি সম্মেলনে আলোচনার জন্য উপস্থাপনযোগ্য প্রশ্নসমূহ, জুলাই মাসে সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর থেকে ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ বিরোধী ব্লকের উপদলীয় কর্মতৎপরতার ব্যাপারে ৪ঠা অক্টোবরের পলিটব্যুরোর প্রস্তাব সম্পর্কে, এবং 'সি. পি. এস. ইউ (বি)-র অভ্যন্তরে বিরোধী ব্লক' সম্পর্কে জে. ভি. স্তালিনের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি। ২৬শে অক্টোবর তারিখে জে. ভি. স্তালিন এই প্রবন্ধগুলির সমর্থনে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন।

৯২। 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৫৩১-৩৩ দেখুন।

৯৩। এখানে ১৯২৫ সালের ১৭ই জানুয়ারি রু. ক. পা. (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে। ট্রট্স্কির কাজকর্ম সম্বন্ধে আঞ্চলিক পার্টি-সংগঠনগুলির প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে জে. ভি. স্তালিনের চিঠি পাওয়ার পর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ('সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৯১৩-২১ এবং জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬-১০ দেখুন।)

৯৪। এফ. এঙ্গেলসের 'গ্রুণদ্‌সাৎজে দেজ কমিউনিজমাস'। মার্কস ও এঙ্গেলসের **গেসামটসগেব**, এবিটি ১, বিডি ৬, এস্ ৫০৩-২২।

৯৫। সোভিয়েতগুলির তৃতীয় সারা-রুশ কংগ্রেসে 'গণ-কমিশার পরিষদের' কার্যাবলী সম্পর্কে লেনিনের প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে তাঁর এই কথাগুলি উদ্ধৃত হয়েছে। (ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৪২৯ দেখুন।) ১৮৯৪ সালের ২রা জুন পল লাফার্গের কাছে লিখিত এঙ্গেলসের চিঠিটিও দেখুন (কাল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের **রচনাবলী**, রুশ সংস্করণ, ২৯শ খণ্ড, পৃঃ ৩১১)।

৯৬। এখানে 'কয়েকটি থিসিস' শীর্ষক লেনিনের প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬-৬৮ দেখুন)।

৯৭। 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৪৬ দেখুন।

৯৮। এখানে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জনের ১৯২৩ সালের ৮ই মে লিখিত নোটের কথা বলা হয়েছে; এই নোটে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পুনরায় হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

৯৯। 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৪৯ দেখুন।

১০০। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩১১ দেখুন।

১০১। ঐ, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩১১ দেখুন।

১০২। ঐ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ১৯২ দেখুন।

১০৩। 'উফা সরকার' হল একটি প্রতিবিপ্লবী সংগঠন; নিজেকে 'সারা-রাশিয়ার অস্থায়ী সরকার' (পরিচালকবৃন্দ) বলে অভিহিত করত। ১৯১৮ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে শ্বেতরক্ষী 'সরকারগুলির' প্রতিনিধি, মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রতিনিধি এবং হস্তক্ষেপকারী বৈদেশিক প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে এই সংগঠন স্থাপিত হয়। ১৯১৮ সালের ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল।